জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরঃ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

শ্রীমাধবপ্রণীতো

জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরঃ

প্রথম-দ্বিতীয়াধ্যায়াত্মকঃ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য-কৃত

সংস্কৃত টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা
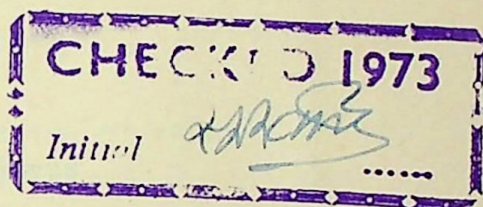
প্রকাশ : মাঘ ১৩৫৮
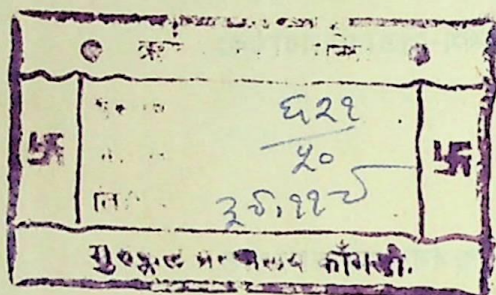
সাড়ে পাঁচ টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

নিবেদন

মহর্ষি জৈমিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া দ্বাদশাধ্যায় মীমাংসাসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 'মীমাংসা' শব্দের অর্থ বেদার্থবিচার। মীমাংসা-শব্দ পূজিত বিচারকে বুঝাইয়া থাকে—ইহাও আচার্য্যগণের অভিমত। আত্মজ্ঞান মুক্তির অনুকূল। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বেদার্থ বিচারেরও প্রয়োজন আছে। এইহেতু বেদার্থবিচার আস্তিক-সম্প্রদায়ের নিকট পূজিত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র 'ভামতী'তে উল্লেখ করিয়াছেন—"পূজিতবিচারবচনো মীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থ-হেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য পূজিততা" ইতি। 'মীমাংসা' অর্থে বেদশাস্ত্রাবিরোধী 'তর্ক' শব্দের প্রয়োগও পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় (১২।১০৬) উপদিষ্ট হইয়াছে—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে মীমাংসা-শাস্ত্রই একমাত্র উপায় বা অবলম্বন। এইকারণে এই শাস্ত্রকে 'ন্যায়'ও বলা হয়। 'নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ন্যায়-শব্দ মীমাংসাকেও বুঝাইয়া থাকে। মীমাংসা ও বেদান্ত শাস্ত্রের এক একটি বিচার বা অধিকরণকেও 'ন্যায়' শব্দে অভিহিত করা হয়।

বেদান্তের অধিকরণ-সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ ভারতীতীর্থ-কৃত 'বৈয়াসিক-ন্যায়মালা' এবং জৈমিনি-দর্শনের অধিকরণ-সংগ্রহাত্মক গ্রন্থই হইতেছে আচার্য্য মাধব-কৃত এই 'জৈমিনীয়-ন্যায়মালা'। মহামতি পার্থসারথি মিশ্রের 'শাস্ত্রদীপিকা' গ্রন্থও বিষয়-সংশয়াদি-বিন্যাসে অনেকাংশে অধিকরণ-সংগ্রহের মত। শাস্ত্রদীপিকার পরে ন্যায়মালা, ন্যায়বিন্দু ভাট্টদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচার।

মহামতি মণ্ডনমিশ্রের 'মীমাংসানুক্রমণিকা' গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত। বিশেষতঃ এক একটি শ্লোকে একাধিক অধিকরণ রচিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কঠিন। প্রথম শিক্ষার্থি-গণের পক্ষে ন্যায়মালাই সমীচীন গ্রন্থ। গ্রন্থকার-বিরচিত বিস্তর-টীকা সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সমধিক উপাদেয়।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রীয় মীমাংসাতেও সংশয় এবং পূর্ব্বোত্তর-পক্ষের সূচনা পাওয়া যায়। অনুমিত হয়, ভারতীতীর্থের 'বৈয়াসিক-ন্যায়মালা' গ্রন্থের অনুকরণেই আচার্য্য মাধব 'জৈমিনীয়-ন্যায়মালা' রচনা করিয়াছেন।

বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্ ।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্ ॥

এই প্রাচীন লক্ষণ হইতে জানা যায়—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও নির্ণয়—এই পাঁচটিই অধিকরণের অঙ্গ। কিন্তু ন্যায়মালার অধিকরণে সঙ্গতিকে অন্যতম অঙ্গ-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উত্তর-পক্ষের অঙ্গত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অধিকরণকে পঞ্চাঙ্গ বলা হইলেও 'প্রয়োজন' বা 'ফলভেদ' নামে অধিকরণের আরও একটি অঙ্গ আছে। ভাষ্যকার শবরস্বামী বহু অধিকরণেই প্রয়োজনেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাট্টদীপিকাতে আচার্য্য খণ্ডদেবও অধিকরণের ষড়ঙ্গতাই স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে স্থানে স্থানে প্রয়োজনের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুবাদে ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫—সংখ্যাগুলি যথাক্রমে সঙ্গতি, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ এবং নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের বোধক।

আচার্য্য মাধব মীমাংসা-দর্শনের দ্বাদশ অধ্যায়েরই অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। তিনি ভট্ট কুমারিলের বার্ত্তিক অনুসরণ করিয়াই অধিকরণ রচনা করিয়াছেন, শবর-স্বামীর ভাষ্য অনুসারে করেন নাই। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ভাষ্যানুসারে অধিকরণের সংখ্যা উনিশ, পরন্ত বার্ত্তিক অনুসারে বিশ। ন্যায়মালাতেও বিশটি অধিকরণই পাওয়া যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় কোন কোন পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সংযোজন করিয়া শুধু এই দুই অধ্যায়েরই সম্পাদনা করা হইল।

পুনা, আনন্দাশ্রম-প্রকাশিত গ্রন্থখানিকেই আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহার সাঙ্কেতিক নাম দিয়াছি—'ক'। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন, ট্রিউব্‌নার্ এণ্ড কোম্পানী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা—'খ', এবং ধানুকা, দর্শনচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীরোহিণীকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-সম্পাদিত গ্রন্থের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা—'গ'। পাদটীকায় গ্রন্থগুলির পাঠান্তরও সংযোজিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদিত 'মীমাংসা-দর্শনম্' গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের মীমাংসানুক্রমণিকা-ব্যাখ্যা হইতেও কোন কোন বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। কৃতজ্ঞতার সহিত এই ঋণ স্বীকার করিতেছি। এই টিপ্পনী এবং বঙ্গানুবাদের দ্বারা যদি বিদ্যার্থিগণ কিছুমাত্র উপকৃত হন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

সম্প্রতি গ্রন্থকার আচার্য্য মাধবের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।[১]

১ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' অবলম্বনে।

মাধবাচার্য্যকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বলা হইয়া থাকে। আচার্য্য মাধব বিজয়নগর রাজ্যের সংস্থাপক। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করিয়া আচার্য্য মাধব মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়নগরাধিপতি বুক্ক-নরপতির কুলগুরু, সভাপণ্ডিত, প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি-রূপে রাজ্যের বিজয়স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই বাহুবলে দক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরে তাঁহার আবির্ভাব এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিরোভাব। তাঁহার পরমায়ুঃ শতাধিক বর্ষ। আচার্য্যের পিতার নাম মায়ণ এবং মাতার নাম শ্রীমতী। তাঁহার দুই সহোদর। একজন সুগৃহীত-নামা বেদভাষ্যকার আচার্য্য সায়ণ এবং অপরের নাম ভোগনাথ। তাঁহার সূত্র বৌধায়ন এবং গোত্র ভরদ্বাজ। যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ-কুলে তাঁহার জন্ম। তিনি নিজেই পরাশর-সংহিতার স্বরচিত ভাষ্যের প্রারম্ভে আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥
যস্য বৌধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং কুলং যস্য সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥

'সায়ণ' এই উপাধিটি তাঁহার কুলগত বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের প্রারম্ভ-শ্লোকে আচার্য্য মাধব বলিয়াছেন—

শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধিকৌস্তভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবার্য্যেণ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ॥

'মাধবীয়-ধাতুবৃত্তির আদি শ্লোকে মাধব পিতা মায়ণের 'সায়ণ' উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন। এইসকল লিখন হইতে অনুমিত হয়, 'সায়ণ' এই উপাধিটি কৌলিক মাত্র। সম্ভবতঃ বেদভাষ্যকার আচার্য্য সায়ণ শুধু কৌলিক উপাধিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যে-স্থলে 'সায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে' এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, সেই স্থলে মাধবের আদেশে সায়ণ রচনা করিয়াছেন—এইপ্রকার অর্থই বোধ করি যুক্তিযুক্ত।

মাধবাচার্য্য 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ'-গ্রন্থের প্রারম্ভে শঙ্করানন্দকে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন—

"যচ্ছঙ্করানন্দপদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্ যতয়ো বিশন্তি।"

গ্রন্থের সমাপ্তিতে বিদ্যাতীর্থকে গ্রন্থ সমর্পণ করিয়াছেন—

"যদ্‌বিদ্যাতীর্থগুরবে শুশ্রূষাজ্ঞা ন রোচতে তস্মাৎ।
অস্ত্বেষা ভক্তিযুতা শ্রীবিদ্যাতীর্থপাদয়োঃ সেবা॥"

সায়ণাচার্য্যও বেদভাষ্যের প্রারম্ভে বিদ্যাতীর্থের বন্দনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, বিদ্যাতীর্থ মাধব ও সায়ণ উভয়েরই গুরু। বৈয়াসিক-ন্যায়মালা-রচয়িতা ভারতীতীর্থও বিদ্যাতীর্থের শিষ্য। বৈয়াসিক-ন্যায়মালার প্রারম্ভে তিনি তাঁহার গুরু বিদ্যাতীর্থকে প্রণাম করিয়াছেন। জৈমিনীয়-ন্যায়মালার প্রারম্ভে মাধবাচার্য্য ভারতীতীর্থকে স্বীয় গুরু-রূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন—

স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থ-যতীন্দ্রচতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পরার্দ্ধ্যপ্রতিমোঽভবৎ॥

এই-সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, বিদ্যাতীর্থ মাধবাচার্য্যের গুরুর (ভারতীতীর্থের) গুরু। অথবা বিদ্যাতীর্থ ই প্রথমতঃ মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন। পরে আচার্য্য মাধব ভারতীতীর্থকেও গুরুত্বে বরণ করেন। 'পঞ্চদশী' ও বিবরণ'প্রমেয়সংগ্রহের' প্রারম্ভে শঙ্করানন্দকে প্রণাম করায় প্রতীত হয় যে, তিনিও মাধবাচার্য্যের (বিদ্যারণ্যের) গুরু ছিলেন। বিদ্যাতীর্থ, ভারতীতীর্থ ও শঙ্করানন্দ—এই তিনজনই আচার্য্য মাধবের গুরু।

বিজয়নগর রাজ্যের মন্ত্রিত্বের অবসানে বার্দ্ধক্যে আচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'বিদ্যারণ্য স্বামী' নাম গ্রহণ করেন এবং শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আচার্য্য মাধবের প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর রাজ্য অনেক কাল স্বাধীন ছিল। আচার্য্য গুরুতর রাজকার্য্যের অবসরে যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতিমানুষী প্রতিভার পরিচায়ক। বুক্ক(ণ)-নরপতির মন্ত্রি-রূপে কিছুকাল তিনি জয়ন্তীপুরে রাজত্বও করিয়াছিলেন। (পুনা, আনন্দাশ্রম-প্রকাশিত রুদ্রভাষ্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) তিনি কোঙ্কন প্রদেশের রাজধানী গোয়া অধিকার করেন এবং মুসলমান-বিধ্বস্ত অনেক দেবতার বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাধবের প্রতিভা দেখিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, বৈয়াকরণ, স্মার্ত্ত এবং রাজধর্ম্মবিৎ। শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার সমান অধিকার ছিল। তাঁহার মস্তিষ্ক ও বাহু উভয়েরই শক্তি অসাধারণ। এইপ্রকার শক্তিসমন্বয় অতি বিরল। এই অসাধারণ কর্ম্মী সন্ন্যাসীর দানশক্তিও অতুলনীয়। তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, ১৩১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে প্রজাপতি-সম্বৎসরে বৈশাখের অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণে বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক মাধবাচার্য্য 'কুচ্চর'-(মাধবপুর) নামক একটি গ্রাম চব্বিশজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার পরেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের পরিচয়—(১) মাধবীয়-ধাতুবৃত্তি—ব্যাকরণ গ্রন্থ। (২) পরাশর-মাধব—পরাশর-স্মৃতির ভাষ্য। (৩) কালমাধব—পরাশর-ভাষ্যের পরিশিষ্ট। (৪) জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তর—পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের অধিকরণ-সংগ্রহ ও তাহার ব্যাখ্যা। (৫) সূতসংহিতা-টীকা—স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতায় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থের টীকা। (৬) বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ—বেদান্তের চতুঃসূত্রীর উপর পঞ্চপাদিকার নয়টি বর্ণকের ব্যাখ্যা। পঞ্চপাদিকার উপর প্রকাশাত্মযতির বিবরণ-নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ। (৭) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, মধ্ব, শৈব, নাকুলীশ, পাশুপত, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও শাঙ্কর দর্শনের সংক্ষেপ। (৮) পঞ্চদশী—বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণ-গ্রন্থ। (৯) অনুভূতিপ্রকাশ—শ্লোকাকারে রচিত বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ। (১০) অপরোক্ষানুভূতি-টীকা—আচার্য্য শঙ্কর-কৃত অপরোক্ষানুভূতির টীকা। (১১) জীবন্মুক্তিবিবেক—সন্ন্যাসীর কৃত্যনিরূপণাত্মক গ্রন্থ। (১২) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্দীপিকা। (১৩) ঐতরেয়োপনিষদ্দীপিকা। (১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদ্দীপিকা। (১৫) বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকসার। (১৬) শঙ্করবিজয়—শঙ্করাচার্য্যের জীবন-চরিত।

মহামতি বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় মাধবাচার্য্যও (বিদ্যারণ্য স্বামী) ছিলেন—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—তিনটিই এই মহাপুরুষকে তুল্যভাবে আশ্রয় করিয়াছিল।

উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, ১৩৫৮ সাল
বিশ্বভারতী, বিদ্যাভবন
শান্তিনিকেতন

শ্রীসুখময় শর্ম্মা

সূচীপত্র

চতুর্থপাদে অধিকরণানি—২০

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে অধিকরণানি—১৮

দ্বিতীয়পাদে অধিকরণানি—১৩

তৃতীয়পাদে অধিকরণানি—১৪

ওঁ তৎসৎ

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥১॥

যুক্তিং মানবতীং বিদন্ স্থিরধৃতির্ভেদে বিশেষার্থভা-
গাপ্তোহঃ ক্রমকৃৎপ্রযুক্তিনিপুণঃ শ্লাঘ্যাতিদেশোন্নতিঃ।
নিত্যস্ফূর্ত্ত্যধিকারবান্ গতসদাবাধঃ স্বতন্ত্রেশ্বরো
জাগর্তি শ্রুতিমৎপ্রসঙ্গচরিতঃ শ্রীবুক্কণক্ষ্মাপতিঃ ॥২॥

যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে প্রগুণযত্তৎপঞ্চমূর্তিপ্রথাং
তত্রায়ং স্থিতিমূর্তিমাকলয়তি শ্রীবুক্কণক্ষ্মাপতিঃ।
বিদ্যাতীর্থমুনিস্তদাত্মনি লসন্মূর্তিস্ত্বনুগ্রাহিকা
তেনাস্য স্বগুণৈরখণ্ডিতপদং সার্বজ্ঞমুদ্দ্যোততে ॥৩॥

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসো নলস্য সুমতিঃ শৈব্যস্য মেধাতিথি-
র্ধৌম্যো ধর্মসুতস্য বৈণ্যনৃপতেঃ স্বৌজা নিমের্গৌতমিঃ।
প্রত্যগ্‌দৃষ্টিররুন্ধতীসহচরো রামস্য পুণ্যাত্মনো
যদ্বত্তস্য বিভোরভূৎ কুলগুরুর্মন্ত্রী তথা মাধবঃ ॥৪॥

স খলু প্রাজ্ঞজীবাতুঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অকরোজ্জৈমিনিমতে ন্যায়মালাং গরীয়সীম্ ॥৫॥

তাং প্রশস্য সভামধ্যে বীরশ্রীবুক্কভূপতিঃ।
কুরু বিস্তরমস্যাস্ত্বমিতি মাধবমাদিশৎ ॥৬॥

স ভব্যাদ্ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পরার্ধ্যপ্রতিমোঽভবৎ ॥৭॥

নির্মায় মাধবাচার্যো বিদ্বদানন্দদায়িনীম্।
জৈমিনীয়ন্যায়মালাং ব্যাচষ্টে বালবুদ্ধয়ে ॥৮॥

ন্যায়মালায়া আদৌ স্বকীয়গ্রন্থত্বদ্যোতনায় স্বমুদ্রারূপমনেকার্থগর্ভং দেবতানমস্কার-প্রতিপাদকং শ্লোকং পঠতি—বাগীশাদ্যা ইতি ॥১॥

ইষ্টদেবতাং নমস্কৃত্য চিকীর্ষিতার্থপরিপালনায় পালকে স্বামিনি বিদ্যমানং মহিমানমনুস্মারয়তি—যুক্তিং মানবতীমিতি। অত্র চিকীর্ষিতধর্মশাস্ত্রে বর্তমানানাং দ্বাদশানামধ্যায়ানাং যে প্রতিপাদ্যা অর্থা যে চ নীতিশাস্ত্রোক্তা রাজধর্মাস্তে সর্বেঽপ্যস্মিন্ ভূপতাবুপলভ্যন্তে। নীতিপক্ষে যুক্তির্যোগঃ সন্ধিঃ। সা চ যুক্তির্মানবতী। মানঃ সৎকারঃ। চতুর্ষু সামভেদদানদণ্ডেষূপায়েষু প্রথম উপায়ঃ। বৈরিণো বুদ্ধিভেদো দ্বিতীয় উপায়ঃ। এতাভ্যাং দানদণ্ডাবপ্যুপলক্ষ্যেতে। এতৈশ্চতুর্ভিরুপায়ৈর্বিশেষেণার্থং ধনং ভজতি প্রাপ্নোতি। এতাবতা শত্রুক্ষয়ঃ কথিতঃ। অবশিষ্টেন স্বরাজ্যপ্রতিপালন-প্রকারঃ প্রতিপাদ্যতে। আপ্তেষমাত্যপ্রভৃতিষু পুরুষেষ্বয়মীদৃশস্য ব্যাপারস্য যোগ্যো নান্যস্মেত্যেবমূহাপোহকুশলঃ। রাজসভায়ামেতে তপস্বিনঃ পূজ্যা বিপ্রা দক্ষিণভাগ উপবেশনীয়া এতে চ ভৃত্যা বামভাগ ইতি ক্রমং করোতি। তত্তদ্গ্রামেষ্বধিকৃতান্ পুরুষান্নুচিতবুদ্ধিপ্রদানেন প্রযোক্তুং নিপুণঃ। সমুদ্রপর্যন্তত্বেনাতিবহুলস্য দেশস্যোন্নতিঃ সমস্ত-ভোগ্যবস্তুসম্পত্তিঃ। সা চ পররাষ্ট্রনিবাসিভিঃ সকলপ্রাণিভিঃ শ্লাঘ্যতে। ইদং কর্তব্যমিদং নেত্যেবং কার্যাকার্যবিষয়া স্ফূর্তিস্তস্যামধিকারোঽস্য রাজ্ঞো নিত্যঃ, সর্বত্রাপ্রতি-হতবুদ্ধিত্বাৎ। গতো বিনিবারিতঃ সতাং তপস্বিনামাবাধো বিঘ্নো যেনাসৌ গতসদাবাধঃ। দেশান্তরাধিপতীনাং রাজ্ঞামেতদধীনত্বেনাপরপ্রেষ্যত্বাদয়ং স্বতন্ত্রঃ। জগদীশ্বরস্য বিদ্যাতীর্থ--মুনের্ভোগমূর্তিত্বেনায়মীশ্বরঃ। যস্য সভায়াং গোষ্ঠীরূপঃ প্রসঙ্গো বেদার্থবিষয়ত্বেন শ্রুতিমান্। যদীয়ং চরিতমপি নিরন্তরং বেদোক্তরহস্যার্থানুষ্ঠানরূপত্বেন শ্রুতিমদ্ ভবতি, সোঽয়ং শ্রুতিমৎপ্রসঙ্গচরিতঃ। এবংবিধো বুক্কণভূপতিরন্তঃ পরমেশ্বরধ্যানে, বহিঃ প্রজাপালনে চ নিত্যং জাগর্তি। যথা নীতিশাস্ত্রোক্তেষু সামভেদাদিষ্বয়ং কুশলঃ তথা সর্বজ্ঞাবতারত্বাদ্ধর্মশাস্ত্রোক্তেষু প্রমাণাদিপ্রসঙ্গাস্তেষ্বধ্যায়ার্থেষু কুশলঃ। তে চাধ্যায়ার্থা উপরিষ্টাৎ প্রদর্শয়িষ্যন্তে ॥২॥

রাজ্ঞঃ সর্বজ্ঞত্বং সোপপত্তিকং প্রকটয়তি, যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যত ইত্যাদিনা। সর্বাসূপনিষৎসু প্রতীয়মানং যৎপরং ব্রহ্ম তদেব শৈবাগমেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহার-নিরোধনানুগ্রহলক্ষণপঞ্চকৃত্যসিদ্ধ্যর্থমীশান-তৎপুরুষাঘোর-বামদেব-সদ্যোজাত-লক্ষণানাং-পঞ্চানাং মূর্তীনাং প্রথাং প্রসিদ্ধিং বিস্তারং বা প্রগুণয়তি প্রকটীকরোতীতি

প্রতিপাদ্যতে। তত্র তাসু মূর্তিষয়ং ভূপালঃ স্থিতিমূর্তিং ধত্তে। তস্যা মূর্তের্বাত্মনি লসন্ বিদ্যাতীর্থমুনিঃ কৃৎস্নস্য জগতোঽনুগ্রাহিকা মূর্তিরিত্যুচ্যতে। যস্মাদয়ং ভূপো বেদান্তোক্তং পরং ব্রহ্ম, যস্মাচ্চাগমোক্তা মহেশ্বরস্য স্থিতিমূর্তির্যস্মাচ্চ শ্রীবিদ্যাতীর্থমুনিস্তদাত্মনি সংনিধায় প্রকাশতে, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বমস্য রাজ্ঞ উৎকর্ষেণাবিদ্বদঙ্গনাগোপালমবিবাদেন প্রতিভাসতে ॥৩॥

উক্তগুণোপেতস্য রাজ্ঞো মন্ত্রিণং নানাপুরাণপ্রসিদ্ধদৃষ্টান্তৈর্হিতকারিতয়া প্রশংসতি, ইন্দ্রস্যাঙ্গিরস ইতি ॥৪॥

চিকীর্ষিতগ্রন্থে শ্রদ্ধাতিশয়মুৎপাদয়িতুং কর্তৃগৌরবং প্রকটয়তি—

শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপালকো মাধবো বুধঃ।
স্মার্তং ব্যাখ্যায় সর্বার্থং দ্বিজার্থং শ্রৌত উদ্যতঃ ॥৯॥

সর্ববর্ণাশ্রমানুগ্রহায় পুরাণসার-পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যানাদিনা স্মার্তো ধর্মঃ পূর্বং ব্যাখ্যাতঃ। ইদানীং দ্বিজানাং বিশেষানুগ্রহায় শ্রৌতধর্মব্যাখ্যানায় প্রবৃত্তঃ ॥

গ্রন্থমারিপ্সুর্গুরুমূর্ত্যুপাধিকং সকলবেদশাস্ত্রপ্রবর্তকত্বেনাত্রোচিতেষ্টদেবতারূপং পরমেশ্বরমাদৌ নমস্কৃত্য শ্রোতৃপ্রবৃত্তিসিদ্ধ্যর্থং বিষয়প্রয়োজনে দর্শয়ংস্তং গ্রন্থং প্রতিজানীতে—

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণম্।
জৈমিনীয়ন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্ ॥১॥

জৈমিনিপ্রোক্তানি ধর্মনির্ণায়কান্যধিকরণানি ন্যায়াঃ। তেঽস্য গ্রন্থস্য বিষয়ঃ। পঠিতুং সুশকৈঃ কতিপয়ৈরেব শ্লোকৈস্তেষাং স্ফুটীভাবঃ প্রয়োজনম্। ন্যায়মালা সংগৃহ্যত ইতি গ্রন্থনামনির্দেশপূর্বিকা প্রতিজ্ঞা। তস্য করিষ্যমাণগ্রন্থস্য প্রকারং দর্শয়তি—

একো বিষয়-সন্দেহ-পূর্বপক্ষাবভাসকঃ।
শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী প্রায়েণ কথ্যতে ॥২॥
চত্বারোঽবয়বা একশ্লোকেনোক্তাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
যত্র ক্বাপি বহুশ্লোকৈরুচ্যন্তেঽতো ন বিস্তরঃ ॥৩॥

একৈকস্যাধিকরণস্য বিষয়ঃ সন্দেহঃ সঙ্গতিঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তশ্চেতি পঞ্চাবয়বাঃ। তত্র সঙ্গতিরনন্তরমেব ব্যুৎপাদয়িষ্যমাণেন প্রকারেণ প্রত্যধিকরণং স্বয়মেবোহিতুং শক্যতে। অবশিষ্টানাং চতুর্ণামবয়বানাং সংগ্রাহকাঃ ক্বচিদ্ বহবঃ শ্লোকাঃ ক্বচিদেক ইত্যাবাপোদ্বাপাভ্যামন্ততঃ প্রত্যধিকরণং শ্লোকদ্বিত্বে সংখ্যা পর্যবস্যতি। অতো বহুত্বাদ্বিভ্যতা গ্রন্থগৌরবশঙ্কা ন কর্তব্যা ॥ তমেব গ্রন্থবাহুল্যাভাবং স্ফুটীকুর্বন্ রূপক-ব্যাজেন সুবোধত্বং দর্শয়তি—

সর্বথাপি সহস্রে দ্বে নাতিক্রামতি সংগ্রহঃ ।
মীমাংসাসাগরস্তেন ক্রীড়াপুষ্করিণী ভবেৎ ॥৪॥

শ্লোকেন শ্লোকাভ্যাং শ্লোকৈর্বা যথাসম্ভবং ন্যায়ঃ সংগৃহ্যতাম্। সর্বথাপি সহস্রন্যায়-সংগ্রহরূপো গ্রন্থঃ শ্লোকসহস্রদ্বয়পূর্তের্রর্বাগেব সমাপ্যতে। ন তু সহস্রদ্বয়মতিক্রামতি। ভাষ্যটীকাদীনাং বহুত্বাদ্ দুরবগাহত্বাচ্চ মীমাংসা সাগরসমা পূর্বমাসীৎ। ক্রিয়মাণেন ত্বনেনৈব গ্রন্থেন দোষদ্বয়রহিতেন রাজপুত্রাণাং বালানাং ক্রীড়ার্থং নির্মিতয়া নাতিদীর্ঘ-পুষ্করিণ্যা সমা ভবিষ্যতি। যদ্যপি শাস্ত্রদীপিকাদৌ কচিৎকচিৎ সংগ্রহশ্লোকোঽস্তি তথাপি ন সর্বত্র বিদ্যতে। যত্রাস্তি তত্রাপি বিষয়সংশয়য়োরসংগ্রহান্ন শ্লোকপাঠমাত্রেণাধিকরণমু-পন্যসিতুং শক্যতে। অতো ন কাপি গতার্থত্বং শঙ্কনীয়ম্ ॥

সঙ্গতিং ব্যুৎপাদয়তি—

শাস্ত্রেঽধ্যায়ে তথা পাদে ন্যায়সঙ্গতয়স্ত্রিধা ।
শাস্ত্রাদিবিষয়ে জ্ঞাতে তত্তৎসঙ্গতিরূহ্যতাম্ ॥৫॥

শাস্ত্রসঙ্গতিরধ্যায়সঙ্গতিঃ পাদসঙ্গতিশ্চেতি ত্রিবিধা সঙ্গতিঃ। সা চ শাস্ত্রাদীনাং ত্রয়াণামসাধারণে বিষয়ে জ্ঞাতে সতি স্বয়মেবোহিতুং শক্যা।

শাস্ত্রস্যাধ্যায়ানাঞ্চাসাধারণং বিষয়ং দর্শয়তি—

ধর্মো দ্বাদশলক্ষণ্যা ব্যুৎপাদ্যস্তত্র লক্ষণৈঃ ।
প্রমাণভেদশেষত্ব-প্রযুক্তিক্রমসংজ্ঞকাঃ ॥৬॥
অধিকারোঽতিদেশশ্চ সামান্যেন বিশেষতঃ ।
উহো বাধশ্চ তন্ত্রঞ্চ প্রসঙ্গশ্চোদিতাঃ ক্রমাৎ ॥৭॥

লক্ষণান্যধ্যায়াঃ। দ্বাদশানাং লক্ষণানাং সমাহারো দ্বাদশলক্ষণী। তাদৃশস্য দ্বাদশা-ধ্যায়োপেতস্য শাস্ত্রস্য ধর্মো বিষয়ঃ। প্রমাণাদয়ঃ প্রসঙ্গান্তা দ্বাদশপদার্থাঃ ক্রমাদ্-দ্বাদশানামধ্যায়ানাং বিষয়াঃ। প্রথমেঽধ্যায়ে বিধ্যর্থবাদাদিরূপং ধর্মে প্রমাণং নিরূপিতম্। দ্বিতীয়ে যাগদানাদিকর্মভেদঃ। তৃতীয়ে প্রযাজাদীনাং দর্শপূর্ণমাসাদ্যর্থত্বেন তচ্ছেষত্বম্। চতুর্থে গোদোহনস্য পুরুষার্থত্বপ্রযুক্ত্যানুষ্ঠানম্। ন তু ক্রত্বর্থত্বপ্রযুক্ত্যেত্যেবমাদয়ঃ। পঞ্চমে ক্রমনিয়তিবিধেয়ত্বাদয়ঃ। ষষ্ঠে কর্তুরধিকারো নান্ধাদেরিত্যাদয়ঃ। সপ্তমে সমান-মিতরচ্ছ্যেনেনেত্যাদিপ্রত্যক্ষবচনেনাগ্নিহোত্রাদিনাম্নানুমিতবচনেন চ সামান্যতোঽতিদেশঃ। অষ্টমে সৌর্যং চরুং নির্বপেদিত্যত্র নির্বাপস্তদ্ধিতেন দেবতানির্দেশ একদেবতাত্বমৌষধ-দ্রব্যকত্বমিত্যাদিলিঙ্গেনাগ্নেয়পুরোডাশেতিকর্তব্যতৈব, নান্যস্যেত্যেবমাদির্বিশেষতোঽতি-দেশঃ। নবমে প্রকৃতাবগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামীতি পঠিতে মন্ত্রে বিকৃতৌ সৌর্যচরাবগ্নিপদপরি

ত্যাগেন স্রুর্বপদপ্রক্ষেপেণ স্রুর্বায় জুষ্টং নির্বপামীত্যেবমাদ্যূহঃ। দশমে কৃষ্ণলেষু চোদকপ্রাপ্তস্যাবঘাতস্য বিতুষীকরণাসম্ভবেন লোপ ইত্যেবমাদির্বাধঃ। একাদশে বহ্বনামাগ্নেয়াদীনাং প্রধানানাং সকৃদনুষ্ঠিতেন প্রযাজাদ্যঙ্গেনোপকার ইত্যাদি তন্ত্রম্। দ্বাদশে প্রধানস্য পশোরুপকারায়ানুষ্ঠিতেন প্রযাজাদ্যঙ্গেন পশ্বঙ্গপুরোডাশেঽপ্যুপকার ইত্যাদি প্রসঙ্গঃ॥

পাদানামসাধারণং বিষয়ং দর্শয়তি—

বিধ্যর্থবাদস্মৃতয়ো নাম চেতি চতুর্বিধম্।
প্রথমাধ্যায়গৈঃ পাদৈশ্চতুর্ভির্মানমীরিতম্॥৮॥

প্রথমে পাদে বিধিরূপং মানমীরিতম্। দ্বিতীয়েঽর্থবাদরূপম্। অর্থবাদো মন্ত্রস্যাপ্যুপলক্ষকঃ। তৃতীয়ে স্মৃতিরূপম্। স্মৃতিরাচারমপ্যুপলক্ষয়তি। চতুর্থে উদ্ভিচ্চিত্রাদিনামরূপম্॥

উপোদ্‌ঘাতঃ কর্মভেদমানং তস্যাপবাদগীঃ।
প্রয়োগভেদ ইত্যেতে দ্বিতীয়াধ্যায়পাদগাঃ॥৯॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমে পাদ আখ্যাতমেবাপূর্ববোধকমপূর্বসদ্ভাব ইত্যাদিকঃ কর্মভেদচিন্তোপযুক্ত উপোদ্‌ঘাতো বর্ণিতঃ। দ্বিতীয়ে ধাতুভেদপুনরুক্ত্যাদিভিঃ কর্মভেদঃ। তৃতীয়ে রথন্তরাদীনাং কর্মভেদপ্রামাণ্যাপবাদঃ। চতুর্থে নিত্যকাম্যয়োঃ প্রয়োগয়োর্ভেদঃ॥

শ্রুতির্লিঙ্গং চ বাক্যাদিবিরোধপ্রতিপত্তয়ঃ।
অনারভ্যোক্তিবহ্বর্থস্বাম্যর্থা অষ্টপাদগাঃ॥১০॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমে পাদে শেষত্ববোধকানাং শ্রুতিলিঙ্গাদীনাং মধ্যে শ্রুতির্বিচারিতা। দ্বিতীয়ে লিঙ্গম্। তৃতীয়ে বাক্যপ্রকরণাদি। চতুর্থে নিবীতোপবীতাদিষ্বর্থবাদত্ববিধিত্বাদিনির্ণয়হেতুঃ শ্রুত্যাদেঃ পরস্পরবিরোধসদসদ্ভাবঃ। পঞ্চমে প্রতিপত্তিকর্মাণি। ষষ্ঠেঽনারভ্যাধীতানি। সপ্তমে বহুপ্রধানোপকারকপ্রযাজাদীনি। অষ্টমে যাজমানানি।

প্রধানস্য প্রযোক্তৃত্বমপ্রধানপ্রযোক্তৃতা।
ফলচিন্তা জঘন্যাঙ্গচিন্তেত্যেতে চতুর্থগাঃ॥১১॥

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে প্রধানভূতামিক্ষা দধ্যানয়নস্য প্রযোজিকেত্যাদিপ্রধানপ্রযোক্তৃত্বং বিচারিতম্। দ্বিতীয়ে ত্বপ্রধানং বৎসাপাকরণং শাখাচ্ছেদে প্রযোজকমিত্যাদ্যপ্রধানপ্রযোক্তৃত্বম্। তৃতীয়ে জুহূপর্ণময়ীত্যাদেরপাপশ্লোকশ্রবণাদিফলভাবাভাবচিন্তা। চতুর্থে রাজসূয়গতজঘন্যাঙ্গাক্ষদ্যূতাদিচিন্তা॥

শ্রুত্যাদিভিঃ ক্রমস্তস্য বিশেষো বৃদ্ধ্যবর্ধনে।
শ্রুত্যাদের্বলিতা চেতি পঞ্চমাধ্যায়পাদগাঃ ॥১২॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে শ্রুত্যর্থপাঠাদিভিঃ ক্রমো নিরূপিতঃ। দ্বিতীয়ে বাজপেয়গতেষু সপ্তদশসু পশুষ্বেকৈকধর্মসমাপনমিত্যাদিক্রমবিশেষঃ। তৃতীয়ে পঞ্চপ্রযাজাদীনামাবর্তনেনৈকাদশত্বমিত্যাদিবৃদ্ধিঃ। অদাভ্যগ্রহচিত্রিণ্যোরনাবৃত্তিরিত্যাদি বৃদ্ধ্যভাবঃ। চতুর্থে ক্রমনিয়ামকানাং শ্রুত্যর্থপাঠাদীনাং প্রবলদুর্বলভাবঃ॥

অধিকারী তস্য ধর্মাঃ প্রতিনিধ্যর্থলোপনে।
দীক্ষা সত্রং দেয়বহ্নী ষষ্ঠে পাদেষমী স্থিতাঃ ॥১৩॥

ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে কর্মাধিকারঃ কর্তুরস্ত্যন্ধাদের্নাস্তি স্ত্রিয়া অস্তি। যোঽস্তি স চ পত্যা সহেত্যেবমাদিনাধিকারী নিরূপিতঃ। দ্বিতীয়ে সত্রাধিকারিণাং প্রত্যেকং কৃৎস্নং ফলম্। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ কর্ত্রৈক্যনিয়মঃ। কাম্যকর্ম সমাপনীয়মিত্যেবমাদয়োঽধিকারিধর্মা উক্তাঃ। তৃতীয়ে দ্রব্যস্য প্রতিনিধিরস্তি। দেবাদীনামগ্ন্যাদীনামধিকারিণশ্চ স নাস্তীত্যাদিনিরূপণম্। চতুর্থে পদার্থলোপনং বিচারিতম্। অবত্তনাশে সত্যাজ্যেন যজেৎ। ইড়াদ্যর্থনাশে সতি শেষান্নং গ্রাহ্যমিত্যাদিকম্। পঞ্চমে কালাপরাধেন চন্দ্রোদয়ে সত্যভ্যুদয়েষ্টিঃ প্রায়শ্চিত্তম্। জ্যোতিষ্টোমস্যৈকাদয়ো দীক্ষাঃ। দ্বাদশাহস্য দ্বাদশদীক্ষা ইত্যাদি নিরূপিতম্। ষষ্ঠে সত্রাধিকারিণস্তুল্যকল্পা এব। সত্রং বিপ্রৈস্ত্রৈবেত্যেবমাদিকং চিন্তিতম্। সপ্তমে পিত্রাদিকং ন দেয়ম্, মহাভূমির্ন দেয়েত্যেবমাদির্দেয়বিচারঃ। অষ্টমে লৌকিকাগ্নাবুপনয়নহোমঃ, স্থপতীষ্টিস্তথৈবেত্যেবমাদ্যগ্নিবিচারঃ কৃতঃ॥

প্রত্যক্ষোক্ত্যতিদেশোঽস্য শেষঃ সামনিরূপণম্।
নামলিঙ্গাতিদেশৌ দ্বৌ সপ্তমাধ্যায়পাদগাঃ ॥১৪॥

সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে সমানমিতরচ্ছ্যেনেনেত্যাদিপ্রত্যক্ষবচনাতিদেশঃ। দ্বিতীয়ে রথন্তরশব্দেন গানমাত্রাভিধায়িনা গানস্যৈবাতিদেশস্ত্বমিত্যেতাদৃশঃ পূর্বোক্তাতিদেশস্য শেষো বিচারিতঃ। তৃতীয়েঽগ্নিহোত্রনামাতিদেশঃ। চতুর্থে নির্বাপৌষধদ্রব্যাদিলিঙ্গাতিদেশঃ॥

স্পষ্টলিঙ্গাদথাস্পষ্টাৎ প্রবলাদপবাদতঃ।
অতিদেশবিশেষাঃ স্যুরষ্টমাধ্যায়পাদগাঃ ॥১৫॥

অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে স্পষ্টেন লিঙ্গেনাতিদেশবিশেষঃ। তদ্‌যথা। সৌর্যচরাবতিদেশকানি নির্বাপস্তদ্ধিতেন দেবতানির্দেশ একদেবতাত্বমৌষধদ্রব্যকত্বমিত্যাদীনি স্পষ্টান্যাগ্নেয়লিঙ্গানি। দ্বিতীয়ে ত্বস্পষ্টৈর্লিঙ্গৈরতিদেশঃ। তদ্‌যথা—বাজিনে

হবিঃসামান্যেন লিঙ্গেন পয়োবিধ্যন্তোঽতিদিশ্যতে। তত্র লিঙ্গমস্পষ্টম্। শীঘ্রং তদ্‌বুদ্ধ্যনুৎপাদনাৎ। তৃতীয়ে প্রবলেন লিঙ্গেনাতিদেশঃ। তদ্‌যথা—আভিচারিকেষ্টাবাগ্না-বৈষ্ণব-সারস্বত-বার্হস্পত্যেষু হবিঃষু ত্রিত্বেন লিঙ্গেন যথাক্রমমাগ্নেয়াদিবিধ্যন্তে প্রাপ্তে দ্বিদৈবত্যত্বেন লিঙ্গেন প্রথম আগ্নাবৈষ্ণবে তৃতীয়স্যাগ্নীষোমীয়স্য বিধ্যন্তোঽতিদিষ্টঃ। প্রবলঞ্চ দ্বিদৈবত্যত্বম্। শব্দোচ্চারণমাত্রেণ সহসা প্রতিভাসাৎ। ক্রমস্তু বিলম্বিতপ্রতীত্যা দুর্বলঃ। চতুর্থে দর্বিহোমেষ্বতিদেশোঽপোদ্যতে ॥

উহারম্ভোঽথ সামোহো মন্ত্রোহস্তৎপ্রসঙ্গতঃ।
নবমাধ্যায়পাদেষু চতুর্ষ্বেতে প্রকীর্তিতাঃ ॥১৬॥

নবমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদ উপোদ্‌ঘাতপূর্বকমূহবিচারপ্রারম্ভঃ। তত্র প্রযাজাদয়ো ধর্মা অপূর্বপ্রযুক্তাঃ। অবঘাতমন্ত্রাদিষ্ববিবক্ষিতং ব্রীহ্যগ্ন্যাদিস্বরূপং সাধনবিশেষত্বমাত্রং বিবক্ষিতমিত্যাদিরুপোদ্‌ঘাতঃ। সবিত্রশ্বিপূষশব্দানাং বিকৃতিষু নাস্ত্যূহঃ। অগ্নিশব্দ-স্যাস্ত্যূহ ইত্যাদিক উহবিচারারম্ভঃ। দ্বিতীয়ে সপরিকরঃ সামোহঃ। তৃতীয়ে মন্ত্রোহঃ। চতুর্থে মন্ত্রোহপ্রসঙ্গাপতিতো বিচারঃ ॥

দ্বারলোপোঽস্য বিস্তারঃ কার্যৈকত্বং সমুচ্চয়ঃ।
গ্রহসামপ্রকীর্ণানি নঞর্থশ্চাষ্টপাদগাঃ ॥১৭॥

দশমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে বাধহেতুর্দ্বারলোপো নিরূপিতঃ। তদ্‌যথা—স্বয়ংকৃতা বেদির্ভবতীত্যত্র বেদিনিষ্পাদনরূপস্য দ্বারস্য লোপেন নিষ্পাদকানামুদ্ধননাদীনাং বাধঃ। কৃষ্ণলেষু বিতুষীকরণরূপস্য দ্বারস্য লোপেনাবঘাতস্য বাধঃ। দ্বিতীয়ে সংক্ষেপেণোক্তস্য দ্বারলোপস্য বহুভিরুদাহরণৈর্বিস্তারঃ। তৃতীয়ে বাধকারণং কার্যৈকত্বম্। তদ্‌যথা—প্রকৃতৌ গবাশ্বাদিদক্ষিণায়া ঋত্বিক্‌পরিক্রয়ঃ কার্যম্। তথা বিকৃতিরূপে ভূনাম্ন্যেকাহে ধেন্বরূপায়া দক্ষিণায়াস্তদেব কার্যম্। ততো ধেন্বা গবাশ্বাদিদক্ষিণা বিকৃতৌ চোদকপ্রাপ্তা বাধ্যতে। চতুর্থে নক্ষত্রেষ্টিবিহিতা উপহোমাশ্চোদকপ্রাপ্তৈর্নারিষ্টহোমৈঃ সহ সমুচ্চীয়ন্ত ইত্যাদিঃ সমুচ্চয়ঃ। পঞ্চমে ষোড়শিগ্রহঃ প্রকৃতিগামী। স চাগ্রয়ণপাত্রাদেব গ্রহীতব্য ইত্যাদির্বাধপ্রসঙ্গাগতঃ প্রকীর্ণবিচারঃ। অষ্টমে নানুযাজেষ্বিতি পর্যুদাসো ন সোম ইত্যর্থবাদো নাতিরাত্র ইতি প্রতিষেধ ইত্যাদির্বাধোপযুক্তো নঞর্থবিচারঃ ॥

উপোদ্‌ঘাতস্তথা তন্ত্রাবাপৌ তন্ত্রস্য বিস্তৃতিঃ।
আবাপবিস্তৃতিশ্চৈকাদশাধ্যায়স্য পাদগাঃ ॥১৮॥

একাদশাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে তন্ত্রস্যোপদ্‌ঘাতো বর্ণিতঃ। দ্বিতীয়ে তন্ত্রাবাপৌ সংক্ষেপেণোক্তৌ। তৃতীয়ে তন্ত্রমুদাহরণবাহুল্যেন প্রপঞ্চিতম্। চতুর্থে তথৈবাবাপঃ প্রপঞ্চিতঃ ॥

প্রসঙ্গস্তন্ত্রিনির্ণীতিঃ সমুচ্চয়বিকল্পনে।
দ্বাদশাধ্যায়পাদার্থা ইতি পাদার্থসংগ্রহঃ ॥১৯॥

দ্বাদশাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে পশুধর্ম্মাণাং পশুপুরোডাশে প্রসঙ্গঃ। সৌমিক-বেদেরুত্তরকালীনকর্মস্থ প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিচারঃ। দ্বিতীয়ে সবনীয়পশোস্তন্ত্রিত্বম্। ন তু সবনীয়পুরোডাশানাম্। বিকৃতিস্তন্ত্রিণী ন প্রকৃতিঃ অন্বারম্ভণীয়া বিকৃতিষ্বপি স্যাৎ। ন তু প্রকৃতাবেবেত্যাদিবিচারঃ। তৃতীয়ে ত্বগ্‌বাসসোঃ সমুচ্চয়ঃ। আধার-গতানামৃজুত্বসন্ততত্বাদীনাং সমুচ্চয় ইত্যাদিকং প্রাধান্যেন। যবব্রীহ্যোর্বিকল্প ইত্যাদিকং সমুচ্চয়াপবাদত্বেনেত্যুভয়ং চিন্তিতম্। চতুর্থে চৈন্দ্রাবার্হস্পত্য-যাজ্যানুবাক্যা যুগলয়োর্বিকল্প ইত্যাদিকং প্রাধান্যেন। যাজ্যানুবাক্যয়োঃ সমুচ্চয় ইত্যাদিকং বিকল্পাপবাদত্বেনেত্যুভয়ং চিন্তিতম্। তদেবং দ্বাদশাধ্যায়গতেষু ষষ্টিসংখ্যাকেষু পাদেষু প্রতিপাদ্যা অর্থাঃ সংগৃহীতাঃ।

নন্থ যথোক্তেভ্যঃ পাদার্থেভ্যোঽন্যেঽপ্যর্থা বহবস্তত্তৎপাদেষু বিচার্যন্তে। তেষাং কথং তত্তৎপাদান্তর্ভাব ইত্যাশঙ্ক্যাহ,

উপোদ্‌ঘাতাপবাদাভ্যাং প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গতঃ।
তত্তৎপাদগতত্বেন বিচারান্তরমুন্নয়েৎ ॥২০॥

যথোক্তপাদপ্রতিপাদ্যাদন্যেষ্বর্থেষু যথোচিতং কশ্চিদুপোদ্‌ঘাতঃ, কশ্চিদপবাদঃ, কশ্চিৎ প্রসঙ্গপতিতঃ, কশ্চিদনুপ্রসঙ্গপতিত ইত্যেবং পাদান্তর্ভাব উন্নেয়ঃ॥

নন্থ সন্ত্বেবমধ্যায়ানাং পাদানাঞ্চ ব্যবস্থিতা অর্থাঃ। তদীয়স্ত ক্রমঃ কথমবগন্তব্য ইত্যত আহ,

শাস্ত্রে পূর্বোত্তরীভাবোঽধ্যায়ানামভিধাস্যতে।
পাদানান্ত তমত্রৈব লেশাদ্‌ব্যুৎপাদয়ামহে ॥২১॥

একস্মিন্নধ্যায়ে সমাপ্তে সত্যধ্যায়ান্তরারম্ভে তয়োরধ্যায়য়োঃ পূর্বোত্তরীভাবো বক্ষ্যতে। প্রথমাধ্যায়গতানাং পাদানাং পূর্ব্বোত্তরীভাব উদাহৃতে সতি তদ্‌ব্যুৎপত্ত্যা পাদান্তরেষ্বপি তস্যোৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতয়া তমুদাহরতি—

বিধিঃ সাক্ষান্মিতির্ধর্মে তস্য শেষোঽর্থবাদগীঃ।
বেদমূলা স্মৃতির্নাম বাক্যাংশোঽমীষ্বতঃ ক্রমঃ ॥২২॥

জিজ্ঞাস্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতে ধর্মে বিধিবাক্যং সাক্ষাৎ প্রমাণমিতি তদ্‌বিচারঃ প্রথমে পাদে যুক্তঃ। অর্থবাদবাক্যস্য বিধিদ্বারা প্রামাণ্যাদ্ বিধ্যনন্তরভাবিত্বম্। স্মৃতিবাক্যস্য সার্থবাদবিধিরূপবেদমূলতয়া প্রামাণ্যাদর্থবাদোত্তরভাবিত্বম। নামধেয়স্য বাক্যৈক-

দেশত্বেন পূর্বোক্তত্রিবিধবাক্যবিচারোত্তরকালীনত্বম্। অনেন ন্যায়েনোত্তরাধ্যায়গত-পাদানাং পরস্পরং ক্রম উন্নেয়ঃ। ইত্থং শাস্ত্রস্যাধ্যায়ানাং পাদানাং চ ক্রমবিশেষ-বিশিষ্টানামসাধারণং প্রতিপাদ্যমর্থং নিরূপ্য তন্নির্ণয়ফলং দর্শয়তি—

উহিত্বা সঙ্গতীস্তিস্রস্তথাবান্তরসঙ্গতিম্।
উহেতাক্ষেপদৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণাদিকম্ ॥২৩॥

শাস্ত্রাদিপ্রতিপাদ্যার্থসম্বন্ধিতয়াধিকরণে যোজিতে সতি তস্যাধিকরণস্য শাস্ত্রসঙ্গতি-রধ্যায়সঙ্গতিঃ পাদসঙ্গতিশ্চেতি তিস্র উহিতা ভবন্তি। তদ্যথা, প্রথমাধ্যায়প্রথমপাদস্য দ্বিতীয়াধিকরণে ধর্মস্য লক্ষণপ্রমাণরাহিত্যং পূর্বপক্ষীকৃত্য তৎসদ্ভাবঃ প্রতিপাদিতঃ। তস্যাধিকরণস্য ধর্মসম্বন্ধিতয়া ধর্মবিচারশাস্ত্রে সঙ্গতিঃ। প্রমাণবিচাররূপত্বাৎ প্রথমাধ্যায়ে সঙ্গতিঃ। বিধিবাক্যস্য প্রমাণত্বেনোপন্যাসাৎ প্রথমপাদে সঙ্গতিঃ। যথৈতৎ সঙ্গতিত্রয়মূ-হিতম্ তথা পূর্বোত্তরাধিকরণয়োঃ পরস্পরমবান্তরসঙ্গতিরূহনীয়া। সা চানেকরূপা। আক্ষেপসঙ্গতির্দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ প্রাসঙ্গিকসঙ্গতিরুপোদ্ঘাতসঙ্গতির-পবাদসঙ্গতিশ্চেত্যেবমাদিরূপা। তাসামাক্ষেপাদিসঙ্গতীনামূহং ব্যুৎপাদয়তি—

পূর্বন্যায়স্য সিদ্ধান্তযুক্তিং বীক্ষ্য পরে নয়ে।
পূর্বপক্ষোক্তযুক্তিঞ্চ তত্রাক্ষেপাদি যোজয়েৎ ॥২৪॥

তদেতৎ সর্বং যোজয়িত্বা প্রদর্শ্যতে। প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদস্য প্রথমাধিকরণগতো ধর্মবিচারশাস্ত্রং বৈধমিতি সিদ্ধান্তঃ। অর্থজ্ঞানহেতাবধ্যয়নে নিয়মবিধেঃ সম্ভবাদিতি তদ্যুক্তিঃ। দ্বিতীয়াধিকরণে ধর্মে লক্ষণং প্রমাণঞ্চ নাস্তীতি পূর্বপক্ষঃ। লৌকিকা-কারহীনত্বাৎ প্রত্যক্ষাদ্যপ্রবৃত্তেশ্চেতি তদ্যুক্তিঃ। তয়া যুক্ত্যা ধর্মস্য লক্ষণপ্রমাণরহিতত্বে সতি নরবিষাণসমো ধর্ম ইতি তদ্বিচারশাস্ত্রস্য বিধেয়ত্বমনুপপন্নমিত্যাক্ষেপসঙ্গতিঃ। যথা প্রথমাধিকরণে নিয়মবিধিসম্ভবেন হেতুনা বিচারশাস্ত্রস্য বিধেয়ত্বমুক্তম্। তথা দ্বিতীয়াধিকরণে লৌকিকাকারহীনত্বপ্রত্যাক্ষাদ্যপ্রবৃত্তিরূপেণ হেতুনা ধর্মে লক্ষণপ্রমাণে ন স্ত ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। যথা প্রথমাধিকরণসিদ্ধান্তে পূর্বোক্তযুক্তিরবলোক্যতে তথা দ্বিতীয়াধিকরণসিদ্ধান্তে কাঞ্চিদপি যুক্তিং ন পশ্যাম ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। এতে দৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণসঙ্গতী মন্দবুদ্ধিভিরপি সর্বত্রোৎপ্রেক্ষিতুং শক্যেতে। পঞ্চমাধি-করণে বিধিবাক্যস্য নিরপেক্ষত্বাৎ প্রামাণ্যং বর্ণিতম্। তস্য চ বাক্যস্য শব্দার্থয়োর্মধ্যে শব্দকোটিনিবিষ্টত্বাদ্ বাক্যপ্রসঙ্গেন শব্দনিত্যত্বং ষষ্ঠাধিকরণে বর্ণ্যত ইতি প্রাসঙ্গিক-সঙ্গতিঃ। সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থে পাদে দ্বিতীয়াধিকরণেন সৌর্যাদিবিকৃতিষু বৈদিক-মঙ্গজাতমুপদেষ্টুং তদুপযোগিত্বেন প্রথমাধিকরণে ধর্মসাপেক্ষত্বং সাধিতম্। তত্র

প্রথমাধিকরণমুপোদ্‌ঘাতঃ। সেয়মুত্তরাধিকরণেন সহ পূর্বাধিকরণস্যোপদ্‌ঘাতসঙ্গতিঃ। প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদস্য প্রথমাধিকরণেঽষ্টকাদিস্মৃতেঃ প্রামাণ্যমুক্তম্। দ্বিতীয়াধিকরণে সর্ববেষ্টনস্মৃতেঃ পূর্ববৎপ্রাপ্তং প্রামাণ্যমপোদ্যতে। সেয়মপবাদসঙ্গতিঃ। অনয়া দিশ সর্বত্র সঙ্গতিরূহনীয়া ॥

(প্রথমে ধর্মশাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাধিকরণে সূত্রম্)

অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ॥১॥

ইত্থং সঙ্গতীর্ব্যুৎপাদ্যাথ প্রত্যধিকরণং বিষয়-সংশয়-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্তাংশ্চতুরোঽবয়বান্ সংজিঘৃক্ষুঃ[১] প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে[২] প্রথমাধিকরণং ভট্টমতেনারচয়তি[৩]—

স্বাধ্যায়োঽধ্যেয় ইত্যস্য বিধানস্য প্রযুক্তিতঃ।
বিচারশাস্ত্রং নারভ্যমারভ্যং বেতি সংশয়ঃ ॥১॥
অর্থধীহেতুতাধীতের্লোকসিদ্ধাবঘাতবৎ।
নিয়ামকং ন চৈবাতো বৈধারম্ভো ন সম্ভবী ॥২॥
দর্শাপূর্ববদস্ত্যত্র ক্রত্বপূর্বং নিয়ামকম্।
অর্থনির্ণায়কং শাস্ত্রমত আরভ্যতাং বিধেঃ ॥৩॥

'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ' ইত্যারভ্য 'অন্বাহার্যে চ দর্শনাৎ' ইত্যেতদন্তং জৈমিনিপ্রোক্তং সূত্রজাতং ধর্মবিচারশাস্ত্রম্। তদেতস্য প্রথমাধিকরণস্য বিষয়ঃ 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ'[৪] ইত্যধ্যয়নবিধিরক্ষরগ্রহণমাত্রপর্যবসায়ীতি কেচিন্মন্যন্তে। অপরে ত্বেবমাহুঃ— 'অর্থজ্ঞানরূপদৃষ্টপ্রয়োজনায়েদমধ্যয়নং বিধীয়তে। অর্থজ্ঞানং[৫] বিচারমন্তরেণ ন সম্ভবতি। ততো বিধির্বিচারশাস্ত্রস্য প্রয়োজকঃ' ইতি। তত্রৈবং সংশয়ঃ—'ইদং বিচারশাস্ত্রং বিধিপ্রযুক্ত্যা নারম্ভণীয়ম্, উত আরম্ভণীয়ম্' ইতি। তত্র 'অর্থজ্ঞানায়াধ্যয়নস্য বিধিঃ' ইতি বদন্ বাদী প্রষ্টব্যঃ—'কিমত্যন্তমপ্রাপ্তমধ্যয়নং বিধীয়তে, কিংবা পক্ষেঽপ্রাপ্তমবঘাত-

---

১ ভট্টমতেনাধিকরণান্যারচয়তি। তত্রেদং—(অধিকঃ পাঠঃ) গ
২ ধর্ম্মশাস্ত্রারম্ভাখ্যং—(অধিকঃ পাঠঃ) গ
৩ ভট্টেত্যাদি নাস্তি—গ
৪ তৈত্তিরীয়ারণ্যকে—২।১৫।১, শতপথ ব্রাঃ—১১।৫।৭
৫ চ—(ইত্যধিকঃ) খ

বন্নিয়ম্যতে' ইতি। নাদ্যঃ—'বিমতং বেদাধ্যয়নমর্থজ্ঞানহেতুঃ অধ্যয়নত্বাৎ, ভারতাধ্যয়নবৎ—ইত্যনুমানেনৈব বিধিনিরপেক্ষেণ প্রাপ্তত্বাৎ। তর্হি অস্তু দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। অবঘাতবন্নিয়মবিধিত্বসম্ভবাৎ। যথা নখৈরবঘাতেন বা তণ্ডুলনিষ্পত্তিসম্ভবাৎ পক্ষেঽপ্রাপ্তোঽবঘাতো বিধিনাঽবশ্যং কর্তব্য ইতি নিয়ম্যতে, তথা লিখিতপাঠেন গুরুপূর্বকাধ্যয়নেন বাঽর্থজ্ঞানসম্ভবাৎ পক্ষেঽপ্রাপ্তমধ্যয়নং বিধিনা নিয়ম্যত ইতি চেৎ, ন। বৈষম্যাৎ। অবঘাতনিষ্পন্নৈরেব তণ্ডুলৈরবান্তরাপূর্বদ্বারেণ দর্শপূর্ণমাসৌ পরমাপূর্বং জনয়তঃ, নান্যথা। ততো দর্শপূর্ণমাসাপূর্বমবঘাতস্য নিয়মহেতুঃ। অত্র তু লিখিতপাঠজন্যেনৈবার্থজ্ঞানেন ক্রত্বনুষ্ঠানসিদ্ধেরধ্যয়নস্য নিয়মহেতুর্নাস্তি। অতো দ্বিবিধবিধ্যসম্ভবাদর্থজ্ঞানহেতুবিচারশাস্ত্রারম্ভস্য বৈধত্বং নাস্তি। তর্হি শ্রূয়মাণস্য বিধেঃ কা গতিরিতি চেৎ, স্বর্গাগ্যাক্ষরগ্রহণমাত্রং বিধেয়মিতি বদামঃ। অশ্রুতোঽপি স্বর্গো বিশ্বজিন্ন্যায়েন কল্পনীয়ঃ। 'স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ০ [জৈমিনিসূ° ৪।৩।১৫] ইতি সূত্রেণ বিশ্বজিত্যশ্রূয়মাণমপ্যধিকারিণং সম্পাদয়িতুং তদ্বিশেষণং স্বর্গফলং যুক্ত্যা স্থাপিতম্। তদ্বদধ্যয়নেঽপ্যস্তু। এতদেবাভিপ্রেত্যোক্তম্—

'বিনাপি বিধিনা দৃষ্টলাভান্ন হি তদর্থতা।
কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবৎ' ॥

ইতি। এবঞ্চ সতি 'বেদমধীত্য স্নায়াৎ'[১] ইতি শাস্ত্রমনুগৃহ্যতে। অস্মিন্ শাস্ত্রে বেদাধ্যয়নসমাবর্তনয়োর্নৈরন্তর্যং প্রতীয়তে। ত্বৎপক্ষে[২] তু অধীতেঽপি বেদে ধর্মবিচারণায় গুরুকুল এবাধিবাসঃ কর্তব্যঃ। তথা সতি তন্নৈরন্তর্যং বাধ্যতে। তস্মাদ্ বিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বাভাবাৎ পাঠমাত্রেণ ধর্মসিদ্ধেঃ সমাবর্তনশাস্ত্রাচ্চ ধর্মবিচারশাস্ত্রং নারম্ভণীয়মিতি পূর্বঃ পক্ষঃ[৩] ॥

অত্রোচ্যতে—যদুক্তং 'লোকসিদ্ধত্বান্নাপ্রাপ্তবিধিঃ' ইতি, তত্তথৈবাস্তু। নিয়মবিধিত্বং তু ন বারয়িতুং শক্যম্। যথা দর্শপূর্ণমাসজন্যং পরমাপূর্বমবঘাতনিয়মজন্যস্যাবান্তরাপূর্বস্য কল্পকম্, এবমশেষক্রতুজন্যমপূর্বজাতং ক্রতুজ্ঞানসাধনাধ্যয়ননিয়মজন্যস্যাপূর্বস্য কল্পকং ভবিষ্যতি। নিয়মাদৃষ্টানঙ্গীকারে চ শ্রূয়মাণো বিধিরনর্থকঃ স্যাৎ। ন চ বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গার্থত্বং যুক্তম্, দৃষ্টফলেঽর্থজ্ঞানে সম্ভবতি অদৃষ্টস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ। অত এবোক্তম্—

'লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টপরিকল্পনা।
বিধেস্তু নিয়মার্থত্বান্নানর্থক্যং ভবিষ্যতি ॥'

---

১ বৌধায়ন-গৃহ্যসূত্রে—৬।১
২ তৎ০—খ
৩ পূর্বপক্ষঃ—খ

ইতি। নন্বেবমপি শ্রুতব্যাকরণাদ্যঙ্গস্যাধীতবেদস্য পুরুষস্য অর্থজ্ঞানসম্ভবাদ্ বিচারশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যমিতি চেৎ, ন। জ্ঞানমাত্রসম্ভবেঽপি নির্ণয়স্য বিচারাধীনত্বাৎ। 'অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি' ইত্যত্র 'ঘৃতেনৈব, ন তৈলাদিনা' ইত্যয়ং নির্ণয়ো ব্যাকরণেন নিরুক্তেন নিগমেন[১] বা ন সিধ্যতি। বিচারশাস্ত্রন্তু 'তেজো বৈ ঘৃতম্' ইতি বাক্যশেষাদর্থং নির্ণেষ্যতি। অতো বিচারো বৈধঃ। 'বেদমধীত্য স্নায়াৎ' ইতি শাস্ত্রন্তু অধ্যয়ন-সমাবর্তনয়োঃ পূর্বাপরীভাবসমানকর্তৃকত্বে এবাচষ্টে, ন ত্বানন্তর্যম্। তস্মাদ্ বিধিবশাদেব বিচারশাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি সিদ্ধান্তঃ ॥

… … …

টিপ্পনী

ওঁ তৎসৎ।

'সিদ্ধার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ' ইতি ভট্টবচনাদ্ মীমাংসাবিচারস্য প্রয়োজনাদিকং প্রথমাধিকরণেন প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্ববাক্যগতন্যায়নিরূপণাত্মিকা পূজিতবিচারস্বরূপা হি মীমাংসা। জিজ্ঞাস্যবিষয়কং সামান্যজ্ঞানঞ্চ জিজ্ঞাসায়াঃ কারণম্। অত্যন্তমজ্ঞাতে বিশেষেণ জ্ঞাতে বা জিজ্ঞাসায়া অদর্শনাৎ। ধর্ম্মবিষয়ে সামান্যজ্ঞানং জিজ্ঞাসোরস্ত্যেব। 'ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি', 'ধর্ম্মং চরেৎ' ইত্যাদি-বাক্যশ্রবণাদপি সামান্যজ্ঞানমুপজায়তে। ততশ্চ বিশেষজ্ঞানায় ভবতি জিজ্ঞাসা, ইত্যনুপেক্ষণীয়ো বিচারঃ। স্বাধ্যায়শব্দো বেদং বেদান্তর্গতং স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ানুসৃতং শাখাবিশেষং বা আচষ্টে। ননু 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যত্র কীদৃশো বিধিঃ? ন তাবদপূর্ব্ববিধিঃ। বেদেষু ব্যুৎপন্নং পুরুষং বিলোক্য বেদাধ্যয়নস্য অর্থজ্ঞানফলকত্বমনুমাতুং শক্যতে। ন তাবন্নিয়মঃ। ন হি অধ্যয়নমপূর্ব্বজনকমিতি। অপরস্য কস্যচিদধ্যয়নস্য নিষেধাকরণান্ন পরিসংখ্যাপি। উক্তঞ্চ 'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে' ইতি। সত্যং, অপূর্ব্বপরিসংখ্যাবিধেরবিষয়ত্বেঽপি নিয়মবিধিরত্র বর্ত্তত এব। অর্থজ্ঞানমেব স্বাধ্যায়বিধেঃ ফলম্। ন হি যেন কেনাপি প্রকারেণার্থজ্ঞানং সম্পাদনীয়ম্, পরন্তু যথাশাস্ত্রমধ্যয়নেন। অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মসু অধিকারিনিয়মনমেব স্বাধ্যায়বিধেস্তাৎপর্যম্। তেন শূদ্রস্যাধিকারঃ প্রতিষিধ্যতে।

ধর্ম্মজ্ঞানমেব বিচারশাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্। ধর্ম্মশ্চাভিধেয়ঃ। ধর্ম্মেণৈব সহ শাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকসম্বন্ধঃ। ধর্ম্মশ্চ প্রতিপাদ্যঃ, শাস্ত্রং প্রতিপাদকম্। অধীতত্রৈবর্ণিকাঃ অধিকারিণঃ। সূত্রে 'ধর্ম্মগ্রহণং চোপলক্ষণার্থম্, অধর্ম্মস্যাপি হানায় জিজ্ঞাস্যত্বাৎ। অকারপ্রশ্লেষেণ বা সূত্রমধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামপি ব্যাখ্যেয়মিতি' শাস্ত্রদীপিকায়াম্।

… … …

১ নিগমেন নিরুক্তেন—খ.

অনুবাদ (১।১।১)

১. বেদ অধ্যয়নের পর কি করা উচিত—এইপ্রকার প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্ন বা আকাঙ্ক্ষাই এই অধিকরণের সঙ্গতি।

২. জৈমিনিপ্রণীত সূত্রগুলি ধর্ম্মবিচার-শাস্ত্র বা মীমাংসাশাস্ত্র। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যে-তব্যঃ' এইরূপ একটি বিধিবাক্য আছে। বেদ অথবা বেদের অন্তর্গত সম্প্রদায়পরিগৃহীত শাখার নাম স্বাধ্যায়। এই বিধিবাক্যই বিচার্য্য বা বিষয়।

৩. এই বাক্যটি বেদার্থবিচারের বিধান করিতেছে, না শুধু বেদের অক্ষরমাত্র পাঠের বিধান করিতেছে?

৪. 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই বিধিবাক্যটিকে অপূর্ব্ববিধি বলা চলে না। 'বেদার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য'—এইপ্রকার বিধান বা অর্থ অপর প্রমাণের দ্বারাও পাওয়া যায়। মহাভারতাদি গ্রন্থের অধ্যয়নকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে, বেদ অধ্যয়ন করিলে বেদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন কিছু পড়িলেই তাহার অর্থ জানিতে পারেন, এই নিমিত্ত বিধিবাক্যের কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ের বিধান না করায় উক্ত বিধিকে 'অপূর্ব-বিধি' বলা যায় না। ইহাকে 'নিয়ম-বিধি'ও বলিবার উপায় নাই। কারণ 'ব্রীহীনবহন্তি' ইত্যাদি নিয়ম-বিধির উদাহরণ স্থলে দেখা যাইতেছে, অবঘাত-নিষ্পন্ন তণ্ডুলের দ্বারাই যাগ করিতে হইবে। অন্যথা দর্শপূর্ণমাস-যাগ হইতে পরম অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইবে না।

কিন্তু এইস্থলে অর্থজ্ঞান না থাকিলেও যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া 'নিয়মবিধি' মানিবার কোন প্রয়োজনই নাই। অপর কোনপ্রকার অধ্যয়নের নিষেধ করা হইতেছে না বলিয়া এই বিধিকে 'পরিসংখ্যা'ও বলা চলে না। সুতরাং উক্ত বিধির সার্থকতা রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবে, বিশ্বজিদধিকরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদাক্ষর পাঠ করিলে স্বর্গলাভ হইবে, ইহাই এই অধ্যয়নবিধির তাৎপর্য্য।

আরও বক্তব্য এই যে, 'স্বাধায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই বিধিবাক্যটি যদি মীমাংসারূপ বিচারশাস্ত্র পাঠের বিধায়ক হয়, তবে 'বেদমধীত্য স্নায়াৎ' অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের পর সমাবর্ত্তন স্নান করিবে, এই বিধিটির বাধা হইয়া থাকে। কারণ এই শ্রুতিতে বেদাধ্যয়নের অব্যবহিত পরেই সমাবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে। যদি বেদপাঠের পর অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত গুরুগৃহে থাকিয়া মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়, তবে

বেদাধ্যয়নের অব্যবহিত পরেই সমাবর্ত্তন হইতে পারে না। এইসকল কারণে মীমাংসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন বিধিবোধিত নহে। অতএব এই শাস্ত্রারম্ভ অনাবশ্যক।

৫. পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে যাইয়া সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে অপূর্ববিধি এবং পরিসংখ্যাবিধির প্রাপ্তি না থাকিলেও নিয়মবিধিকে স্বীকার করিতেই হইবে। দর্শপূর্ণমাস-যাগ হইতে পরমাপূর্ব জন্মে বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে যে, যাগসাধন তণ্ডুলের অবঘাত হইতেও নিশ্চয়ই একটি অবান্তর অর্থাৎ মধ্যবর্তী কলিকাপূর্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইভাবে নিখিল যাগযজ্ঞ হইতে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয় বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে যে, যাগযজ্ঞ-বিষয়ক জ্ঞানের হেতুভূত অধ্যয়নরূপ নিয়ম হইতেও অপূর্ব্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকার নিয়মাপূর্ব্ব স্বীকার না করিলে উক্ত অধ্যয়নবিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আরও জানা উচিত যে, অধ্যয়ন করিলে অর্থের জ্ঞান হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, সুতরাং অদৃষ্ট স্বর্গরূপ ফলের কল্পনা করা অসঙ্গত। এই বিধিটিকে নিয়মবিধি বলিয়া মানিয়া লইলেই বিধিবাক্যের নিরর্থকতা হয় না। বেদ-ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি মীমাংসা অধ্যয়ন না করিলেও বেদার্থ বুঝিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মীমাংসাশাস্ত্রের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? ইহাও বলা চলে না। কারণ অর্থজ্ঞান হইলেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে বিচারশাস্ত্ররূপ মীমাংসা পাঠের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। অর্থবাদ হইতে অর্থনির্ণয়ের প্রসিদ্ধ উদাহরণ 'অক্তাঃ শর্করাঃ' ইত্যাদি। 'বেদমধীত্য স্নায়াৎ' এই বিধিবাক্যেও বেদাধ্যয়ন ও সমাবর্ত্তনের পূর্বাপরীভাবত্ব এবং এককর্তৃকত্ব-মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, অব্যবহিত আনন্তর্য্য নহে। অতএব মীমাংসাশাস্ত্র পাঠ করা উচিত।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে গুরুমতমাহ—

অথবাধ্যাপনাৎ সিদ্ধৈর্বাস্ত্যধ্যয়নে বিধিঃ।
তেন পূর্বোত্তরৌ পক্ষৌ প্রসাধ্যাবন্যহেতুভিঃ ॥৪॥
বিধেয়াধ্যাপনং সিধ্যেদ্ বালস্যার্থধিয়ং বিনা।
তেন নির্বিষয়ং শাস্ত্রং নিষ্ফলঞ্চেত্যুপেক্ষ্যতাম্ ॥৫॥
স্বতঃপ্রাপ্তার্থবোধস্য বিবক্ষানপনোদনাৎ।
বিষয়াদি সুসম্পাদং শাস্ত্রমারভ্যতে[১] ততঃ ॥৬॥

'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত' ইত্যধ্যাপনং বিহিতম্। ন চাত্র

১ আরভ্যতাম্—খ

নিযোজ্যাভাবঃ, আচার্যত্বকামিনো নিযোজ্যত্বাৎ। 'উপনয়ীত' ইত্যনেনাচার্যকরণে 'সংমাননোৎসঞ্জনাচার্যকরণজ্ঞানভৃতিবিগণনব্যয়েষু নিয়ঃ' [পা০ সূ০ ১।৩।৩৬] ইতি পাণিনিসূত্রেণ[১] বিহিতেন আত্মনেপদেন নিযোজ্যবিশেষণমাচার্যত্বং প্রতীয়তে। উপনয়নে যো নিযোজ্যঃ স এবাধ্যাপনেঽপি। তয়োরেকপ্রয়োজনত্বাৎ। এবং[২] সতি আচার্যকর্তৃক-মধ্যাপনং মাণবককর্তৃকেনাধ্যয়নেন বিনা ন সিধ্যতীত্যধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত্যেবাধ্যয়নানুষ্ঠান-সিদ্ধের্ন পৃথগধ্যয়নে বিধিরভ্যুপগন্তব্যঃ। শ্রূয়মাণং বিধিবাক্যং নিত্যানুবাদত্বেনাপ্যুপ-পদ্যতে। ততোঽধ্যয়নবিধিমুপজীব্য পূর্বমুপন্যস্তৌ পূর্বোত্তরপক্ষাবন্যথা বর্ণনীয়ৌ। বিষয়সংশয়য়োস্তু নাস্তি বিপ্রতিপত্তিঃ। বিচারশাস্ত্রং বিষয়ঃ। অবৈধং বৈধং বেতি সংশয়ঃ। তত্র বৈধত্ববাদী প্রষ্টব্যঃ—বিধেয়মাচার্যকর্তৃকমধ্যাপনং কিং মাণবকস্যার্থ-জ্ঞানমপি প্রযুঞ্জীত, কিংবা পাঠমাত্রম্। নাদ্যঃ, অন্তরেণাপ্যর্থজ্ঞানমধ্যাপনসিদ্ধেঃ। পাঠমাত্রে তু বিচারস্য বিষয়ো ন ভবতি।[৩] আপাততঃ প্রতীতঃ সন্দিগ্ধোঽর্থো বিষয়ঃ। তথা সতি যত্রার্থপ্রতীতিরেব নাস্তি তত্র সন্দেহস্য কা কথা। নির্ণয়ো বিচারস্য ফলম্। সোঽপি বিষয়বদ্দূরাপেতঃ। অতো বিষয়প্রয়োজনাভাবাদ্ বিচারশাস্ত্রং নারম্ভণীয়মিতি পূর্বঃ পক্ষঃ।[৪] অত্রোচ্যতে—মা নামাধ্যাপনেনার্থাববোধঃ প্রযুজ্যতাম্। তথাপি সাঙ্গবেদাধ্যায়িনো নিগমনিরুক্তব্যাকরণৈর্ব্যুৎপন্নস্য পৌরুষেয়গ্রন্থেষ্বিব বেদেঽপ্যর্থাববোধঃ স্বত এব প্রাপ্নোতি। ননু যথা 'বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব' ইত্যত্র প্রতীয়মানোঽপ্যর্থো ন বিবক্ষিতঃ, তথা বেদার্থস্যাবিবক্ষায়াং বিষয়াদ্যভাবস্তদবস্থ ইতি চেৎ, ন। বিবক্ষায়া অপনোদিতুমশ-ক্যত্বাৎ। বিষভোজনবাক্যস্যাপ্তপ্রণীতত্বেন বাধো মা ভূদিতি মুখ্যার্থস্তত্র পরিত্যক্তঃ। বেদে তু কুতো ন বিবক্ষিতার্থত্বম্। বিবক্ষিতে চ বেদার্থে যত্র যত্র[৫] পুরুষস্য সন্দেহঃ স সর্বোঽপি বিচারশাস্ত্রস্য বিষয়ঃ। তন্নির্ণয়ঃ প্রয়োজনম্। ততোঽধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তেনা-ধ্যয়নেন[৬] বুধ্যমানস্যার্থস্য বিচার্যত্বাদ বিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বং সিদ্ধম্।

---

১ সংমানন—পাণিনিসূত্রেণ, ইত্যংশঃ নাস্তি—খ
২ চ—খ
৩ সম্ভবতি—খ
৪ পূর্বপক্ষঃ—খ
৫ যত্র—শব্দটি নাই—খ
৬ ০ন ন—খ

টিপ্পনী

'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি নিয়মবিধিরর্থজ্ঞানকামং ত্রৈবর্ণিকং প্রতি প্রযুজ্যত ইতি ভাট্টমতম্। পরন্তু অধ্যয়নস্য অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তত্বং ব্যবস্থাপয়ন্তি প্রভাকরপাদাঃ। যং লক্ষীকৃত্য বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স এব নিযোজ্যঃ, । অধিকারী ইত্যর্থঃ। উপনয়নবিধৌ মাণবক এব নিয়োজ্যঃ। কথিতস্য পুনঃকথনমনুবাদঃ। এতন্মতে 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি বাক্যমনুবাদ এব। অধ্যাপনবিধিনৈব মাণবকস্য অধ্যয়নমায়াতম্।

... ...

প্রভাকর-মতে এই অধিকরণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি বলেন, 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই শ্রুতিটি বিষয়বাক্য নহে। এই বাক্যটি নিত্যকর্ম্মরূপ অধ্যয়নের অনুবাদ-মাত্র। 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত' ইত্যাদি শ্রুতিই এই অধিকরণের বিচার্য্য। আচার্য্য-কর্ত্তৃক অধ্যাপনাই এই স্থলে বিহিত হইয়াছে। ছাত্র অধ্যয়ন না করিলে আচার্য্যের অধ্যাপনা সম্ভবপর হয় না। অধ্যাপনার বিধি হইতেই মাণবকের অধ্যয়নের কথা পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে পৃথক্‌রূপে অধ্যয়নবিধি কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

২. বিচারশাস্ত্র।

৩. বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় অর্থাৎ পঠনীয় কি না।

৪. বিচাররূপ মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ ছাত্রের অর্থের জ্ঞান না হইলেও অধ্যাপকের অধ্যাপনা অসিদ্ধ হয় না। অধীত বাক্য হইতে ছাত্রের যদি অর্থপ্রতীতিই না হয়, তবে তাহার কোন সন্দেহই জাগিতে পারে না এবং সন্দেহ না জাগিলে বিচারেরও কোন প্রয়োজন নাই। নির্ণয়ের নিমিত্তই বিচারের প্রয়োজন হয়। সন্দেহ না থাকিলে নির্ণয়ের কোন কথাই উঠে না। অতএব বিষয় ও প্রয়োজন না থাকায় বিচারশাস্ত্ররূপ মীমাংসা অধ্যয়নের কোন প্রয়োজন নাই।

৫. অধ্যাপনার দ্বারা ছাত্রের অর্থজ্ঞান না হইলেও পুরুষরচিত মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে যেরূপ অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছাত্রের বেদপাঠেও সেইরূপ অর্থের জ্ঞান আপনা হইতেই হইবে। আপত্তি এই যে, 'বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব' (বিষ ভক্ষণ কর) এই প্রয়োগে ভোজন করিতে আদেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থ অন্যরূপ। 'ভোজন করিও না' এইরূপ ভোজননিবৃত্তি বুঝাইবার নিমিত্তই এই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইভাবে যদি বৈদিক শব্দও যথার্থ অর্থের বোধক না হয়, তবে বিচারের বিষয় এবং প্রয়োজনই থাকে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে যে, 'বিষভোজন' বাক্যটি ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত পুরুষের রচিত, এই কারণে বাক্যটিকে নিরর্থক না বলিয়া মুখ্যার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক

অনুরূপ অর্থ স্থির করিতে হইল। বেদবাক্য কেন অর্থ বুঝাইবে না? নিশ্চয়ই বুঝাইবে। সুতরাং যে-সকল বেদার্থে সন্দেহ জন্মিবে, সেইসকল বেদার্থের অবশ্যই বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে হইবে। বেদবাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ই মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন। অতএব বিচারশাস্ত্র অধ্যয়নের বিধান করা হইতেছে।

(দ্বিতীয়ে ধর্মলক্ষণাধিকরণে সূত্রম্)

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ ॥২॥

দ্বিতীয়াধিকরণং ভট্টমতেনারচয়তি—

বিচারবিষয়ো ধর্মো লক্ষণেন বিবর্জিতঃ।
মানেন বাথবোপেতস্তাভ্যামিতি বিচিন্ত্যতে ॥৭॥
লৌকিকাকারহীনস্য তস্য কিং নাম লক্ষণম্।
মানশঙ্কা তু দূরেঽত্র প্রত্যক্ষাদ্যপ্রবর্তনাৎ ॥৮॥
চোদনাগম্য আকারো হ্যর্থত্বে সতি লক্ষণম্।
অত এব প্রমাণং চ চোদনৈবাত্র নো[১]কুতঃ ॥৯॥

লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ। অত এবাহুঃ, 'মানাধীনা মেয়সিদ্ধি-র্মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ'। ইতি। সজাতীয়বিজাতীয়ব্যাবর্তকো লক্ষ্যগতঃ কশ্চিল্লো-কপ্রসিদ্ধ আকারো লক্ষণম্। তেন চ লক্ষণেন লক্ষ্যে বস্তুনি সম্ভাবনাবুদ্ধৌ জাতায়াং প্রমাতুমুদ্যুক্তঃ প্রমাণেন তদবগচ্ছতি। তদ্ যথা—'সাস্নাদিমতী গৌঃ' ইত্যুপশ্রুত্য চতুষ্পাৎসু জীবেষু তল্লক্ষণলক্ষিতপদার্থমন্বিষ্য 'ইয়ং গৌঃ' ইতি চক্ষুষা অবগচ্ছতি। এবঞ্চ সত্যলৌকিকত্বাদ্ধর্মস্য নাস্তি লক্ষণম্। তত্র কুতঃ প্রমাতুমুদ্যোগঃ। কথঞ্চিত্তদুপযোগেঽপি[২] ন তত্র প্রমাণসম্ভাবঃ শঙ্কিতুমপি শক্যঃ। ন তাবদত্র প্রত্যক্ষং ক্রমতে[৩], ধর্মস্য রূপাদিরহিতত্বাৎ। অত এব ব্যাপ্তিগ্রহণাভাবান্নানুমানম্[৪]। প্রত্যক্ষাদ্য-

---

১ ন—খ
২ কথঞ্চিদুদ্যোগেঽপি—খ
৩ সংক্রমতে—খ
৪ নাস্ত্যনুমানম্—খ

নুমানমূলশ্চ[১] শব্দস্য সঙ্গতিগ্রহঃ। ততো ব্যুৎপত্ত্যভাবান্নাগমোঽপি তত্র প্রবর্ততে। তস্মাদ্ধর্ম্মো লক্ষণপ্রমাণরহিত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ[২] —মা ভূচ্চক্ষুরাদিগম্যো লৌকিক আকারঃ। তথাপি চোদনাগম্যঃ স্বর্গফলসাধনত্বাদিলক্ষণ আকারোঽস্তি। তেন 'অর্থত্বে সতি চোদনাগম্যো[৩] ধর্মঃ' ইতি লক্ষণং ভবতি। 'অর্থো ধর্মঃ' ইত্যুক্তে ব্রহ্মণি, চৈত্যবন্দনাদৌ, ঘটাদৌ চাতিব্যাপ্তিঃ, তদ্ব্যবচ্ছেদায় 'চোদনাগম্যঃ' ইত্যুক্তম্। তাবত্যেবোক্তে বিধিগম্যেঽনর্থফলত্বেনানর্থরূপে শ্যেনাদ্যভিচারকর্মণ্যতিব্যাপ্তিঃ। তদ্ব্যবচ্ছেদায় 'অর্থঃ' ইত্যুক্তম্। যদ্যপি শ্যেনস্য শত্রুবধঃ ফলম্, নতু নরকঃ, তথাপি তস্য বধস্য নরকহেতুত্বাদ্ বধদ্বারা শ্যেনোঽনর্থঃ। ন চৈবমগ্নীষোমীয়পশুহিংসায়া অপি বধত্বেন নরকহেতুত্বং স্যাদিতি শঙ্কনীয়ম্। তস্যাঃ ক্রত্বঙ্গত্বেন ক্রতুফলস্বর্গব্যতিরেকেণ ফলান্তরাভাবাৎ। যতশ্চোদনাগম্যত্বে সত্যর্থত্বং ধর্মলক্ষণম, অত এব গম্যে ধর্মে গমকং বিধিবাক্যং প্রমাণম্। যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমানয়োরবিষয়ো ধর্মঃ, তথাপি প্রসিদ্ধপদসমভিব্যাহারেণ ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি। তস্মাল্লক্ষণপ্রমাণাভ্যামুপেতো ধর্মঃ ॥

.. ..

টিপ্পনী

ধর্ম্মজ্ঞানমেব বিচারশাস্ত্রস্য প্রয়োজনমিতি কথিতম্। তত্র কোঽসৌ ধর্ম্মঃ, কিঞ্চ তল্লক্ষণমিত্যপেক্ষায়াং দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়ন্তি আচার্য্যপাদাঃ॥ 'ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনং চোদনেতি' ভাষ্যকারাঃ। ধর্ম্মবিষয়ে ন খলু পুরুষবচনং প্রামাণ্যমুপৈতি। তত্র চোদনৈব প্রমাণম্। এবকার-স্বরসাৎ শাক্যাদিভাষিতানাং অপ্রামাণ্যং সূচিতম্। এবঞ্চ চোদনা সর্ব্বথা প্রমাণমেবেত্যত্রাপি এবস্বরসাৎ নাস্তিক্যাভিমতবেদাপ্রামাণ্যনিরাসঃ। 'যঃ পুরুষং নিঃশ্রেয়সেন সংযুনক্তি স ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে' ইতি ভাষ্যকৃদ্‌বচনম্। যত্র যত্র ধর্ম্মত্বং তত্র তত্র চোদনালক্ষণত্বমিতি ব্যাপ্তেঃ ধর্ম্মে ব্যাপ্যতা চোদনায়াঞ্চ ব্যাপকতা বক্তব্যা। যত্র যত্র চোদনালক্ষণত্বং তত্র তত্র ধর্ম্মত্বমিতি ব্যাপ্যব্যাপকভাবস্য বৈপরীত্যে শ্যেনযাগাদৌ অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গঃ। শ্যেনযাগশ্চ হিংসা, অতোঽসৌ অনর্থঃ, প্রত্যবায়ায় ভবতি। হিংসা চ প্রতিষিদ্ধেতি।

... ...

---

১ প্রত্যক্ষানুমান০—খ

২ ইতি পূর্বপক্ষঃ—গ

৩ ০ম্যোঽর্থো—খ

অনুবাদ (১।১।২)

১. 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য' এই কথা জানার পরে ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ কি, এইসকল প্রশ্ন জাগে।

২. ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। (পূর্ব্ব অধিকরণে স্থির করা হইয়াছে যে, ধর্ম্মবিচারের নিমিত্ত মীমাংসাশাস্ত্র পাঠ করিতেই হইবে।)

৩. বিচার্য্য ধর্ম্মের লক্ষণ আছে কি না এবং এই বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি না।

৪. যে কোনও অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব বা স্বরূপ বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে সেই বস্তুটির স্বরূপ বা লক্ষণই প্রথমতঃ জানিতে হয়। স্বরূপ জানা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করা চলে। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, প্রমাণের দ্বারা প্রথম প্রমেয় বস্তুটির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, এবং লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। লক্ষ্য বস্তুর লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতির নামই লক্ষণ। লক্ষণ সকল সময়েই অসম্ভব, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে মুক্ত থাকিবে। প্রমেয় বস্তুটির লক্ষণ থাকিলেই সেই লক্ষণের দ্বারা বস্তু পরিচয়ের বেলায় অনেকাংশে জানার মত মনে করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাও বস্তুটিকে চিনিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'সাস্না (গলকম্বল) প্রভৃতি অঙ্গযুক্ত প্রাণীকেই গরু বলে'—এই কথা শুনিয়া চতুষ্পদ জীবসমূহের মধ্যে এইরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট জীব দেখিলেই 'ইহা গরু' এইপ্রকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেহেতু ধর্ম্ম সাধারণ লৌকিক বস্তু নহে, সেইহেতু তাহার কোন লক্ষণও হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কোন কথাই উঠিতে পারে না। আর প্রমাণই বা কোথায়? ধর্ম্মের রূপ প্রভৃতি নাই বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহে। কোনও হেতুর সাহায্যে অনুমান করিবারও উপায় নাই। কারণ অনুমানের বেলায়ও হেতুটির প্রত্যক্ষ হওয়া চাই এবং হেতু ও সাধ্যের সহাবস্থানরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান থাকা চাই। অপ্রত্যক্ষ বস্তু বিষয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি হইতে না পারায় ধর্ম্ম অনুমান-প্রমাণের বিষয়ীভূতও হইতে পারে না। শব্দপ্রমাণও এই স্থলে অচল। অপ্রসিদ্ধ অলৌকিক বস্তু শব্দের দ্বারা কথিত হইলেও শব্দার্থের সঙ্গতিজ্ঞানের অভাবে তাহা শব্দ-প্রমাণের গোচর হয় না। কারণ সঙ্গতিজ্ঞানেও প্রত্যক্ষাদির প্রয়োজন আছে। গলকম্বলাদিবিশিষ্ট প্রাণী যদি কাহারও প্রত্যক্ষ বা অনুমানের বিষয়ই না হইত, তবে 'গো' শব্দটি যে সেই প্রাণীর বাচক, তাহা শব্দ-প্রমাণের দ্বারা জানা যাইত না। অতএব ধর্ম্ম বস্তুটি লক্ষণ ও প্রমাণের বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া তদ্বিষয়ে বিচার করা অনুচিত।

৫. চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর লৌকিক কোন আকৃতি না থাকিলেও বেদবাক্যবিহিত এবং স্বর্গাদিফলের সাধনরূপে ধর্ম্মের লক্ষণ এবং প্রমাণ আছে বলিতে হইবে। যে বস্তু অর্থ (নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ কল্যাণের হেতু) এবং বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এইভাবে লক্ষণ করা চলে। তাহাতেই ব্রহ্ম প্রভৃতি পদার্থে অতিব্যাপ্তি হয় না। চৈত্য শব্দের অর্থ শ্মশানের বৃক্ষবিশেষ, অথবা বৌদ্ধ মঠ। লক্ষণের মধ্যে 'অর্থ' পদটি থাকায় 'অনর্থের' ধর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। 'অনর্থ' শব্দের অর্থ 'অনিষ্টের হেতু'। যে কাজের ফল অনিষ্টের হেতু হইয়া থাকে, তাহা বেদবিহিত হইলেও ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এইহেতু বেদবিহিত হইলেও শত্রুবধের উদ্দেশ্যে যে 'শ্যেন-যাগ' করা হয়, তাহা ধর্ম্ম নহে। যেহেতু শ্যেনযাগাদি নরকের হেতু। কারণ সেই যাগে শত্রুর নিধন হইলেও হিংসাজনিত পাপে অনুষ্ঠাতার কল্যাণ না হইয়া অনর্থই হইয়া থাকে। 'জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে' 'অগ্নী-ষোমীয়াদি' পশুর হননে যে হিংসা করা হয়, তাহা বৈধ হিংসা। সেই হিংসা যজ্ঞেরই অঙ্গ। স্বর্গ ব্যতীত আর কিছুই সেই যজ্ঞের ফল নহে। স্বর্গাদি ফলের হেতুভূত যাগাদিতে অনুষ্ঠাতার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নহে। কারণ অনুষ্ঠান-মাত্রই কষ্টসাধ্য। কষ্টসাধ্য কর্ম্মে কাহারও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু শ্যেনযাগের ফলই হিংসাত্মক শত্রুবধ। তাহার ফলে নরকপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব বৈধ হিংসা ও অবৈধ হিংসা এক নহে। ধর্ম্ম বেদগম্য বলিয়া বেদই ধর্ম্মবিষয়ে গমক বা প্রমাণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান-প্রমাণের অগোচর হইলেও ধর্ম্ম শব্দ-প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে এবং প্রসিদ্ধ পদের সমীপবর্ত্তী বলিয়া ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কেত-জ্ঞানও হইয়া থাকে। 'এই আম্রবৃক্ষে পিক ডাকিতেছে'—এই বাক্য শুনিলে যে ব্যক্তি 'পিক' শব্দের অর্থ জানেন না, তিনিও আম্রবৃক্ষ শব্দের অর্থ জানেন বলিয়া সেই বৃক্ষে কাল পাখীটিকে দেখিয়া 'পিক' শব্দের কোকিল-রূপ অর্থ বুঝিতে পারিবেন। 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থজ্ঞানও এইভাবে হইতে পারে। কেহ যদি বলেন, 'সন্ধ্যোপাসনা ধর্ম্ম,' তবে ধর্ম্মশব্দের অর্থ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিও মোটামুটি একরূপ অর্থ ধারণা করিতে পারিবেন। 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' ইত্যাদি স্থলেও 'জুহুয়াৎ' এই প্রসিদ্ধ পদের অর্থ জানা থাকায় তৎসন্নিহিত অপ্রসিদ্ধার্থক অগ্নিহোত্রশব্দকেও যাগবিশেষের বাচক বলিয়াই মনে করা চলে। ইহাই প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্যবশতঃ অজ্ঞাত শব্দের অর্থ জানার উপায়। যাগাদিই ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে লক্ষণ ও প্রমাণ আছে।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে গুরুমতমাহ—

যদ্বা জিজ্ঞাস্যবেদার্থঃ কিং মন্ত্রাদ্যববোধিতঃ।
সিদ্ধার্থোঽপ্যথ বিধ্যেকগম্যঃ কার্যার্থ এব বা ॥১০॥
সিদ্ধেঽপি পুত্রজন্মাদৌ ব্যুৎপত্তেরুপপত্তিতঃ।
মন্ত্রাদিগম্যসিদ্ধস্য বেদার্থত্বেঽপি কা ক্ষতিঃ ॥১১॥
হর্ষহেতুবহুত্বেন ব্যুৎপত্তিঃ পুত্রজন্মনি।
দুর্লভা সুলভা কার্যে বেদার্থোঽতঃ স এব হি ॥১২॥

'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' [মী০ সূ০ ১।১।১] ইত্যত্রাথশব্দেন কৃৎস্নবেদাধ্যয়নান--ন্তর্যমুচ্যতে। অতঃশব্দেন কৃৎস্নস্য বেদস্য বিবক্ষিতার্থত্বং হেতূক্রিয়তে[১]। উক্ত-শব্দদ্বয়ানুসারেণ ধর্মশব্দোঽপি কৃৎস্নং[২] বেদার্থমাচষ্টে। ততঃ সূত্রে 'বেদার্থো জিজ্ঞাস্যঃ' ইতি প্রতিজ্ঞা কৃতা। তত্র[৩] সংশয়ঃ—কিং মন্ত্রার্থবাদপ্রতীতঃ সিদ্ধার্থোঽপি বেদার্থো ভবতি, কিংবা বিধিবাক্যপ্রতীতঃ কার্যার্থ এব বেদার্থঃ, ইতি। তত্র 'লোকাবগত-সামর্থ্যঃ শব্দো বেদেঽপি বোধকঃ'—ইতি ন্যায়েন ব্যুৎপত্ত্যনুসারী বেদার্থো বর্ণনীয়ঃ। ব্যুৎপত্তিশ্চ সিদ্ধার্থেঽপ্যস্তি। 'পুত্রস্তে জাতঃ' ইতি বার্তাহরব্যাহারজন্যং শ্রোতু-র্হর্ষমনুমায়[৪] হর্ষহেতৌ পুত্রজন্মনি সঙ্গতিং প্রতিপদ্যতে। অতো[৫] মন্ত্রার্থবাদপ্রতীতোঽ-প্যর্থো বেদার্থ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ[৬]—পুত্রজন্মবদ্ধর্ষহেতূনাং ধনলাভাদীনাং বহুত্বাদস্য বাক্যস্য পুত্রজন্মৈবার্থ ইতি নির্ণয়ো দুর্লভঃ। 'গামানয়' ইতি বাক্যে তু গবানয়নরূপাং মধ্যমবৃদ্ধ-প্রবৃত্তিমবলোক্য সঙ্গতিগ্রহণং সুলভম্। তস্মাৎ কার্যরূপ এব বেদার্থ ইতি ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রভাকরমতে চোদনালক্ষণশব্দেন কার্যমুচ্যতে। ধর্মশব্দেন চ বেদার্থ ইতি। তেন হি বেদার্থঃ কার্য্যরূপো ন সিদ্ধরূপ ইত্যেবং সূত্রস্যার্থঃ। কার্য্যান্বিতে এব শব্দস্য শক্তিগ্রহো ভবতি, ন তু অতদ্রূপে সিদ্ধে অর্থে। তেন চ কর্ত্তব্যতাবোধকো বিধ্যংশ এব ধর্ম্মজ্ঞানসাধক ইতি।

... .

---

১ হেতুঃ—খ, গ
২ কৃৎস্নং—খ
৩ অত্র—খ
৪ ০য় বালো—খ
৫ ততো—খ
৬ পূর্বপক্ষঃ—গ

অনুবাদ

প্রভাকর মতে এই অধিকরণের একটু বিশেষত্ব আছে।

১. বেদার্থ জিজ্ঞাস্য, ইহাই প্রথমাধিকরণে সূচিত হইয়াছে। কতটুকু বেদার্থ বিষয়ে বিচার করিতে হইবে, ইহাই প্রশ্ন।

২. ধর্ম্মে প্রমাণভূত বেদার্থই এই অধিকরণে বিচার্য্য।

৩. মন্ত্র, অর্থবাদ প্রভৃতি অংশের দ্বারা বোধিত অপ্রবর্ত্তক বেদভাগ এবং বিধিপ্রোক্ত প্রবর্ত্তক বেদভাগ এই উভয়ই কি বিচার্য্য, অথবা শুধু বিধিপ্রোক্ত প্রবর্ত্তক বেদভাগই বিচার্য্য।

৪. সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে যে-সকল শব্দের অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে বৈদিক প্রয়োগেও সেইসকল শব্দ অর্থের বোধক হইয়া থাকে, এই নিয়ম অনুসারে অর্থের সহিত যে-সকল শব্দের সম্বন্ধ জানা যাইবে, সেইসকল শব্দ বিধ্যর্থের বোধক না হইলেও তাহাদের অর্থ আছে। 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' এই কথাটি লোকমুখে শুনিয়া পিতার আনন্দ হইয়া থাকে। নিকটস্থ ব্যক্তি পিতার চোখমুখের প্রফুল্লভাব দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, পুত্রজন্মের সংবাদেই এই আনন্দ। যদি বিধিবোধক শব্দ ব্যতীত অপর শব্দের অর্থ বুঝাইবার শক্তি না থাকিত, তবে 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' এই শব্দ সমষ্টি হইতে কিরূপে পিতার অর্থজ্ঞান হইতে পারে। সুতরাং মন্ত্র, অর্থবাদ প্রভৃতি অংশও অর্থবোধক হয় বলিয়া তাহাও বিচার্য্য।

৫. উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষে উদাহরণরূপে গৃহীত পুত্রজন্মই যে আনন্দের হেতু, তাহা নহে। পুত্রজন্মের ন্যায় ধনলাভ প্রভৃতিও এই স্থলে আনন্দের কারণ হইতে পারে। বিধি বা নিয়োগ স্থলে সাধারণ লৌকিক বাক্যেও শব্দের শক্তিবিষয়ে জ্ঞান সহজেই হইয়া থাকে। 'গরুটিকে আন' ইত্যাদি বাক্যে আদেষ্টা পুরুষের আদেশ শুনিয়া আদিষ্ট পুরুষ গরুটিকে আনিয়া থাকেন। আদিষ্ট পুরুষের কার্য্য দেখিয়া শব্দার্থ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিও সহজেই 'গরু' এবং 'আন' এই দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিয়া থাকে। সুতরাং শুধু প্রবর্ত্তক বৈদিক শব্দেরই অর্থ আছে, অন্য শব্দ নিরর্থক। অতএব প্রবর্ত্তক বাক্যই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া বিচার্য্য।

(তৃতীয়ে ধর্মপ্রমাণ-পরীক্ষাধিকরণে সূত্রম্)

তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥৩॥

তৃতীয়াধিকরণং ভট্টমতেনারচয়তি—

ধর্মস্য জ্ঞাপকং মানং যদুক্তং চোদনাত্মকম্ ।
এতৎ কিং ন পরীক্ষ্যং স্যাৎ কিংবা সম্যক্ পরীক্ষ্যতাম্ ॥১৩॥
মানোপদেশান্মেয়স্য সিদ্ধত্বাৎ কিং পরীক্ষয়া ।
মৈবং, বিচারশাস্ত্রেঽস্মিন্ পরীক্ষোপেক্ষ্যতে কুতঃ ॥১৪॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

পরমতখণ্ডনপূর্ব্বকং স্বমতসংস্থাপনং হি পরীক্ষা। সমগ্ বিচার ইতি যাবৎ। চোদনায়া ধর্ম্মবিষয়ে প্রামাণ্যমুক্তম্। তচ্চোদনাত্মকং প্রমাণং পরীক্ষ্যং ন বেতি সন্দেহঃ। প্রমাণোপদেশেনৈব প্রমেয়সিদ্ধিঃ, কিং পরীক্ষয়া—ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। মীমাংসায়াঃ বিচারশাস্ত্রত্বাৎ প্রমাণপরক্ষা কর্ত্তব্যৈবেতি সিদ্ধান্তঃ। অত্রাধ্যায়ে প্রমাণবিষয়িনী পরীক্ষা ভবিষ্যতীতি।

... ...

অনুবাদ (১।১।৩)

১. ধর্ম্ম যে বেদগম্য, তাহা বলা হইয়াছে। এই অধিকরণে ধর্ম্মের প্রামাণ্য বিষয়ে বিচার করা হইতেছে।

২. বেদের প্রামাণ্য-বিচার।

৩. ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণভূত যে বেদ, তাহার প্রামাণ্য বিচার্য্য কি না।

৪. শুধু প্রমাণ হইতেই প্রমেয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রমাণের বিচার করা অনাবশ্যক।

৫. মীমাংসা-দর্শন বিচারশাস্ত্র। এইহেতু এই শাস্ত্রে সকল পদার্থ বিষয়েই যুক্তিবিন্যাসপূর্ব্বক বিচার করিতে হইবে। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ যে বেদ, তাহারও বিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে গুরুমতমাহ—

আদৌ পরীক্ষ্যো বেদার্থশ্চোদনা-মানতাথবা।
বেদার্থস্য প্রধানত্বাৎ প্রথমং তৎ পরীক্ষ্যতাম্[১] ॥১৫॥
চোদনামানতৈবাত্র প্রথমং সাধ্যতাং গতা।
অনপেক্ষতয়া তস্য যতো মুখ্যত্বমাশ্রিতম্ ॥১৬॥

দ্বিতীয়াধ্যায়াদ্যৈঃ কর্মভেদশেষশেষিত্বাদিরূপো বেদার্থঃ সূত্রকারেণ পরীক্ষিষ্যতে। চোদনাপ্রামাণ্যং[২]তু প্রথমাধ্যায়ে পরীক্ষ্যতে[৩]। তদেতদযুক্তম্। কুতঃ—বেদার্থস্য প্রধানত্বেনাদৌ পরীক্ষণীয়ত্বাৎ। প্রধানভূতো হি বেদঃ[৪]। পুরুষার্থত্বেনানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। প্রমাণংতু তদ্বোধনায় প্রবৃত্তং সত্তচ্ছেষতয়া[৫] ন প্রধানমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অস্তু অনুষ্ঠানোপাধৌ বেদার্থপ্রমাণয়োঃ প্রধানোপসর্জনভাবঃ, প্রমাণপ্রমেয়ভাবোপাধৌ তু প্রমাণস্যৈব মুখ্যত্বং, নিরপেক্ষত্বাৎ। ন হি স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিনাং মতে সাপেক্ষতা প্রমাণস্যাস্তি[৬]। প্রমেয়ং তু সাপেক্ষম্, 'মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ' ইত্যুক্তত্বাৎ। তদেতন্মুখ্যত্বমাশ্রিত্য সূত্র-কারঃ প্রমাণপরীক্ষামাদৌ চকারেতি যুজ্যতে। অথান্যৎ প্রাধান্যমাশ্রিত্য ধর্মবিচার এবাদৌ কস্মান্ন কৃতঃ। ন কৃতঃ[৭]—অপরীক্ষিতেন প্রমাণেন ধর্মস্যাসিদ্ধৌ তদ্বিচারস্যা-শ্রয়াসিদ্ধেঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

শেষঃ অঙ্গম্। শেষী অঙ্গী। অনুষ্ঠানোপাধৌ অনুষ্ঠানবিষয়ে॥ উপসর্জনং অপ্রধানম্।

... ...

অনুবাদ

প্রভাকরমতে অধিকরণার্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

৩. প্রথমতঃ বেদের অর্থবিষয়ে বিচার করা হইবে, অথবা বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে বিচার করা হইবে।

৪. বেদার্থই প্রধান বলিয়া প্রথমতঃ বিচার্য্য। বেদ এবং বেদপ্রামাণ্যের মধ্যে বেদই প্রধান। কারণ অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ফল লাভ হয় বলিয়া বেদার্থ পুরুষের অভিলষিত

---

১ পরীক্ষণম্—খ
২ ০প্রামাণ্যস্য—খ
৩ পরীক্ষা—খ
৭ বেদার্থঃ—খ
৫ তত্তচ্ছে০—খ
৬ প্রামাণ্যস্য—খ
৭ ন কৃতঃ (নাস্তি) খ, গ

এবং অনুষ্ঠেয়। অতএব প্রধান। প্রামাণ্য বেদবিষয়ে প্রযুক্ত হয় বলিয়া বেদেরই অঙ্গ, প্রধান নহে।

৫. অনুষ্ঠানের বেলায় বেদার্থ প্রধান এবং প্রমাণ অপ্রধান হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ অনুষ্ঠানের বেলায় 'এখন কি করিতে হইবে' এইপ্রকার প্রশ্নে বেদার্থবিচারই প্রধানভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিচারের বেলায় যখন "ধর্ম্মজ্ঞানের উপায় কি' এইপ্রকার জিজ্ঞাসা জাগিবে, তখন সেই উপায়ের প্রামাণ্যবিষয়ে বিচারই প্রধানভাবে উপস্থিত হইবে। বেদের প্রামাণ্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত বেদার্থে কাহারও শ্রদ্ধা হইতেই পারে না। বেদের প্রামাণ্য বিচার না করিয়া ধর্ম্মকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবিচারই বা কেন প্রথমতঃ করা হইল না—এই আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। কারণ বেদের প্রামাণ্যের বিচার না করা পর্য্যন্ত সেই সন্দিগ্ধ বেদ-প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্ম স্থির করা যাইবে না। ধর্ম্ম স্থিরীকৃত না হইলে তাহার বিচার কিরূপে হইবে ? বিচারের বিষয় যে ধর্ম্ম, তাহাই তো অপ্রসিদ্ধ রহিল।

তদেবমধিকরণত্রয়ে[১] ব্যুৎপাদনায় ভাট্টপ্রাভাকরমতভেদ উপন্যস্তঃ। অথ প্রায়েণ ভট্টমতমেব[২] উপন্যস্যতে।

(চতুর্থে ধর্মে প্রত্যক্ষাদ্যগম্যত্বাধিকরণে সূত্রম্)

সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ ॥৪॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—

প্রত্যক্ষাদিভিরপ্যেষ গম্যতে বিধিনৈব বা।
অক্ষাদীনাং প্রমাণত্বান্মেয়ধর্মাবভাসিতা ॥১৭॥
বর্তমানৈকবিষয়মক্ষং ধর্মস্তু ভাব্যসৌ।
অক্ষমূলোঽনুমানাদিস্তেন বিধ্যেকমেয়তা ॥১৮॥

অক্ষং প্রত্যক্ষম্। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বাৎ প্রমেয়াবভাসকত্বং তাবদবিবাদম্। ধর্মশ্চ প্রমেয়ঃ, অসন্দিগ্ধাবিপর্যস্তত্বে সতি বুধ্যমানত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষাদিভি-

---

১ তদেত°—গ
২ ভাট্ট°—খ

রপ্যেষ ধর্মো গম্যত ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—ধর্মস্য প্রমেয়ত্বেঽপি প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাস্তি, প্রত্যক্ষস্য বর্তমানমাত্রবিষয়ত্বাৎ। যস্তু প্রত্যক্ষস্যাত্যন্তমবিষয়:, তত্রানুমানাদীনাং কৈব কথা। ক্বচিৎ প্রত্যক্ষেণ গৃহীতে ব্যাপ্ত্যাদৌ পশ্চাদনুমানাদীনাং প্রবৃত্তিঃ। তস্মাদ্ বিধিনৈব ধর্মো গম্যতে ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রমেয়াবভাসকত্বং প্রমেয়স্য বোধকত্বম্। পূর্ব্বপক্ষে ধর্ম্মস্য প্রমেয়ত্বমনুমানেন সাধয়তি। ধর্ম্মঃ পক্ষঃ, প্রমেয়ত্বং সাধ্যম্। অসন্দিগ্ধেত্যাদিঃ হেতুঃ। বিপর্য্যাসঃ ভ্রমঃ। যাগাদীনাং তদঙ্গীভূতদ্রব্যাদীনাং বা প্রত্যক্ষগোচরত্বেঽপি ন তেষাং যাগত্বরূপেণ দ্রব্যত্বরূপেণ বা ধর্ম্মত্বম্, কিন্তু শ্রেয়ঃসাধনতারূপেণৈব ধর্ম্মত্বমিতি। উক্তঞ্চ ভট্টপাদৈঃ—'শ্রেয়ঃসাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে'। যাগাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনতাবিষয়ে চ কেবলম্ বেদ এব প্রমাণম্।

... ...

অনুবাদ (১।১।৪)

১. ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে একমাত্র বেদই প্রমাণ—ইহা স্থির করা হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম -বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই। কেন প্রামাণ্য নাই—এইরূপ প্রশ্নে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যের বিচার করা হইতেছে।

২. ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য।

৩. বৈদিক বিধিবাক্য হইতে ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, না প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়।

৪. প্রমাণই প্রমেয়ের বোধক হইয়া থাকে। যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পদার্থ এবং ধর্ম্ম প্রমেয় পদার্থ, সেইহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাও ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে।

৫. ধর্ম্ম প্রমেয় হইলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না। একমাত্র বর্ত্তমান বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের বেলা বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগও অপেক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম পদার্থটি শুধু বর্ত্তমান কালের বিষয় নহে এবং তাহার সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধও

হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের দ্বারা কোন স্থলে বস্তুটি গৃহীত হইলেই সেই বস্তু বিষয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং অনুমানাদি হইতে পারে। প্রত্যক্ষের একান্ত অগোচর বস্তু বিষয়ে অনুমানাদিও হইতে পারে না। অনুমান, উপমান এবং অর্থাপত্তি প্রমাণও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। অতএব ধর্ম্ম কি—তাহা জানিতে হইলে একমাত্র বৈদিক বিধিরই শরণ লইতে হইবে।

———

(পঞ্চমে ধর্মে বিধিপ্রামাণ্যাধিকরণে সূত্রম্)

ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ, তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ ॥৫॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

অবোধকো বোধকো বা ন তাবদ্ বোধকো বিধিঃ।
শক্তেরলৌকিকে ধর্মে গ্রহণং দুর্ঘটং যতঃ ॥ ১৯ ॥
সমভিব্যাহৃতে ধর্মে শক্তিগ্রহণসম্ভবাৎ।
বোধকস্য বিধের্মাত্বমনপেক্ষতয়া স্থিতম্ ॥২০॥

যথা ধর্মে প্রত্যক্ষাদীনাং প্রামাণ্যং নাস্তি, তথা বিধেরপি নাস্তি প্রমাণ্যম্। শক্তিগ্রহণপূর্বকং হি প্রামাণ্যমাপ্তবাক্যস্য লোকে দৃষ্টম্। শক্তিশ্চ লোকপ্রসিদ্ধে গবাদৌ গৃহ্যতে। ধর্মস্ত্বলৌকিকঃ। অতস্তত্র শক্তিগ্রহণং দুর্ঘটম্। তস্মাদ্ বিধেরবোধকত্বান্ন ধর্মে প্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যথা 'প্রভিন্নকমলোদরে মধূনি মধুকরঃ পিবতি' ইত্যত্র মধুকর-পদস্যার্থমজানন্নন্যপদার্থমবগত্য তৎসমভিব্যাহারাৎ কমলস্য মধ্যগতে মধুপানং কুর্বতি দৃশ্যমান-ভ্রমরে[১] মধুকরশব্দস্য[২] সঙ্গতিং গৃহীত্বা বাক্যার্থং প্রতিপদ্যতে, তথা 'কারীর্যা বৃষ্টিকামো যজেত' ইত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধার্থবৃষ্ট্যাদিপদসমভিব্যাহারাদলৌকিকভাবনায়াং বিধেঃ সঙ্গতিং গৃহীত্বা বিধিবাক্যার্থং পুরুষো বুধ্যতে। তস্মাদবোধকত্বলক্ষণমপ্রামাণ্যং নাস্তি। ন চ সংবাদাভাবাদপ্রামাণ্যম্। সমনন্তরভাবিপ্রতিনিয়তফলে বৃষ্ট্যাদৌ সংবাদস্যাপি সম্ভবাৎ। অনিয়তদৃষ্টফলে চিত্রাযাগাদৌ, প্রতিনিয়তজন্মান্তরফলে জ্যোতিষ্টোমাদৌ চ সংবাদঃ কথমিতি চেৎ, এবং তর্হি স্বতঃপ্রামাণ্যাভ্যু-

১ দৃশ্যমানে০—খ
২ ০পদস্য—গ

পগমান্নাস্তি ক্বাপি সংবাদাদ্যপেক্ষা। তস্মাদবোধকত্বসাপেক্ষত্বয়োরপ্রামাণ্যকারণয়োর-ভাবাদ্ বিধেঃ স্বতঃসিদ্ধং প্রামাণ্যং নাপহ্নোতুং শক্যম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

ন চ সংবাদাভাবাদিত্যাদি। সংবাদস্তু ফলজনকতা। চিত্রাযাগাদাবিত্যাদি। 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইতি শ্রুতিবিহিতে যাগে। এবমন্যত্র চ। জ্যোতিষ্টোমাদাবিত্যাদি। 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' ইতি শ্রুতিঃ। লৌকিকপ্রয়োগে বক্তৃপুরুষস্য আপ্তত্বে জ্ঞাতে এব তস্য বচনে প্রামাণ্যবুদ্ধিরুদেতি। অতো বক্তৃবিষয়কমাপ্তত্বজ্ঞানমপেক্ষতে। এতৎ সাপেক্ষত্বমপি বাক্যস্য অপ্রামাণ্যে ক্বচিৎ কারণম্। বৈদিকে তু ন ক্বাপি অপেক্ষা। বেদবাক্যস্য অপৌরুষেয়ত্বমিতি বক্তুরনপেক্ষা। প্রত্যক্ষাদিভিরনবগম্যমানস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানন্তু নিত্যেন চোদনালক্ষণেন জন্যতে। তদপি নিত্যশব্দার্থসম্বন্ধদ্বারৈবেতি। চোদনালক্ষণরূপস্য বেদস্য নিত্যত্বাদেব কর্ত্তৃদোষাদ্যপ্রামাণ্যকারণাভাবাৎ স্বতঃপ্রামাণ্যমিতি বার্ত্তিকেঽপ্যুক্তম্—'ন মৃষা বৈদিকং বচঃ'।

... ...

অনুবাদ (১।১।৫)

১. ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদির প্রমাণ্য নাই, ইহা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি বিধির প্রামাণ্যই বিচার্য্য।

২. ধর্ম্মবিষয়ে বেদবাক্যের প্রমাণ্য।

৩. ধর্ম্ম বিষয়ে বিধিবাক্যের প্রমাণ্য আছে কি না।

৪. ধর্ম্মবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। ইহাতে প্রত্যক্ষাদির যেমন প্রমাণ্য নাই, সেইরূপ বিধিবাক্যেরও প্রামাণ্য নাই। শব্দ-প্রমাণের বেলায়ও প্রথমতঃ শব্দের শক্তি অর্থাৎ অর্থবোধন-সামর্থ্যের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। লোকপ্রসিদ্ধ গরু, ঘট প্রভৃতি বস্তু বিষয়েই শব্দের শক্তি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বস্তুটি লোকপ্রসিদ্ধ নহে। এই কারণে তদ্বিষয়ে শব্দের শক্তিও গৃহীত হইতে পারে না। এতএব শব্দরূপ বিধিবাক্য ধর্ম্মের বোধক হয় না বলিয়া ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না।

৫. শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। বেদবাক্যাদিতে বাক্যস্থ জ্ঞাতার্থক পদের সমীপস্থ অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাতার্থক শব্দের অর্থও নির্ণয় করা যায়। যিনি মধুকর শব্দের অর্থ জানেন না, তিনিও 'বিকশিত কমলে বসিয়া মধুকর মধু পান করিতেছে' এই বাক্য

শুনিলে কমলে অবস্থিত প্রাণীটিই যে মধুকর, তাহা বুঝিতে পারেন। কারণ কমল, মধু প্রভৃতি শব্দের অর্থ তিনি আগেই জানিতেন। এইরূপ অবৈদিক বাক্যের অর্থ-জ্ঞানের মত বৈদিক বাক্য হইতেও অর্থ জানা যাইতে পারে। 'বৃষ্টিকামনায় কারীরী-যাগ করিবে' এই বাক্য শুনিলে লোকপ্রসিদ্ধ বৃষ্টি, যাগ প্রভৃতি শব্দের সন্নিধিবশতঃ 'কারীরী' একটি যাগের নাম, তাহা জানা যায় এবং এই বিধিবাক্যের অর্থও বোঝা যায়। সুতরাং বেদবাক্য অবোধক, অতএব অপ্রমাণ—এইরূপ বলা চলে না। বেদবিহিত যাগাদি অনুষ্ঠিত হইলেও যথাযথ ফল পাওয়া যায় না, অতএব বেদবাক্যে প্রামাণ্য নাই—ইহাও বলা যায় না। কারীরী-যাগ সম্পাদন করার অব্যবহিত পরে নিশ্চিতই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতে পারে যে, পশুলাভের কামনায় চিত্রা-যাগ সম্পন্ন করিলেও অব্যবহিত পরেই পশু পাওয়া যায় না এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ফল তো ইহলোকে লভ্য নহে, এইসকল যাগ হইতে যথার্থ ফল লাভ হয়, ইহার প্রমাণ কি? উত্তরে বলিতে পারা যায়, বেদবাক্য স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া যাগাদির ফলের সত্যতার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অতএব 'বেদবাক্য অর্থবোধক নহে এবং বেদের প্রামাণ্য অন্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল,' এই দুই কারণে বেদ অপ্রমাণ—এইরূপ কল্পনা বা আপত্তি করিয়া বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যকে খণ্ডন করা যায় না।

(ষষ্ঠে শব্দনিত্যতাধিকরণে সূত্রাণি)

কর্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥৬॥ অস্থানাৎ ॥৭॥ করোতিশব্দাৎ ॥৮॥ সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ ॥৯॥ প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ ॥১০॥ বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃভূমাস্য ॥১১॥ সমং তু তত্র দর্শনম্ ॥১২॥ সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ ॥১৩॥ প্রয়োগস্য পরম্ ॥১৪॥ আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্ ॥১৫॥ বর্ণান্তরমবিকারঃ ॥১৬॥ নাদবৃদ্ধিপরা ॥১৭॥ নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ ॥১৮॥ সর্বত্র যৌগপদ্যাৎ ॥১৯॥ সংখ্যাভাবাৎ ।২০॥ অনপেক্ষত্বাৎ ॥২১। প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য ॥২২॥ লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥২৩॥

ষষ্ঠাধিকরণমারচয়তি—

বিধ্যাদিরূপো যঃ শব্দঃ সোঽনিত্যোঽথাবিনশ্বরঃ।
অনিত্যো বর্ণরূপত্বাদ্ বর্ণে জন্মোপলম্ভনাৎ ॥২১॥

অবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞাবলাদ্ বর্ণস্য নিত্যতা।
উচ্চারণপ্রযত্নেন ব্যজ্যতেঽসৌ ন জন্যতে ॥২২॥

শব্দনিত্যত্ববাদিনো বৈয়াকরণাস্তাবদেবং মন্যন্তে—বর্ণসমূহশ্রবণানন্তরং 'ইদমেকং পদম্' ইতি প্রত্যয়ো মানসপ্রত্যক্ষেণোৎপদ্যতে। তস্য চ প্রত্যয়স্য বর্ণব্যতিরিক্তঃ কশ্চিৎ স্ফোটনামকঃ পদার্থো বিষয়ঃ। স চ নিত্যঃ। স এব শব্দঃ, ন তু বর্ণা[১] ইতি। তদেতন্নৈয়ায়িকাদয়ো ন সহন্তে। বর্ণেষ্বেবৈকার্থাবচ্ছেদোপাধিনা পদৈক্যবুদ্ধেরুপপত্তৌ[২] বর্ণাতিরিক্তস্ফোটকল্পনা নিরর্থিকা। তস্মাদ্বর্ণানামেব শব্দত্বম্। বর্ণাশ্চ প্রতিপুরুষং প্রত্যুচ্চারণং চ জন্মবিনাশবন্ত উপলভ্যন্তে। তস্মাদনিত্যঃ শব্দঃ। তস্য চ কারণদোষ-সম্ভবাদ্ বিধেরপ্রামাণ্যমিতি পূর্বঃ পক্ষঃ[৩] ॥ বহুভিঃ পুরুষৈঃ প্রত্যেকং বহুকৃত্ব উচ্চারিতে গোশব্দে 'ত এবেমে গকারাদয়ো বর্ণাঃ' ইত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞা জায়তে। তদ্‌বলান্নিত্যা বর্ণাঃ। ন চ বর্ণানাং জন্মাভাবে বহুকৃত্ব উচ্চারণপ্রযত্নো[৪] ব্যর্থ[৫] ইতি শঙ্কনীয়ম্, তৎপ্রযত্নস্য ব্যঞ্জকত্বাঙ্গীকারাৎ। এবং সতি পুরুষভেদাদুচ্চারণভেদাশ্চ[৬] যথাযোগমুদাত্তাদিভেদৈঃ পটুমৃদুত্বাদিভেদৈশ্চোপেতান্ ধ্বনিবিশেষানুৎপাদ্য চরিতার্থা ভবিষ্যন্তি। তস্মান্নিত্যে শব্দে কারণদোষাভাবান্নাস্ত্যপ্রামাণ্যম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

'স্ফুটতি প্রকাশতে অর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটঃ'। বাচক ইতি যাবৎ। পূর্ব্বাধিকরণে শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধস্য নিত্যতাপি প্রতিপাদিতা। সম্বন্ধস্য শব্দার্থোভয়নিষ্ঠত্বাৎ শব্দস্যাপি নিত্যতা ইহ প্রতিপাদ্যতে। একার্থাবচ্ছেদোপাধিনেতি। একস্য অর্থস্য প্রতিপাদকত্বরূপধর্ম্মেণ। তস্য চেত্যাদি। তস্য শব্দস্য। কারণদোষসম্ভবাদিতি। উচ্চারয়িতৃপুরুষস্য ভ্রমাদিদোষাৎ। প্রত্যভিজ্ঞা পূর্ব্বজ্ঞানানুরূপঃ তজ্জন্যসংস্কার-সহকারেণ জনিতঃ প্রত্যক্ষবিশেষঃ। যথা 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদি। যে গকারাদয়ো বর্ণাঃ প্রাক্ উচ্চরিতাঃ শ্রুতা বা, ত এব ইমে—ইত্যর্থঃ।

... ...

১ বর্ণ—খ
২ ০পত্তেঃ—খ
৩ পূর্বপক্ষঃ—খ, গ
৪ ০প্রযত্না—খ
৫ ব্যর্থা—খ
৬ ০ভেদা—খ

অনুবাদ (১।১।৬)

১. ধর্মবিষয়ে বেদই প্রমাণ ইহা বলা হইয়াছে। শব্দের প্রামাণ্য বিষয়ে যে কোন দোষ নাই, তাহা বুঝাইতে যাইয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকেও নিত্য বলিয়াই স্থির করা হইয়াছে। সম্বন্ধিরূপ শব্দের নিত্যতা না থাকিলে সম্বন্ধেরও নিত্যতা থাকিতে পারে না, এইকারণে সম্প্রতি শব্দের নিত্যতা প্রদর্শিত হইতেছে।

২. বিধি, মন্ত্র প্রভৃতি শব্দ।

৩. এই শব্দ নিত্য, না অনিত্য।

৪. বৈয়াকরণগণ শব্দের নিত্যতাবাদী। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বর্ণসমূহ শোনার পর 'ইহা একটি পদ' এইরূপ একটি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষের বিষয় এবং বর্ণব্যতীত স্ফোটনামক কোনও একটি পদার্থই এই জ্ঞানের বিষয়ীভুত। স্ফোট নিত্য এবং শব্দস্বরূপ, বর্ণসমূহাত্মক নহে। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণের এই অভিমত নৈয়ায়িকাদি আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সুসম্বদ্ধ বর্ণসমূহ হইতেই অর্থ বোঝা যায়। সেই বর্ণসমূহই পদ। অতএব বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটের কল্পনা অনাবশ্যক। সকল বর্ণই অনিত্য। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চারণ হইতেই বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ণের বিনাশও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইহেতু শব্দও অনিত্য। শব্দের উৎপত্তির বেলা উচ্চারয়িতা পুরুষ প্রভৃতির ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকা সম্ভবপর বলিয়া বিধিবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না।

৫. বর্ণ এবং শব্দ নিত্য। অনেক ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ভাবে গোশব্দ উচ্চারণ করিলেও বস্তুতঃ গোশব্দ একটিই। বিশেষতঃ 'এই সেই গকারাদি বর্ণ' এইপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে গকারাদির উচ্চারণ করা হইয়াছে, এইগুলিও সেই বর্ণ—এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা।

বর্ণের যদি উৎপত্তিই না হইবে, তবে বহুবার উচ্চারণ করার কি প্রয়োজন—এইরূপ আপত্তিরও কোন সার্থকতা নাই। কারণ উচ্চারণের দ্বারা বর্ণের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু উচ্চারণে বর্ণের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। এইভাবে বর্ণের নিত্যতা সিদ্ধ হইলে বলা চলে যে, উদাত্তাদিভেদে এবং তীক্ষ্ণত্ব-মৃদুত্বাদিভেদে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করাই উচ্চারণের কাজ। অতএব শব্দের নিত্যতা সিদ্ধ হওয়ায় উচ্চারয়িতা পুরুষের ভ্রমাদিদোষে শব্দের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

(সপ্তমে বেদপ্রত্যায়কত্বাধিকরণে সূত্রাণি)

উৎপত্তৌ বাবচনাঃ স্যুরর্থস্যাতন্নিমিত্তত্বাৎ ॥২৪॥ তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥২৫॥ লোকে সংনিয়মনাৎ প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ স্যাৎ ॥২৬॥

সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—

বেদবাক্যমমানং স্যান্মানং বা নাস্য মানতা।
পৃথক্ সঙ্গত্যপেক্ষায়ামনপেক্ষত্ববর্জনাৎ[১] ॥২৩॥
বেদেঽপি লোকবন্নৈব বাক্যার্থে সঙ্গতিঃ পৃথক্।
গ্রহীতব্যা ততো বাক্যং প্রমাণং নৈরপেক্ষ্যতঃ ॥২৪॥

যদ্যপি বর্ণানাং নিত্যত্বাদেকার্থাবচ্ছেদকস্য[২] পদস্যাপি[৩] বর্ণরূপতয়া নিত্যত্বাদ্ বর্ণপদদ্বারা বেদস্য কারণসাপেক্ষত্বং নাস্তি, তথাপি 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' ইত্যাদি বাক্যস্য বাক্যার্থে সঙ্গতিগ্রহণমপেক্ষিতম্। ততো নৈরপেক্ষ্যাভাবাৎ প্রামাণ্যং নাস্তীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—লোকে 'গামানয়' ইত্যাদিবৃদ্ধপ্রয়োগে[৪] পদপদার্থয়োরেব সঙ্গতির্গৃহ্যতে। বাক্যন্তু আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধিবশাৎ স্বার্থং প্রতিপাদয়তীত্যবিবাদম্। তথা বেদবাক্যস্যাপি প্রত্যায়কত্বাদনপেক্ষত্বেন প্রামাণ্যমবিরুদ্ধম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

শব্দার্থয়োর্নিত্যত্বেন তয়োঃ সম্বন্ধস্য চ নিত্যত্বেন বেদবচনস্য প্রামাণ্যং প্রতিষ্ঠাপিতম্। অধুনা বেদবচনস্য অর্থপ্রত্যায়কত্বং সাধয়তি। গামানয়েত্যাদি-বৃদ্ধপ্রয়োগে। উত্তমবৃদ্ধেন মধ্যমবৃদ্ধমুদ্দিশ্য 'গামানয়' ইত্যুক্তে তং গবানয়নপ্রবৃত্তমুপলভ্য সমীপস্থো বালকঃ অস্য বাক্যস্য 'সাস্নাদিমৎপ্রাণ্যানয়নমর্থঃ' ইতি প্রথমং প্রতিপদ্যতে। অনন্তরঞ্চ 'গাং বধান', 'অশ্বমানয়' ইত্যাদাবন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স বালকঃ গো-শব্দস্য তাদৃশসাস্নাদিমতি প্রাণিনি, আনয়নস্য চ সমীপাকর্ষণরূপে অর্থে সঙ্গতিং গৃহ্নাতি। আকাঙ্ক্ষেত্যাদি। সন্নিধিরাসত্তিঃ। আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতাসত্তিজ্ঞানঞ্চ শাব্দবোধে কারণম্। যেন পদেন বিনা যৎপদস্য অন্বয়াননুভাবকত্বং তেন সহ তস্যাকাঙ্ক্ষে-ত্যর্থঃ। ক্রিয়াপদং বিনা কারকপদং নান্বয়বোধং জনয়তীতি তেন তস্যাকাঙ্ক্ষা। একপদার্থে অপরপদার্থসম্বন্ধো

---

১ ০সঙ্কেতবীক্ষায়ামন০—খ
২ ০স্যাপি—খ
৩ পদস্য—খ
৪ ০পদপ্রয়োগেষু—খ

যোগ্যতেত্যর্থঃ। তজ্‌জ্ঞানাভাবাচ্চ 'বহ্নিনা সিঞ্চতী'ত্যাদৌ ন শাব্দবোধঃ। যৎপদার্থস্য যৎপদার্থেনান্বয়োঽপেক্ষিতস্তয়োরব্যবধানমাসত্তিঃ। তজ্‌জ্ঞানস্য কারণত্বানঙ্গীকারে 'গিরির্ভুক্তমগ্নিমান্ দেবদত্তেনে'ত্যাদাবপি শাব্দবোধপ্রসঙ্গঃ।

... ...

অনুবাদ (১।১।৭)

১. শব্দ এবং শব্দার্থ-সম্বন্ধের নিত্যতা স্থির করা হইয়াছে। পদসমষ্টিরূপ বৈদিক বিধিবাক্যের প্রামাণ্য এখন স্থির করা হইতেছে।

২. বিধিবাক্যের প্রামাণ্য।

৩. বৈদিক বিধিবাক্য প্রমাণ কি না।

৪. বর্ণসমূহ নিত্য এবং একই অর্থের বোধক। পদও নিত্য। কারণ অর্থবোধক বর্ণসমূহকেই পদ বলা হয়। বর্ণ বা পদের উৎপত্তির কারণ না থাকায় যদিও কারণের বিশুদ্ধির উপর বেদকে নির্ভর করিতে হয় না, তথাপি 'স্বর্গকামনায় অগ্নিহোত্র-নামক যাগ করিবে'—ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যেক পদের অর্থের সহিত প্রত্যেক পদের সঙ্গতি বা অন্বয় থাকা প্রয়োজন। বাক্যার্থের জ্ঞানের বেলা বাক্যস্থ পদসমূহের সঙ্গতিজ্ঞান অপেক্ষিত। সঙ্কেতকর্ত্তা ব্যতীত সঙ্কেত সম্ভবপর নহে। এই কারণে অর্থাপত্তি-প্রমাণের বলে বেদবাক্যের অনিত্যতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। অনিত্য বাক্য কখনও অলৌকিক বিষয়ের উপদেশক হইতে পারে না। অতএব বৈদিক বিধিবাক্য অপ্রমাণ।

৫. পদসমূহ আপন আপন অর্থ বুঝাইয়া নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর বাক্যার্থ বুঝাইতে তাহাদের সামর্থ্য থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে পদার্থ হইতে অতিরিক্ত বাক্যার্থ বলিয়া অপর কিছুই নাই। বাক্যে বাচকতা নাই। পদবোধিত পদার্থই বাক্যার্থের বোধক।

লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায়, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন—গরুটিকে আন। আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ পালন করিলেন। 'গরু' এবং 'আন' শব্দের অর্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ সমীপস্থ বালক সেই আদেশ শুনিল এবং আদিষ্টের কার্য্য দেখিল। তাহাতে 'গরু' এবং 'আন' এই দুইটি পদের অর্থই সে জানিতে পারিল। যতগুলি পদ থাকে, ততগুলি অর্থেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে সেই পদার্থগুলির সম্বন্ধ অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাব গৃহীত হইলে বাক্যার্থেরও জ্ঞান হয়। উল্লিখিত প্রয়োগেও পদ এবং পদার্থের সঙ্গতি গৃহীত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধি (আসত্তি) জ্ঞানের বলে বাক্য হইতে অর্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। (টিপ্পনীতে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।)

লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদবাক্যও অর্থবোধক হইয়া থাকে এবং বক্তা না থাকায় বেদবাক্য অপর কাহারও উপর নির্ভরশীল নহে। সুতরাং তাহার প্রামাণ্য অবশ্য-স্বীকার্য্য।

(অষ্টমে বেদাপৌরুষেয়ত্বাধিকরণে সূত্রাণি)

বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ ॥২৭॥ অনিত্যদর্শনাচ্চ ॥২৮॥ উক্তং তু শব্দপূর্বত্বম্ ॥২৯॥ আখ্যাঃ প্রবচনাৎ ॥৩০॥ পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ ॥৩১॥ কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্মণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৩২॥

অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্ বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥২৫॥
সমাখ্যাধ্যাপকত্বেন বাক্যত্বন্তু পরাহতম্।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥২৬॥

'কাঠকম্, কৌথুমম্, তৈত্তিরীয়কম্' ইত্যাদি সমাখ্যা[১] তত্তদ্বেদবিষয়া[২] লোকে দৃষ্টা[৩]। তদ্ধিতপ্রত্যয়শ্চ 'তেন প্রোক্তম্' [পাণিনিসূ০ ৪।৩।১০১] ইত্যর্থে[৪] বর্ততে। তথা সতি 'ব্যাসেন প্রোক্তম্ বৈয়াসিকং ভারতম্' ইত্যাদাবিব পৌরুষেয়ত্বং প্রতীয়তে। কিঞ্চ 'বিমতং বেদবাক্যং পৌরুষেয়ম্ বাক্যত্বাৎ, কালিদাসাদিবাক্যবৎ' ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্তকত্বেন সমাখ্যোপপদ্যতে। কালিদাসাদিগ্রন্থেষু তত্তৎসর্গাবসানে[৫] কর্তার উপলভ্যন্তে। তথা বেদস্যাপি পৌরুষেয়ত্বে তৎকর্তা উপলভ্যেত। ন চোপলভ্যতে। অতো বাক্যত্বহেতুঃ প্রতিকূলতর্কপরাহতঃ। তস্মাদপৌরুষেয়ো বেদঃ। তথা সতি পুরুষবুদ্ধিদোষকৃতস্যাপ্রামাণ্যস্যানাশঙ্কনীয়ত্বাদ্ বিধিবাক্যস্য ধর্মে প্রামাণ্যং সুস্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরে
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।১।

... ...

---

১ সমাখ্যাতম্—খ
২ তদ্বেদ০—খ
৩ দৃষ্টাঃ—খ
৪ ইত্যস্মিন্নর্থে—খ
৫ তৎ০—খ

টিপ্পনী

শব্দনিত্যত্বং সাধয়িত্বা বেদনিত্যত্বং সাধয়তি। পৌরুষেয়ম্ পুরুষপ্রণীতম্। সমাখ্যা যৌগিকত্বম্। 'কঠেন প্রোক্তং কাঠকমি'ত্যাদিযোগবশাৎ পৌরুষেয়ত্বম্ লভ্যতে বেদস্যেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। তেন চ পুরুষপ্রণীতত্বাৎ অপ্রামাণ্যাশঙ্কা স্যাদিতি ভাবঃ। 'প্রোক্তমিতি' যোগেন প্রবচনপরতয়া ন বেদস্য পৌরুষেয়ত্বম্ সাধ্যতে। তত্তদ্বেদশাখাসু কঠাদয়ঃ প্রখ্যাতাঃ অধ্যাপকা আসন্নিত্যেব ফলিতার্থঃ। বাক্যত্বহেতুঃ প্রতিকূলতর্কপরাহত ইতি। 'বিমতং বেদবাক্যমি'ত্যাদ্যনুমানে বাক্যত্বস্য হেতুতা। তেন চ যত্র যত্র বাক্যত্বং তত্র তত্র পৌরুষেয়ত্বমিতি ব্যাপ্তিঃ। নায়ং হেতুঃ পৌরুষেয়ত্বস্য সাধকঃ। কর্ত্তরি অনুপলভ্যমানে বেদবাক্যস্য নিত্যত্বাবগমাৎ। বস্তুতস্তু পূর্ব্বপক্ষে 'তেন প্রোক্তম্' ইত্যনুশাসনাদপি 'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে' (পাণিনি০ ৪।৩।৮৬) ইতি সূত্রস্য উল্লেখ এব সাধুঃ।

…　　　…　　　…

অনুবাদ (১।১।৮)

১. ধর্ম্মবিষয়ে বেদ প্রমাণ হইলেও বেদ যদি মনুষ্যরচিত হয়, তবে মনুষ্যসুলভ ভ্রম-প্রমাদাদি হইতে বেদও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে না। তাহাতে বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে আশঙ্কার কারণ থাকে। এই হেতু বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব স্থাপন করা প্রয়োজন।

২. বেদের প্রামাণ্য।

৩. বেদ পৌরুষেয় (পুরুষপ্রণীত) অথবা অপৌরুষেয়।

৪. বেদের মধ্যে কাঠক, কৌথুম, তৈত্তিরীয়ক, পৈপ্পলাদ ইত্যাদি শাখা আছে। এইসকল শাখার নাম হইতেই বেদপ্রণেতাদের নাম জানা যাইতেছে। ব্যাকরণের অনুশাসনে জানা যায় যে, যে গ্রন্থ কঠনামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত তাহারই নাম কাঠক। এইরূপে কুথুম প্রভৃতি বেদরচয়িতৃগণের নামও জানা যাইতেছে। সমাখ্যা অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন যৌগিক শব্দ হইতে কঠাদি ব্যক্তিগণই বেদের রচয়িতা, ইহা উপলব্ধ হয়। 'ব্যাস কর্ত্তৃক প্রোক্ত' এই অর্থে যেমন মহাভারতকে 'বৈয়াসিক' বলা চলে, সেইরূপ কাঠকাদি শাখার নাম দেখিয়া বেদকেও কঠাদি পুরুষের রচিত বলা যাইতে পারে। অনুমানের দ্বারাও পৌরুষেয়তা স্থাপিত হইয়া থাকে। যথা—বিচার্য্য বেদবাক্য পৌরুষেয়, যেহেতু তাহা বাক্য। বাক্য-মাত্রই কোন না কোন ব্যক্তির রচিত। উদাহরণস্বরূপ কালিদাসাদির বাক্যকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৫. শুধু 'কঠপ্রণীত' বা 'কঠপ্রোক্ত' এইপ্রকার অর্থেই যে 'কাঠক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা নহে। অধ্যয়নের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপেও কাঠকাদি সমাখ্যা বা

যৌগিক শব্দের সার্থকতা রক্ষিত হয়। কঠ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সেই সেই বেদশাখার খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। সেই সেই শাখায় তাঁহাদের সমধিক পাণ্ডিত্য থাকায় নিপুণভাবে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতে পারিতেন। 'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে' এই অর্থে যেমন তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে পারে, সেইরূপ 'তেন প্রোক্তম্' এই অর্থেও হইতে পারে। সুতরাং 'কঠ কর্তৃক প্রণীত' এই অর্থে না হইয়া 'কঠেন প্রোক্তম্' অর্থাৎ কঠ কর্তৃক প্রকৃষ্টভাবে উক্ত—এই অর্থেও 'কাঠক' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কালিদাসাদির গ্রন্থে প্রত্যেক সর্গের সমাপ্তিতে প্রণেতার নামের উল্লেখ দেখা যায়। তাহা হইতেই প্রণেতাকে জানিতে পারা যায়। বেদ যদি পুরুষপ্রণীত হইত, তবে তাহাতেও এইভাবে প্রণেতার নাম লিখিত থাকিত। যেহেতু প্রণেতার নামের উল্লেখ করা হয় নাই, সেইহেতু বেদ পুরুষরচিত নহে। পূর্ব্বপক্ষের প্রদর্শিত অনুমান-প্রয়োগে কালিদাসাদির বাক্যকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বাক্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা বেদবাক্যের পৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের প্রাগুক্ত আলোচনা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, বাক্য হইলেই তাহা পৌরুষেয় হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। অতএব বাক্যত্ব-হেতুটি বিরুদ্ধ তর্কের (সম্ভাবনা) দ্বারা নিরস্ত হইল। এই-কারণে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অনুমান তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধক হইতেছে না। অতএব বেদ কাহারও রচিত নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করায় আরও বোঝা যাইতেছে যে, রচয়িতার ভ্রম-প্রমাদের উর্দ্ধে থাকায় বেদে অপ্রামাণ্যের কোন আশঙ্কাই হইতে পারে না। এই কারণে বেদ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণই হইবে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

(প্রথমে অর্থবাদাধিকরণে সূত্রাণি)

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্, তস্মাদনিত্যমুচ্যতে ॥১॥ শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ ॥২॥ তথা ফলাভাবাৎ ॥৩॥ অন্যানর্থক্যাৎ ॥৪॥ অভাগি-প্রতিষেধাচ্চ ॥৫॥ অনিত্যসংযোগাৎ ॥৬॥ বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ ॥৭॥ তুল্যঞ্চ সাম্প্রদায়িকম্ ॥৮॥ অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত ॥৯॥ গুণবাদস্তু ॥১০॥ রূপাৎ প্রায়াৎ ॥১১॥ দূরভূয়স্ত্বাৎ ॥১২॥ অপরাধাৎ

কর্তুশ্চ পুত্রদর্শনম্ ॥১৩॥　আকালিকেপ্সা ॥১৪॥　বিদ্যাপ্রশংসা ॥১৫॥ সর্বত্বমাধিকারিকম্ ॥১৬॥　ফলস্য কর্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎপরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ স্যাৎ ॥১৭॥　অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্ ॥১৮॥

দ্বিতীয়পাদস্য প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা ।
ন বিধেয়েঽস্তি ধর্মে কিং কিংবাসৌ তত্র বিদ্যতে ॥১॥
বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ ।
নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্মে প্রামাণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ ॥২॥
বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ ।
তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্ বাদানাং ধর্মমানতা ॥৩॥

কাম্যপশুকাণ্ডে বিধ্যর্থবাদৌ শ্রূয়েতে । 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ'[১] ইতি বিধিঃ । 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি' ইত্যর্থবাদঃ । তত্র বিধিবাক্যগতা বায়ব্যাদিশব্দা অর্থবাদশব্দৈনৈর-পেক্ষ্যেণৈব বিশিষ্টমর্থং বিদধতি । অর্থবাদশব্দাশ্চেতরনৈরপেক্ষ্যেণৈব ভূতার্থমন্বাচক্ষতে । 'ক্ষিপ্রগামী বায়ুঃ স্বোচিতেন ভাগেন তোষিতো ভাগপ্রদায়ৈশ্বর্য্যং প্রযচ্ছতি' ইত্যুক্তে রামায়ণ-ভারতাদাবিব বৃত্তান্তঃ কশ্চিৎ প্রতীয়তে, নত্বনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিৎ । অত একবাক্যত্বা-ভাবান্নাস্ত্যর্থবাদস্য ধর্মে প্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

মা ভূৎ পদৈকবাক্যতা । বাক্যৈকবাক্যতা তু বিদ্যতে । বিধিবাক্যং তাবৎ পুরুষং প্রেরয়িতুং বিধেয়ার্থস্য প্রাশস্ত্যমপেক্ষতে । অর্থবাদবাক্যঞ্চ ফলবদর্থাববোধপর্যবসি-তাধ্যয়নবিধিপরিগৃহীতত্বেন পুরুষার্থমপেক্ষতে । তত্র পুরুষার্থপর্যবসিতবিধ্যপেক্ষিতং[২] প্রাশস্ত্যং লক্ষণাবৃত্ত্যা সমর্পয়দর্থবাদবাক্যং বিধিবাক্যেন সহৈকবাক্যতামাপদ্যতে । 'যতঃ ক্ষিপ্রগামিস্বভাবতয়া শীঘ্রফলপ্রদো বায়ুরস্য পশোর্দেবতা, ততঃ প্রশস্তমিমং বায়ব্যং পশুমালভেত' ইতি বাক্যয়োরন্বয়ঃ । তস্মাদর্থবাদা ধর্মে প্রমাণম্ ॥

…　　　…　　　…

১　তৈত্তিরীয়-সং—২।১।১।১

২　০তং—খ

টিপ্পনী

প্রথমপাদে চোদনায়াঃ প্রামাণ্যং প্রতিষ্ঠাপিতম্। তেন চ সূচিতং নিখিলবেদস্যৈব প্রামাণ্যম্। বিধি-মন্ত্র-নামধেয়-নিষেধার্থবাদাত্মকে বেদে বিধিনিষেধাংশয়োঃ প্রামাণ্যমুচিতমেব, ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপজ্ঞানে তয়োরুপযোগাৎ। বিধেরেব সাক্ষাৎ পুরুষার্থনির্দ্দেশকত্বাৎ প্রামাণ্যং সুস্থিতম্, নেতরেষামিতি সন্দেহে প্রথমতঃ অর্থবাদস্য প্রামাণ্যং স্থাপয়তি। একবাক্যতেতি। 'অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ' ইতি জৈমিনিসূত্রম্ (২।১।৪৬)। যদি পদং বিভজ্যমানং সৎ সাকাঙ্ক্ষং ভবতি তর্হি একার্থঃ পদসমূহো বাক্যং স্যাদিতি। 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যং স্ববিধেয়ে যাগে পুরুষং প্রবর্ত্তয়িতুমন্যতঃ স্বস্তুতিমাকাঙ্ক্ষতে। অর্থবাদাশ্চ বিধিশক্তেরুত্তেজকাঃ। 'বায়ুর্বৈ' ইত্যাদ্যর্থবাদবাক্যমপি স্বপ্রয়োজনমাকাঙ্ক্ষতে। অতো নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়েন উভয়োরেকবাক্যতা সম্পাদনীয়েতি। নিন্দার্থবাদশ্চ নিষেধ্যবিষয়স্য অপ্রাশস্ত্যং প্রতিপাদয়ন্ প্রবৃত্তং পুরুষং নিবর্ত্তয়ন্ নিষেধবিধেঃ সহায়কো ভবতীতি তস্য সার্থক্যম্। যত্র সমাম্নাতো বিধিঃ অর্থবাদস্তু ন শ্রুতস্তত্র কল্পনীয়োঽর্থবাদঃ। এবং যত্র অর্থবাদ এব শ্রুতো ন তু বিধিস্তত্র বিধিরপি উন্নেয় ইতি হৃদয়ম্॥

... ...

অনুবাদ (১।২।১)

১. বেদে বিধিবাক্য ছাড়াও অর্থবাদাদি বাক্য আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে বিধিবাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করা হইয়াছে। অর্থবাদ-বাক্যের প্রামাণ্য বিষয়ে সম্প্রতি বিচার করার প্রয়োজন।

২. সমস্ত অর্থবাদ-বাক্যই এই অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু সকল বাক্যের বিচার করা এই স্থলে সম্ভবপর নয় বলিয়া 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' এই একটি মাত্র বাক্যের বিচার করা হইতেছে।

৩. এই বাক্য ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না।

৪. কাম্য পশুযাগ-প্রকরণে বিধিবাক্য আছে—'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ'। ঐশ্বর্য্যকাম ব্যক্তি বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগ বধ করিবে। এই বিধিবাক্যের পরেই 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদি অর্থবাদ-(প্রশংসা) বাক্য স্থান পাইয়াছে। বাক্যের অর্থ এই যে, বায়ু বড় ক্ষিপ্রতম দেবতা, তাঁহার প্রাপ্য ভাগ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি যজমানকে শীঘ্রই অভ্যুন্নত করিয়া থাকেন।

'ঐশ্বর্য্যকাম ব্যক্তি বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেত ছাগ বধ করিবে'—এই বিধিবাক্যস্থ শব্দগুলি পরে শ্রুত অর্থবাদ-বাক্যের সাহায্য ছাড়াই অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অর্থবাদ-বাক্যস্থ শব্দগুলিও বিধিবাক্যের সাহায্য ছাড়াই অর্থ বুঝাইতে পারে। 'ক্ষিপ্রগামী বায়ু আপনার ভাগের দ্বারা তোষিত হইলে যজমানকে ঐশ্বর্য্য

প্রদান করেন'—এই অর্থবাদ-বাক্য রামায়ণ-মহাভারতাদির মত শুধু একটি কথাই প্রকাশ করিতেছে, বিধিবোধিত অনুষ্ঠেয় কোন কিছু প্রকাশ করে নাই। সুতরাং বিধিবাক্যের সহিত অর্থবাদ-বাক্যের কোন যোগ (একবাক্যতা) না থাকায় অর্থবাদ-বাক্য ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়রূপ ধর্ম্ম বিষয়ে শুধু বিধায়ক বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে। অর্থবাদ-বাক্যে কোন-প্রকার বিধায়কতা নাই। অতএব অর্থবাদাদি-বাক্য বৈদিক হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে তাহার কোন প্রামাণ্য নাই।

৫. বিধিবাক্যঘটক পদসমূহ এবং অর্থবাদবাক্য-ঘটক পদসমূহের মধ্যে পরস্পর এক-বাক্যতা না থাকিলেও এই উভয় বাক্যের মধ্যে একবাক্যতা স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ উভয় বাক্যকে একত্র যোজনা করিয়া অর্থ স্থির করিতে হইবে। বিধিবাক্য শ্রুত হইলেও বিধেয়রূপ যাগাদি কার্য্যে কাহারও স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয় না। কারণ যাগাদি নিষ্পন্ন করিতে প্রচুর শারীরিক শ্রম এবং অর্থের প্রয়োজন। যজমানকে কাজে প্রবৃত্ত করাইতে যাগাদির প্রশস্ততা বা স্তুতিবাদ কীর্ত্তনেরও দরকার হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিধিবাক্যও অর্থবাদ-বাক্যের অপেক্ষা করিয়া থাকে। অন্যদিকে অর্থবাদ-বাক্যও বাক্যান্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ'—এই বিধিবাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, সমগ্র বেদই পড়িতে হইবে। আপাততঃ বলিতে হইবে, অর্থজ্ঞানই বেদপাঠের ফল। আপাতদৃষ্টিতে অর্থবাদসমূহের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না বলিয়া বিধিবিহিত প্রয়োজনের দ্বারা আপন আপন প্রয়োজনীয়তা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অর্থবাদ-বাক্যও বিধিবাক্যের অপেক্ষা করিয়া থাকে। লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারাই অর্থবাদ-বাক্য প্রশস্ততারূপ অর্থ বুঝাইয়া বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দুই বাক্য মিলিত হইয়া নিম্নোক্তরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে—যেহেতু বায়ু-দেবতার উদ্দেশে এই পশুযাগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং যেহেতু বায়ু স্বভাবতঃ শীঘ্রগামী বলিয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন, সেইহেতু বায়ুদেবতার উদ্দেশে প্রশস্ত এই পশু বধ করিবে। বিধি ও অর্থবাদবাক্য পরস্পর মিলিত হইয়া একই প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রশংসাত্মক অর্থবাদ যেরূপ কাজে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে, সেইরূপ নিন্দাত্মক অর্থবাদ নিষেধ্য বিষয়ের নিন্দা কীর্ত্তন করিয়া নিষেধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যাহাতে সেই বিষয় হইতে শীঘ্র নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাহাই করিয়া থাকে। ফল কথা, নিষেধ-বিধির সহায়তা করে বলিয়া নিষেধবিধি ও নিন্দাত্মক অর্থবাদবাক্যের পরস্পর মিলনে একই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই এইভাবে একবাক্যতা স্থির করিতে হইবে। অতএব অর্থবাদবাক্যও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে।

…　　…　　…

অস্মিন্নেবাধিকরণে মতান্তরমনুসৃত্য পূর্বোত্তরপক্ষাবাহ—

বাদোক্তহেত্বপেক্ষত্বান্ন বিধের্মানতেতি চেৎ।
সত্যন্বয়ে স্তুতিদ্বারা নাপেক্ষেতি গুরুর্জগৌ ॥৪॥

'যতো বায়ুঃ ক্ষিপ্রমেব ফলপ্রদঃ, অতো বায়ব্যমালভেত' ইত্যেবমর্থবাদোক্তং[১] হেতুমপেক্ষ্য বিধিঃ পুরুষং নিযুঙ্‌ক্তে। ততঃ সাপেক্ষত্বাদপ্রামাণ্যমিতি পূর্বপক্ষঃ[২]।

'বিমতং কর্মানুষ্ঠেয়ম্, ফলপ্রদদেবতোপেতত্বাৎ রাজসেবাদিবৎ' ইত্যনুমানং যদ্যর্থবাদে বিবক্ষ্যতে, তদানীমাগমপ্রমাণস্য বিধিবাক্যস্য প্রমাণান্তরসাপেক্ষত্বং স্যাৎ। ন ত্বেবং বিবক্ষিতম্। কিন্তু ফলপ্রদদেবতাতোষকত্বোপন্যাসমুখেন কর্মপ্রাশস্ত্যমুপলক্ষ্যতে। তথা সতি 'প্রশস্তং কর্ম অনুষ্ঠেয়ম্' ইত্যস্মিন্নর্থে সার্থবাদস্য বিধেঃ পর্যবসানাদেকবাক্যতা লভ্যতে। তত্র[৩] কুতঃ সাপেক্ষত্বম্। তস্মাৎ বিধিঃ প্রমাণমিতি সিদ্ধান্তঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

এতত্তু গুরুপ্রভাকরপাদানাম্ মতমিতি। প্রভাকরস্তু অন্বিতাভিধানবাদী। তন্মতে বিধিপদঘটিতস্যৈব বাক্যস্য অর্থবত্ত্বমিতি। এতদর্থবাদবাক্যন্তু বিধিপদবিরহাদবাচকমতোঽপি অপ্রমাণমিত্যপি বোধ্যম্। বিমতং কর্ম্ম বায়ব্য-যাগ ইত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ

৪. প্রভাকরমতে এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ অন্যপ্রকার। অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকরের মতে একমাত্র বিধিপদঘটিত বাক্যেরই বাচকতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। 'বায়ুর্বৈ' ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যে বিধায়ক পদ না থাকায় বাক্যটি বাচক নহে। 'যেহেতু বায়ু শীঘ্র ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেইহেতু বায়ুদেবতার উদ্দেশে পশুবধ করিবে'— এইপ্রকার অর্থবাদের সাহায্যে বিধিবাক্যটি প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। অতএব অর্থবাদ-বাক্যের অপেক্ষা করে বলিয়া বিধিবাক্যটি অপ্রমাণই হইবে।

৫. যদি উল্লিখিত অর্থবাদ-বাক্যটিকে অবলম্বন করিয়া অনুমান প্রয়োগ করা হয়, তবেই বৈদিক প্রমাণরূপ বিধিবাক্যটি অনুমান-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে।

১ ০ক্তং—খ
২ প্রাপ্তে ক্রমঃ—গ
৩ তৎ—খ

এইস্থলে অর্থবাদ-বাক্য হইতে কোনও অনুমানের কল্পনা করা হয় নাই। পরন্তু যাগের দ্বারা শীঘ্র ফলপ্রদ বায়ুদেবতার সন্তোষ বিধান করিলে সেই যাগও যজমানকে শীঘ্রই ফল প্রদান করিবে, এইমাত্র বুঝাইয়া যাগের প্রশস্ততা খ্যাপন করিতেছে। লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিয়া এই অর্থ স্থির করিতে হইবে। তাহা হইলে বিধি ও অর্থবাদ উভয়ের মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'বায়ব্য যাগ প্রশস্ত, অতএব অনুষ্ঠেয়'। উভয় বাক্যের একবাক্যতা করিলে অর্থবাদেরও প্রামাণ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব অর্থবাদ-বাক্যও প্রমাণ।

(দ্বিতীয়ে বিধিবন্নিগদাধিকরণে সূত্রাণি)

বিধির্বা স্যাদপূর্বত্বাদ্ বাদমাত্রং হ্যনর্থকম্ ॥১৯॥ লোকবদিতি চেৎ ॥২০॥ ন পূর্বত্বাৎ ॥২১॥ উক্তং তু বাক্যশেষত্বম্ ॥২২॥ বিধিশ্চানর্থকঃ ক্বচিৎ, তস্মাৎ স্তুতিঃ প্রতীয়েত, তৎসামান্যাদিতরেষু তথাত্বম্ ॥২৩॥ প্রকরণে সম্ভবন্নপকর্ষো ন কল্প্যেত, বিধ্যানর্থক্যং হি তং প্রতি ॥২৪॥ বিধৌ চ বাক্যভেদঃ স্যাৎ ॥২৫॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

উর্জোঽবরুধ্যা ইত্যেষ বিধিবন্নিগদো ন কিম্।
যূপৌদুম্বরতাং স্তৌতি স্তৌতি বা তদ্‌বিধিৎসয়া ॥৫॥
চতুর্থ্যা ফলতালাভাদ্ যূপৌদুম্বরতা[১] ফলম্।
উর্জোঽবরোধং কথয়ন্ কথং স্তুতিপরো ভবেৎ ॥৬॥
অস্তৌদুম্বরত্বস্যাবিধানাৎ কস্য তৎ ফলম্।
অর্থদ্বৈধে বাক্যভেদস্তেন স্তাবক এব সঃ ॥৭॥

ইদমাম্নায়তে—'ঔদুম্বরো যূপো ভবতি, উর্গ্বা উদুম্বরঃ, উর্ক্ পশবঃ, উর্জৈবাস্মা উর্জং পশূনাপ্নোতি, উর্জোঽবরুদ্ধ্যৈ'[২] ইতি। অমৃতশব্দাভিধেয়োঽত্যন্তসারভূতঃ স্বক্ষ্মোঽন্নরস উর্গুচ্যতে। উদুম্বররূপয়োর্জা যজমানার্থমধ্বর্যুঃ পশুরূপামূর্জমাপ্নোতি। ততো যূপস্যৌদুম্বরত্বমূর্জঃ সম্পাদনায় ভবতীত্যর্থঃ। অত্র 'অবরুদ্ধ্যৈ' ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী।

---

১ ০ডু০—খ (সর্ব্বত্র উদুম্বরশব্দস্থানে উড়ুম্বর ইতি।)
২ তৈত্তিরীয়-সং—২।১।১

তয়া ফলত্বং গম্যতে। 'ধনলাভায় রাজসেবা' ইত্যাদৌ তদ্দর্শনাৎ[১]। ন চ ফলপরস্য বচনস্য স্তাবকত্বং যুজ্যতে। অন্যথা স্বর্গকাম ইত্যত্র[২] স্বর্গশব্দস্যাপি[৩] জ্যোতিষ্টোমস্তাবকত্ব-প্রসঙ্গাদিতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—

অয়মূর্জোঽবরোধঃ কস্য ফলং স্যাৎ[৪]—কিমবিহিতস্যৌদুম্বরত্বস্য, উত বিহিতস্য। নাদ্যঃ, অনুষ্ঠানমন্তরেণ দ্রব্যমাত্রাৎ ফলানুৎপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে কিমত্র[৫] বিধিঃ[৬] প্রত্যক্ষঃ, উতোন্নেয়ঃ। নাদ্যঃ, 'ঔদুম্বরো যূপো ভবতি' ইত্যত্র লিঙ্প্রত্যয়াশ্রবণাৎ। দ্বিতীয়ে[৭] স্তুত্যা স[৮] উন্নেয়ঃ[৯]। ন চাত্র স্তুতিমঙ্গীকরোষি। অথোচ্যেত 'বিধানায়ৌদুম্বরত্বং[১০] স্তূয়তে তৎফলঞ্চাববোধ্যতে' ইতি। তর্হি বাক্যং ভিদ্যেত। ততঃ ফলবিধিবন্নিগদ্য-মানমপ্যেতদ্ বাক্যং স্তাবকমেব॥

... ...

টিপ্পনী

উক্তমর্থবাদস্য প্রামাণ্যম্। যান্যর্থবাদবাক্যানি বিধিবৎপ্রতীয়মানান্যপি ন বিধয়ঃ, পরন্তু বিধিবৎশ্রূয়মাণাঃ তানি বিধিবন্নিগদাঃ। তান্যেব প্রদর্শ্যন্তে। চতুর্থ্যা ফলতালাভাদিত্যাদি। যূপস্য ঔদুম্বরত্বরূপগুণোঽপি উর্জ্জঃ অন্নস্য অবরুদ্ধ্যৈ সম্পাদনরূপফলস্য হেতুর্ভবতীতি ভাবঃ। 'ঔদুম্বরো যূপো ভবতী'ত্যত্র বিধিরুন্নেয়ঃ। বিধানায় চ 'উর্গ্‌বৈত্যাদি'শ্রুতেঃ স্তাবকত্বমেবাঙ্গীকর্ত্তব্যমিতি।

.. ..

অনুবাদ (১।২।২)

১. পূর্ব্ব অধিকরণে অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। যে অর্থবাদ-বাক্যগুলিও বিধির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইগুলিই এখন বিচার্য্য।

২. 'ঔদুম্বরো যূপো ভবতি' ইত্যাদি বাক্যই বিচারের বিষয়। বাক্যের অর্থ এই যে, উদুম্বর কাষ্ঠদ্বারা যূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। উর্ক্ অর্থাৎ অন্নের অমৃতস্বরূপ সূক্ষ্ম রসই উদুম্বর। পশুগুলিই অন্ন। উদুম্বরাত্মক উর্ক্ অর্থাৎ অন্নের দ্বারা অধ্বর্য্যু, যজমানের নিমিত্ত পশুরূপ অন্ন লাভ করেন। এইহেতু অর্থাৎ অন্নসংস্থানের নিমিত্ত উদুম্বর দ্বারা যূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

---

১ তাদর্থ্য০—খ
২ ইত্যস্যাপি—খ
৩ স্বর্গ০—(নাস্তি) খ
৪ স্যাৎ (নাস্তি)—খ
৫ কিং—খ
৬ মন্ত্রবিধিঃ—খ
৭ দ্বিতীয়স্তু—গ
৮ সমুন্নেয়ঃ—খ
৯ (নাস্তি)—খ
১০ বিধিনা যূপৌদুম্বরত্বম্—খ

৩. এই বাক্যের দ্বারা কি পশুরূপ ফলের বিধান করা হইতেছে, অথবা কোন কিছুর প্রশংসা করা হইতেছে।

৪. এই বাক্যটিকে বিধিই বলিতে হইবে, ইহা অর্থবাদ হইতে পারে না। কারণ উদুম্বররূপ গুণ এবং অন্ন-(পশু) প্রাপ্তিরূপ ফলের কথা পূর্ব্বে জানা যায় নাই। 'ধনলাভায় রাজসেবা' ইত্যাদি স্থলে যেমন 'তাদর্থ্যে' চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ 'উর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যৈ' এই স্থলেও তাদর্থ্যেই চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। তাদর্থ্যে চতুর্থী বিভক্তি স্বীকার করিলে রাজসেবা যে ধনলাভের হেতু, ইহাই জানা যাইতেছে। সেইরূপ উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যেও যূপের ঔদুম্বরত্ব, উর্জ্জের অবরুদ্ধি, অর্থাৎ অন্নলাভরূপ ফলের হেতু হইয়া থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। এই শ্রুতিবাক্যটি ফলের বোধক বলিয়া ইহাকে স্তাবক বলা সঙ্গত নহে। এরূপ বলিলে 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্বর্গশব্দকেও জ্যোতিষ্টোম-যাগের স্তাবক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আরও জানা প্রয়োজন যে, বিচার্য্য শ্রুতি-বাক্যটিকে বিধিরূপে স্বীকার না করিলে বাক্যটির কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে না। কারণ অর্থবাদ-বাক্য বিধির স্তুতি করিয়া সার্থক হইয়া থাকে। এখানে স্তুতি-প্রকাশক কোন শব্দ নাই। অতএব বাক্যটির সার্থকতা রক্ষার নিমিত্ত ইহাকে ফলবিধিই বলিতে হইবে।

৫. এই শ্রুতিটি ফলবিধি হইতে পারে না। কারণ এই প্রকরণে কোনও বিধায়ক পদ শ্রুত হয় নাই। উর্জ্জের অবরুদ্ধি অর্থাৎ অন্নলাভ কোন কর্ম্মের ফল বলিয়া স্থির করিব ? যদি বল, উদুম্বর-নির্ম্মিত যূপ যদি যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়, তবে সেই যজ্ঞ হইতেই অর্থাৎ উদুম্বরত্ব হইতেই এই ফল লব্ধ হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে—ঔদুম্বরত্ব বিধিপ্রাপ্ত কি না। যদি বল, ঔদুম্বরত্ব বিধি হইতে পাওয়া যাইতেছে না, তবে বলিব—বিধি হইতে অপ্রাপ্ত শুধু ঔদুম্বরত্ব অন্নরূপ ফলের হেতু হইতে পারে না। কারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত শুধু দ্রব্যের আয়োজন করিলেই ফল পাওয়া যায় না। যদি বল—যূপের ঔদুম্বরতা বিধি হইতে প্রাপ্ত, তবে প্রশ্ন করিব—সেই বিধি কি সাক্ষাৎভাবে শব্দ হইতে জানা যাইতেছে, অথবা উহ্য আছে। সাক্ষাৎভাবে যে জানা যাইতেছে না, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ শ্রুতি আছে—'ঔদুম্বরো যূপো ভবতি'। এখানে বিধির বাচক লিঙ্-বিভক্তি প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, স্তুতি দ্বারা অধ্যাহার্য্য বিধির অধ্যাহার বা উহই করিতে হইবে। শ্রুতিতে তো স্তুতিবাচক কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। যূপে উদুম্বর কাঠের বিধান করিবার উদ্দেশ্যেই ঔদুম্বরত্বের স্তুতি করা হইয়াছে এবং তাহার ফলও কীর্ত্তিত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে

বাক্যভেদ হয়। একাধিক বিধেয় থাকিলে বাক্যও একের অধিক হইবে, ইহা অতি স্পষ্ট। ঔদুম্বরত্বের এবং অন্নরূপ ফলের বিধান করিলে দুইটি বিধেয় থাকায় বাক্যও দুইটিই হইবে। বেদের ব্যাখ্যায় একবাক্যতার সম্ভাবনা থাকিলে বাক্যভেদ মানিয়া লওয়া দোষের কারণ হইয়া থাকে। অতএব বলিতে হইবে, বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যটি আপাততঃ ফলবিধির ন্যায় প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে বিধি নহে। পরন্তু বিধিবৎ (বিধির মত) নিগদ (শ্রূয়মাণ), ফলতঃ স্তাবক-মাত্র।

... ...

অত্রৈব গুরুমতেন পূর্বোত্তরপক্ষাবাহ—

আপ্নোতীতি বিধিত্বস্য বাদত্বস্যাপ্যনির্ণয়াৎ।

ন প্রমা চোদনেত্যেতন্ন বাদো হ্যেকবাক্যতঃ॥৮॥

'উর্জং পশূনাপ্নোতি' ইত্যপূর্বার্থত্বাদ্[১] বিধিত্বং প্রতিভাসতে, লিঙাদ্যভাবাদর্থবাদত্বম্। অতঃ সন্দিগ্ধত্বান্ন প্রামাণ্যং চোদনায়া ইতি পূর্বপক্ষঃ। একবাক্যত্বলাভেনার্থবাদত্বং নির্ণীয়তে। অতঃ প্রমাণং চোদনা ইতি রাদ্ধান্তঃ।

... .

অনুবাদ

প্রভাকরমতে এই অধিকরণের সংশয়াদি অন্যরূপ।

৩. বিধিপ্রত্যয়শূন্য ভূতার্থবাদের প্রামাণ্য প্রথম অধিকরণেই স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি কার্য্যতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তনাবোধক বাক্যের সহিত অপর বাক্যের একবাক্যতার বিষয় বিচার করা হইতেছে। বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে 'ঔদুম্বরো যূপো ভবতি' এই অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, উদুম্বর কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞিয় যূপ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'উর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যৈ' এই অংশ দ্বারা উর্ক্ অর্থাৎ অন্নের (পশুর) অবরোধন অর্থাৎ সম্পাদন কর্ত্তব্য—এই একটি কার্য্যান্তরের কথা জানা যাইতেছে। এই দুইটি বাক্যের একবাক্যতা করিলে নিম্নোক্তরূপ অর্থ দাঁড়ায়—যেহেতু উদুম্বর কাঠের দ্বারা যূপ নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিলে পশু লাভ করা যায়, সেইহেতু উদুম্বর কাঠের যূপ প্রস্তুত করিবে। 'উর্জ্জং পশূনাপ্নোতি' এই বাক্য শুনিলে মনে হয়, ইহা বিধিবাক্য। পরন্তু লিঙ্ প্রভৃতি কর্ত্তব্যতাবোধক প্রত্যয় বা পদের অভাবে মনে হইতেছে, শ্রুতি-বাক্যটি অর্থবাদমাত্র। ইহা বিধি, না অর্থবাদ এইপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে।

---

১ ইত্যেতস্যাপূ০—খ

৪. যদি বিধি স্বীকার করা সম্ভবপর হয়, তবে অর্থবাদ স্বীকার করা উচিত নহে। বিধি, না অর্থবাদ এইরূপ সন্দেহ হয় বলিয়া বাক্যটি একেবারেই অপ্রমাণ।

৫. বাক্যসমূহের একবাক্যতা সম্পাদন করিলে যদি একটিমাত্র বিধি পাওয়া যায়, তবে অনেকগুলি বিধির কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাগুক্ত উভয় বাক্যকে মিলিত করিয়া 'উর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যৈ' এই অংশকে অর্থবাদরূপে গ্রহণ করাই উচিত। ইহা স্তুত্যর্থবাদ। অতএব শ্রুতি সর্ব্বতোভাবে প্রমাণই হইয়া থাকে। কখনও শ্রুতিবাক্য অপ্রমাণ হয় না।

(তৃতীয়ে হেতুবন্নিগদাধিকরণে সূত্রাণি)

হেতুর্বা স্যাদর্থবত্ত্বোপপত্তিভ্যাম্ ॥২৬॥ স্তুতিস্তু শব্দপূর্ব্বত্বাৎ, অচোদনা তস্য ॥২৭॥ অর্থে স্তুতিরন্যায্যেতি চেৎ ॥২৮॥ অর্থস্তু বিধিশেষত্বাদ্ যথা লোকে ॥২৯॥ যদি চ হেতুরবতিষ্ঠেত নির্দেশাৎ, সামান্যাদিতি চেদব্যবস্থা বিধীনাং স্যাৎ ॥৩০॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

তেন হ্যন্নমিতি প্রোক্তো বাদো হেতুরুত স্তুতিঃ।
হিনা শ্রুতা হেতুতাতঃ শূর্পমন্যচ্চ[১] সাধনম্ ॥৯॥
শূর্পসাধনতা শ্রৌতী নাশ্রৌতৈঃ সা বিকল্প্যতে।
অতো নিরর্থকো হেতুঃ স্তুতিস্তস্মাৎ প্রবর্তিকা ॥১০॥

ইদমাম্নায়তে—'শূর্পেণ জুহোতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে'[২]। অয়মর্থবাদো বিধেয়ে শূর্পে হেতুত্বেনান্বেতি। হিশব্দস্য হেতুবাচিত্বাৎ। 'যস্মাদন্নসাধনং তস্মাচ্ছূর্পেণ হোতব্যম্' ইত্যুক্তে 'যদ্যদন্নসাধনং দর্বীপিঠরাদিকং[৩] তেন[৪] সর্বেণ হোতব্যম্' ইতি লভ্যতে। ততঃ 'পিঠরাদয়ঃ শূর্পেণ সহ বিকল্প্যন্তে'[৫] ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—শূর্পস্য হোমসাধনত্বং শ্রৌতম্, তৃতীয়য়া তদবগমাৎ। পিঠরাদীনাং ত্বানুমানিকম্। অতোঽসমানবলত্বান্ন বিকল্পো যুক্তঃ। ততো[৬] হেতুর্ব্যর্থঃ। স্তুতিঃ[৭] প্ররোচনায়োপযুক্তা, তস্মাৎ স্তুতিত্বেনান্বয়ঃ ॥

... .

---

১ শূর্পাদন্যচ্চ—খ
শূর্পান্ধন্নত্ব০ - গ
২ তৈ০ব্রা০— ১।৬।৫
৩ ০পিঠরাদি—খ
৪ তেন তেন=খ
৫ বিকল্প্যন্ত০ – খ
৬ অতো – গ
৭ স্তুতিস্তু – খ, গ

টিপ্পনী

বিধিবন্নিগদং প্রদর্শ্য তস্য অর্থবাদত্বং সংস্থাপ্য হেতুবন্নিগদস্যাপি অর্থবাদত্বমেব স্থাপয়তি। হেতোরিব শ্রূয়মাণা ন তু যথার্থতঃ হেতব ইতি হেতুবন্নিগদাঃ। তুল্যবলানামেব বিকল্পবিধানম্। শূর্পস্য অন্নসাধনত্বং শ্রুত্যা বোধিতম্, স্থাল্যাদীনান্তু অনুমানেন। অতো ন বিকল্পনমতুল্যবলত্বাৎ। 'হি' শব্দস্য স্তুত্যর্থে লক্ষণা স্বীকার্য্যা।ঃন তু যদ্ যদন্নসাধনং তেন তেন হোতব্যমিতি 'হি'-শব্দেন সূচিতম্। এবঞ্চ অত্রাপি বিধিবাক্যেন সহ একবাক্যতয়া অর্থবাদবাক্যস্যাপি প্রামাণ্যমিতি স্থিতম্॥

... ...

অনুবাদ (১।২।৩)

১. বিধিবন্নিগদগুলি যে অর্থবাদমাত্র তাহা পূর্ব্বের অধিকরণে বলা হইয়াছে। যেস্থলে বাক্যান্তর-বিহিত কোনও অনুষ্ঠানের সমর্থকরূপে হেতুর ন্যায় শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সেই হেতুবন্নিগদকেও অর্থবাদই বলে। সম্প্রতি ইহাই বিচার্য্য।

২. 'শূর্পেণ জুহোতি'—কুলার দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। এই অনুষ্ঠান-বাক্যের পরেই বলা হইয়াছে, 'তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে'—যেহেতু তাহার দ্বারাই অন্ন সম্পাদিত হয়।

৩. দ্বিতীয় বাক্যটিকে শূর্পহোমের হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা স্তুতিরূপে।

৪. এই শ্রুতিবাক্যে 'হি' শব্দ থাকায় বাক্যটিকে হেতুরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। শূর্পরূপ বিধেয়ে হেতুরূপে 'হি' শব্দের অন্বয় হইবে। কারণ 'হি' শব্দটি হেতুরই বাচক। 'হি' শব্দকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করিলেই বাক্যের শ্রৌত অর্থ লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত বাক্যের অর্থ এই দাঁড়াইল যে, যেহেতু কুলা দ্বারা অন্ন নিষ্পন্ন হয়, (কুলা দ্বারা চাউল ঝাড়িলে তুষ প্রভৃতি পৃথক্ হইয়া চাউল পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই কারণেই বলা হইয়াছে, কুলা দ্বারা অন্ন নিষ্পন্ন হয়।) সেইহেতু কুলা দ্বারা হোম করিতে হইবে। এইপ্রকার হেতুত্ব স্বীকার করিবার অপর প্রয়োজনও আছে। হাতা, পাকভাণ্ড প্রভৃতি যে-সকল বস্তু পাককার্য্যে নিতান্ত অপরিহার্য্য, সেইসকল বস্তু দ্বারাও আহুতি দেওয়া যাইতে পারিবে। অর্থাৎ সেইগুলির মধ্যে যে-কোন একটি দ্বারা আহুতি দিলেই চলিবে। এখন এই দাঁড়াইল যে, কুলা, হাতা প্রভৃতি যে কোনও অন্নসাধন বস্তু দ্বারা হোম করিতে হইবে। একমাত্র কুলা দ্বারাই করিতে হইবে, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। সুতরাং হাতা প্রভৃতি বস্তুর সহিত কুলার বিকল্প বিধান করা হইয়াছে।

৫. 'শূর্পেণ জুহোতি'—কুলার দ্বারা হোম করিবে, এই বাক্যটি শ্রুতিবাক্য। 'শূর্পেণ' এই পদের তৃতীয়া-শ্রুতি দ্বারা শূর্পের হোমসাধনতা জানা যাইতেছে, কিন্তু অন্ন প্রস্তুত করিতে হাতা, পাকভাণ্ড প্রভৃতির যে প্রয়োজন হয় তাহা শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে না। অনুমানের দ্বারা জানিতে হইতেছে। অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে বলিয়া বেদবিহিত শূর্পের সহিত হাতা, স্থালী প্রভৃতির বিকল্প-বিধান হইতে পারে না। সমান বলশালী না হইলে বিধানসমূহের বিকল্পব্যবস্থা হয় না। শূর্প যে অন্নের হেতু তাহা শ্রৌত প্রমাণের দ্বারা, আর হাতা প্রভৃতির অন্নহেতুতা অনুমানের দ্বারা জানা যাইতেছে। শ্রুতি অপেক্ষা অনুমান দুর্ব্বল। অতএব শ্রৌত প্রমাণ অপেক্ষা অনুমেয় প্রমাণও দুর্ব্বলই হইবে। বিশেষতঃ শ্রুতিবিহিত হোমের করণের আকাঙ্ক্ষা শ্রুত্যুক্ত শূর্পের দ্বারাই নিবৃত্ত হইতেছে। পাকভাণ্ড, হাতা প্রভৃতির প্রাপ্তির কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং 'হি' শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিবার কোনও সার্থকতা নাই। 'তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে' এই বাক্যটি পূর্ব্ববাক্যস্থ শূর্পের স্তুতির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই উচিত। কাজে প্ররোচনা দেওয়াই যেমন অন্যান্য স্তুত্যর্থবাদের প্রয়োজন, এই স্থলেও তাহাই জানিতে হইবে। পূর্ব্ববাক্যের সহিত দ্বিতীয় বাক্যটির একবাক্যতা সাধিত হইয়া একই মিলিত অর্থ বুঝাইবে।

(চতুর্থে মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণে সূত্রাণি)

তদর্থশাস্ত্রাৎ ॥৩১॥ বাক্যনিয়মাৎ ॥৩২॥ বুদ্ধশাস্ত্রাৎ ॥৩৩॥ অবিদ্যমান-বচনাৎ ॥৩৪॥ অচেতনেঽর্থবন্ধনাৎ ॥৩৫॥ অর্থবিপ্রতিষেধাৎ ॥৩৬॥ স্বাধ্যায়-বদ্‌বচনাৎ ॥৩৭॥ অবিজ্ঞেয়াৎ ॥৩৮॥ অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যম্ ॥৩৯॥ অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ ॥৪০॥ গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ ॥৪১॥ পরিসংখ্যা ॥৪২॥ অর্থবাদো বা ॥৪৩॥ অবিরুদ্ধং পরম্ ॥ ৪৪ ॥ সংপ্রৈষে কর্ম্মগর্হানুপলম্ভঃ সংস্কারত্বাৎ ॥৪৫॥ অভিধানেঽর্থবাদঃ ॥৪৬॥ গুণাদপ্রতিষেধঃ স্যাৎ ॥৪৭॥ বিদ্যাবচনমসংযোগাৎ ॥৪৮॥ সতঃ পরমবিজ্ঞানম্ ॥৪৯॥ উক্তশ্চানিত্য-সংযোগঃ ॥৫০॥ লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থত্বাৎ ॥৫১॥ উহঃ ॥৫২॥ বিধি-শব্দাশ্চ ॥৫৩॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—

মন্ত্রা উরু প্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ।
যাগেষূত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ[১] ॥১১॥

---

১ বাচকাঃ—গ

ব্রাহ্মণেনাপি তদ্‌ভানান্মন্ত্রাঃ[১] পুণৈ্যকহেতবঃ।
ন তদ্‌ভানস্য[২] দৃষ্টত্বাদ্ দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ ॥১২॥

'উরু প্রথস্ব'[৩] ইত্যয়ং কশ্চিন্মন্ত্রঃ। তস্যায়মর্থঃ—'ভোঃ পুরোডাশ, ত্বমুরু বিপুলতা যথা ভবতি তথা প্রসর' ইতি। এবমাদয়ো মন্ত্রা যাগপ্রয়োগেষূচ্চার্যমাণা অদৃষ্টমেব জনয়ন্তি। নত্বর্থপ্রকাশনায় তদুচ্চারণম্। পুরোডাশপ্রথনলক্ষণস্যার্থস্য ব্রাহ্মণবাক্যেনাপি ভাসনাৎ[৪]। 'উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি'[৫] ইতি হি ব্রাহ্মণবাক্যম্—ইতি চেৎ[৬] নৈতদ্ যুক্তম্। অর্থপ্রত্যায়নস্য দৃষ্টপ্রয়োজনস্য সম্ভবে সতি কেবলাদৃষ্টস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ। তস্মাদ্ দৃষ্টমর্থানুস্মরণমেব[৭] যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্য প্রয়োজনম্। ব্রাহ্মণবাক্যেনাপ্যর্থানুস্মরণসম্ভবে 'মন্ত্রেণৈবানুস্মরণীয়ম্' ইতি যো নিয়মঃ, তস্য দৃষ্টাসম্ভবাদদৃষ্টং প্রয়োজনমস্তু ॥

... ...

টিপ্পনী

অর্থবাদাধিকরণং নিরূপ্য সামান্যতো মন্ত্রভাগস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি। পুরোডাশঃ যজ্ঞিয়পিষ্টকবিশেষঃ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ম্মধ্যে ব্রাহ্মণস্য বিধিপ্রধানত্বাদস্তি ধর্ম্মে সাক্ষাৎ প্রামাণ্যমিতি ব্রাহ্মণভাগস্যৈব বলবত্তা। অত 'উরু প্রথস্বে'ত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যশ্রবণাৎ তদর্থপ্রতিপাদকমন্ত্রস্য অপ্রাধান্যাৎ স্বার্থে অপ্রামাণ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষস্যাশয়ঃ। 'উরু প্রথস্বে'ত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যং ন মন্ত্রস্য বিধায়কম্, ন বা মন্ত্রস্য প্রশংসাপরম্। পরন্তু 'যজ্ঞপতিমেব তৎ প্রথয়তী'ত্যর্থবাদশ্রবণাৎ মন্ত্রার্থস্যৈবানুবাদঃ। অনেন মন্ত্রপ্রাপ্তপ্রথনস্য স্তুতিঃ ক্রিয়তে। তস্মান্মন্ত্রৈরেব মন্ত্রার্থঃ স্মর্ত্তব্য ইতি নিয়ম-বিধিঃ। এতস্মিন্ নিয়মে যদি ন কিঞ্চিদ্ দৃষ্টং প্রয়োজনং লভ্যতে, তর্হি অগত্যা অদৃষ্টং কল্পনীয়মিতি সিদ্ধান্তঃ।

... ...

অনুবাদ (১।২।৪)

১. বৈদিক বাক্যসমূহের মধ্যে বিধিবাক্য এবং অর্থবাদ-বাক্যের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে বিধিবাক্যের প্রামাণ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং অর্থবাদবাক্যের প্রামাণ্য পরম্পরা-সম্বন্ধে। এমন কতকগুলি বেদবাক্য আছে, যে-গুলিতে বিধিবাচক লিঙ্-

---

১ তজ্জ্ঞানা০—গ
২ তজ্জ্ঞানস্য—গ
৩ বাজ০-সং—১।১২
৪ প্রাপ্তত্বাৎ—খ
ভাসমানত্বাৎ—গ
৫ তৈ০ ব্রা০—৩।২।৮।৪
৬ ইতি চেৎ (নাস্তি)—খ, গ
৭ দৃশ্যমানার্থা০—খ

প্রভৃতি না থাকায় সেইগুলিকে বিধি বলা চলে না এবং স্তুতি বা নিন্দার বোধক কোন কিছু না থাকায় অর্থবাদও বলা চলে না। সেইসকল বেদবাক্যকে 'মন্ত্র' বলা হয়। মন্ত্রের কোন প্রয়োজন আছে কি না, মন্ত্র ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না, ইত্যাদি বিষয়ই এখন বিচার্য্য।

২. মন্ত্র। ('উরু প্রথস্ব' ইত্যাদি।)

৩. মন্ত্র শুধু উচ্চরিত হইলেই যাগাদির উপকারক হইয়া থাকে, অথবা অর্থ প্রকাশ করিয়া উপকারক হইয়া থাকে, ইহাই সংশয়।

৪. যাগাদিতে মন্ত্র উচ্চরিত হইলেই একটি শুভ অপূর্ব্ব জন্মাইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ অর্থ প্রকাশ করার নিমিত্ত মন্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। উচ্চারণের দ্বারা অদৃষ্ট উৎপাদন করাই মন্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন। 'উরু প্রথস্ব' এই মন্ত্রের অর্থ—হে পুরো-ডাশ, যাহাতে তুমি বিপুল হইতে পার, সেইভাবে প্রসার প্রাপ্ত হও। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিতেছেন—'উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি'—অর্থ এই যে, 'উরু প্রথস্ব' এই মন্ত্র বলিয়া পুরোডাশকে প্রসারিত করিবে। এইস্থলে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থটি ব্রাহ্মণ-বাক্য হইতেই জানা যাইতেছে। অতএব মন্ত্র হইতে অর্থজ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই। শুধু উচ্চারণের দ্বারাই মন্ত্র যাগযজ্ঞাদির উপকারক হইয়া থাকে।

৫. যে-সকল স্থলে কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না, সেইসকল স্থলেই অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হয়। মন্ত্র হইতে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের স্মরণ হয়। এই স্মরণই মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন। সুতরাং যাগাদি কর্ম্ম ও যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মসমূহের প্রকাশনই মন্ত্রোচ্চারণের সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেসকল স্থলে মন্ত্রার্থ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রকাশনের উপযুক্ত নহে, সেইসকল স্থলে অগত্যা শুধু অদৃষ্ট অর্থাৎ অপূর্ব্বকেই মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যদিও কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ-বাক্য হইতে অর্থজ্ঞান হইতে পারে, তথাপি 'মন্ত্র দ্বারাই স্মরণ করিতে হইবে'—এই নিয়মবিধি থাকায় অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম স্মরণের নিমিত্ত অবশ্যই মন্ত্রকে অবলম্বন করিতে হয়। এইপ্রকার নিয়ম-বিধির কোন সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অদৃষ্ট-উৎপাদনই একমাত্র প্রয়োজন, ইহা বলিতে হইবে। ফলতঃ এই দাঁড়াইল যে, মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের স্মরণ করিলেই কাজটি যথার্থরূপে সুসম্পন্ন হইবে। 'মন্ত্র দ্বারাই স্মরণ করিতে হইবে'—এই নিয়ম-বিধির ফল যদিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তথাপি অপূর্ব্ব-উৎপাদনকেই ফলরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

...　　...　　...

অত্রৈব[১] মতান্তরেণ পূর্বোত্তরপক্ষাবাহ—

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্যদ্ বা কলহো বিনিযোজনে।
ন মন্ত্রলিঙ্গসিদ্ধার্থমনুবক্তীতরদ্ যতঃ ॥১৩॥

অস্য মন্ত্রস্য লিঙ্গেন বিনিয়োগে ব্রাহ্মণবাক্যমবিবক্ষিতার্থং স্যাৎ। বাক্যেন বিনিয়োগে মন্ত্রলিঙ্গং ন বিবক্ষ্যেত। ইত্যুভয়োর্বিরোধাদপ্রামাণ্যং চোদনায়া ইতি পূর্বঃ[২] পক্ষঃ। নায়ং বিরোধঃ। প্রবলেন হি লিঙ্গেন বিনিয়োগসিদ্ধৌ বাক্যস্যানুবাদকত্বাদিতি রাদ্ধান্তঃ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে
প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥

... ...

টিপ্পনী

মতান্তরং প্রদর্শয়িতুমাহ মন্ত্রেত্যাদি। যদ্বেতি পক্ষান্তরসূচনম্। বিনিয়োগবিধৌ সহকারিভূতানি শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যারূপাণি ষট্ অঙ্গানি। অত্র পরপরস্য দৌর্ব্বল্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বস্য প্রাবল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি প্রতিপাদিতং তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ে পাদে। লিঙ্গং নাম শব্দস্য রূঢ়িঃ শক্তিঃ।

... ...

গুরু প্রভাকর এই অধিকরণকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

৩. মন্ত্রোক্ত বিনিয়োগ এবং অর্থবাদবাক্যোক্ত বিনিয়োগের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে মন্ত্র এবং অর্থবাদের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইবে?

৪. শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা এই ছয়টি বিনিযোজক প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে পর-পর প্রমাণ অপেক্ষা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রমাণের বলবত্তা নির্ণীত হইয়াছে। যদি মন্ত্রের লিঙ্গ অর্থাৎ রূঢ়ি শক্তি দ্বারা অর্থ স্থির করা হয়, তবে অর্থবাদরূপ ব্রাহ্মণবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারাই বিনিয়োগ হয়, তবে মন্ত্রের অর্থ (রূঢ়িশক্তি-লভ্য) নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইভাবে উভয়ের বিরোধ হইয়া থাকে বলিয়া সমগ্র বেদবাক্যই অপ্রমাণ হইবে।

৫. বাস্তবিক এই স্থলে কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। অর্থবাদের বেলা বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ হইয়া থাকে, আর মন্ত্রের বেলা লিঙ্গ দ্বারা বিনিয়োগ হইয়া থাকে। অতএব মান্ত্রিক বিনিয়োগই প্রবল বলিয়া এরূপ স্থলে মন্ত্রার্থকেই গ্রহণ

১ অস্মিন্নেবাধিকরণে—গ

২ পূর্ব০—গ

করিতে হইবে, আর অর্থবাদ-বাক্যকে মন্ত্রার্থের অনুবাদ বা পুনরুক্তিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়ঃ পাদঃ

(প্রথমে স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে সূত্রে)

ধর্মস্য শব্দমূলত্বাদশব্দমনপেক্ষ্যং স্যাৎ ॥১॥ অপি বা কর্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ ॥২॥

তৃতীয়পাদস্য প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

অষ্টকাদিস্মৃতের্ধর্মে ন মানত্বং মানতাথবা।
নির্মূলত্বান্ন মানং সা বেদার্থোক্তৌ নিরর্থতা ॥১॥
বৈদিকৈঃ স্মর্যমাণত্বাৎ সম্ভাব্যা বেদমূলতা।
বিপ্রকীর্ণার্থসংক্ষেপাৎ সার্থত্বাদস্তি মানতা ॥২॥

'অষ্টকাঃ কর্তব্যাঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং ন ধর্মে প্রমাণম্, পৌরুষেয়বাক্যত্বে সতি মূলপ্রমাণরহিতত্বাৎ, বিপ্রলম্ভকবাক্যবৎ। অথ মূলপ্রমাণবত্তায় বেদার্থ এব স্মৃতিভিরুচ্যত ইতি মন্যেথাঃ। তর্হি বেদেনৈব তদর্থস্যাবগতত্বাদিয়ং স্মৃতিরনর্থা[১] স্যাৎ। তদানীমনুবাদকত্বাদপ্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'বিমতা স্মৃতির্বেদমূলা বৈদিকমন্বাদিপ্রণীতস্মৃতিত্বাৎ, উপনয়নাধ্যয়নাদিস্মৃতিবৎ'। ন চ বৈয়র্থ্যং শঙ্কনীয়ম্, অস্মদাদীনাং প্রত্যক্ষেষু পরোক্ষেষু চ[২] নানাবেদেষু[৩] বিপ্রকীর্ণস্যানুষ্ঠেয়ার্থস্যৈকত্র সংক্ষিপ্যমাণত্বাৎ। তস্মাদিয়ং স্মৃতির্ধর্মে প্রমাণম্[৪] ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রথমপাদে চোদনায়াঃ, দ্বিতীয়পাদে অর্থবাদস্য মন্ত্রস্য চ প্রামাণ্যং নিরূপিতম্। অধুনা বেদমূলকস্য স্মৃতিশাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং নিরূপয়তি। বেদার্থোক্তাবিতি। বেদেন অর্থস্য উক্তৌ (প্রকাশিতত্বে সতি)। মন্বাদীনাং স্মৃতিশাস্ত্রাণ্যপি স্বমূলভূতাং শ্রুতিমনুমাপয়ন্তি। উক্তঞ্চ ভট্টাচার্যৈঃ—'বৈদিকৈঃ স্মর্যমাণত্বাৎ পরিগ্রহসমন্বতঃ। সম্ভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং মানতোচিতা'। তথাচ ধর্মে স্মৃতীনাং প্রমাণত্বে অনুমানং ক্রমতে।

---

২ ব্যর্থা—গ
২ চ (নাস্তি)—খ
৩ বেদেষু—গ
৪ ইতি সিদ্ধান্তঃ (ইত্যধিকঃ)—গ

স্মৃতিঃ ধর্ম্মে প্রমাণম্, বেদমূলকত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবং। যথা, শাক্যাদিবচনম্। অষ্টকাদিবিধায়কস্মৃতিবাক্যানাং মূলভূতানি শ্রুতিপ্রমাণান্যপি ভাষ্যকৃদ্ভিরুদ্ধৃতানি। তথাচ ভাষ্যম্— "অষ্টকালিঙ্গাশ্চ মন্ত্রা বেদে দৃশ্যন্তে— 'যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি' ইত্যেবমাদয়ঃ"।

... ...

অনুবাদ (১।৩।১)

১. ধর্ম্ম বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য আলোচিত হইয়াছে। শিষ্ট পুরুষগণ বেদের ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতিকেও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন। এই কারণেই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণবিচারের প্রসঙ্গে স্মৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্যও বিচার করা হইতেছে।

২. 'অষ্টকা শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য'—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য বিচার্য্য।

৩. ধর্ম্ম বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কি না।

৪. 'অষ্টকা কর্ত্তব্য'—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ নহে। কারণ স্মৃতিবাক্য পুরুষরচিত এবং ইহার মূলে কোন প্রমাণও নাই। প্রতারকের বাক্য যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য নয়, স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ অবিশ্বাস্য। অতএব স্মৃতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনও ধর্ম্মকৃত্যের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।

যদি বল যে, স্মৃতি দ্বারা বেদার্থেরই স্মরণ হইয়া থাকে, সুতরাং বেদই স্মৃতির মূলভূত প্রমাণ, তবে বলিব—এইভাবেও স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপিত হয় না। কারণ যে বেদবাক্যকে মূলরূপে কল্পনা করা হইবে, সেই বেদবাক্যই ধর্মকৃত্যের প্রযোজক হইতে পারে, স্মৃতিবাক্য একান্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু বেদবাক্যবিহিত বিষয়কেই যদি পুনরায় স্মৃতিবাক্য দ্বারা জানিতে হয়, তবে স্মৃতিবাক্য পুনরুক্তিরূপ অনুবাদমাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

৫. বেদজ্ঞ মনু-প্রমুখ আচার্য্যগণ স্মৃতির রচয়িতা বলিয়া বিচার্য্য স্মৃতিবাক্য বেদমূলক। উপনয়ন, অধ্যয়ন প্রভৃতির বিধায়ক স্মৃতিবাক্য যেরূপ বেদমূলক, সেইরূপ সকল স্মৃতিবাক্যই বেদমূলক হইবে। বেদবিশ্বাসী শিষ্ট পুরুষগণ বেদের ন্যায় স্মৃতিবাক্যকেও আদর করিয়া থাকেন এবং সমান শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত স্মৃতিবিহিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতিকে অবশ্যই প্রমাণ বলিতে হইবে। স্মৃতির মূলে নিশ্চয়ই বেদবচন আছে, ইহাও জানা প্রয়োজন। স্মৃতিবাক্য দেখিয়া বেদবচনের অনুমান করা চলে। এই কারণে স্মৃতিকে অনুমানও বলা হয়। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। অনুমানের ন্যায় স্মৃতিও প্রত্যক্ষবৎ বেদমূলকই হইয়া থাকে। সর্বত্রই স্মৃতির মূলে শ্রুতি আছে, যদি ইহা কল্পনা করা হয়, তবে সেই

শ্রুতিকেই শুধু প্রমাণ স্বীকার করিলে চলিতে পারে, স্মৃতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা একান্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তরে ইহাই বলিব যে, বেদের সকল শাখা আমাদের জানা নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানা বেদশাখায় অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলির কথা শ্রুত হইয়াছে। যে-সকল বিধিব্যবস্থা বেদের বহু শাখায় ছড়াইয়া আছে, সেই-গুলিকেই স্মৃতিশাস্ত্রে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। অতএব স্মৃতিবচন অবশ্যই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ।

... ...

অস্মিন্নেব মতান্তরেণ পূর্বোত্তরপক্ষাবাহ—

ন মা স্মার্তাষ্টকাঙ্গত্বাদ্ যাং জনা ইতি মন্ত্রগীঃ।
তন্ন, স্মৃতের্মূলবেদেঽনুমিতে মাত্বসম্ভবাৎ[1] ॥৩॥

'যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি' ইত্যয়ং মন্ত্রঃ অষ্টকাশ্রাদ্ধস্যাঙ্গম্। তচ্চ শ্রাদ্ধং স্মার্তম্[2]। ন হি তস্য প্রতিপাদকং বেদবাক্যমুপলভামহে। তস্মাদিদং মন্ত্রবাক্যং ন ধর্মে প্রমাণমিতি চেৎ, ন। তন্মূলস্য বেদস্যানুমেয়ত্বাৎ। অনুমানঞ্চ দর্শিতম্। তস্মাদসৌ মন্ত্রো ধর্মে প্রমাণম্ ॥

... ...

অনুবাদ

এই পাদে স্মৃত্যাদির যে প্রামাণ্যবিচার আরম্ভ করা হইয়াছে, বেদপ্রামাণ্য-বিচারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ বেদপ্রামাণ্য-বিচারই এই অধ্যায়ে চলিতে থাকিবে। এইকারণে এই পাদে স্মৃতির প্রামাণ্যবিচার অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই প্রভাকর অন্যপ্রকারে এই অধিকরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদপ্রমাণ্য-বিচারের সহিত এই পাদের সঙ্গতি সাক্ষাৎভাবে রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

৪. স্মৃতিশাস্ত্রে অনেক অনুষ্ঠেয় বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। বেদে সর্বত্র সেইরকম স্পষ্ট বিধান নাই, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র সূচিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে, অষ্টকা শ্রাদ্ধের বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে, কিন্তু বেদে 'যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি' এই মন্ত্রে অতি সংক্ষেপে শুধু সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রটি অষ্টকা-শ্রাদ্ধের অঙ্গ। অষ্টকা-শ্রাদ্ধ স্মার্ত্ত অনুষ্ঠান। সমগ্র অষ্টকা-শ্রাদ্ধের প্রতিপাদক

১ ০দর্শনাৎ—গ

২ স্মার্তমেব—গ

কোনও বেদবচন পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং 'যাং জনাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যটি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না।

৫. সমগ্র অষ্টকার মূল বেদবচন পাওয়া না গেলেও অনুমানের দ্বারা তাদৃশ বেদবচনের কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। (অনুমানপ্রণালী পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।) অতএব এই মন্ত্রটিও ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ।

ভাবার্থ এই যে, স্মৃতিবিহিত অষ্টকা-শ্রাদ্ধের প্রামাণ্য নাই, ইহা বলিলে অষ্টকার বিধায়ক এই বেদবাক্যের প্রামাণ্যও বাধিত হইয়া পড়ে। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য দৃঢ়ীকরণের নিমিত্তই স্মৃতি প্রভৃতি বেদমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে মহর্ষি জৈমিনি এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। স্মৃতির প্রমাণ্য স্থাপনের পদ্ধতিতে রামায়ণ, মহাভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণাদির প্রামাণ্যও স্থাপন করা চলিবে।

(দ্বিতীয়ে শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণে সূত্রম্)

বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাদসতি হ্যনুমানম্ ॥৩॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

ঔদুম্বরী[১] বেষ্টনীয়া সর্বেত্যেষা স্মৃতির্মিতিঃ।
অমিতির্বেতি সন্দেহে মিতিঃ স্যাদষ্টকাদিবৎ ॥৪॥
ঔদুম্বরীং স্পৃশন্ গায়েদিতি প্রত্যক্ষবেদতঃ
বিরোধান্মূলবেদস্যানন্নুমানাদমানতা[২] ॥৫॥

জ্যোতিষ্টোমে সদোনামকস্য মণ্ডপস্য মধ্যে কাচিদৌদুম্বরী শাখা নিখন্যতে। তস্যাশ্চ বাসসা বেষ্টনং স্মর্যতে—'ঔদুম্বরী সর্বা বেষ্টয়িতব্যা' ইতি। সা স্মৃতিঃ[৩] প্রমাণম্, অষ্টকাদি-স্মৃতিষ্বিব মূলবেদস্যানুমাতুং শক্যত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্-গায়েৎ' ইতি[৪] প্রত্যক্ষবেদবচনেন স্পর্শো বিধীয়তে। নচ সর্ববেষ্টনে স্পর্শঃ সম্ভবতি। অতো মূলবেদানুমানং কালাত্যয়াপদিষ্টম্। অতো[৫] বিপ্রলম্ভকবাক্যবন্নির্মূলা স্মৃতির-প্রমাণম্ ॥

... ...

---

১ ঔড়ুম্বরী—খ (এবং সর্ব্বত্র।)
২ ০নান্নমানতা—গ
৩ স্মৃতিঃ—শক্যত্বাদিতি (নাস্তি)
তৎস্থানে পূর্বন্যায়েন প্রমাণমিতি—খ
৪ ইত্যনেন—খ, গ
৫ তস্মাৎ—খ

টিপ্পনী

স্মৃতের্ব্বেদমূলকত্বং ধর্ম্মে প্রামাণ্যঞ্চ স্থাপিতম্। ইদানীং শ্রুতিবিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরপ্রামাণ্যং প্রকটয়তি। কালাত্যয়াপদিষ্টমিতি। কালাত যাপদিষ্টনামকহেত্বাভাসদুষ্টম্। তচ্চানুমানং প্রদর্শ্যতে—ঔদুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যেতি স্মৃতিঃ প্রমাণং বেদমূলকত্বাৎ। অত্র বেদমূলকত্বরূপহেতুঃ কালাত্যয়াপদিষ্টঃ, বাধিত ইত্যর্থঃ। স্পৃষ্ট্বোদ্গায়েদিতি বিরোধিবেদবচনসত্ত্বাৎ।

... ...

অনুবাদ (১।৩।২)

১. স্মৃতিশাস্ত্র বেদমূলক, সুতরাং প্রমাণ—ইহা স্থির করা হইয়াছে। যে স্মৃতিবচন বেদবচনের বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না—ইহাই সম্প্রতি বিচার্য্য।

২. জ্যোতিষ্টোম-যাগে 'সদো'-নামক মণ্ডপের মধ্যে উদুম্বরকাঠের শাখাকে যূপরূপে প্রোথিত করিতে হয়। সেই শাখাটিকে কাপড় দিয়া সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে হইবে, ইহা স্মৃতির বিধান। শ্রুতিতে বিধান আছে যে, উদুম্বর-শাখাকে স্পর্শ করিতে হইবে। কাপড় দিয়া সমস্ত শাখাকে আচ্ছাদন করিলে কিরূপে স্পর্শ করা যাইবে? অতএব এই স্মৃতিবচনটি বিচার্য্য।

৩. এই স্মৃতিবচনটি অষ্টকা-শ্রাদ্ধের বিধায়ক স্মৃতির ন্যায় প্রমাণ কি না।

৪. অষ্টকাস্মৃতি যেরূপ বেদমূলক বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, সেইরূপ এই স্মৃতিবচনও বেদমূলক বলিয়া প্রমাণই হইবে।

৫. যে স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বেদবিরুদ্ধ বিধান করা হয়, সেই স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না। 'উদুম্বরশাখা স্পর্শ করিয়া গান করিবে'—এই বেদবচনে শাখাকে স্পর্শ করার বিধান রহিয়াছে। কাপড় দিয়া শাখাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিলে স্পর্শ করা চলে না। সুতরাং স্মৃতিবাক্যটির মূলভূত বেদের অনুমান করিতে গেলে বাধরূপ হেত্বাভাস হইবে। অতএব এতাদৃশ স্মৃতিবাক্য প্রতারকের বচনের ন্যায় অপ্রমাণই হইয়া থাকে। ফলকথা এই যে, শ্রুতি স্বতঃই প্রমাণ, কিন্তু স্মৃতির প্রামাণ্য শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। এইহেতু শ্রুতিই প্রবল হইয়া থাকে।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে মতান্তরমাহ—

প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যোর্যদ্বা ব্যাঘাতদর্শনাৎ।
অমাত্বে শঙ্কিতে বাধোঽনুমানস্যাত্র বর্ণ্যতে ॥৬॥

পরপ্রত্যক্ষবেদোঽত্র মূলং চেদ্ বেষ্টনস্য তৎ ।
অস্ত্বেবমপ্যনুষ্ঠানং স্বপ্রত্যক্ষানুরোধতঃ ॥৭॥

স্পর্শসর্ববেষ্টনবিষয়য়োঃ প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যোঃ[১] পরস্পরবিরোধাদুভয়োরপ্যপ্রামাণ্যমিতি পূর্বপক্ষঃ। অনুমানস্য কালাত্যয়াপদিষ্টতয়া[২] বিরুদ্ধশ্রুত্যভাবেন স্পর্শশ্রুতিঃ স্বার্থে প্রমাণম্। যদি[৩] পুরুষান্তরপ্রত্যক্ষবেদঃ সর্ববেষ্টনস্মৃতের্মূলমিত্যুচ্যতে, তর্হি মাভূত্তস্যা অপ্রামাণ্যম্। তথাপি পরপ্রত্যক্ষাৎ[৪] স্বপ্রত্যক্ষস্যাভ্যর্হিতত্বেন স্পর্শ এবাত্রানুষ্ঠেয়ো নতু[৫] সর্ববেষ্টনম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

মতান্তরং প্রকটয়তি যদ্বেতি। প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যোরিতি। ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্গায়েদিত্যাদিস্পর্শশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা, পরন্তু সর্ব্ববেষ্টনরূপস্মৃতের্ম্মূলভূতা শ্রুতিরনুমেয়া। শ্রুত্যোঃ পরস্পরবিরোধদর্শনাৎ উভয়োরেবাপ্রামাণ্যং ভবতীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। পুরুষান্তরঃ স্মৃতিকারঃ। পরপ্রত্যক্ষত্বাদিতি। সর্ব্ববেষ্টনস্মৃতের্ম্মূলশ্রুতিবাক্যস্য প্রত্যক্ষকৃৎ তাদৃশস্মৃতিকারঃ। তস্য প্রত্যক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। অভ্যর্হিতত্বং প্রাশস্ত্যম্। বার্ত্তিককারমতেন প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরপি মূলভূতা কাচিৎ শ্রুতিরনুমেয়া। এবঞ্চ উভয়শ্রুত্যোর্ব্বিকল্প এব আদরণীয়ঃ। বিকল্পেঽপি তাদৃশস্থলে প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিতঃ পদার্থ এব অনুষ্ঠেয়ঃ। তেন চ অনুমিতশ্রুতেরননুষ্ঠাপকত্বরূপাপ্রামাণ্যোঽপি ন বাধিতার্থকত্বরূপমপ্রামাণ্যমিতি।

... ...

অনুবাদ

এই অধিকরণও বেদপ্রামাণ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে বলিয়া গুরু প্রভাকর মনে করেন। স্মৃতির মূলে শ্রুতিকল্পনা (অনুমান) করিতে হয়। সেই অনুমিত শ্রুতির প্রামাণ্য আছে বলিয়াই তন্মূলক স্মৃতিরও প্রামাণ্য মানা হইয়া থাকে। এই কারণে উদুম্বরশাখাকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিবার বিধায়ক স্মৃতিবাক্যের মূলেও একটি শ্রুতি কল্পনা করিতে হয়। সেই শ্রুতিকেই অনুমিত শ্রুতি বলা হইতেছে। উদুম্বরশাখার স্পর্শবিধায়িনী শ্রুতিই প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ) শ্রুতি।

৪. প্রাগুক্ত প্রত্যক্ষ শ্রুতি এবং অনুমিত শ্রুতির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইতেছে। পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়েরই অপ্রামাণ্য হইবে। একাংশের অপ্রামাণ্য হওয়ায়

---

১ ০মিতয়োঃ শ্রুত্যোঃ—খ, গ
২ ০ত্বেন—খ
৩ অথ—খ, গ
৪ ০প্রত্যক্ষত্বাৎ—গ
৫ তু (নাস্তি)—খ

সমগ্র বেদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কারণ কোন্ অংশ প্রমাণ আর কোন্ অংশ অপ্রমাণ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে বেদের কোন অংশেই আস্থা স্থাপন করা যাইবে না।

৫. প্রত্যক্ষ শ্রুতির বিরুদ্ধ স্মৃতিবাক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অনুমিতির আশ্রয় লইলে সেই অনুমান-প্রয়োগে বাধরূপ হেত্বাভাস হইয়া থাকে। তাহাতে অনুমান নির্দ্দোষ না হওয়ায় স্মৃতির মূলভূত শ্রুতি কল্পনা করা চলে না। অনুমিত শ্রুতি না থাকায়ই প্রত্যক্ষ শ্রুতি বাধিত হইবে না। অতএব বিরুদ্ধ শ্রুতির অভাবে উদুম্বর-শাখার স্পর্শবিষয়ক শ্রুতি স্বার্থে প্রমাণই হইবে।

উদুম্বরশাখাকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিবার স্মৃতির মূলে যে শ্রুতি কল্পনা করা হইবে তাহাও অন্য কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষেরই বিষয়—এই কথা বলিলে সেই শ্রুতিকে অপ্রমাণ বলা যাইবে না—ইহা সত্য, কিন্তু অপরের প্রত্যক্ষ অপেক্ষা আপনার প্রত্যক্ষই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। এই কারণে স্বপ্রত্যক্ষ স্পর্শবিষয়ক শ্রুতির বিধানই মানিতে হইবে, সর্ববেষ্টনের বিধান মানা যাইবে না।

ভট্ট কুমারিল কোনও স্মৃতিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সর্ববেষ্টন-বিধায়ক স্মৃতির সহিত স্পর্শবিধায়ক-শ্রুতির কোনও বিরোধ নাই। এইস্থলে স্মৃতিও প্রমাণই হইবে। বেদে একরূপ ও স্মৃতিতে অন্যরূপ বিধান পাওয়া গেলে বেদোক্ত বিধানকেই আদর করিতে হইবে। স্মৃতিবিহিত বিধান যে সেই স্থলে অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে, তাহা নহে। শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতির বেদমূলকতা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া পরে তাহাতে অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা করা যায় না। স্মৃতি হইতে অনুমিত শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ) শ্রুতির মধ্যে বিরোধ হইলে সেরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে বিকল্প বিধান মানিতে হয়, কিন্তু শ্রুত্যুক্ত বিধান অনুসারেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(তৃতীয়ে দৃষ্টমূলকস্মৃত্যপ্রামাণ্যাধিকরণে সূত্রম্)

হেতুদর্শনাচ্চ ॥৪॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

বৈসর্জনাখ্যহোমীয়বাসসো[১] গ্রহণস্মৃতিঃ[২] ।
প্রমা ন বা শ্রুত্যবাধাৎ প্রমা স্যাদষ্টকাদিবৎ ॥৮॥

---

১ ০বাসো—খ, গ

২ ০সংস্মৃতিঃ—খ, গ

দৃষ্টলোভৈকমূলত্বসম্ভবে শ্রুত্যকল্পনাৎ।
সর্ববেষ্টনবদ্ বাধহীনাপ্যেষা ন হি প্রমা ॥৯॥

জ্যোতিষ্টোমেঽগ্নীষোমীয়স্য পশোস্তন্ত্রে প্রক্রান্তে বৈসর্জনহোমো বিহিতঃ। তত্র যজমানং পত্নীং পুত্রাংশ্চ ভ্রাতৄংশ্চাহতেন বাসসা প্রচ্ছাদ্য[১]বাসসোঽন্তে স্রুগ্‌দণ্ডমুপনিবধ্য জুহোতি। তস্মিন্ বাসস্যেবং স্মর্যতে—'বৈসর্জনহোমীয়ং বাসোঽধ্বর্যুর্গৃহ্ণাতি' ইতি। সেয়ং স্মৃতিঃ সর্ববেষ্টনস্মৃতিবৎ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা ন বাধ্যতে। ততোঽষ্টকাদিস্মৃতিবৎ প্রমাণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কদাচিৎ কশ্চিদধ্বর্যুর্লোভাদেতদ্ বাসো জগ্রাহ। তন্মূলৈবৈষা স্মৃতিরিত্যপি কল্পনা সম্ভবতি[২]। দৃষ্টানুসারিণী চৈষা[৩] কল্পনা। দক্ষিণয়া পরিক্রীতানামৃত্বিজাং লোভদর্শনাৎ। তথা সতি অস্যাঃ স্মৃতেরন্যথাপ্যুপপত্তাবষ্টকাদিশ্রুতিবন্ন[৪] মূলশ্রুতিঃ কল্পয়িতুং শক্যতে। অতো বাধাভাবেঽপি মূলভেদাভাবান্নেয়ং[৫] স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

ভাষ্যকারমতেন লোভাদিমূলকস্মৃতেরপ্রামাণ্যং খ্যাপয়তি। ইদঞ্চ অধিকরণং পূর্ব্বস্যাপবাদকম্। বৈসর্জ্জননামকহোমঃ বৈসর্জ্জনহোম ইতি মধ্যপদলোপঃ। আহতেনেতি। 'ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্ন ধারিতম্। আহতং তদ্ বিজানীয়াৎ পবিত্রং সর্ব্বকর্ম্মসু' ইতি বশিষ্ঠসংহিতোক্তমাহতলক্ষণম্। ভট্টকুমারিলমতেন সর্ব্বাসামেব স্মৃতীনাং বেদমূলকতা অনুমেয়া। লোভাদিমূলকত্বকল্পনায়াং সর্ব্বত্র অবিশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। উক্তঞ্চ তন্ত্রবার্ত্তিকে—'স্মৃতীনাং শ্রুতিমূলত্বে দৃঢ়ে পূর্ব্বং নিরূপিতে। বিরোধে সত্যপি জ্ঞাতুং শক্যং মূলান্তরং কথম্'। ইতি। যদা বেদে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম বিহিতম্ স্মৃতৌ চ তদ্বিরোধি অপরম্, তদা শ্রুত্যুক্তস্যৈব সমাদরঃ। পরন্তু স্মৃতিবিহিতস্য ন সর্ব্বথা অপ্রামাণ্যম্। উভয়োর্মিথস্তারতম্যবিচারে শ্রুতিবিহিতস্যৈব প্রামাণিকতরত্বমিতি আশয়ঃ।

... ...

অনুবাদ (১।৩।৩)

১. শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিবাক্যের প্রামাণ্য নাই—ইহাই শবর-স্বামীর মত। পূর্ব্ব অধিকরণে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি আরও কতকগুলি স্মৃতির অপ্রামাণ্য বিষয়ে বিচার করা যাইতেছে।

---

১ সংছাদ্য—খ, গ
২ সম্ভবতীতি—খ, গ
৩ চেয়ং—খ, গ
৪ ০কাদিবন্ন—খ
৫ ০বেদাভাবা০—খ, গ

২, জ্যোতিষ্টোম-যাগে অগ্নীষোমীয় পশুর প্রকরণের প্রারম্ভে বৈসর্জ্জন-নামক হোমের বিধান করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, হোমের পূর্ব্বে যজমান সপরিবারে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইবেন। সেই বস্ত্রখানি অধ্বর্য্যু গ্রহণ করিবেন—ইহাই স্মৃতির ব্যবস্থা। এই স্মৃতিবাক্যই আলোচ্য অধিকরণের বিচার্য্য।

৩. এই স্মৃতিবাক্য প্রমাণ, না অপ্রমাণ—ইহাই সংশয়।

৪. এই স্মৃতির বিরুদ্ধ কোনও শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে না। বিরুদ্ধ শ্রুতি পাওয়া গেলে এই স্মৃতিবচনকে অবশ্যই অপ্রমাণ বলা চলিত। যেহেতু বিরুদ্ধ শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে না, সেইহেতু এই স্মৃতিবচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

৫. এই স্মৃতিবচন প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু ইহার মূলে লোভাদি আছে বলিয়া মনে হয়। হয়ত কখনও কোন অধ্বর্য্যু লোভবশতঃ বৈসর্জ্জন-হোমের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং এই স্মৃতিবচন চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং লোভাদিমূলক বলিয়াও এই স্মৃতিবচনের সামঞ্জস্য করা সম্ভবপর বলিয়া মূলভূত শ্রুতি কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলেও মূলে শ্রুতি না থাকায় এই স্মৃতিবচন প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য এই অধিকরণকে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত মিলিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, শুধু শ্রুতিবিরোধই স্মৃতির অপ্রামাণ্যের কারণ নহে, পরন্তু স্মৃতির মূলে লোভাদি হেতু বিদ্যমান—এইপ্রকার আশঙ্কাও অপ্রামাণ্যের কারণ হইয়া থাকে।

(চতুর্থে পদার্থপ্রাবল্যাধিকরণে সূত্রাণি)

শিষ্টাকোপে বিরুদ্ধমিতি চেৎ ॥৫॥ ন, শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ ॥৬॥
অপি বা কারণাগ্রহণে প্রযুক্তানি প্রতীয়েরন্ ॥৭॥

চতুর্থাধিকরণং ভাষ্যমতেনারচয়তি—

আচান্তেনেত্যমা মা বা স্মৃতিরেষা ন মা ভবেৎ।
বেদং কৃত্বেতি যঃ শ্রৌতঃ ক্রমস্তেন বিরোধতঃ ॥১০॥
আচান্ত্যাদিঃ পদার্থোঽত্র ক্রমো ধর্ম্মঃ পদার্থগঃ।
ধর্ম্মস্য ধর্ম্ম্যপেক্ষত্বাদবাধাদস্তি মানতা ॥১১॥

'ক্ষুত আচামেৎ' ইতি বিহিতং পুরুষার্থমাচমনম্। যদা তু ক্রতুমধ্যে ক্ষুতাদি নিমিত্তং প্রাপ্নোতি তদা নৈমিত্তিকমাচমনং ক্রত্বঙ্গত্বেন স্মৃত্যা বিধীয়তে 'আচান্তেন

কর্তব্যম্' ইতি। সেয়ং স্মৃতির্ন প্রমাণম্। কুতঃ, বিরুদ্ধত্বাৎ। 'বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি' ইতি শ্রুতৌ পূর্বকালবাচিনা ক্ত্বাপ্রত্যয়েন ক্রমঃ প্রতীয়তে। বেদো নাম দর্ভময়ং সংমার্জনসাধনম্। বেদিরাহবনীয়গার্হপত্যমধ্যবর্তিনী চতুরঙ্গুলখাতা ভূমিঃ। তয়োর্মধ্যে যদি[1] ক্ষুতাদিনিমিত্তমাচমনং কুর্যাৎ তদা শ্রুত্যুক্তং নৈরন্তর্যং বিরুধ্যেত। তস্মাদ্ বেষ্টনস্মৃতিবদাচমনস্মৃতির্ন প্রমাণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বেদবেদ্যাদিশ্রুত্যুক্তপদার্থবদাচমনাদয়ঃ স্মৃত্যুক্তা অনুষ্ঠেয়পদার্থাঃ। ক্রমস্তু পদার্থনিষ্ঠো[2] ধর্মঃ, স চ পদার্থানুপজীবতি। তত উপজীব্যবিরোধাৎ ক্রম এব বাধ্যতে। ন তু ক্রমেণাচমনস্য বাধোঽস্তি। তস্মাদিয়ং স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

ভাষ্যকারমতে প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরপ্রামাণ্যমিতি প্রদর্শিতম্ পূর্ব্বাধিকরণে। ইদানীং তস্যাপবাদ প্রদর্শ্যতে। দর্ভময়মিত্যাদি। কুশনির্ম্মিতা সম্মার্জ্জনীত্যর্থঃ। ক্রম ইতি আনন্তর্য্যাদিরিত্যর্থঃ। উপজীব্যেত্যাদি। উপজীব্য আচমনাদিঃ। তেন সহ বিরোধাদিতি। ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্ব্বিরোধে ধর্ম্মিণ এব প্রাবল্যম্। বস্তুতস্তু ধর্ম্মিণ আচমনাদেঃ প্রাপ্তেঃ পরত এব ধর্ম্মস্য আনন্তর্য্যাদেঃ প্রাপ্তিঃ। তেনানুপস্থিতেন ধর্ম্মেণ সহ ধর্ম্মিণো ন বিরোধ ইতি অনুষ্ঠেয়ম্ স্মার্ত্তমাচমনাদিকম্।

... ...

অনুবাদ (১৩।৪)

১. প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ—ইহা ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। এক অধিকরণ পূর্ব্বেই (দ্বিতীয় অধিকরণে) তাহা বলা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সেরূপ স্মৃতি অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে। কোন্ স্থলে তাহা অপ্রমাণ এবং কোন্ স্থলে প্রমাণ, সেই কথাই বলা হইতেছে।

২. স্মৃতির বিধান—'ক্ষুত আচামেৎ'—যদি যাগাদির অনুষ্ঠানকালে হাঁচি হয়, তবে আচমন করা উচিত। 'হাঁচি হইলে আচমন করিবে'—এই বিধানটি পুরুষার্থ, অর্থাৎ অনুষ্ঠাতার ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রে বিহিত। 'সকল কাজই আচমন করিয়া আরম্ভ করিতে হয়'—এই বিধিতে আচমন-রূপ কাজটি আরম্ভণীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সুতরাং ক্রত্বর্থ। এই স্মৃতিপ্রোক্ত আচমন-বিধানই এই অধিকরণে বিচার্য্য।

৩. শ্রুতিতে আছে—'বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি' বেদ (কুশগুচ্ছনির্ম্মিত

১ যদা—খ, গ

২ অনুষ্ঠেয়পদার্থ০—গ

সম্মার্জনী) প্রস্তুত করিয়া বেদি (আহবনীয় এবং গার্হপত্য এই দুই অগ্নির মধ্যে চারি অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্ত) প্রস্তুত করিবে। যদি বেদ করার পর অনুষ্ঠাতার হাঁচি হয়, তবে কি স্মৃতিবিহিত আচমন করিয়া তাহার পর বেদি করা হইবে, অথবা আচমন না করিয়াই বেদি করা হইবে—এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। যদি আচমন করা হয়, তবে শ্রুতিবিহিত ক্রম (বেদ প্রস্তুতের অব্যবহিত পরেই বেদি প্রস্তুত) বাধিত হইবে, আর যদি স্মার্ত্ত বিধিবিহিত আচমন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে স্মার্ত্ত বিধান পরিত্যক্ত হওয়ায় উল্লিখিত স্মৃতিবচনের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় হইয়া থাকে।

৪. এরূপ স্থলে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া স্মৃতিবচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলে না। ,বেদের পর বেদি করিবে' এই বিধানে শ্রুত্যুক্ত ক্রমিকতাও বিহিত হইয়াছে। যদি বেদ করার পর আচমনের হেতুভূত হাঁচি প্রভৃতি ঘটে, তবে বেদি-করণের পূর্ব্বেই আচমন করিতে হয় বলিয়া বেদ ও বেদির অব্যবহিত পৌর্ব্বাপর্য্যরূপ ক্রমিকতা থাকে না। ইহাতে শ্রুতিবিহিত আনন্তর্য্য বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রৌত ক্রমের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া স্মৃতিবিহিত আচমন করা উচিত নহে। যেহেতু স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতি বলবতী।

৫. বেদ, বেদি প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, অর্থাৎ ধর্ম্মী। স্মৃতিবিহিত আচমনও অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষ। আনন্তর্য্য বা পূর্ব্বাপরত্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর মধ্যে অর্থাৎ আশ্রিত ও আশ্রয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে ধর্ম্মী বা আশ্রয়ই জয়যুক্ত হইয়া থাকে। আশ্রিত সকল সময়েই আশ্রয়ের অপেক্ষা রাখে। আশ্রয় আশ্রিতের উপজীব্য। উপজীব্যের সহিত বিরোধ ঘটিলে উপজীবকই বাধিত হয়। অতএব এই স্থলে আনন্তর্য্য-রূপ ক্রমই বাধিত হইল। বেদ ও বেদির মধ্যে ক্রমিকতা রক্ষা করার অনুরোধে আচমন-রূপ কর্ম্মটি বাধিত হইল না। এখানে শ্রুতির সহিত স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। সুতরাং উক্ত স্মৃতির অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাই জাগিতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে যে, সকল কৃত্যই শুচি হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়। আচমন প্রভৃতি শৌচের হেতু। সুতরাং সকল কর্ম্মেরই অঙ্গ। অঙ্গ অঙ্গীর পূর্ণতা সাধন করে বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধের অবকাশই নাই। এই অধিকরণটি ভাষ্যকার-সম্মত।

অস্মিন্নেব বার্তিককারঃ প্রকারান্তরেণ বিচারদ্বয়ং চকার। তত্র প্রথমং বিচারং দর্শয়তি—

শাক্যোক্তাহিংসনং ধর্মো ন বা ধর্মঃ শ্রুতত্বতঃ
ন ধর্মো, ন হি পূতং স্যাদ্ গোক্ষীরং শ্বদৃতৌ ধৃতম্ ॥১২॥

'ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চাপরিগ্রহঞ্চ[1] সত্যঞ্চ যত্নেন রক্ষেৎ' ইতি শ্রুতাবহিংসাদির্ধর্মত্বেনোক্তঃ। স এব ধর্মঃ শাক্যেনাপ্যুক্তঃ। তস্মাচ্ছাক্যস্মৃতির্ধর্মে প্রমাণমিতি চেৎ, ন। স্বরূপেণ ধর্মস্যাপি গোক্ষীরন্যায়েন শাক্যসম্বন্ধে সত্যধর্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদীয়গ্রন্থেনাহিংসাদির্নাবগন্তব্যঃ। তস্মান্ন সা স্মৃতির্ধর্মে[2] প্রমাণম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

অত্রৈব বার্ত্তিককারমতমনুসৃত্য বিচারদ্বিতয়ং প্রদর্শ্যতে। স্মৃতীনাং বেদমূলকতা সংস্থাপিতা। কিং শাক্যাদিবচনানামপি বেদমূলকতেতি আশঙ্কা নিরাকরোতি শ্রুতত্বত ইতি। মূলশ্রুতের্বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। ন খলু শাক্যাদিবচনানাং বেদমূলকতা। অতো ন ধর্ম্মত্বম্। গোক্ষীরস্য স্বরূপতো মেধ্যত্বেঽপি কুক্কুরচর্ম্মনির্ম্মিতদৃতিধৃতস্য অমেধ্যত্বমিব অহিংসাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মস্যাপি শাক্যাদিবচনসম্বন্ধিনো ন ধর্ম্মত্বমিতি।

... ...

অনুবাদ

ভট্টপাদ কুমারিল এই স্থলে অন্যপ্রকার দুইটি বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বিচারে বা অধিকরণে পাঞ্চরাত্র, পাশুপত এবং বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য খণ্ডন করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপত সিদ্ধান্তের মূল বেদেও দেখা যায়, পরন্তু বৌদ্ধসিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে বেদবাহ্য। এইহেতু ভট্ট-প্রদর্শিত অধিকরণে বৌদ্ধমতই খণ্ডিত হইয়াছে।

৩. শাক্যাদিকথিত বেদবিরুদ্ধ উপদেশ অপ্রমাণ হইলেও ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ, সত্য প্রভৃতি বিষয়ে শাক্যাদি-গ্রন্থে যে-সকল উপদেশ পাওয়া যায়, সেইগুলির সহিত বেদবিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদির বিরোধ নাই বলিয়া সেইসকল অংশ কেন প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না—এই প্রশ্ন জাগে।

৪. যদি প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, তবে ধর্ম্মনির্ণয়ে শাক্যস্মৃতিকেও স্থান দিতে হইবে।

৫. সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা প্রভৃতি বেদবিহিত হইলেও শাক্যাদির সংস্পর্শে সেই উপদেশ অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। কুকুরের চামড়ায় নির্মিত দৃতিতে

---

১ চ পরিগ্রহঞ্চ—খ

২ স্মৃতিঃ (নাস্তি)—খ

(ভিস্তি) গরুর দুধ রাখিলে সেই দুধ যেমন অপবিত্র হইয়া যায়, সেইরূপ বেদনিন্দক শাক্যের উপদেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদির স্বরূপ জানিলেও তাহাতে ধর্ম্ম হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে বেদবিহিত অহিংসাদি এবং শাক্যোপদিষ্ট অহিংসাদি এক নহে। শাক্য-মতে বৈধ হিংসাও বর্জ্জনীয়, কিন্তু বেদবিধিতে দেখা যায়, যজ্ঞাদিতে হিংসা বিহিত। ব্রহ্মচর্য্যাদি সম্বন্ধেও উভয় শাস্ত্রের উপদেশ সমান নহে। অতএব বেদবাহ্য শাক্যাদির বচন ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না।

... ...

বিচারান্তরং দর্শয়তি—

সদাচারোঽপ্রমা মা বা নির্মূলত্বাদমানতা।
অষ্টকাদেরিবৈতস্য সমূলত্বাৎ প্রমাণতা ॥১৩॥

হোলাকোৎসবাদি-সদাচারস্য মূলভূতবেদাভাবাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ, ন। বৈদিকৈঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্বেনাষ্টকাদিবদ্‌বেদমূলত্বাৎ। অতএব মন্বাদিভির্গ্রন্থগৌরবভয়াদ্ বিশেষাকারেণানুপদিষ্টোঽপি সদাচারঃ সামান্যাকারেণোপদিষ্টঃ। 'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ' ইত্যেবং ধর্মে প্রমাণোপন্যাসাৎ। তস্মাৎ শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ ॥

... ...

টীপ্পনী

যেষাঞ্চ আচারোৎসবাদীনাং ধর্ম্মত্বে কারণং শ্রুতিঃ স্মৃতির্ব্বা ন উপলভ্যতে, কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা শিষ্টৈশ্চ যান্যনুষ্ঠীয়ন্তে, অধুনা তাদৃশোৎসবাদীনাং প্রামাণ্যং স্থাপয়তি। হোলাকোৎসবঃ দোলপূর্ণিমায়ামনুষ্ঠেয়ঃ ফল্গুৎসবঃ। সতাং সাধূনামাচারঃ সদাচারঃ। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচার স উচ্যতে' ইতি। স্মৃতৌ শিষ্টাচারপ্রামাণ্যং স্মর্য্যতে। তথাচ মনুঃ—বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ' ॥ যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতমি'ত্যুক্তবান্। শাস্ত্রবিহিতবিকল্প-স্থলে আত্মতুষ্টেঃ প্রমাণতা। উক্তঞ্চ মহাকবি-কালিদাসেন—'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ' ইতি। যো হি আচারঃ শিষ্টৈর্ধর্ম্মবুদ্ধ্যা ক্রিয়তে স এব সদাচারঃ। তেন বশিষ্ঠর্ষেরাত্মহত্যাপ্রয়াসস্য ঋষি-বিশ্বামিত্রস্য চণ্ডাল-যাজনস্য, ইত্থং অন্যেষামপি শিষ্টানাং কেষাঞ্চিদাচারাণাং ন শিষ্টাচারতা। বিস্তরতোঽনুসন্ধেয়ম্ তন্ত্রবার্ত্তিকে। স্মৃতীনাং শ্রুতিকল্পনাসাপেক্ষতয়া একান্তরিতম্ প্রামাণ্যম্, শিষ্টাচারাণাস্তু স্মৃতিকল্পনাপূর্ব্বকং শ্রুতিকল্পনঞ্চেতি দ্ব্যন্তরিতম্। তেন বিরুদ্ধস্মৃত্যা আচারস্য বাধঃ।

... ...

অনুবাদ

বার্ত্তিকসম্মত দ্বিতীয় বিচারে শিষ্টাচারের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে।

৩. যে-সকল অনুষ্ঠানের বিষয় শ্রুতিতে বা স্মৃতিতে পাওয়া যায় না, অথচ বেদ-বিশ্বাসী আচারনিষ্ঠ সাধু পুরুষগণ যেগুলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইসকল শিষ্টাচার প্রমাণ কি না—এইপ্রকার সন্দেহ হয়। হোলি প্রভৃতি উৎসবকে তজ্জাতীয় শিষ্টাচাররূপে গণ্য করা চলে।

৪. যে-সকল আচারের মূলে শ্রুতি বা স্মৃতির বিধান নাই, সেইসকল আচার অমূলক। অতএব অপ্রমাণ। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিগণও সময় সময় গর্হিত কাজ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের আচারের কোন প্রামাণ্য নাই।

৫. বেদবিশ্বাসী সাধু পুরুষগণ যাহা আচরণ করেন, শ্রুতি-স্মৃতিতে তাহার মূল না পাওয়া গেলেও সেই আচরণকে প্রমাণরূপেই গ্রহণ করিতে হয়। শিষ্টাচারের মূলে যদি কাম, ক্রোধ, প্রতারণার অভিসন্ধি প্রভৃতি কোন কারণ না থাকে, তবে সেই শিষ্টচারকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। শিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা করিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাই প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে।

দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতির বাহুল্যে শিষ্টাচারের অন্ত নাই। এইহেতু মন্বাদি ঋষিগণ বিশেষ বিশেষরূপে শিষ্টাচারের নাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সামান্যতঃ শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিয়াই উপদেশ দিয়াছেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে সমগ্র বেদই প্রমাণ। বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও আচার এবং আত্ম-তুষ্টি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে—মহর্ষি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়াছেন।

[পঞ্চমে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্যাধিকরণে (আর্যম্লেচ্ছাধিকরণে) সূত্রে]

তেষ্বদর্শনাদ্ বিরোধস্য সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥৮॥ শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥৯॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি –

যবাদিশব্দাঃ কিং দ্ব্যর্থা নো বার্যম্লেচ্ছসাম্যতঃ।
দীর্ঘশূকপ্রিয়ংগ্বাদ্যা দ্বয়েঽপ্যর্থা বিকল্পিতাঃ ॥১৪॥
যত্রান্যা ইতি শাস্ত্রস্থা[1] প্রসিদ্ধিস্তু বলীয়সী।
শাস্ত্রীয়ধর্মে তেনাত্র প্রিয়ংগ্বাদি ন[2] গৃহ্যতে ॥১৫॥

---

১ শাস্ত্রস্থ০—খ
শাস্ত্রস্থ—গ

২ ০ন – খ, গ

'যবময়শ্চরুর্ভবতি' 'বারাহী উপানহাবুপমুঞ্চতে' ইতি শ্রূয়তে। তত্র যবশব্দমার্যা দীর্ঘশূকেষু প্রযুঞ্জতে বরাহশব্দঞ্চ সূকরে[1]। ম্লেচ্ছাস্তু যবশব্দং প্রিয়ংগুষু, বরাহশব্দঞ্চ[2] কৃষ্ণশকুনৌ। তথা সতি লোকব্যবহারেণ নিশ্চেতব্যেষু শব্দার্থেষ্বার্যম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ্যোঃ সমানবলত্বাদুভয়বিধা অপ্যর্থা বিকল্পেন স্বীকার্যা ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—শাস্ত্রীয়ধর্মাববোধে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধির্বলীয়সী, প্রত্যাসন্নত্বাদবিচ্ছিন্নপারম্পর্যাগতত্বাচ্চ। শাস্ত্রে[3] যববিধ্যর্থবাদ এবং শ্রূয়তে—'যত্রান্যা ওষধয়ো ম্লায়ন্তে, অথৈতে মোদমানা ইবোত্তিষ্ঠন্তি' ইতি। ইতরৌষধিবিনাশকালেঽভিবৃদ্ধির্দীর্ঘশূকেষু দৃশ্যতে। ন তু প্রিয়ংগুষু। তেষামিতরৌষধিপরিপাকাৎ পূর্বং পচ্যমানত্বাৎ। বারাহোপানদ্বিধ্যর্থবাদশ্চৈবং[4] ভবতি—'বরাহং গাবোঽনুধাবন্তি' ইতি। গবামনুধাবনং শূকরে সম্ভবতি, ন তু কৃষ্ণশকুনৌ। তস্মাদ্দীর্ঘশূকাদির্যবাদিশব্দার্থঃ।

অত্র বার্তিককারঃ পীলুশব্দমুদাজহার[5]। তং চ ম্লেচ্ছা হস্তিনি প্রযুঞ্জতে, আর্যাস্তু বৃক্ষে। তত্রাবিপ্লুতব্যবহারস্যার্যেষু সম্ভবাদ্ বৃক্ষ এব পিলুশব্দার্থঃ॥

... ...

টিপ্পনী

স্মৃতেঃ প্রাবল্যদৌর্ব্বল্যনিরূপণপ্রসঙ্গেন শব্দপ্রয়োগে আর্যাম্লেচ্ছপ্রয়োগানাং প্রাবল্যদৌর্ব্বল্যমপি বিচার্য্যতে। অত্র ম্লেচ্ছশব্দেন অপভাষাপ্রযোক্তৃগ্রহণম্, ন তু বেদবাহ্যাচারস্য। প্রিয়ঙ্গুঃ শ্যামালতা। কৃষ্ণশকুনিঃ কাকঃ। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধেরবিচ্ছিন্নপারম্পর্য্যাগতত্বম্ গুরুশিষ্যসম্প্রদায়ক্রমেণ। অবিপ্লুতব্যবহারস্যেত্যাদি। নিরুক্তাদিদর্শনেন শব্দার্থস্য বিপ্লবপরিহার আর্য্যাণামেব সম্ভবতি।

... ...

অনুবাদ (১।৩।৫)

১. বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্য স্থির করা হইয়াছে। বেদ বা স্মৃতিবাক্যের মধ্যে যে-সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, সেইসকল শব্দের অর্থের বিচার কর্ত্তব্য।

২. যব, বরাহ, বেতস প্রভৃতি শব্দের অর্থ যদিও প্রসিদ্ধ, তথাপি কেহ কেহ যব শব্দে প্রিয়ঙ্গুলতা, বরাহ শব্দে কাক এবং বেতস শব্দে জাম গাছকে বুঝিয়া থাকেন। এইশ্রেণীর শব্দই এখানে বিচারের বিষয়।

১ শূকরে—খ, গ
২ চ (নাস্তি)—খ
৩ শাস্ত্রে চ—খ
৪ উপানদ্০—খ
৫ পিলু০—গ

৩. লেখক বা বক্তাদের প্রয়োগ অনুসারে শব্দের অর্থ স্থির করা হয়। যদি বিভিন্ন প্রযোক্তা বিভিন্ন অর্থে কোন শব্দ প্রয়োগ করেন, তবে শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই সংশয়।

৪. আর্য্যগণ যব, বরাহ প্রভৃতি শব্দের একরকম অর্থ করিয়া থাকেন, অপভাষা-ভাষিগণ অন্যরকম অর্থে এইসকল শব্দের প্রয়োগ করেন। এই উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে একটিকে প্রবল এবং অপরটিকে দুর্ব্বল বলিবার কোন কারণ নাই। অতএব উভয়প্রকার অর্থই এরূপ স্থলে গ্রাহ্য হইবে।

৫. শাস্ত্রে যেসকল শব্দের প্রয়োগ আছে, সেইগুলি শুধু অর্থমাত্র প্রকাশ করে, ইহা বলা চলে না। ধর্ম্মাববোধই শাস্ত্রীয় শব্দের প্রয়োজন। শব্দ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া শব্দার্থের কিছুমাত্র অস্পষ্টতা থাকা উচিত নহে। শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ যে-শব্দকে শাস্ত্রে যে-অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। শাস্ত্রীয় বিষয়ে গুরুশিষ্য-পরম্পরার ধারা অবিচ্ছেদেই চলিতেছে। সুতরাং আচার্য্যগণের গৃহীত শব্দার্থ অপরের কল্পিত অর্থ অপেক্ষা সমধিক আদরণীয়। অতএব তাহাই গ্রাহ্য। ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ বা বাক্যের প্রশংসা, বিবৃতি বা ব্যাখ্যান—এইগুলির সাহায্যে শব্দার্থ স্থির করিতে হয়। 'যবময়শ্চরুর্ভবতি' এই শাস্ত্রে যবের বিধান করা হইয়াছে এবং পরে যবের প্রশংসাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, 'যখন অন্যান্য ওষধিগুলি ম্লান হইয়া পড়ে, তখনই যব বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়'। অন্যান্য ওষধির বিনাশের সময় দীর্ঘশূকেরই (যবে দীর্ঘ সুঙ্গা বা হুল্ থাকে) বৃদ্ধি দেখা যায়। অতএব যব-শব্দ দীর্ঘশূককেই বুঝাইবে। অন্যান্য ওষধি পাকিবার পূর্ব্বেই প্রিয়ঙ্গু-ফল পাকিয়া যায়, সুতরাং প্রিয়ঙ্গু-রূপ অর্থে যব-শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই। বাক্যশেষের দ্বারা বরাহ-শব্দও শূকর-রূপ অর্থেরই বোধক হইয়া থাকে, কাকের বোধক হয় না।

বার্ত্তিককার উদাহরণস্বরূপ পীলু শব্দকে গ্রহণ করিয়াছেন। অপভাষাভাষিগণ বলিয়া থাকেন, পীলু শব্দের অর্থ হাতী, কিন্তু আর্য্যগণের মতে পীলুশব্দের অর্থ বৃক্ষবিশেষ। বৃক্ষরূপ অর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ইহাই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে গুরুমতমাহ

যবাদ্যর্থা নির্ণয়েন তদ্ বাক্যং ন প্রমেতি চেৎ।
ন শাস্ত্রস্থ বলিত্বেন তৎপ্রসিদ্ধার্থনির্ণয়াৎ ॥১৬॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ॥

... ...

অনুবাদ

প্রভাকর-মতে এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। ধর্ম্ম যে একমাত্র বেদগম্য—এই সিদ্ধান্তের অনুকূলেই প্রভাকর সমগ্র অধ্যায়ের অধিকরণ রচনা করিয়াছেন।

বৈদিক বিধিবাক্যে যব, বরাহ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলির অর্থ একরূপ নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োগে বিভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং কোন্ অর্থটি গ্রহণীয় হইবে—এই সংশয় জাগে।

৪. এরূপ স্থলে বিধিবাক্যটির অর্থ সন্দিগ্ধ বলিয়া প্রকৃত অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতএব বাক্যটি প্রমাণই হইবে না। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য ক্ষুন্ন হইতেছে।

৫. বেদজ্ঞ শিষ্ট পুরুষগণ যে-অর্থে যে-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই শব্দ সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইবে। শাস্ত্রীয় বিষয়ে শব্দার্থ নির্ণয় করিতে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধিকেই বলবতী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব নানা ব্যক্তি নানা অর্থে শব্দের প্রয়োগ করিলেও অর্থনির্ণয়ে সন্দেহ জন্মিবে না। এইহেতু বেদবাক্য অপ্রমাণও হইবে না।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে বার্তিককারমতেন বর্ণকান্তরমারচয়তি—

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ স মা ন বা।
ইতরাচারবন্মান্বমমাত্বং স্মার্তবাধনাৎ ॥১৭॥
স্মৃতিমূলো হি সর্বত্র শিষ্টাচারস্ততোঽত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥১৮॥

কেষুচিদ্দক্ষিণদেশেষু মাতুলস্য দুহিতরং শিষ্টাঃ পরিণয়ন্তি। সোঽয়মাচারঃ প্রমাণং শিষ্টাচারত্বাৎ, হোলাকাদ্যাচারবৎ ইতি চেৎ, ন। স্মৃতিবিরুদ্ধত্বেন কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ। তথা চ স্মৃতিঃ—

মাতুলস্য সুতামূঢ়্বা মাতৃগোত্রাং তথৈব চ।
সমানপ্রবরাঞ্চৈব ত্যক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ইতি।

ন চ স্মৃত্যাচারয়োর্মূলবেদানুমাপকত্বসাম্যাৎ সমবলত্বমিতি শঙ্কনীয়ম্[১]। হোলাকাদি-সদাচারস্য মন্বাদিস্মৃতিবদ্ বেদানুমাপকত্বাযোগাৎ। ন হীদানীন্তনাঃ শিষ্টা মন্বাদিবদ্দেশ-কালবিপ্রকৃষ্টং[২] বেদং দিব্যজ্ঞানেন সাক্ষাৎকর্তুং শক্নুবন্তি, যেন শিষ্টাচারো মূলবেদমনুমাপয়েৎ। শক্নোতি চ যঃ কোঽপি শিষ্টো যত্র ক্বাপি দেশবিশেষে কাল-বিশেষে চ যং কঞ্চনাপি[৩] হোলাকাদ্যাচারস্য মূলভূতং স্মৃতিগ্রন্থমবলোকয়িতুম্। তস্মাচ্ছিষ্টাচারেণ স্মৃতিরেবানুমাতুং শক্যতে, ন তু শ্রুতিঃ। অনুমিতা চ স্মৃতির্বিরুদ্ধয়া প্রত্যক্ষয়া স্মৃত্যা বাধ্যতে। অত এবাহুঃ—

আচারাত্তু স্মৃতিং জ্ঞাত্বা স্মৃতেশ্চ শ্রুতিকল্পনম্।
তেন দ্ব্যন্তরিতং তেষাং প্রামাণ্যং বিপ্রকৃষ্যতে ॥ ইতি।

তস্মাদীদৃশস্যাচারস্যাপ্রামাণ্যমভ্যুপেয়ম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

অত্র প্রকারান্তরেণ অধিকরণমারচয্য স্মৃত্যাচারয়োর্মিথো বিরোধে বলাবলনির্ণয়ঃ কৃতঃ বার্ত্তিককারেণ। মাতুলবিবাহাদৌ মাতুলকন্যাবিবাহাদাবিত্যর্থঃ। এবঞ্চ দেশবিশেষেষু পর্যুষিতান্নভোজনং, দম্পত্যোঃ সহভোজনাদিকঞ্চ স্মৃতিবিরুদ্ধমিত্যনাদরণীয়ম্। দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যাপরিণয়বিষয়ে যুক্তয়ঃ প্রদর্শিতাঃ ভাট্টচিন্তামণি-ন্যায়সুধা-ভাট্টকৌস্তুভ-ভাট্টভাষাপ্রকাশ-পরাশরমাধবপ্রভৃতিষু গ্রন্থেষু।

... ...

অনুবাদ

বার্ত্তিককার কুমারিল অন্যপ্রকারে এই অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। স্মৃতি ও সদাচারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কিভাবে বলাবল নিরূপণ করিতে হইবে, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

৪. দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে সুধীসমাজেও মামাতো-ভগিনীকে বিবাহ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই রীতি বা আচারকেও অন্যান্য সদাচারের ন্যায় প্রমাণরূপেই গ্রহণ করা উচিত।

৫. স্মৃতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া এই আচার সমাজবিশেষে সদাচাররূপে গৃহীত হইলেও প্রকৃত-পক্ষে সদাচাররূপে গ্রাহ্য নহে। শিষ্টাচারত্ব-রূপ হেতুর সাহায্যে

১ বাচ্যম্—খ
২ ॰বিশিষ্টং—গ
৩ কঞ্চিদপি—খ

এই আচারের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে গেলে অনুমানে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধ-নামক হেত্বাভাস-রূপ দোষ থাকিবে। যেহেতু এই আচার স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া শিষ্টাচারই নহে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, মাতুলসুতা, মাতামহবংশীয়া এবং সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া পরে চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্মৃতি এবং আচার উভয়েরই মূলে শ্রুতি থাকা চাই। উভয়ত্রই মূলভূত শ্রুতির অনুমান করিতে হয়। অতএব উভয়েরই সামর্থ্য সমান—এইরূপ বলা যায় না। কারণ মন্বাদি স্মৃতি দেখিয়া যেরূপ তাহার মূলভূত শ্রুতির অনুমান করা চলে, হোলি প্রভৃতি আচার দেখিয়া সেইরূপ অনুমান করা চলে না। আধুনিক সুধীগণ মনুপ্রমুখ মহর্ষিদের ন্যায় শক্তিমান্ নহেন। অলৌকিক ক্ষমতাবলে অতি প্রাচীন শ্রুতিও মহর্ষিগণের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। যে কোনও বিদ্বান্ শিষ্ট ব্যক্তি যে-কোন দেশে যে-কোন সময়ে হোলি প্রভৃতি আচারের আকর গ্রন্থ স্মৃতি দেখিতে পারেন। ইহা সম্ভবপর। অতএব শিষ্টাচারের দ্বারা স্মৃতি অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতি অনুমিত হইতে পারে না। মাতুলকন্যা-বিবাহ প্রভৃতি আচারের দ্বারা মূল স্মৃতির অনুমান করিতে গেলে উল্লিখিত চান্দ্রায়ণ-বিধায়ক প্রত্যক্ষ স্মৃতিবাক্যের দ্বারা সেই অনুমান বাধা প্রাপ্ত হইবে।

আচারের দ্বারা স্মৃতির এবং স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির অনুমান করিতে হয়। শ্রুতির সহিত আচারের সম্বন্ধ মধ্যবর্ত্তী স্মৃতির দ্বারা ব্যবহিত, কিন্তু শ্রুতির সহিত স্মৃতির সম্বন্ধ নিকটতর। এইহেতু যে সময়ে আচার হইতে স্মৃতির মধ্যস্থতায় শ্রুতির কল্পনা করা হইবে, সেই সময়ের পূর্ব্বেই স্মৃতি হইতে শ্রুতির কল্পনা হইয়া যাইবে এবং সেই স্মৃতির প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে। আচারের প্রামাণ্য দ্ব্যন্তরিত, অর্থাৎ স্মৃতি ও শ্রুতি এই উভয়ের দ্বারা ব্যবহিত, কিন্তু স্মৃতির প্রামাণ্য একান্তরিত, অর্থাৎ শুধু শ্রুতির দ্বারা ব্যবহিত। এইহেতু আচার ও স্মৃতির প্রামাণ্য তুল্যবল না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বিকল্প বিধান হইতে পারে না, পরন্তু বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচনের দ্বারা আচার বাধিত হইয়া থাকে। অতএব দাক্ষিণাত্যের মামাতো-ভাগিনীকে বিবাহ করা প্রভৃতি আচার প্রমাণ হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক দেশের আচার সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

... ...

তত্রৈবাপরং বর্ণকমারচয়তি

লৌকিকো বাক্যগো বার্থস্ত্রিবৃদাদেঃ সমত্বতঃ।
উভৌ বিধ্যর্থবাদৈকবাক্যত্বাদস্তি হান্তিমঃ ॥১৯॥

'ত্রিবৃদ্‌বহিষ্পবমানম্' ইতি শ্রুতৌ ত্রিবৃচ্ছব্দস্য ত্রৈগুণ্যং লোকসিদ্ধোঽর্থঃ। বাক্যশেষাদৃক্‌ত্রয়াত্মকেষু ত্রিষু সূক্তেষবস্থিতানাং বহিষ্পবমানাত্মকস্তোত্রনিষ্পাদনক্ষমাণাম্ 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ' ইত্যাদীনামৃচাং নবকমর্থঃ। তত্র ধর্মনির্ণয়ে বেদস্য প্রবলত্বেঽপি পদপদার্থনির্ণয়ে লোকবেদয়োঃ সমানবলত্বাদুভাবপ্যর্থৌ বিকল্পেন গ্রহীতব্যাবিতি চেৎ, মৈবম্। লৌকিকার্থস্বীকারপক্ষে বিধিবাক্যেঽর্থস্ত্রৈগুণ্যম্,[১] অর্থবাদবাক্যে স্তোত্রিয়াণামৃচাং নবকম্, ইত্যেবং বিধ্যর্থবাদয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাদেকবাক্যত্বং ন স্যাৎ। অত একবাক্যত্বায় স্তোত্রিয়াণাং নবকমিত্যেব[২] বিধিবাক্যে নিয়তোঽর্থঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

অপরং বর্ণকমিতি। উক্তং ধর্ম্মনির্ণয়ে বেদস্য প্রাবল্যন্। আর্য্যম্লেচ্ছাধিকরণে আর্য্যপ্রসিদ্ধস্য পদার্থস্য গ্রাহ্যত্বমপি নিরূপিতম্। অধুনা পদপদার্থনির্ণয়েঽপি লোকতঃ বেদস্যৈব প্রাবল্যমিতি প্রদর্শ্যতে।

... ...

অনুবাদ

১. পদ-পদার্থনির্ণয়ের রীতি আলোচিত হইতেছে।

২. 'ত্রিবৃৎবহিষ্পবমানম্' এই শ্রুতির 'ত্রিবৃৎ' শব্দের অর্থ বিচার্য্য।

৩. লৌকিক প্রয়োগে 'ত্রিবৃৎ' শব্দের অর্থ হইতেছে—'ত্রৈগুণ্য'। কিন্তু বাক্যশেষ অনুসারে 'ত্রিবৃৎ' শব্দে নয়টি ঋক্‌কে বুঝাইতেছে। এই স্থলে কোন্ অর্থটি গ্রহণ করিতে হইবে?

৪. ধর্মনির্ণয়ে বেদের প্রাবল্য স্বীকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পদ-পদার্থনির্ণয়ে লৌকিক ও বৈদিক অর্থের বল সমান। সুতরাং এই শব্দ হইতে বিকল্পে উল্লিখিত দুইটি অর্থ ই বুঝিতে হইবে।

৫. দুইটি অর্থকে গ্রহণ করা চলিবে না। কারণ লৌকিক অর্থকে স্বীকার করিলে বিধিবাক্য ও অর্থবাদ-বাক্যের মধ্যে একবাক্যতা থাকে না। অতএব এই

১ ০বাকার্থ০ – গ
২ নবকমেব—খ, ঘ

উভয়ের একবাক্যতা সম্পাদনের নিমিত্ত বৈদিক অর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। লৌকিক অর্থটি গৃহীত হইবে না।

(ষষ্ঠে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্যাধিকরণে সূত্রম্)

চোদিতং তু প্রতীয়েতাবিরোধাৎ প্রমাণেন ॥১০॥

ষষ্ঠাধিকরণমারচয়তি—

কল্প্যঃ পিকাদিশব্দার্থো গ্রাহ্যো বা ম্লেচ্ছরূঢ়িতঃ।
কল্প্য[১] আর্যেষ্বসিদ্ধত্বাদনার্যাণামনাদরাৎ[২] ॥২০॥
গ্রাহ্যা ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিস্তু বিরোধাদর্শনে সতি।
পিকনেমাদিশব্দানাং কোকিলাদ্যর্থতা ততঃ ॥২১॥

আর্যাঃ পিকাদিশব্দং ন ক্বাপ্যর্থে প্রযুঞ্জতে। ম্লেচ্ছাশ্চ ন প্রমাণভূতাঃ। তস্মান্নিগম-নিরুক্ত-ব্যাকরণৈঃ পিকনেমাদিশব্দানামর্থঃ কল্পনীয় ইতি চেৎ—মৈবম্। আর্যপ্রসিদ্ধি-বিরোধস্যাদৃষ্টত্বেনেদৃশে বিষয়ে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধেরপ্যাদরণীয়ত্বাৎ। কল্প্যমানাদব্যবস্থিতাদর্থাদ্ বরং ম্লেচ্ছরূঢ়িঃ। যত্রেদৃশ্যা অপি রূঢ়েরভাবস্তত্র নিরুক্তাদয়শ্চরিতার্থাঃ। তস্মাদনার্য-প্রসিদ্ধ্যা পিকঃ কোকিলঃ, নেমশব্দোঽর্ধবাচী, তামরসশব্দঃ পদ্মবাচী, ইত্যেবং দ্রষ্টব্যম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

অর্থনির্ণয়ে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিত আর্যপ্রসিদ্ধের্বলবত্তা প্রদর্শিতা। যেষাং শব্দানাং ন সন্তি আর্যপ্রসিদ্ধা অর্থাঃ, পরন্তু ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধা অর্থা এব বিদ্যন্তে, তেষাং ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধস্যার্থস্যাপি গ্রাহ্যত্বং প্রদর্শ্যতে। যত্রেদৃশ্যেত্যাদি। যত্র ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধরূঢ়ার্থস্যাপ্যভাবঃ তত্রৈব নিরুক্তাদিতোঽর্থোঽবগন্তব্য ইতি। তথাচ ভাষ্যকৃতাম্ বচনম্—'যত্তু নিগম-নিরুক্ত-ব্যাকরণানামর্থবত্তেতি, তত্রৈষামর্থবত্তা ভবিষ্যতি, ন যত্র ম্লেচ্ছৈরপ্যবগতঃ শব্দার্থঃ। অপি চ নিগমাদিভিরর্থে কল্প্যমানেঽব্যবস্থিতঃ শব্দার্থো ভবেৎ, তত্র অনিশ্চয়ঃ স্যাদি'তি।

... ...

অনুবাদ (১।৩।৬)

১. শব্দার্থনির্ণয়ে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা আর্য্যপ্রসিদ্ধির বলবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আর বিশেষ কোন নিয়ম আছে কি না, এই প্রশ্ন জাগে।

২. পিক, তামরস প্রভৃতি শব্দ অপভাষাভাষী সর্ব্বসাধারণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

---

১ কল্প্যো—খ

২ হ্যার্যে০—খ

আর্য্যগণের গ্রন্থমধ্যে সাধারণ অর্থ ছাড়া বিশেষ কোন অর্থে এইসকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এইসকল শব্দই এই অধিকরণের বিচার্য্য।

৩. অপভাষাভাষিগণের ব্যবহারে যে অর্থ জানা যায়, সেই অর্থেই কি এইসকল শব্দ গৃহীত হইবে, অথবা নিগম, নিরুক্ত এবং ব্যাকরণাদির সাহায্যে অন্যপ্রকার অর্থের কল্পনা করা হইবে—ইহাই সংশয়।

৪. ম্লেচ্ছগণের প্রয়োগ অপ্রামাণিক। ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধির অপ্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। সেই কারণে এই স্থলেও ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব নিগম-নিরুক্তাদির সাহায্যে আর্য্যগ্রাহ্য অন্যপ্রকার অর্থের কল্পনা করিতে হইবে।

৫. শব্দার্থনির্ণয়ের বেলা আর্য্যপ্রসিদ্ধির সহিত ম্লেচ্ছপ্রয়োগের বিরোধ ঘটিলে ম্লেচ্ছপ্রয়োগকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলিবে না। যেখানে তাদৃশ বিরোধ হয় না, সেখানে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ প্রয়োগেরও প্রামাণ্য আছে। পিকাদি শব্দের কোনরূপ অর্থ আর্য্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। স্বতরাং এইসকল স্থলে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিই আদরণীয় হইবে। নিগমাদির সাহায্যে অন্যপ্রকার অর্থের কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না। শব্দের যৌগিক অর্থ অপেক্ষা রূঢ় অর্থ বলবান্। রূঢ় অর্থ না থাকিলে অবশ্যই নিরুক্তাদির সাহায্যে অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। অতএব অনার্য্যগণের প্রয়োগ অনুসারেই পিক-শব্দে কোকিল, নেম-শব্দে অর্দ্ধ, এবং তামরস-শব্দে পদ্মকে জানিতে হইবে।

আরও জ্ঞাতব্য এই যে, নিরুক্তাদির দ্বারা একই শব্দের নানাবিধ অর্থের কল্পনা করা যাইতে পারে। কল্পিত অর্থসমূহের মধ্যে কোন্ অর্থ গ্রাহ্য হইবে, ঠিক করিয়া বলা যায় না। বিশেষতঃ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পুষ্পাদির লালন-পালন, দেখা শোনা প্রভৃতি কাজে আর্য্যগণ অপেক্ষা ম্লেচ্ছেরাই সমধিক অভ্যস্ত। স্বতরাং তাহাদের প্রযুক্ত অর্থই এইসকল স্থলে গ্রহণ করা উচিত।

... ...

অস্মিন্নেবাধিকরণে গুরুমতমাহ—

অর্থাবোধাদপ্রমাণং পিকালম্ভনচোদনা।
মৈবং, ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ্যাপি তদ্‌বোধাদবিরুদ্ধয়া ॥২২॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ॥

... ...

অনুবাদ

গুরুমতে এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রভৃতি অন্যরূপ।

১. ম্লেচ্ছ-প্রসিদ্ধির অপ্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্ত কি না— জিজ্ঞাসা।

২. 'পিকমালভেত' এই শ্রুতিতে পিক শব্দের অর্থ কি—ইহাই বিচার্য্য।

৩. বেদে পিকালম্ভনের বিধান শ্রুত হইতেছে। আর্য্যগণ পিক-শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। প্রয়োগ না করাতে এই বেদবাক্য প্রমাণ, না অপ্রমাণ হইবে—এই-প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়।

৪. যেহেতু আর্য্যপ্রসিদ্ধি দ্বারা শব্দের অর্থ জানা যাইতেছে না, সেইহেতু এই শ্রৌত বিধি অপ্রমাণ। অতএব সমগ্র বেদেরই অপ্রামাণ্য ঘটিতেছে।

৫. আর্য্যগণের কোন প্রয়োগ না থাকিলেও ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি হইতে পিক-শব্দের কোকিল-রূপ অর্থ জানা যাইতেছে। অবিরুদ্ধ ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি হইতে যে অর্থ জানা যায়, সেই অর্থও গ্রহণ করিতে হয়। অতএব পিকের আলম্ভন-বিধায়ক শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইল না।

(সপ্তমে কল্পসূত্রাদ্যঃ-প্রামাণ্যাধিকরণে সূত্রাণি)

প্রয়োগশাস্ত্রমিতি চেৎ ॥১১॥ নাসংনিয়মাৎ ॥১২॥ অবাক্যশেষাচ্চ ॥১৩॥ সর্বত্র চ প্রয়োগাৎ সন্নিধানশাস্ত্রাচ্চ ॥১৪॥

সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—

অপৌরুষেয়াঃ কল্পাদ্যাঃ কৃত্রিমা বা ন কৃত্রিমাঃ।
শ্রুতিস্মৃত্যোর্ধর্মবুদ্ধেঃ স্বতো মাত্বং যতঃ সমম্ ॥২৩॥
পুংনামোক্তেঃ পৌরুষেয়াঃ কাঠকাদ্যসমত্বতঃ।
তত্রোপলেভিরে কেচিদাপস্তম্বাদিকর্তৃতাম্ ॥২৪॥

বৌধায়নাপস্তম্বাশ্বলায়নকাত্যায়নাদিনামাঙ্কিতাঃ কল্পসূত্রগ্রন্থাঃ,[১] নিগমনিরুক্তাদি-ষড়ঙ্গগ্রন্থাঃ, মন্বাদিস্মৃতয়শ্চাপৌরুষেয়াঃ ধর্মবুদ্ধিজনকত্বাৎ, বেদবৎ। ন চ মূলপ্রমাণ-সাপেক্ষত্বেন বেদবৈষম্যমিতি শঙ্কনীয়ম্। উৎপন্নায়া বুদ্ধেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যাঙ্গীকারেণ

১ ০সূত্রাদি০—গ

নিরপেক্ষত্বাৎ। মৈবম্। উক্তানুমানস্য কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ। বৌধায়নসূত্রম্, আপস্তম্বসূত্রম্ ইত্যেবং পুরুষনাম্না তে গ্রন্থা উচ্যন্তে। ন চ কাঠকাদিসমাখ্যাবৎ প্রবচননিমিত্তত্বং যুক্তম্। তদ্‌গ্রন্থনির্মাণকালে তদানীন্তনৈঃ কৈশ্চিদুপলব্ধত্বাৎ। তচ্চাবিচ্ছিন্নপারম্পর্যেণানুবর্ততে। ততঃ কালিদাসাদিগ্রন্থবৎপৌরুষেয়াঃ। তথাপি বেদমূলত্বাৎ[1]প্রমাণম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

কল্পসূত্ররূপপ্রয়োগশাস্ত্রস্য ন বেদবদপৌরুষেয়ত্বমিতি প্রদর্শয়িতুমধিকরণমারচয়তি। কল্পাখ্যাঃ শ্রৌতসূত্রাদীনীত্যর্থঃ। যস্মাৎ শ্রুতের্ধর্ম্মবুদ্ধিজনকত্বাৎ স্বতঃ-প্রামাণ্যং তস্মাৎ স্মৃতেরপীতি। যস্মিন্ গ্রন্থে যাগাদীনাং প্রয়োগপরিপাটী কল্পিতা স এব কল্পঃ। যচ্চ সংজ্ঞাদিভিঃ প্রয়োগং সূচয়তি তদেব সূত্রম্। উৎপন্নায়া ইতি। কল্পসূত্রাদিপাঠাদুৎপন্নায়া ইত্যর্থঃ। ন চ কাঠকাদিসমাখ্যাবদিত্যাদি। বেদস্য রচয়িতা কশ্চিদপি ন স্মর্য্যতে, অপিতু কল্পসূত্রাদীনাং কর্ত্তারঃ কাত্যায়ন-লাট্যায়নাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে। কৈশ্চিদিতি। শিষ্টপুরুষৈরিত্যর্থঃ। কল্পসূত্রাণাং পৌরুষেয়ত্বাৎ ন স্বতঃপ্রামাণ্যমিতি বোদ্ধব্যম্। তেন চ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা সহ কল্পবিহিতস্য বিরোধে মূলভূতায়াঃ শ্রুতেরদর্শনে কল্পবিহিতস্য বিষয়স্যাননুষ্ঠাপকত্বরূপমপ্রামাণ্যমিতি। পরন্তু কল্পবিহিতস্য বিষয়স্য মূলভূতশ্রুতের্লাভে শ্রৌতেন বিধানেন সহ অস্য বিধানস্য বিকল্প ইত্যপি বোধ্যম্।

... ...

অনুবাদ (১।৩।৭)

১. স্মৃতিপ্রামাণ্য বিচারের প্রসঙ্গে স্মৃতিরূপে প্রসিদ্ধ কল্পসূত্রসমূহের প্রামাণ্যের বিচার করা যাইতেছে।

২. কল্পসূত্রগুলি বিচার্য্য বিষয়। যে গ্রন্থে যজ্ঞাদির প্রণালী এবং প্রয়োগপরিপাটী প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, তাহাকেই কল্প বলে। কল্পের প্রকাশক সূত্র-গ্রন্থই কল্পসূত্র। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্ম্মসূত্র এই ত্রিবিধ সূত্রগ্রন্থকেই কল্পসূত্র বলা হয়। এই অধিকরণে শুধু শ্রৌতসূত্রের বিষয়ই বিচার্য্য। কারণ গৃহ্যসূত্র এবং ধর্ম্মসূত্র সাক্ষাৎ স্মৃতিগ্রন্থ। স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপনের দ্বারাই এইগুলির প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। শ্রৌতসূত্রোক্ত কর্ম্মকে শ্রৌতকর্ম্ম এবং গৃহ্যাদিসূত্রোক্ত কর্ম্মকে স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলা হয়।

৩. বেদে অশ্রুত বিষয় সম্বন্ধেই স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্র মানুষের রচিত। অতএব পৌরুষেয়। স্মৃতির মূলভূত শ্রুতির কল্পনা করিয়া

---

১ ০মূলকত্বাৎ—গ

স্মৃতির প্রামাণ্য স্থির করিতে হয়। স্মৃতি স্বতঃপ্রমাণ নহে। কল্পসূত্রগুলিতে শ্রুত্যুক্ত অনুষ্ঠানাদির প্রয়োগপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। কল্পসূত্রের মূল শ্রুতির কল্পনা করিয়া সূত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য স্থির করিতে হইবে, অথবা শ্রুতির কল্পনা না করিয়াই সূত্রগ্রন্থগুলিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলিবে, ইহাই সংশয়।

৪. বৌধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ ঋষিগণের নামে প্রচলিত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ (এই ছয়টি বেদের অঙ্গ) এবং মনু প্রমুখ ঋষিগণের স্মৃতিগ্রন্থ অপৌরুষেয়। যেহেতু এই-সকল গ্রন্থ বেদের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের জনক। 'বেদের প্রামাণ্য নির্ণয় করিতে মূল কোন কিছুর প্রামাণ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। কিন্তু কল্পসূত্রাদির প্রামাণ্য নিরূপণের বেলা মূল প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব বেদের সহিত এইসকল শাস্ত্রের বৈষম্য আছে'— এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কল্পসূত্রাদি হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাও স্বতঃপ্রমাণ। মূল বেদের কল্পনা করিয়া সেই বেদের প্রামাণ্য হইতে এইগুলির প্রামাণ্য নিরূপণের কোনও প্রয়োজন নাই। কল্পসূত্রাদি শাস্ত্রও বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবেই প্রমাণ।

৫. ধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞানের জনক বলিয়া অনুমান প্রমাণ দ্বারা কল্পসূত্রাদির অপৌরুষেয়ত্ব পূর্ব্বপক্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধিজনকত্ব-রূপ হেতুটি এই স্থলে বাধিত। কারণ কল্পসূত্রাদি সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ বেদনিরপেক্ষ-রূপে ধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞানের জনক হয় না। যেহেতু বৌধায়নাদি ঋষিগণ এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা, সেইহেতু গ্রন্থগুলি অপৌরুষেয় হইতে পারে না। 'বেদে কাঠকাদি শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও যেমন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থির করা হয় (দ্রষ্টব্য ১।১।৮), এই স্থলে বৌধায়নাদি শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেইরূপ অপৌরুষেয়ত্ব কেন স্থির করা যাইবে না। বৌধায়নাদি ঋষিগণ সেই সেই গ্রন্থে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইসকল গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেও তাঁহাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল—এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াও অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করা যাইতে পারে—এই প্রকার সমাধানও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বেদের রচয়িতা যে কেহ আছেন ইহা বেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণও জানেন না। গুরু-শিষ্যপরম্পরায় এরূপ কোন কথা তাঁহারা শোনেন নাই। কিন্তু বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ যে, কল্পসূত্রাদির রচয়িতা—শিষ্ট-পরম্পরায় এই প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। নিশ্চয়ই তাঁহাদের রচনাকালে তদানীন্তন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাহা জানিতেন, অন্যথা কল্পসূত্রাদি গ্রন্থ সেই সেই ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত—এই কথা সম্প্রদায়-

পরম্পরায় বলা হইত না। শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় গুরুশিষ্যের যে পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং পরম্পরাক্রমে যে প্রসিদ্ধি চলিতে থাকে, সেই প্রসিদ্ধিকে অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। অতএব কালিদাসাদির গ্রন্থের ন্যায় কল্পসূত্রাদিও বৌধায়নাদি ঋষিগণেরই রচিত। পরন্তু রচিত হইলেও বেদমূলক বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণীয়।

শ্রুতিমূলক বলিয়াই কল্পসূত্রাদি গ্রন্থ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। এইহেতু যে স্থলে প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে, সেই স্থলে কল্পসূত্রাদির বিধান অনুসারে অনুষ্ঠান করা চলিবে না। কিন্তু মূলভূত শ্রুতি পাওয়া গেলে শ্রৌত বিধানের সহিত কল্পাদ্যুক্ত বিধানের বিকল্প হইবে। শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গ সম্বন্ধেও একই নিয়ম জানিতে হইবে। এইগুলির প্রামাণ্যও বেদমূলক।

… … …

অত্রৈব গুরুমতমাহ—

কল্পে সর্বতিথৌ দর্শকার্যতোক্তেঃ শ্রুতির্ন মা।
ন, কল্পে সাধ্যবেদত্বপ্রহাণাদ্দুর্বলত্বতঃ ॥ ২৫ ॥

সর্বতিথৌ দর্শযাগকর্তব্যতাং কল্পসূত্রকার আহ, সর্বাসু তিথিষমাবস্যা[1] কর্তব্যা, ইতি। শ্রুতিস্ত্বমাবাস্যায়ামেব তিথৌ কর্তব্যতাং ব্রূতে। ততঃ কল্পসূত্ররূপেণ বেদেন বিরুদ্ধত্বাদিয়ং শ্রুতির্ন মানমিতি চেৎ—নৈবম্। কল্পস্য বেদত্বং নাদ্যাপি সিদ্ধম্। কিন্তু যত্নেন সাধ্যম্। ন চ তৎ সাধয়িতুং শক্যম্। পৌরুষেয়ত্বস্য সমাখ্যয়া, তৎকর্তুরুপলম্ভেন চ সাধিতত্বাৎ। অতঃ কল্পসূত্রস্য দুর্বলতয়া ন শ্রুতেরপ্রামাণ্যম্ ॥

… … …

টিপ্পনী

গুরুমতং বিবৃণোতি। শ্রুতিস্ত্বিত্যাদি। 'অমাবাস্যায়ামমাবস্যয়ে'তি শ্রুতিঃ দর্শযাগবিধায়িনী। পৌরুষেয়ত্বস্যেতি। কাত্যায়নেন প্রণীতমিত্যাদ্যর্থে কাত্যায়নীয়মিত্যাদিপদসিদ্ধেঃ সমাখ্যারূপেণ যোগে পৌরুষেয়ত্বসিদ্ধিরিতি। তৎকর্তুরিত্যাদি। গুরুশিষ্যসম্প্রদায়ক্রমেণ কর্তুঃ কাত্যায়নাদেরুপলম্ভঃ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। সাধিতত্বাদিতি। পৌরুষেয়ত্বস্যেত্যন্বয়ঃ। তেন বেদত্বং বেদবদপৌরুষেয়ত্বং সাধয়িতুং ন শক্যত ইতি যোজনা।

---

১ ০বাস্যা—খ

অনুবাদ

গুরুমতে এই অধিকরণের ব্যাখ্যা অন্যরূপ।

৪. কল্পসূত্রকার বলেন, সকল তিথিতেই 'দর্শযাগ' করা যায়। শ্রুতি হইতে জানা জানা যায় যে, শুধু অমাবস্যা তিথিতেই 'দর্শযাগ' করিতে হয়। কল্পসূত্ররূপ শ্রুতির সহিত বিরোধ হওয়ায় শুধু অমাবস্যা-তিথিতে কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক শ্রুতিবচনটি অপ্রমাণ হইবে। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য বাধিত হইতেছে।

৫. কল্পসূত্রের বেদত্ব স্থাপিত হয় নাই। পরন্তু যুক্তি-তর্কের দ্বারা স্থাপন করিতে গেলেও সফলকাম হওয়া যাইবে না। কল্পসূত্রের বেদত্ব স্থাপন সম্ভবপর নহে। বৌধায়নাদি নামের সহিত যুক্ত থাকায় কল্পসূত্রাদি যে পৌরুষেয়, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। অপৌরুষেয় স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি অপেক্ষা পৌরুষেয় কল্পসূত্র নিতান্তই দুর্ব্বল। দুর্ব্বল প্রমাণের সহিত বিরোধ হইলেও প্রবল প্রমাণ অমাবস্যা-শ্রুতি বাধিত হইবে না। অতএব বেদের প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকিবে।

(অষ্টমে হোলাকাধিকরণে সূত্রাণি)

অনুমানব্যবস্থানাত্তৎসংযুক্তং প্রমাণং স্যাৎ ॥১৫॥ অপি বা সর্বধর্মঃ স্যাত্তন্ন্যায়ত্বাদ্বিধানস্য ॥১৬॥ দর্শনাদ্ বিনিয়োগঃ স্যাৎ ॥১৭॥ লিঙ্গাভাবাচ্চ নিত্যস্য ॥১৮॥ আখ্যা হি দেশসংযোগাৎ ॥১৯॥ ন স্যাদ্দেশান্তরেষ্বিতি চেৎ ॥২০॥ স্যাদ্ যোগাখ্যা হি মাথুরবৎ ॥২১॥ একধর্ম্মো বা প্রবণবৎ ॥২২॥ তুল্যং তু কর্তৃধর্ম্মেণ ॥২৩॥

অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

হোলাকাদের্ব্যবস্থা স্যাৎ সাধারণ্যমুতাগ্রিমঃ।
দেশভেদেন দৃষ্টত্বাৎ, সাম্যং মূলসমত্বতঃ ॥২৬॥

হোলাকাদি-শিষ্টাচারাণাং হারীতাদিস্মৃতিবিশেষাণাং চানুষ্ঠাতৃপুরুষভেদেন ব্যবস্থিতং প্রামাণ্যম্। কুতঃ, দেশবিশেষে তেষাং দৃষ্টত্বাৎ। হোলাকাদয়ঃ প্রাচ্যৈরেব ক্রিয়ন্তে। বসন্তোৎসবো হোলাকা। আহ্নীনৈবুকাদয়ো দাক্ষিণাত্যৈঃ। স্বস্বকুলাগতং করঞ্জার্কাদি-স্থাবরদেবতা-পূজাদিকমাহ্নীনৈবুকশব্দেনোচ্যতে। উদ্বৃষভযজ্ঞাদয় উদীচ্যৈঃ। জ্যৈষ্ঠমাসস্য পৌর্ণমাস্যাং বলীবর্দানভ্যর্চ্য ধাবয়ন্তি, সোঽয়মুদ্বৃষভযজ্ঞঃ। এবং হারীতাদিস্মৃতিঃ কাচিৎ

ক্বচিদ্দেশবিশেষে দৃশ্যতে। তস্মাদ্ ব্যবস্থিতং প্রামাণ্যমিতি চেৎ—নৈবম্। তন্মূলত্বে-নানুমিতস্য বেদস্য সর্বসাধারণত্বেন তেষামপি সর্বসাধারণত্বাৎ ॥

... ...

টিপ্পনী

তত্তৎস্মৃতিশাস্ত্রস্য তত্তদ্দেশাচারস্য চ ন তত্তৎপুরুষবিশেষে তত্তদ্দেশবিশেষে চ অনুষ্ঠানং নিয়ন্ত্রিতমিতি প্রদর্শয়তি। হোলাকাদের্ব্যবস্থা স্যাদিত্যাদি। হোলাকাদ্যুৎসবস্য তত্তদ্দেশভেদেন ব্যবস্থা ভবতি উত সর্ব্বদেশসাধারণ্যম্ তস্য ইতি সংশয়ঃ। অগ্রিমঃ প্রথমঃ পক্ষঃ অর্থাৎ দেশভেদেন ব্যবস্থা ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। কথং? দেশভেদেন অনুষ্ঠানভেদস্য দৃষ্টত্বাৎ। সাম্যম্, সর্ব্বদেশসাধারণ্যম্ হোলাকাদেঃ। কুতঃ—মূলসমত্বতঃ মূলভূতস্য অনুমেয়স্য বেদস্য সর্ব্বদেশসাধারণ্যাৎ। আহ্নীনৈবুকাদয় ইতি। গোময়ময়ীং দেবতাং নির্ম্মায় দূর্ব্বাদিভিরভ্যর্চ্য তত্র জ্ঞাতিত্বকল্পনমাহ্নীনৈবুকশব্দেনোচ্যত ইতি কেচিৎ। কুজবারে দধিমন্থনমিতি কেচিৎ। কেষাঞ্চিন্মতে প্রতিদিনং মুষ্টিপরিমিতং তণ্ডুলং সংস্থাপ্য মাসান্তে একীকৃতা সঘৃতেন তেন পিষ্টকং নির্ম্মায় তৎপিষ্টকেন দেবতায়াঃ পূজনমিতি। সর্ব্বমেতৎ আলোচিতং ন্যায়তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধেঃ প্রকাশটীকাকৃদ্ভির্ব্বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ৈঃ। হারীতাদিস্মৃতিরিতি। সামবেদি-যজুর্ব্বেদিপ্রভৃত্যনুষ্ঠাতৃবিশেষে চ তত্তৎস্মৃতিগ্রন্থস্য সমাদরো দৃশ্যতে। যথা সামগৈর্গৌতমধর্ম্মসূত্রম্ গোভিলগৃহ্যসূত্রঞ্চাদ্রিয়তে। হারীতস্মৃতিরপি সামগৈর্বিশেষতঃ পূজ্যতে। এবমন্যত্র। পরন্তু তত্তৎস্মৃতিঃ ন পুনস্তত্তদ্বেদীয়ৈরের আদরণীয়া। স্মৃতিশাস্ত্রস্যাপি প্রামাণ্যম্ সর্ব্বসাধারণ্যম্। প্রণেতৃণাং, তচ্ছিষ্যাণাঞ্চ তত্তদ্বেদীয়ত্বেন প্রায় আদরাতিশয়ো দৃশ্যতে তত্তৎস্মৃতিগ্রন্থেষু। সর্ব্বসাধারণত্বেনেতি। আচারমূলকশ্রুত্যনুমানে ন তত্তদ্দেশস্য প্রবেশঃ। অপি তু সামান্যত এব শ্রুতিঃ কল্পনীয়া। এবং স্মৃতীনাং প্রামাণ্যস্থাপনেঽপি ন তত্তদনুষ্ঠাতৃপ্রবেশঃ। পরন্তু স্মৃতিশাস্ত্রম্ প্রমাণম্ বেদমূলকত্বাদিত্যেব অনুমানপ্রণালীতি দিক্।

... ...

অনুবাদ (১।৩।৮)

১. স্মৃতি ও শিষ্টাচারের প্রামাণ্য বিচারের প্রসঙ্গে দেশাচার, কুলাচার, দেশ-বিশেষে প্রচলিত স্মৃতিগ্রন্থ প্রভৃতির বিচার করা হইতেছে।

২. কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থ দেশবিশেষে সমাদৃত হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র সমান আদর পায় না। হোলি প্রভৃতি আচার বা অনুষ্ঠানও দেশবিশেষেই সীমাবদ্ধ। এইগুলিই এখানে বিচার্য্য বিষয়।

৩. এইসকল গ্রন্থ বা আচারের প্রামাণ্য কি শুধু দেশ বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষেই সীমাবদ্ধ, অথবা সকল দেশে এবং সকল ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য—এইপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়।

৪. বিশেষ দেশ, বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ বংশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার ও বিশেষ বিশেষ স্মৃতিগ্রন্থের প্রচলন আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রাচ্য দেশেই হোলি বা বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণাপথে 'আহ্নীনৈবুক' প্রভৃতি এবং উত্তর দেশে 'উদ্‌বৃষভযজ্ঞ' প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও দেখা যায় যে, সামবেদিগণ গৌতম-ধর্ম্মসূত্র, গোভিল-গৃহ্যসূত্রের এবং হারীতাদি স্মৃতির আদর করিয়া থাকেন, ঋগ্বেদিগণ বশিষ্ঠস্মৃতি এবং আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের সমধিক পক্ষপাতী, শুক্লযজুর্ব্বেদিগণ শঙ্খ এবং লিখিত-প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনুসরণ করেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদিগণ আপস্তম্ব ও বৌধায়নের স্মৃতিকে সমধিক আদর করেন। অতএব এইসকল দৈশিক এবং সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান হইতে যে শ্রুতি অনুমিত হইবে, তাহাও দেশ বা সম্প্রদায়বিশেষেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইসকল আচারাদির প্রামাণ্য সীমাবদ্ধ। সকলের পক্ষে ঐগুলি প্রমাণ নহে।

৫. হোলি প্রভৃতি আচার দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। দেশবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে শ্রুতি কল্পিত হইবে না। হোলি প্রভৃতি আচারের মূলভূত শ্রুতির অনুমান করিতে শ্রুতিকে প্রাচ্য-দেশাদি বিশেষণযুক্ত না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব প্রাগুক্ত স্মৃতি ও আচারের প্রামাণ্য দেশ বা সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে।

…　　…　　…

অত্রৈব গুরুমতমাহ—

প্রাচ্যাদিপদযুক্তায়াঃ শ্রুতেরনুমিতৌ[১]পদে।
অর্থাবোধাদমাত্বং চেন্ন সামান্যানুমানতঃ ॥২৭॥

প্রাচ্যাদিভির্ব্যবস্থয়া হোলাকাদিষনুষ্ঠীয়মানেষু তন্মূলশ্রুতিরপি প্রাচ্যাদিপদযুক্তৈবানুমাতব্যা। তত্র প্রাচ্যাদিপদস্যার্থো ন বুধ্যতে। যে পুরুষাঃ কঞ্চিৎকালং প্রাচ্যাং[২] নিবসন্তি, ত এব কালান্তরে প্রতীচ্যাং[৩] নিবসন্ত উপলভ্যন্তে। তত্র শ্রৌতপ্রাচ্যাদিপদস্যার্থাবোধাদপ্রমাণম্ শ্রুতিরিতি চেৎ—মৈবম্। অনুষ্ঠানসামান্যস্য মূলশ্রুতিকল্পকত্বাৎ। অতঃ প্রাচ্যাদিপদরাহিত্যে সত্যর্থবোধাদনুমিতা শ্রুতিঃ প্রমাণম্ ॥

…　　…　　…

---

১ ০মিতে—গ
২ দিশি (ইত্যধিকঃ)—গ
৩ দিশি (ইত্যধিকঃ)—গ

টিপ্পনী

দেশবিশেষেষু অধ্যেতৃবিশেষেষু চ স্মৃতিশাস্ত্রাণাং দেশাচারাণাঞ্চ পরিগ্রহো দৃশ্যমানোঽপি নাসৌ শ্রুতিমূলকঃ। তাদৃশশ্রুত্যনুমিতৌ প্রমাণাভাবঃ। তস্মাৎ পরম্পরয়া যথা প্রাপ্তম্ তথা অনুষ্ঠেয়মিতি গুরুমতে ব্যাখ্যা। প্রাচ্যাদিপদযুক্তেবেতি। প্রাচ্যৈর্হোলাকা কর্ত্তব্যা—ইত্যাদি। ইয়ং হি কল্পিতা শ্রুতিরপ্রমাণম্, প্রাচ্যাদি-পদার্থস্যানিয়তত্বাৎ, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

... ...

অনুবাদ

প্রভাকর-মতে এই অধিকরণেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

৪. প্রাচ্যাদি দেশবিশেষে হোলি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মূল শ্রুতির কল্পনা করিতেও সেই সেই দেশের নাম শ্রুতিতে অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। এইপ্রকার কল্পিত শ্রুতিবাক্যের প্রত্যেক পদের সার্থকতা স্বীকার করিলে বেদবাক্যটি দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ হয় বলিয়া তাহার সর্ব্বদেশে সর্ব্বাতিশায়ী প্রামাণ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, আর যদি শ্রুতির অন্তর্গত দেশবিশেষের নামটিকে নিরর্থক বলা যায়, তবে শ্রুতিটি অবাচক-পদযুক্ত হইয়া পড়ে। কারণ পদটি অর্থবোধক হয় না। ইহাতেই কল্পিত শ্রুতিবাক্যটি অপ্রমাণ হইয়া যায়। আরও বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রাচ্যদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও যে-কোন সময়ে প্রতীচ্যাদি দেশে যাইয়া বাস করিতে পারেন। অন্য দেশে গিয়াও তাঁহারা পূর্ব্বাভ্যস্ত আচার পালন করিবেনই। সুতরাং শ্রুতিতে প্রাচ্যাদি পদ সন্নিবিষ্ট করিলেও কোন ফল হইবে না। প্রতীচ্যাদি দেশেও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সেই আচার আদৃতই হইবে। অতএব কল্পিত তাদৃশ শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়।

৫. এই শ্রেণীর আচারের মূলরূপে যখন শ্রুতির কল্পনা করা হইবে, তখন সেই শ্রুতিতে দেশ প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করা হইবে না। প্রাচ্যাদি পদ যোগ না করিলেই শ্রুতিটি দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ হইবে না এবং তাহার প্রামাণ্যও ক্ষুণ্ণ হইবে না।

(নবমে সাধুপদপ্রযুক্ত্যধিকরণে সূত্রাণি)

প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাচ্ছব্দেষু ন ব্যবস্থা স্যাৎ ॥২৪॥ শব্দে প্রযত্ন-নিষ্পত্তেরপরাধস্য ভাগিত্বম্ ॥২৫॥ অন্যায়শ্চানেকশব্দত্বম্ ॥২৬॥ তত্র তত্ত্ব-মভিযোগবিশেষাৎ স্যাৎ ॥২৭॥ তদশক্তিশ্চানুরূপত্বাৎ ॥২৮॥ একদেশত্বাচ্চ বিভক্তিব্যত্যয়ে স্যাৎ ॥২৯॥

নবমাধিকরণমারচয়তি—

গোগাব্যাদিষু সাধুত্বে প্রয়োগে বা ন কশ্চন।
নিয়মোঽত্রাস্তি বা নাস্তি ব্যাকৃতের্মূলবর্জনাৎ ॥২৮॥
সাধূনেব প্রযুঞ্জীত গবাদ্যা এব সাধবঃ।
ইত্যস্তি নিয়মঃ পূর্বপূর্বব্যাকৃতিমূলতঃ ॥২৯॥

ব্যাকরণাভিজ্ঞৈঃ সাস্নাদিমদ্বস্তুনি 'গৌঃ' ইত্যেষ[১] শব্দঃ প্রযুজ্যতে। তদনভিজ্ঞৈস্তু স্ব-স্বদেশীয়ভাষামনুসৃত্য গাবী গোণী গোপোতলিকা ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। তত্র 'ঈদৃশ এব শব্দঃ সাধুঃ, নেদৃশঃ'—ইত্য স্মিন্নর্থে নিয়ামকং নাস্তি। তথা প্রয়োগেঽপি তন্নাস্তি—'ঈদৃশ এব শব্দঃ প্রযোক্তব্যঃ, নেদৃশঃ' ইতি। ন তাবদ্ বৃদ্ধব্যবহারো[২] নিয়ামকঃ, তস্য সর্বেষু শব্দেষু সমানত্বাৎ। নাপি ব্যাকরণস্মৃতির্নিয়ামিকা। তস্যা নির্মূলত্বেনাপ্রমাণত্বাৎ। ন হ্যভিযুক্তপ্রয়োগস্তন্মূলম্, অন্যোন্যাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। ব্যাকরণস্মৃতেঃ প্রামাণ্যসিদ্ধৌ তদনুসারেন প্রযোক্তৄণামভিযুক্তত্বসিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ তৎপ্রয়োগমূলতয়া ব্যাকরণস্য প্রামাণ্যম্। তস্মান্নাস্তি সাধুত্বপ্রয়োগয়োর্নিয়মঃ, ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'সাধূনেব[৩] প্রযুঞ্জীত, ন ত্বপভ্রংশান্'[৪] ইত্যস্তি নিয়মঃ। উভয়ত্র ক্রমেণ দোষগুণবাদিনোর্বেদবাক্যয়োঃ[৫] শ্রবণাৎ। 'একঃ শব্দঃ সম্যগ্জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি' ইতি গুণবাক্যম্। 'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ, ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ' ইতি দোষবাক্যম্। যথা প্রয়োগে নিয়মঃ, তথা সাধুত্বেঽপি নিয়মো দ্রষ্টব্যঃ—'গবাদ্যা এব সাধবঃ, ন তু গাব্যাদয়ঃ' ইতি। অস্মিন্নর্থে ব্যাকরণস্য নিয়ামকত্বাৎ। ন চ নির্মূলত্বম্, পূর্বপূর্বব্যাকরণস্য তন্মূলত্বাৎ। এতদেবাভিপ্রেত্যোক্তম্—'তত্র যূপাদিকরণবদ্ ব্যাকরণপরম্পরানাদিত্বাদনুপালম্ভঃ' ইতি। ব্যাকরণপ্রামাণ্যং[৬] বেদেনৈব[৭] সাক্ষাদুপন্যস্তম্।[৮] তথা চাথর্বণিকা আমনন্তি—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণম্ নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্' ইতি। তৈত্তিরীয়কব্রাহ্মণেঽপি ব্যাকরণস্যোপাদেয়তা শ্রূয়তে—'বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ। তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্—ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু, ইতি।[৯] তামিন্দ্রো মধ্যতোঽপক্রম্য ব্যাকরোৎ।

১ ইত্যেব—খ
২ ০ব্যাহারো—খ
৩ ০শব্দান্—খ
৪ ০শব্দান্—খ, গ
৫ ০বাদিনোর্বাক্যয়োঃ—গ
৬ সাক্ষাদেব (ইত্যধিকঃ)—গ
৭ বেদেন—গ
৮ উপন্যস্তম্—গ
৯ সোঽব্রবীদ্ বরং বৃণে মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ প্রগৃহ্যতে। (ইত্যত্রাধিকঃ পাঠঃ)—খ, গ

তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে'' ইতি। ব্যাকর্তারশ্চ পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলয়ো মন্বাদিসমানাঃ। তস্মাৎ সাধূনামেব প্রয়োগে গবাদীনামেব সাধুত্বে ব্যাকরণস্মৃতিঃ প্রমাণম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

সম্ভবত্যেকার্থকত্বে শব্দস্যানেকার্থকতাস্বীকারঃ অশ্রদ্ধেয় ইতি প্রতিপাদিতং আর্য্যম্লেচ্ছাধিকরণে। অধুনা অনাদ্যপভ্রংশানামনেকশব্দানামেকার্থবাচকত্বং নিরস্য ব্যাকরণস্মৃতেঃ প্রামাণ্যং স্থাপয়তি। ব্যাকৃতের্ব্যাকরণস্য। অন্যোন্যাশ্রয়ত্বং দর্শয়তি—ব্যাকরণস্মৃতেঃ প্রামাণ্যসিদ্ধাবিত্যাদি। দোষগুণবাদিনোরিত্যাদি। সাধুশব্দপক্ষে প্রশংসাবাক্যং, অপভ্রংশপক্ষে নিন্দাবাক্যমিতি। ন চ নির্ম্মূলত্বমিতি। ব্যাকরণস্যেত্যূহ্যম্। যজ্ঞাদিষসাধুবচন-নিমিত্তকপ্রায়শ্চিত্তোপদেশাৎ সাধুঃ শব্দ এব প্রযোক্তব্যঃ।

.. ..

অনুবাদ (১।৩।৯)

১. শব্দের কোন অর্থ গ্রহণ করা উচিত, এই বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। গো প্রভৃতি শব্দের অর্থ কোন্ নিয়মে স্থির করিতে হইবে—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। শব্দের অর্থনির্ণয়ে যদি স্থির কোন নিয়ম না থাকে, তবে অর্থজ্ঞানে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। ইহাতে বেদের অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা হয়।

২. শব্দের সাধু স্বরূপই বিচার্য্য বিষয়।

৩. গবাদি শব্দের সাধুত্ব নিরূপণে অথবা শব্দের প্রয়োগে কোন নিয়ম আছে কি না।

৪. যাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা গলকম্বলাদিবিশিষ্ট প্রাণীকে বুঝাইবার নিমিত্ত গো-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপন আপন দেশীয় ভাষায় গাবী, গোণী, গোপোতলিকা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেন। গো-শব্দই সাধু, অপর শব্দগুলি সাধু নহে—এমন কোন নিয়ম নাই। দেশভেদে উল্লিখিত সকল শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গো, গাবী, গোণা প্রভৃতি সকল শব্দ হইতেই গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ-রূপ অর্থের প্রতীতি হয়। সুতরাং এইসকল শব্দই অর্থের বাচক বা প্রকাশক। ব্যাকরণ-শাস্ত্রকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ ব্যাকরণের মূল কি? নির্মূল বলিয়াই ব্যাকরণ প্রমাণ হইবে না। ব্যাকরণের প্রামাণ্য শ্রুতিসিদ্ধ নহে। শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োগকেই ব্যাকরণের মূল

---

১ বাগুচ্যতে—গ

তৈ০সং—৬।৪।৭।৩

বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। ব্যাকরণ-স্মৃতির প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইলে ব্যাকরণ অনুসারে যাঁহারা প্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ বলা যাইবে, আর প্রযোক্তাদের শিক্ষিতত্ব স্থির করা হইলে তাঁহাদের প্রয়োগ বলিয়া ব্যাকরণকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলিবে। অতএব ব্যাকরণ ও শিক্ষিত ব্যক্তি—এই দুইএর মধ্যে যে-কোন একক জানিতে হইলে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহাই হইল—অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয়-দোষ। গো-শব্দের মত গাবী, গোণা প্রভৃতি শব্দও সাধু শব্দ। কোনটিই অপভ্রংশ নহে। ব্যাকরণের প্রামাণ্য পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং সাধু এবং অপভ্রংশ শব্দ নিরূপণ করিতে ব্যাকরণ কোনও কাজে লাগিবে না।

৫. 'সাধু শব্দই প্রয়োগ করিবে, অপভ্রংশ প্রয়োগ করিতে নাই। বেদে সাধু শব্দ প্রয়োগের প্রশংসা করা হইয়াছে। 'একটি শব্দও যদি যথাযথ জ্ঞাত এবং সুপ্রযুক্ত হয়, তবে সেই শব্দ স্বর্গলোকে প্রয়োগকর্ত্তার কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে।' অপভ্রংশ শব্দ প্রয়োগের নিন্দা করা হইয়াছে—'ব্রাহ্মণ কখনও ম্লেচ্ছভাষায় বা অপভাষায় কথা বলিবেন না। অপশব্দই ম্লেচ্ছ।' ভাষার প্রয়োগ করিতে যেরূপ নিয়ম মানিতে হয়, সাধুত্ব বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম মানিতে হয়। নিয়ম স্থির করিতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রকেই বিচারকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। একমাত্র সাধু শব্দই অর্থের বাচক হইয়া থাকে। গো প্রভৃতি শব্দ সাধু, গাবী প্রভৃতি শব্দ অপভ্রংশ। অপভ্রংশ শব্দ অর্থের বাচক হয় না। অপভ্রংশের বাচকতা কল্পনা করিলে গৌরব-দোষ হইয়া থাকে। সাধু পদের সাদৃশ্যবশতঃ অপভ্রংশ শব্দ হইতেও অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সাধু শব্দই নানা-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃতাদি ভাষায় স্থান পায়।

ব্যাকরণশাস্ত্র যে-সকল শব্দকে সাধু বলিয়া স্থির করিবে, সেইসকল শব্দই গ্রাহ্য। অসাধু বা অপভ্রংশ শব্দ যাগ-যজ্ঞাদিতে গ্রাহ্য নহে। ব্যাকরণের নির্ম্মূলতা কল্পনা করিয়া ব্যাকরণকে অপ্রমাণ বলা চলে না। এক ব্যাকরণের মূল অপর ব্যাকরণ। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাকরণ-শাস্ত্র পর-পর ব্যাকরণের মূল। যজ্ঞে যূপ প্রভৃতি উপকরণের নির্ম্মাণপ্রণালী যেমন সম্প্রদায়পরম্পরায় জানা যায়, ব্যাকরণও সেইরূপ সম্প্রদায়-পরম্পরায় জানা যায়। অতএব অনাদি বলিয়া ব্যাকরণেও নির্ম্মূলতারূপ দোষের আশঙ্কা করা চলে না। বেদে ব্যাকরণের প্রামাণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন—পরা ও অপরা এই দুইটি বিদ্যাকেই আয়ত্ত করিতে হইবে। বেদ-চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষকে অপরা বিদ্যা বলে। অথর্ব্ববেদে এই শ্রুতি পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ হইতেও ব্যাকরণের উপাদেয়তা জানা যায়। ব্যাকরণ অনুসারেই সাধু শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। দেবগণের প্রার্থনায় ইন্দ্র প্রকৃতিপ্রত্যয়বিশিষ্ট পদের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাক্ অর্থাৎ পদগুলি অব্যাকৃতই (প্রকৃতিও প্রত্যয়-বিশ্লিষ্ট) ছিল। প্রকৃত পক্ষে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতিটি অর্থবাদমাত্র। ব্যাকরণ হইতেই প্রয়োগের সাধুত্ব জানিতে পারা যায়। ব্যাকরণও একপ্রকার স্মৃতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ ব্যাকরণের অনুশাসন রচনা করিয়াছেন। তাঁহারাও মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিকারগণের সমান। যেহেতু ব্যাকরণও স্মৃতি, সেইহেতু উহাকে বেদমূলক বলিতে হইবে। তদনুসারে সাধু পদেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যাগ-যজ্ঞে অসাধু শব্দের উচ্চারণ করিলে পাপ হয়। অতএব ব্যাকরণ-স্মৃতিকেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

... ...

অত্রৈব গুরুমতমাহ—

অশ্বালম্ভনশাস্ত্রস্য দন্ত্য-তালব্যসংশয়াৎ।
অমানত্বেঽদন্ত্যনির্ণীতিরাপ্তোক্তব্যাকৃতের্বলাৎ ॥৩০॥

'অশ্বমালভেত' ইত্যত্রাকারবকারয়োর্মধ্যবর্তিনো বর্ণস্য দন্ত্যত্বে 'স্বং ধনং তদ্‌রহিতং দরিদ্রমালভেত' ইত্যর্থো ভবতি। তালব্যত্বে তুরঙ্গমবাচিত্বম্। ততঃ সংশয়াদপ্রামাণ্য-মিতি চেৎ, ন। ব্যাকরণানুসারেণ 'অশ্ ব্যাপ্তৌ' ইত্যস্মাদ্ধাতোরৌণাদিকে বপ্রত্যয়ে সতি[১] তালব্যত্বনির্ণয়াৎ। তস্মাদশ্বালম্ভনশাস্ত্রং প্রমাণম্ ॥

... ...

অনুবাদ

এই অধিকরণে প্রভাকরের অন্যবিধ অভিমত প্রদর্শিত হইতেছে।

৩. ব্যাকরণশাস্ত্রকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করিলে 'অশ্বকে আলম্ভন করিবে' ইত্যাদি বিধিবাক্যে 'অশ্ব'—শব্দস্থিত অ-কার এবং ব-কারের মধ্যবর্ত্তী বর্ণটি 'তালব্য', না 'দন্ত্য' এই সন্দেহের ভঞ্জন কে করিবে?[২]

৪. সন্দেহ ভঞ্জন না হইলে শ্রুতিটি সন্দিগ্ধার্থ হইয়া পড়ে। দন্ত্য স্ বলিলে অস্ব শব্দ নির্ধনকে বুঝায়, আর তালব্য শ্ বলিলে অশ্ব শব্দ ঘোড়াকে বুঝায়।

১ কৃতে—খ

২ 'স' ও 'শ' এর পার্থক্য উচ্চারণেই সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। শুধু বঙ্গদেশের উচ্চারণে এই পার্থক্য ধরা কঠিন। প্রভাকরের সন্দেহ হইতে অনুমিত হয়, তাঁহার নিবাস বঙ্গদেশে।

উল্লিখিত সংশয় উপস্থিত হইলে বেদের অপ্রামাণ্য ঘটে। এরূপ হইলে ধর্ম্ম বিষয়ে বেদের প্রামাণ্যও বাধিত হইবে।

৫. ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ব'প্রত্যয় যোগ করিলে অশ্বশব্দে (তালব্য) 'শ'-ই প্রযুক্ত হইবে—ইহা জানা যায়। অতএব অর্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্যাকরণের উপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাকরণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে শব্দ-রূপে সন্দেহ থাকিতে পারে না, বেদেরও অপ্রামাণ্যাপত্তি হয় না।

———

দশমে লোকবেদয়োঃ শব্দৈক্যাধিকরণে আকৃত্যধিকরণে বা সূত্রাণি

প্রয়োগচোদনাভাবাদর্থৈকত্বমবিভাগাৎ ॥ ৩০ ॥ অদ্রব্যশব্দত্বাৎ ॥৩১॥ অন্যদর্শনাচ্চ ॥৩২॥ আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ ॥৩৩॥ ন ক্রিয়া স্যাদিতি চেদর্থান্তরে বিধানং ন দ্রব্যমিতি চেৎ ॥৩৪॥ তদর্থত্বাৎ প্রয়োগস্যাবিভাগঃ ॥৩৫॥

দশমাধিকরণে প্রথমং বর্ণকমারচয়তি—

লোকে পদপদার্থৌ যৌ ন তৌ বেদেঽথবাত্র তৌ।
রূপভেদাৎ পদং ভিন্নমুত্তানাদিভিদা স্ফুটা ॥৩১॥
বর্ণৈকত্বাৎ পদৈকত্বং ক্বাচিৎকা রূপভিন্নতা[১]।
প্রায়িকেণ[২] পদৈক্যেন তদর্থৈক্যং তথাবিধম্ ॥৩২॥

বৈদিকৌ পদপদার্থৌ লৌকিকাভ্যাং পদপদার্থাভ্যামন্যৌ। কুতঃ, রূপভেদাৎ। পদে তাবদ্ রূপভেদো দৃশ্যতে। আত্মশব্দ আকারাদিত্বেন লোকে নিয়তঃ, বেদে তু ক্বচিদাকাররহিতঃ পঠ্যতে—'প্রযতং পুরুষং[৩] ত্মনা' ইতি। 'ব্রাহ্মণাঃ' ইতি লোকে, বেদে তু অন্যথা পঠ্যতে—'ব্রাহ্মণাসঃ, পিতরঃ সোম্যাসঃ'[৪] ইতি। অর্থভেদোঽপি স্ফুটঃ। 'উত্তানা বৈ দেবগবা বহন্তি' ইতি শ্রূয়তে। মনুষ্যগবাস্ত্ববাঞ্চো[৫] বহন্তি। বেদে বনস্পতির্হিরণ্যপর্ণঃ। তথাচ শ্রূয়তে—'দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংষি হিরণ্যপর্ণ প্রদিবস্তে অর্থম্' ইতি। তস্মাৎ 'লোকবেদয়োঃ পদপদার্থাবন্যৌ' ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—

---

১ ভিন্নরূপতা—গ
২ প্রাকৃতেন—গ
৩ পুরুষা০—গ
৪ সৌম্যাসঃ—গ
৫ গবাস্ত্বধো—গ

য এব লৌকিকাঃ পদার্থাঃ ত এব বৈদিকাঃ। তথা হি বর্ণানাং তাবন্নিত্যত্বং প্রথমপাদে[১] সাধিতম্। যথা প্রযোক্তৄণাং পুরুষাণাং ভেদেঽপ্যেকৈকস্য পুরুষস্য বহুকৃত্ব উচ্চারণ-ভেদেঽপি 'ত এবামী বর্ণাঃ' ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাদ্ বর্ণৈক্যম্। তথা 'যানি লোকে গবাদিপদানি তান্যেব বেদেঽধীয়মানানি'[২] ইত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞয়া পদৈকত্বমভ্যুপেয়ম্। 'ত্মনা, দেবাসঃ' ইত্যাদি পদভেদস্তু ক্বাচিৎকঃ। নৈতাবতা বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞাবগতং পদৈক্যমপোঢ়ুং শক্যম্। অন্যথা 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি প্রত্যভিজ্ঞাতং[৩] দেবদত্তৈক্য-মপি দেশাদিভেদমাত্রেণাপোহ্যেত। পদৈক্যে চার্থৈকত্বমবশ্যম্ভাবি। অন্যথা বেদে পৃথগ্ ব্যুৎপত্ত্যভাবাদবোধকত্বং প্রসজ্যেত। এতদেবাভিপ্রেত্যোক্তম্—'লোকাবগত-সামর্থ্যঃ শব্দো বেদেঽপি বোধকঃ'। ইতি। স্বরু-যূপাহবনীয়াদি-শব্দানাং তদর্থানাং চালৌকিকত্বেঽপি প্রসিদ্ধপদসমভিব্যাহারাদ্ ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি[৪]। উত্তানবহনাদিকং ত্বর্থবাদঃ। অস্তু বা তথা বহনম্, তথাপ্যুত্তানাদিশব্দাস্তদর্থাশ্চ লোকসিদ্ধা এব। তস্মাদ্ য এব লৌকিকাঃ পদপদার্থাস্ত এব বৈদিকাঃ॥

... .

টিপ্পনী

শব্দার্থবিচারপ্রসঙ্গেন বৈদিকানাং লৌকিকানাঞ্চ শব্দানাং তত্তদর্থানাঞ্চ অভেদং প্রতিপাদয়তি। উত্তানা ইত্যাদি। দেবলোকে গাব উত্তানাশ্চলন্তি। পদৈকত্বমর্থৈকত্বঞ্চেতি সিদ্ধান্তঃ। তথাচ ভাষ্যম্ 'য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত এব এষামর্থাঃ'। লোকাবগতেত্যাদি। লোকে লৌকিকপ্রয়োগে বৃদ্ধ-ব্যবহারাদিনা অবগতং সামর্থ্যং যস্য, স শব্দো বেদার্থস্যাপি বোধকঃ স্যাৎ। স্বরুঃ যূপখণ্ডম্। অলৌকিকত্বেঽপীতি। সাধারণ-প্রয়োগে অপ্রাপ্তাবপীত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ (১।৩।১০)

১. ব্যাকরণের সাহায্যে পদের সাধুত্ব নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা বলা হইয়াছে। শব্দবিচারপ্রসঙ্গে এখন এই প্রশ্ন জাগিতেছে—বাচক শব্দের বাচ্য বা অভিধেয় কি? বৈদিক শব্দের বাচার্থ্য নিরূপণের পূর্ব্বে এই প্রশ্নও জাগিতেছে যে, লৌকিক শব্দ এবং তাহার অর্থ, বৈদিক শব্দও বৈদিক অর্থ হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন।

২. লৌকিক এবং বৈদিক শব্দ এবং শব্দার্থই বিচার্য্য বিষয়।

---

১ প্রথমে০—খ
২ বিধীয়মানানি—খ, গ
৩ ০জ্ঞানং—গ
৪ সিধ্যতি—গ

৩. বেদের গবাদি শব্দ এবং সেইসকল শব্দের অর্থ, আর লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত গবাদি শব্দ এবং সেইগুলির অর্থ পরস্পর ভিন্ন, না অভিন্ন—ইহাই সংশয়।

৪. বৈদিক শব্দ ও লৌকিক শব্দের রূপ একরকমের নয়। বৈদিক শব্দের রূপ একপ্রকার, আর লৌকিক শব্দের রূপ অন্যপ্রকার। যথা—দেবৈঃ, ব্রাহ্মণাঃ, আত্মনা এইগুলি লৌকিক সাহিত্যের শব্দরূপ। বৈদিক সাহিত্যে দেবেভিঃ, ব্রাহ্মণাসঃ, ত্মনা—এইপ্রকার রূপ হইয়া থাকে। এইভাবে শব্দরূপের ভেদ থাকায় শব্দগুলিও পরস্পর ভিন্ন। বৈদিক ও লৌকিক প্রয়োগের অর্থগত ভেদও আছে। বেদে পাওয়া যায়—'দেবলোকের গরুগুলি চিৎ হইয়া চলে,' 'দেবলোকের গাছের পাতা সোনার দ্বারা প্রস্তুত।' এইসকল অর্থ দেখিলেই জানা যায়, বৈদিক ও লৌকিক অর্থও এক নহে।

অর্থদ্বয়ের পরস্পর ভেদের সমর্থক প্রমাণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। শব্দের উচ্চারণে বেদে স্বর, মাত্রা প্রভৃতির জ্ঞান থাকা চাই, লৌকিক শব্দোচ্চারণে সেরূপ নিয়ম নাই। যে-কোনো ব্যক্তি লৌকিক শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক এবং শূদ্র বৈদিক শব্দ উচ্চারণের অধিকারী নহেন।

৫. বৈদিক ও লৌকিক শব্দ এবং অর্থের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—লৌকিক ও বৈদিক শব্দ একই। যাহা লৌকিক শব্দের অর্থ, তাহাই বৈদিক শব্দের অর্থ। প্রথম পাদে বর্ণের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। বর্ণের উচ্চারয়িতা এবং প্রয়োগকর্ত্তা অনেক হইলেও, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বহুবার একই বর্ণের উচ্চারণ করিলেও 'এই বর্ণগুলিই সেই বর্ণ' এইপ্রকার অভেদ জ্ঞানরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব বর্ণের একত্ব সিদ্ধান্ত করা যায়। ক—বর্ণটি যতবারই উচ্চারণ করি না কেন, ক-এর সংখ্যা বাড়িবে না। এই যুক্তিতেই বলা যাইতে পারে যে, গো-প্রভৃতি যেসকল পদের প্রয়োগ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই পদগুলিই লৌকিক সাহিত্যেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইস্থলে পদের অভিন্নতা-জ্ঞানরূপ প্রত্যভিজ্ঞা বাধিত হইবার কোন কারণ নাই। 'ত্মনা' 'দেবাসঃ' ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগ লৌকিক 'আত্মনা', 'দেবাঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে রূপতঃ ভিন্ন হইলেও এইপ্রকার রূপভেদ খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই চারিটি শব্দরূপের প্রভেদ দেখিয়াই উভয়ের অভেদরূপ সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা যায় না। অভেদ-সিদ্ধান্তও অনেকগুলি প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। কাশীতে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, কলিকাতাতে তাহাকে দেখিয়া বলিতে পারি—'ইনিই সেই দেবদত্ত'। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করায় একই ব্যক্তি ভিন্ন হইয়া যান না। যদি 'ত্মনা' 'দেবাসঃ' প্রভৃতি বৈদিক প্রয়োগকে লৌকিক প্রয়োগ

হইতে ভিন্ন বলিয়া ধরা হইত, তবে স্থানভেদে একই দেবদত্তকে একাধিক ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারিত।

'পদের ঐক্য থাকিলে অর্থের অবশ্যই ঐক্য থাকিবে'—যদি এই নিয়ম স্বীকার করা না হয়, তবে বৈদিক শব্দ হইতে কোন অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়াই শব্দার্থ স্থির করিতে হয়। বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবহার দেখা যায় না বলিয়াই বেদে পৃথগ্‌ভাবে শব্দের বুৎপত্তি নাই—ইহা মানিতে হইবে। অতএব লৌকিক এবং বৈদিক প্রয়োগে শব্দের অর্থ একই। অভিজ্ঞগণের প্রয়োগ বা ব্যবহার দেখিয়া শব্দের যে অর্থ জানা যায়, বৈদিক শব্দেরও সেই অর্থ। যূপখণ্ড, যূপ, আহবনীয় (অগ্নি) প্রভৃতি শব্দ লৌকিক সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় নাই। বৈদিক সাহিত্যেই এইসকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং অভিজ্ঞদের ব্যবহার দেখিয়া এইগুলির অর্থ স্থির করা না গেলেও অপর প্রসিদ্ধ পদের নিকটে থাকায় অর্থ স্থির করা যাইবে। 'দেবলোকের গরুগুলি চিৎ হইয়া চলে'—ইত্যাদি প্রয়োগ গরুর প্রশংসারূপ অর্থবাদ মাত্র। আর উত্তানবাহিতা অর্থবাদ না হইয়া যদি সত্যই হয়, তথাপি কোন অসঙ্গতির কারণ নাই। যেহেতু উত্তানাদি শব্দ এবং এইগুলির অর্থ লৌকিক সাহিত্য হইতে জানা যায়। অতএব লোকসিদ্ধ পদ ও পদার্থ এবং বৈদিক পদ ও পদার্থের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

দ্বিতীয়বর্ণকমারচয়তি—

ব্যক্তির্ব্রীহ্যাদিশব্দার্থ আকৃতির্বা ক্রিয়ান্বয়াৎ।
ব্যক্তির্ব্যুৎপত্তিবেলায়ামাকৃত্যা সোপলক্ষ্যতে ॥৩৩॥
শক্তিগ্রহাদিযুক্তিভ্য আকৃতেরর্থতোচিতা।
ক্রিয়াপর্যবসানায় ব্যক্তিস্তত্রোপলক্ষ্যতাম্ ॥৩৪॥

'ব্রীহীনবহন্তি,' 'পশুমালভেত,' 'গামানয়,' 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ' ইত্যাদিপ্রয়োগেষু ব্রীহ্যাদিশব্দানাং ব্যক্তিরর্থঃ। কুতঃ, অবহননাদিক্রিয়াভির্ব্যক্তেরন্বেতুং শক্যত্বাৎ। ন হ্যাকৃতিরবহন্তুমালব্ধুমানেতুং[1] বা যোগ্যা। নন্বানন্ত্যব্যভিচারাভ্যাং ন ব্যক্তৌ ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি। অনন্তা হি ব্যক্তয়ঃ[2], অতীতানাগতানামনেকদেশবর্তিনাং গবামিয়ত্তায়া অনবধারণাৎ[3]। কিঞ্চ, শুক্লব্যক্তৌ ব্যুৎপন্নো গোশব্দঃ কৃষ্ণব্যক্তৌ প্রযুজ্যমানঃ স্বার্থং

---

১ ০মপনেতুম্—খ, গ
২ গোব্যক্তয়ঃ—খ, গ
৩ অভাবাৎ—গ

ব্যভিচরেৎ। তত্র কথং ব্যুৎপত্তিরিতি চেৎ, এবং তর্হি ব্যুৎপত্তিকালে সা ব্যক্তিরাকৃত্যোপলক্ষ্যতামিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাকৃতেঃ শক্তিগ্রহণনিমিত্তত্বাচ্ছব্দার্থত্বং তস্যা এবোচিতম্। কিঞ্চ, গোশব্দ উচ্চারিতে ব্যক্তিবাদিনো সংশয়ো ভবেৎ। তস্মাদাকৃতেরেবাভিধেয়ত্বম্। যত্ত্বাকৃতাববহননাদিক্রিয়া ন পর্যবস্যেৎ তর্হি ব্যক্তিস্তত্রোপলক্ষণীয়া। কিঞ্চ 'শ্যেনচিতং চিন্বীত' ইত্যাদাবাকৃতেরেব সাদৃশ্যপ্রতিযোগিতয়া কার্যান্বয়ো দৃশ্যতে। তস্মাৎ আকৃতিঃ শব্দার্থঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

বর্ণকান্তরেঃবাচকস্য শব্দস্য বাচ্যমর্থং নিরূপয়তি। ব্যজ্যতেঽনয়েতি ব্যক্তির্ব্বস্তুমাত্রম্। আকৃতির্জাতিরিত্যর্থঃ। যয়া ব্যক্তিরাক্রিয়তে নিরূপ্যতে সৈবাকৃতিঃ। তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ—'জাতিমেবাকৃতিং প্রাহুর্ব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া'। আনন্ত্যাব্যভিচারাভ্যামিতি। অনন্তগোব্যক্তিষু অনন্তশক্তিকল্পনরূপ আনন্ত্যদোষঃ। অগৃহীতসঙ্কেতে গোব্যক্তিবিশেষেঽপি দর্শনমাত্রেণ 'ইয়ং গৌরিতি' জ্ঞানসম্ভবাদ্ ব্যভিচারদোষঃ। উপলক্ষ্যতামিতি। আকৃত্যুপলক্ষিতব্যক্তৌ শক্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষাশয়ঃ। উপলক্ষণন্তু ন ব্যবচ্ছেদকং, পরন্তু পরিচায়কমাত্রম্। সংশয়ো ভবেদিতি। কস্যাং গোব্যক্তৌ শক্তিগ্রহঃ স্যাদিতি অনিশ্চয়ো ভবেদিত্যর্থঃ। শব্দার্থস্তু আকৃতিরেবেতি সিদ্ধান্তঃ। ব্যক্তের্লক্ষণয়া আক্ষেপসম্ভবঃ, ন হি বাচ্যকোটাবনুপ্রবেশঃ। শ্যেনচিতিং চিন্বীতেত্যাদি। শ্যেনমিব চিতমগ্নিস্থলং চয়নেন নির্ব্বর্ত্তয়েদিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ যয়া কয়াচিচ্ছ্যেনব্যক্ত্যা সদৃশস্যাগ্নেশ্চেতুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বব্যক্তিসাদৃশ্যাসম্ভবাদতীতানাগতব্যক্তিসাদৃশ্যানুপপত্তেশ্চ শ্যেনস্যাকৃতেঃ সাদৃশ্যসম্ভবাচ্চ আকৃতিঃ শব্দার্থ ইতি। কার্য্যান্বয় ইতি। চয়নরূপকার্য্যেণ অন্বয় ইত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ

১. লৌকিক এবং বৈদিক শব্দ ও শব্দার্থ অভিন্ন—ইহা স্থির করা হইয়াছে। সম্প্রতি গবাদি শব্দের অভিধেয় যে কি, তাহাই বিচার করা হইতেছে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় বর্ণকে শব্দের শক্তি বিষয়ে বিচার করা হইতেছে।

২. গোপ্রভৃতি শব্দই বিষয়।

৩. গো-শব্দ গলকম্বলাদিবিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায়, অথবা গোত্ব-রূপ জাতিকে বুঝায়, ইহাই সংশয়।

৪. 'ব্রীহীনবহন্তি'—ইত্যাদি প্রয়োগে ব্রীহি প্রভৃতি শব্দ ব্যক্তি বা বস্তুকেই বুঝাইয়া থাকে। ব্রীহি বলিতে যদি ব্রীহিরূপ বস্তুকে না বুঝাইয়া ব্রীহিত্বরূপ জাতিকে বুঝায়, তবে ক্রিয়া,গুণ প্রভৃতির সহিত ব্রীহির সম্বন্ধে হইতে পারে না। অবহনন,

১২

প্রোক্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া ব্রীহিতেই সম্ভবপর, ব্রীহিত্বে নহে। ব্রীহিত্ব জাতির অবহনন, পশুত্ব জাতির আলম্ভন, গোত্ব জাতির আনয়ন, ব্রাহ্মণত্ব জাতির হনন সম্ভবপর নহে। অতএব ব্যক্তি বা বস্তুই শব্দের বাচ্য অর্থ।

ব্যক্তিই যদি শব্দের বাচ্যার্থ হয়, তবে একটি আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জগতে অসংখ্য গরু আছে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে বিভিন্ন দেশে যত গরু ছিল, আছে বা থাকিবে, তাহার সংখ্যা স্থির করা সম্ভবপর নহে। গো-শব্দ হইতে প্রথম যে গরুটিকে চিনিয়াছি, সেই গরুটি ছাড়া পরে অপর গরু দেখিয়া তাহাকে কিরূপে গরু বলিয়া চিনিব? পুনরায় অবশ্যই গোশব্দের অর্থ জানিতে হইবে। যদি সাদা গরুকেই প্রথমে গোশব্দে জানিয়া থাকি, তবে কাল গরুকে কি করিয়া গরু বলি। গো-শব্দ কেন কাল গরুকে বুঝাইবে? এইভাবে অসংখ্য গরু দেখিয়া প্রত্যেকটিকেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গরু বলিয়া চিনিতে হইবে। ইহাতে অনন্ত গরুতে অনন্তবার অর্থ স্থির করিতে হয় বলিয়া আনন্ত্য-দোষ ঘটে। আর যে গরু সম্বন্ধে পূর্ব্বে শক্তিগ্রহ অর্থাৎ অর্থজ্ঞান হয় নাই, সেই গরুকে দেখিলেও পুনরায় শক্তিগ্রহ ছাড়াই গরু বলিয়া চিনিতে পারি। ইহাই কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তিরূপ ব্যভিচার-দোষ। ব্যক্তি বা বস্তুতে শক্তিগ্রহ হইলে এই আনন্ত্য ও ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত আশঙ্কার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন, শব্দার্থ জ্ঞানের বেলা জাত্যুপহিত ব্যক্তিতে অর্থ স্থির করিলে উক্ত দোষ ঘটিবে না। জাতি ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্যক্তির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও জ্ঞান হইয়া থাকে।

৫. শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে অন্বয়-ব্যতিরেক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তৎসত্ত্বে তৎসত্তার নাম অন্বয়। তদসত্ত্বে তদসত্তার নাম ব্যতিরেক। গো-শব্দ উচ্চরিত হইলে গোত্ব-জাতিকে বুঝায় না। এইহেতু আকৃতি বা জাতি শব্দের বাচ্য অর্থ হইয়া থাকে। এখানে আরও বক্তব্য এই যে, যাঁহারা ব্যক্তি বা বস্তুকেই শব্দের বাচ্যার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, গো-শব্দের অর্থ স্থির করিতে তাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হয়। অসংখ্য গরুর মধ্যে কোন্ গরুটি গো-শব্দের বাচ্য—তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু জাতিতে শক্তি গৃহীত হইলে এইরূপ অব্যবস্থা বা সংশয় ঘটে না।

জাতি বাচ্যার্থ হইলে ব্রীহিত্ব জাতির অবহনন, পশুত্ব জাতির আলম্ভন, গোত্ব জাতির আনয়ন, ব্রাহ্মণত্ব জাতির হনন, কিপ্রকারে সম্ভবপর হয়—পূর্ব্বপক্ষবাদী এই আপত্তি করিতে পারেন। উত্তরে বলা যায় যে, শব্দের বাচ্যার্থ জাতি হইলেও সেই জাতিই ব্যক্তির উপলক্ষক হইতে পারে। অর্থাৎ মুখ্যতঃ না হইলেও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্যক্তি বা জাতিবিশিষ্টের উপস্থিতি হইয়া থাকে। অতএব জাতিতে শক্তি মানিয়া লইলেও ব্রীহি-প্রভৃতির প্রোক্ষণাদির বাধা হয় না।

ব্যক্তি বা বস্তুতে শব্দের শক্তি স্বীকার করিয়া আকৃতিকে বা জাতিকে উপলক্ষণ বলিলে গৌরব-দোষ হইয়া থাকে। আনন্ত্য ও ব্যভিচার দোষ যাহাতে না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই জাতিকে শব্দের বাচ্যার্থরূপে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ।

এই সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য এই যে, ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলিলে 'শ্যেনচিতং চিন্বীত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। শ্রুতির অর্থ হইতেছে— অগ্নিস্থাপনরূপ শ্রৌত ক্রিয়াবিশেষে শ্যেনসদৃশ হোমবেদি নির্ম্মাণ করিবে। ইহাতে জানা যাইতেছে, শ্যেনশব্দের অর্থ—শ্যেনপাখীর সদৃশ। যদি জাতিতে শব্দের শক্তি স্বীকার না করিয়া ব্যক্তি বা বস্তুতেই স্বীকার করা হয়, তবে শ্যেনশব্দে নিখিল শ্যেনপাখীর সাদৃশ্য অথবা যে-কোনও একটি শ্যেনের সাদৃশ্যই বুঝিতে হইবে। নিখিল শ্যেনের সাদৃশ্য কোথাও সম্ভবপর নহে বলিয়া যে-কোনও একটি শ্যেন-পাখীর সাদৃশ্যই বুঝিতে হইবে। যদি ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তবে অগ্নিচয়ন-কালে সাদৃশ্য স্থির করিবার নিমিত্ত গৃহীত শ্যেনপাখীটি উড়িয়া গেলে বা মারা গেলে চয়ন-ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে। কারণ বস্তু বা ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় স্থির করায় অভিহিত বস্তু ব্যতীত অপর বস্তুর সাদৃশ্যও এই স্থলে গৃহীত হইতে পারে না। পরন্তু জাতিকে যদি শব্দের অভিধেয় বলা হয়, তবে শ্যেনত্ব জাতির আশ্রয় যে-কোনও শ্যেন-ব্যক্তির সাদৃশ্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাতে একটি শ্যেনের অভাবে অপর শ্যেনের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াও অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ হইবে। যেহেতু সকল শ্যেন-পাখীই শ্যেনত্ব-জাতির আশ্রয়। অতএব 'ব্যক্তি' শব্দের অভিধেয় হইবে না, 'জাতিই' অভিধেয়।

... ...

অত্রৈব গুরুমতমাহ—

গবাদিচোদনা নো মা জাতিব্যক্ত্যোরনির্ণয়াৎ।
আনন্ত্যব্যভিচারাভ্যাং ন ব্যক্তিরিতি নির্ণয়ঃ ॥৩৫ ॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ।

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরে
প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ।৩।

... ...

অনুবাদ

৪. জাতি এবং ব্যক্তির মধ্যে কোন্‌টি শব্দের বাচার্থ হইবে, তাহা স্থির না থাকায় 'বেদে প্রযুক্ত 'গামালভেত' ইত্যাদি শ্রুতির প্রামাণ্য থাকে না। কারণ গো-প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, তাহাই নির্ণয় করা যায় না। প্রভাকরমতে এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ কল্পিত হইয়াছে।

৫. সিদ্ধান্ত পক্ষে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিতে শব্দের বাচ্যতা বা অভিধেয়তা স্বীকার করিলে আনন্ত্য এবং ব্যভিচার দোষ হইয়া থাকে। (দ্র০ পৃ ৯০) কিন্তু আকৃতি বা জাতিতে বাচ্যতা স্বীকার করিলে ঐ দোষ ঘটে না। অতএব জাতিই শব্দের বাচ্যার্থ। সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যাপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

অথ চতুর্থঃ পাদঃ

(প্রথমে উদ্ভিদাদিশব্দানাং যাগনামতয়া প্রামাণ্যাধিকরণে সূত্রম্)

উক্তং সমাম্নায়ৈদমর্থ্যং তস্মাৎ সর্বং তদর্থং স্যাৎ ॥১॥

চতুর্থপাদস্থ প্রথমাধিকরণং বার্তিককারোন্নীতমারচয়তি—

উদ্ভিদাদিপদং ধর্মে কিমমানমুত[১] প্রমা।
বিধ্যর্থবাদমন্ত্রাংশেষ্বনন্তর্ভাবতো ন মা ॥১॥
অন্তর্ভাবো বিধাবুদ্ভিদা যজেতেতি দৃশ্যতে।
নামত্বেনান্বয়ো বাক্যে বক্ষ্যতেঽতঃ প্রমৈব তৎ ॥২॥

'উদ্ভিদা যজেত' 'বলভিদা যজেত[২]' 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যেবং সমাম্নায়তে। তত্রোদ্ভিদাদিপদং ন ধর্মে প্রমাণম্। কুতঃ। প্রমাণত্বেনাভিমতেষু ত্রিষু বেদবিভাগেষ্বনন্তর্ভাবাৎ। তথাহি, বিধিঃ সাক্ষাৎ প্রমাণম্, অর্থবাদমন্ত্রৌ তু বিধ্যন্বয়েন[৩]। তত্র ন তাবদুদ্ভিদাদিপদং বিধাবন্তর্ভবতি, বিধ্যর্থরূপায়া ভাবনায়া অংশেষু ভাব্যকরণেতিকর্তব্যতারূপেষু কস্যাপ্যবাচকত্বাৎ। নাপ্যর্থবাদত্বম্, স্তুতিবুদ্ধেরভাবাৎ। নাপি মন্ত্রত্বম্, উত্তমপুরুষাদীনাং মন্ত্রলিঙ্গানামভাবাৎ[৪]। তথাচোক্তম্—

উত্তমামন্ত্রণাস্যন্তত্বান্তরূপাদ্যভাবতঃ।
মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যভাবাচ্চ মন্ত্রতৈষাং ন যুজ্যত ॥ইতি।

'অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি' ইত্যুত্তমপুরুষঃ। 'অগ্নে যশস্বিন্ যশসে সমর্পয়, ইত্যামন্ত্রণম্। 'উর্বী চাসি, বস্বী[৫] চাসি' ইত্যস্যন্তরূপম্। 'ইষে ত্বা, উর্জে ত্বা' ইতি ত্বান্তরূপম্। আদিশব্দেন আশীর্দেবতাপ্রতিপাদনাদয়ঃ। এবমাদ্যনন্তর্ভাবাদমানমিতি[৬] চেৎ, ন।

---

১ কিং প্রমাণমুতা০—গ
২ বলভিদা০ (নাস্তি) খ
৩ বিধ্যর্থত্বেন—গ
৪ তল্লিঙ্গানাম০—গ
৫ বস্তী—গ
৬ এবমাদিষ্বনন্তর্ভাবা০—খ

বিধ্যংশে করণেঽন্তর্ভাবাৎ। যদ্যপি লিঙ্‌প্রত্যয়েন[১] সমানপদোপাত্তো যজিধাত্বর্থঃ[২] করণম্, তথাপি তস্য যজের্নামত্বেনোদ্ভিদাদিপদমন্বেতি। তস্মাৎ প্রমাণম্॥

… … …

টিপ্পনী

বিধীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ, অর্থবাদস্য বিধিস্তুত্যর্থেন নিষেধনিন্দকতয়া চ প্রামাণ্যং, মন্ত্রস্য চ প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকতয়েতি প্রদর্শিতম্। নামধেয়ানামপি বিধেয়ার্থপরিচ্ছেদকতয়া প্রামাণ্যং প্রদর্শয়তি। বিধ্যর্থরূপায়া ইত্যাদি। ভাবনা কৃতিরিত্যর্থঃ, সৈব চ বিধ্যর্থঃ। ভাবনা দ্বিবিধা—শাব্দী আর্থী চ। লিঙর্থঃ শাব্দী ভাবনা। তস্যাশ্চ অংশত্রয়ং বিদ্যতে—ভাব্যং করণমিতিকর্ত্তব্যতা চ। ব্যক্তীভবিষ্যতি চেদমুপরিষ্টাদ্ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে প্রথমাধিকরণে।

… … …

অনুবাদ (১।৪।১)

১. ধর্ম্ম বিষয়ে বিধি, অর্থবাদ এবং মন্ত্রের প্রামাণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এইগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি বেদবাক্য আছে, যে-সকল বাক্যস্থ শব্দবিশেষের অর্থ স্থির করিতে সংশয় উপস্থিত হয়। সম্প্রতি এই বিষয়েই আলোচনা করা যাইতেছে।

২. 'উদ্ভিদা যজেত' 'বলভিদা যজেত' ইত্যাদি বাক্যস্থ উদ্ভিদ্, বলভিদ্ প্রভৃতি শব্দের প্রামাণ্যই বিচার্য্য বিষয়।

৩. উদ্ভিদাদি পদ ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না।

৪. উদ্ভিদ্ প্রভৃতি পদ ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ হইবে না। কারণ বিধি, অর্থবাদ বা মন্ত্রের অন্তর্গত না হওয়ায় এইসকল পদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

৫. 'উদ্ভিদা যজেত' ইত্যাদি বাক্যগুলি বিধিরই অন্তর্গত। বিধিবাক্যস্থ ফলের করণ বা সাধনস্থানীয় যে যাগ, সেই যাগের সহিত সামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ বিশেষণরূপে উদ্ভিদ্ প্রভৃতি পদের অন্বয় হইবে এবং উদ্ভিদাদি পদ যাগের নাম বা সংজ্ঞারূপেই গৃহীত হইবে। অতএব উদ্ভিদা, বলভিদা, বিশ্বজিতা প্রভৃতি পদসমূহ ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে।

সমগ্র প্রথম অধ্যায়ে প্রামাণ্যেরই বিচার চলিতেছে। এইহেতু নামধেয়ের বিচার না করিয়া ভট্টপাদ এই অধিকরণে প্রামাণ্যেরই বিচার করিয়াছেন। সমগ্র অধ্যায়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করাই উদ্দেশ্য।

---

১ ০পদেন—খ

২ যজিধাত্বর্থঃ—খ

(দ্বিতীয়ে উদ্ভিদাদি-শব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণে সূত্রম্)

অপি বা নামধেয়ং স্যাদ্ যদুৎপত্তাবপূর্ব্বমবিধায়কত্বাৎ ॥২॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

গুণোঽয়ং নামধেয়ং বা খানিত্রেঽস্য নিরুক্তিতঃ ।
জ্যোতিষ্টোমং সমাশ্রিত্য পশ্বর্থং গুণচোদনা ॥৩॥
ফলোদ্ভেদাৎ[1] সমানৈষা নিরুক্তির্যাগনাম্ন্যপি ।
নামত্বমুচিতং যাগসামানাধিকরণ্যতঃ ॥৪॥

'উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ' ইত্যত্র তৃতীয়ান্তেনোদ্ভিৎপদেন যোঽর্থো বিবক্ষিতঃ, সোঽয়ং যাগে কশ্চিদ্ গুণঃ স্যাৎ। 'দধ্না জুহোতি' ইত্যনেন গুণবিধিনা সমানত্বাৎ। অথোচ্যেত—'দধিশব্দার্থো লোকপ্রসিদ্ধঃ, উদ্ভিচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রসিদ্ধঃ, ইতি। তন্ন। রূঢ্যভাবেঽপ্যবয়বার্থনিরুক্ত্যা তৎপ্রসিদ্ধেঃ। 'উদ্ভিদ্যতে ভূমিরনেন' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা খনিত্রবাচ্যসৌ শব্দঃ। ন চাত্র পশুফলকঃ কশ্চিদ্ যাগো বিধীয়ত ইতি বাচ্যম্। পশূনাং গুণফলত্বাৎ। যথা 'গোদোহেন[2] পশুকামস্য' ইত্যত্র পশবো গোদোহনগুণস্য ফলম্, তথেহ[3] খনিত্রগুণস্য ফলমস্তু। যদি 'চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ' ইতি বিহিতং প্রকৃতমপাং প্রণয়নমাশ্রিত্য গোদোহনং বিধীয়তে' তর্হি অত্রাপি 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' ইতি বিহিতং প্রকৃতং জ্যোতিষ্টোমমাশ্রিত্য খনিত্রং বিধীয়তাম্। তস্মাদ্ গুণবিধিরিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'পশুকামো যজেত' ইত্যস্য পদদ্বয়স্যায়মর্থঃ—'পশুরূপং ফলং যাগেন[4] কুর্যাৎ' ইতি। তত্র 'কেন যাগেন' ইত্যপেক্ষায়াম্ 'উদ্ভিদা' ইতি তৃতীয়ান্তং[5] পদং যাগনামত্বেনান্বেতি। 'উদ্ভিদ্যতে পশুফলমনেন যাগেন' ইতি নিরুক্ত্যা নামত্বমুদ্ভিৎপদস্যোপপদ্যতে। এবমপি গুণবিধিনামধেয়ত্বয়োঃ শব্দনির্বচনসাম্যান্ন নির্ণয় ইতি চেৎ, মৈবম্। সামানাধিকরণ্যস্য নির্ণায়কত্বাৎ। 'উদ্ভিন্নামকেন যাগেন ফলং কুর্যাৎ' ইত্যুক্তে সামানাধিকরণ্যং লভ্যতে। গুণত্বে তু 'খনিত্রেণ সাধ্যো যো যাগঃ তেন' ইত্যেবং বৈয়ধিকরণ্যং স্যাৎ। যদি 'খনিত্রবতা যাগেন' ইতি সামানাধিকরণ্যং যোজ্যেত, তদা মত্বর্থলক্ষণা প্রসজ্যেত। তস্মাদুদ্ভিদাদিপদং নামধেয়ম্। 'দধ্না জুহোতি' ব্রীহিভির্যজেত ইত্যাদিষু দ্রব্যবিশেষে দধ্যাদিশব্দানামত্যন্তরূঢ়তয়া যাগনামত্বাসম্ভবাদগত্যা গুণত্বমাশ্রিতম্। 'সোমেন যজেত' ইত্যত্রাপি অপ্রসিদ্ধার্থনামধেয়ত্বকল্পনাতো বরং প্রসিদ্ধা-

১ ফলোদ্ভান০—গ
২ গোদোহনেন—খ
৩ তথৈব—গ
৪ যাগেন করণেন—খ
৫ তৃতীয়ান্ত০—খ

র্থদ্বারেণ লক্ষণাশ্রয়ণম্ ইত্যভিপ্রেত্য 'সোমদ্রব্যবতা যাগেন' ইতি মত্বর্থলক্ষণা স্বীকৃতা। উদ্ভিচ্ছব্দস্য তু লোকপ্রসিদ্ধার্থাভাবাদুক্তরীত্যা নামত্বং যুক্তম্। প্রয়োজনন্তু নাম্নঃ সর্বত্র ব্যবহার এব। ন হ্যন্তরেণ নামধেয়মৃত্বিগ্‌বরণাদিষু 'অনেনাহং যক্ষ্যে' ইত্যাখ্যানোপায়ো[1] লঘুঃ কশ্চিদস্তি। তস্মাৎ উদ্ভিদাদিকং[2] নামধেয়ম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

উদ্ভিচ্ছব্দস্য নামধেয়ত্বানঙ্গীকারেঃ উদ্ভিদ্যতেঽনেনেতি যোগাৎ খনিত্রাদিবস্তুনঃ প্রাপ্তিঃ। ততশ্চ উদ্ভিদিত্যস্য গুণত্বাৎ উদ্ভিদ্‌বতা যাগেন ভাবয়েদিতি মত্বর্থলক্ষণাপ্রসঙ্গঃ। তস্মান্নামধেয়ত্বমঙ্গীক্রিয়তে। "উদ্ভেদনং প্রকাশনং পশূনামনেন ক্রিয়ত ইত্যুদ্ভিৎ যাগঃ। এবমাভিমুখ্যেন জয়াদভিজিৎ, বিশ্বজয়াদ্ বিশ্বজিৎ এবং সর্ব্বত্রেতি" ভাষ্যম্। সামানাধিকরণ্যমিতি। বিশেষ্যবিশেষণতেত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ (১।৪।২)

১. বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্রের প্রামাণ্য পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে। বিধি সাক্ষাৎরূপেই প্রমাণ হইয়া থাকে। অর্থবাদসমূহ বিধেয় কর্ম্মের প্রশস্ততা নির্দ্দেশ করিয়া বিধির সহিত অঙ্গরূপে অন্বিত হইয়া প্রমাণ হয়। বিধিবোধিত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অর্থপ্রকাশ করিয়া ও নিয়ম-বিধির বলে অপূর্ব্ব উৎপাদন করিয়া মন্ত্রসমূহ সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু আপাত দৃষ্টিতে যে-সকল বাক্যকে বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্রের বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়, সেইসকল বাক্যস্থ পদবিশেষের অর্থ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এই বিচারের অবতারণা।

২. 'উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ' এই শ্রুতিবাক্যস্থ 'উদ্ভিদ্' শব্দটি বিচার্য্য বিষয়।

৩. উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের 'উদ্ভিদ্' শব্দটি গুণবিধিরূপে অথবা নামধেয়রূপে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইতে পারে। বিধেয় কর্ম্মের উদ্দেশে দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতি যাহার বিধান করা হয়, তাহাকেই 'গুণ' বলে। 'দধ্না জুহোতি' এই শ্রুতিকে গুণবিধি বলা হয়। ইতঃপূর্ব্বে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যে হোমের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু কোন দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে তাহা বলা হয় নাই। 'দধ্না জুহোতি'— বাক্যে সেই অগ্নিহোত্র-হোমের দ্রব্যরূপে দধির বিধান করা হইয়াছে। অতএব দধিকে গুণ বলা যায়।

---

১ ইত্যাখ্যাতোপায়ো—গ

২ উদ্ভিদাদিপদং- খ

অন্য দিকে দেখিতে পাই—সামান্যতঃ যাগের বিধানের কোন মূল্য নাই, যাগ-বিশেষই বিহিত হইয়া থাকে। নাম বা সংজ্ঞা ব্যতীত কোন বিশেষ বস্তু নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব যাগের নাম বলিতে হইবে। সংজ্ঞা, নাম, নামধেয়—এইগুলি সমানার্থক পর্য্যায়-শব্দ। 'উদ্ভিদা যজেত' ইত্যাদি স্থলে উদ্ভিদ্ প্রভৃতি শব্দ কি গুণ, অথবা নামধেয় ইহাই সংশয়। দুইভাবেই যাগ-ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়।

৪. বিচার্য্য-শ্রুতিবাক্যটি গুণবিধিই হইবে। যেহেতু বাক্যটি কোনও বিধিবাক্যের প্রশস্ততার সূচক নহে, সেইহেতু ইহাকে অর্থবাদ বলা চলে না। কোনও অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের স্মারক নহে বলিয়া ইহা মন্ত্রও নহে। অতএব অগত্যা ইহাকে বিধিবাক্যই বলিতে হয়। বিধিরূপে স্বীকার না করিলে বাক্যটি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।

এখন জিজ্ঞাসা—বাক্যটি কোন বিধির অন্তর্গত। যে বেদবাক্য সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বিষয়ের বোধক হয়, তাহার নাম উৎপত্তি-বিধি বা অপূর্ব্ব-বিধি। আর যে বেদবাক্য শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত কর্ম্মে দ্রব্যাদির বিধান করে, তাহাকে গুণবিধি বলে। আলোচ্য বেদবাক্যে 'উদ্ভিদ্' শব্দটি শাস্ত্রান্তরবিহিত যাগে উদ্ভিদ্-রূপ দ্রব্যের বিধান করিতেছে। 'যাহার দ্বারা ভূমির উদ্ভেদ অর্থাৎ খনন করা হয় তাহাই উদ্ভিদ্'—এইপ্রকার যৌগিক অর্থের বলে উদ্ভিদ্ শব্দ কোদাল, খন্তা প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ অর্থ দাঁড়াইতেছে—পশু-রূপ ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত জ্যোতিষ্টোম-নামক যজ্ঞে কোদাল, খন্তা প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিবে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা থাকে না।

৫. 'উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ' এই শ্রুতিতে 'যজেত পশুকামঃ' এই অংশের অর্থ—যাগের দ্বারা পশুরূপ অভিলষিত ফল নিষ্পন্ন করিবে। কোন্ যাগের দ্বারা ফল নিষ্পন্ন করিবে—এই প্রশ্নে 'উদ্ভিদা' এই তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ যাগের নাম বা সংজ্ঞারূপে অন্বিত হইবে। 'পশুরূপ ফল এই যাগের দ্বারা উদ্ভিন্ন (প্রকাশিত) হয়' এইপ্রকার যৌগিকার্থের বলে 'উদ্ভিদ্' পদকে যাগবিশেষের সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করা চলিবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, 'উদ্ভিদ্' শব্দের যৌগিকার্থ হইতে যাহা জানা যাইতেছে, তাহাতে উদ্ভিদ্ শব্দটি গুণবিধি হইবে, না নামধেয় হইবে, ইহা নির্ণয় করা যাইতেছে না।

এই আপত্তির উত্তরে বলিব, নির্ণয় করার উপায় রহিয়াছে। যজ্ ধাতু ও ঈত-প্রত্যয় মিলিয়া 'যজেত' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যজ্ ধাতুর অর্থ যাগ, আর ঈত প্রত্যয়ের অর্থ ভাবনা, কৃতি বা প্রযত্ন। মিলিতভাবে অর্থ দাঁড়ায়—যাগের দ্বারা অভিলষিত ফল নিষ্পন্ন

করিবে। ফল যাগকর্ত্তার সাধ্য, আর বিধির বা ঈত-প্রত্যয়ের সমানপদবর্ণিত ধাত্বর্থরূপ যাগ, সেই ফলের সাধন। 'উদ্ভিদা' পদটি তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত। এই কারণে তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্তরূপে অন্বয়যোগ্য যাগের বিশেষণরূপে (সামানাধিকরণ্যে) অন্বিত হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে এই যে, উদ্ভিদ্-নামক যাগের দ্বারা পশুরূপ ফল নিষ্পন্ন করিবে (লাভ করিবে)।

পরন্তু 'উদ্ভিদ্' শব্দকে গুণবিধির অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিতে গেলে অর্থ দাঁড়াইবে—খন্তা দ্বারা সাধ্য যে যাগ, সেই যাগের দ্বারা পশুরূপ ফল লাভ করিবে। এই স্থলে উদ্ভিদ্ ও যাগ শব্দের মধ্যে পরস্পর বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় হইতেছে, বিশেষ্য-বিশেষণভাব-রূপ সামানাধিকরণ্য থাকিতেছে না। উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য রক্ষার খাতিরে যদি উদ্ভিদ্ শব্দের (উদ্ভিদ্বৎ) উদ্ভিদ্বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে উদ্ভিদ্-শব্দের পর মত্বর্থযুক্ত প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। ইহাতে শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করায় লক্ষণা হইয়া থাকে। মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করিলে অপৌরুষেয় বেদবাক্যে পুরুষকল্পিত দোষ উপস্থিত হয়। অতএব উদ্ভিদ্ প্রভৃতি পদকে যাগবিশেষের নামধেয় স্বীকার করাই সঙ্গত। 'দধ্না জুহোতি' প্রভৃতি গুণবিধি স্থলে দধ্যাদি শব্দ দ্রব্যবিশেষে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াই আছে। সুতরাং যাগের নাম না হইয়া গুণরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। 'সোমেন যজেত' এই শ্রুতির সোম-শব্দে সোমবৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করা হয়। কারণ অপ্রসিদ্ধার্থ নামধেয় কল্পনা না করিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ স্থির করিয়া সেই অর্থের দ্বারা মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করাও অপেক্ষাকৃত ভাল। উদ্ভিদ্-শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ কোন অর্থ নাই। এইহেতু নামধেয়ত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত।

নামধেয় বিচারের প্রয়োজন এই যে, যাগের নাম না জানিলে সঙ্কল্প করা, ঋত্বিক্‌কে বরণ করা প্রভৃতি কাজ চলিতে পারে না। 'আমি অমুক যাগ করিব', 'অমুক যাগে ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আপনাকে বরণ করিতেছি'—এইপ্রকার সঙ্কল্প, বরণ প্রভৃতিতে যাগের নাম বলিতেই হইবে।

... ...

অত্রৈব গুরুমতমাহ—

লৌকিকে গণযাগেঽস্য বিধেঃ সাপেক্ষতেতি চেৎ।
নিরুক্ত্যা শ্রৌতযাগস্য নামত্বান্নিরপেক্ষতা ॥৫॥

'উদ্ভিদা যজেত' ইত্যয়ং গুণবিধিঃ। ন চাস্য কশ্চিচ্ছ্রৌত আশ্রয়ো লভ্যতে।

ততো লৌকিকো মাতৃগণযাগাদিরাশ্রয়ত্বেনাপেক্ষণীয়ঃ। তস্মিন্ যাগে[১] গুণোঽয়ং বিধীয়তে। তথা সতি সাপেক্ষত্বাদপ্রামাণ্যমস্যাশ্চোদনায়া ইতি চেৎ, মৈবম্। পূর্বোক্তনিরুক্ত্যা শ্রৌতযাগনামত্বে সতি নিরপেক্ষত্বাৎ॥

... .

অনুবাদ

৪. প্রভাকরের মতে এই অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ অন্যরূপ। শ্রৌত কোনও স্থল না থাকায় 'উদ্ভিদা' ইত্যাদি শ্রুতিটি গুণবিধিরূপে গণ্য হইবে। অগত্যা লৌকিক মাতৃগণযাগাদি এই শ্রুতির আশ্রয়। অর্থাৎ সেইসকল যাগেই উদ্ভিদ্‌রূপে গুণের বিধান হইতেছে। মাতৃগণযাগাদি লৌকিক অনুষ্ঠান বলিয়া তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকা সম্ভবপর। এই কারণে 'নদ্যাস্তীরে পঞ্চ ফলানি সন্তি' (নদীর তীরে পাঁচটি ফল আছে) ইত্যাদি সাধারণ লৌকিক বাক্যের ন্যায় 'উদ্ভিদা যজেত' এই বাক্যটিও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।

৫. বাক্যটি অপ্রমাণ হইবে না। 'উদ্ভিদ্যতে যাগফলমনেন' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা ফলোদ্ভেদকারী যাগবিশেষের নামধেয় স্বীকার করিলে আর কোন দোষের আশঙ্কা থাকে না।

(তৃতীয়ে চিত্রাদিশব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণে সূত্রম্)

যস্মিন্ গুণোপদেশঃ প্রধানতোঽভিসম্বন্ধঃ ॥৩॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

যচ্চিত্রয়া যজেতেতি তদ্‌গুণো নাম বা ভবেৎ।
চিত্রস্ত্রীত্বগুণো রূঢেরগ্নীষোমীয়কে পশৌ ॥৬॥
দ্বয়োর্বিধৌ বাক্যভেদো বৈশিষ্ট্যে গৌরবং ততঃ।
স্যান্নাম পৃষ্ঠাজ্যবহিষ্পবমানেষু তত্তথা ॥৭॥

'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইত্যাম্নায়তে। তত্র চিত্রাশব্দো নোদ্ভিচ্ছব্দবদ্ যৌগিকঃ, কিন্তু রূঢ্যা চিত্রত্বং স্ত্রীত্বং চাভিধত্তে। ততো ন পূর্বন্যায়েন নামত্বম্। তথা সতি 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' ইতি বিহিতং পশুযাগমাত্রং[২] 'যজেত' ইত্যনেন পদেনানূদ্য

---

১ ০গুণাশ্রয়ত্বেন—গ

২ পশুযাগমত্র—খ, গ

তস্মিন্ পশৌ চিত্রত্বস্ত্রীত্বে[১] গুণৌ বিধীয়েতে ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—চিত্রত্বং স্ত্রীত্বং বেতি[২] দ্বাবেতৌ গুণৌ, তয়োর্দ্বয়োর্বিধানে বাক্যং ভিদ্যেত। তথা চোক্তম্—

প্রাপ্তে কর্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ।
অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে[৩] বহবোঽপ্যেকযত্নতঃ॥ ইতি।

অথ বাক্যভেদপরিহারায় গুণদ্বয়বিশিষ্টং পশুদ্রব্যরূপং[৪] কারকং[৫] বিধীয়তে, তদা গৌরবং স্যাৎ। তস্মাচ্চিত্রাশব্দঃ পূর্ববদ্যজিসামানাধিকরণ্যেন যাগনামধেয়ং ভবতি। চিত্রত্বং তু[৬] তস্য বিলক্ষণদ্রব্যদ্বারেণোপপদ্যতে। 'দধি, মধু, ঘৃতম্, আপঃ, ধানাঃ, তণ্ডুলাঃ; তৎসংসৃষ্টং প্রাজাপত্যম্' ইতি দধ্যাদীনি বিচিত্রাণি প্রদেয়দ্রব্যাণি ষড়াম্নাতানি। তদেতচ্চিত্রানামকস্য যাগস্য উৎপত্তিবাক্যম্। যাগস্বরূপভূতয়োর্দধ্যাদিদ্রব্যপ্রজাপতি-দেবতয়োরত্রোপদিশ্যমানত্বাৎ। উৎপন্নস্য তস্য যাগস্য 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইত্যেতৎ ফলবাক্যম্। এবং সতি প্রকৃতার্থো লভ্যতে[৭]। অগ্নীষোমীয়পশ্বনুবাদেন গুণবিধানে প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাম্। লিঙ্প্রত্যয়স্যান্বানুবাদকত্বাঙ্গী-কারানুখ্যো[৮] বিধ্যর্থো বাধ্যেত। তস্মাচ্চিত্রাপদং নামধেয়ম্।

যথা চিত্রাশব্দে নামধেয়ত্বং তথা বহিষ্পবমানশব্দে আজ্যশব্দে পৃষ্ঠশব্দে চ তন্নামধেয়ত্বং[৯] যোজনীয়ম্। এবং হি শ্রূয়তে 'ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানম্' 'পঞ্চদশান্যাজ্যানি' সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি' ইতি। অস্য বাক্যত্রয়স্যার্থো বিব্রিয়তে—সামগানামুত্তরাগ্রন্থে তৃচাত্মকানি সূক্তান্যাম্নাতানি। তত্র 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ' ইত্যাদ্যং[১০] সূক্তম্। 'দবিদ্যুতত্যা রুচা' ইতি দ্বিতীয়ম্। 'পবমানস্য তে কবে' ইতি তৃতীয়ম্। জ্যোতি-ষ্টোমস্য প্রাতঃসবনানুষ্ঠানে তেষু ত্রিষু[১১] সূক্তেষু গায়ত্রং সাম গাতব্যম্। তদিদং সূক্তত্রয়গানসাধ্যং স্তোত্রং বহিষ্পবমানমিত্যুচ্যতে, তত্রাবস্থিতানামৃচাং পবমানার্থত্বাৎ, বহিঃসম্বন্ধাচ্চ। ন খল্বিদং স্তোত্রমিতরস্তোত্রবৎ সদোনামকস্য মণ্ডপস্য মধ্য ঔদুম্বর্যাঃ[১২] স্তম্বশাখায়াঃ[১৩] সন্নিধৌ প্রযুজ্যতে, কিন্তু সদসো বহিঃ প্রসর্পদ্ভিঃ প্রযুজ্যতে। তস্য চ বহিষ্পবমানস্য ত্রিবৃন্নামকঃ[১৪] স্তোমো ভবতি। তস্য চ স্তোমস্য বিধায়কং ব্রাহ্মণবাক্যমেব-মাম্নায়তে—'তিসৃভ্যো হিং করোতি স প্রথময়া, তিসৃভ্যো হিং করোতি স মধ্যময়া,

---

১ ০স্ত্রীত্ব০—খ, গ
২ চেতি—খ, গ
৩ বিধীয়েরন্—খ
৪ ০দ্রব্যকং—গ
৫ কর্ম্ম—গ
৬ চ—খ, গ
৭ লভ্যেত—খ
৮ ০প্রত্যয়স্যানুবাদত্বাঙ্গী০—গ
৯ তৎকর্মনামধেয়ত্বং—খ
১০ ইত্যেকং—গ
১১ ত্রিষু(নাস্তি)—খ
১২ ঔডুম্বর্যাঃ—খ
১৩ স্তম্ভ০—খ, গ
১৪ ০নামক০—খ

তিসৃভ্যো হিংকরোতি স উত্তময়া, উদ্যতী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ' ইতি। অয়মর্থঃ—সূক্তত্রয়-পঠিতানাং নবানামৃচাং গানং ত্রিভিঃ পর্যায়ৈঃ কর্তব্যম্। তত্র প্রথমে পর্যায়ে—ত্রিষু সূক্তেষু আদ্যাস্তিস্র ঋচঃ, দ্বিতীয়ে পর্যায়ে মধ্যমাঃ, তৃতীয়ে পর্যায়ে চোত্তমাঃ। তিসৃভ্য ইতি তৃতীয়ার্থে পঞ্চমী। হিংকরোতি গায়তীত্যর্থঃ। সেয়ং যথোক্তপ্রকারোপেতা গীতিস্ত্রিবৃৎস্তোমস্য বিষ্টুতিঃ স্তুতিপ্রকারবিশেষঃ। তস্যা[১] বিষ্টুতেরুদ্যতী নাম ইতি। এবং পরিবর্তিনী কুলায়িনীতি দ্বে বিষ্টুতী। তয়োঃ পরিবর্তিন্যেবমাম্নায়তে—'তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ, তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ, পরিবর্তিনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ' ইতি। পরাচীভিরনুক্রমেণাম্নাতাভি-রিত্যর্থঃ। কুলায়িন্যেবমাম্নায়তে—'তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিস্তিসৃভ্যো হিংকরেতি, যা মধ্যমা সা প্রথমা, যোত্তমা সা মধ্যমা, যা প্রথমা সোত্তমা, তিসৃভ্যো হিংকরোতি যোত্তমা সা প্রথমা, যা প্রথমা সা মধ্যমা, যা মধ্যমা সোত্তমা, কুলায়িনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ, ইতি। অত্র প্রথমসূক্তে পাঠক্রম এব। দ্বিতীয়ে মধ্যমোত্তমপ্রথমাঃ। তৃতীয়ে তূত্তমপ্রথম-মধ্যমা ইত্যেবং ব্যত্যয়েন মন্ত্রা গাতব্যাঃ। তদিদং বিষ্টুতিত্রয়ং বিকল্পিতম্। ত্রিবৃচ্ছব্দস্ত্বেদৃশং স্তোমস্বরূপমর্থঃ[২], ন তু ত্রৈগুণ্যমিতি পূর্বপাদে নির্ণীতম্।

উত্তরাগ্রন্থে বহিষ্পবমানসূক্তেভ্যস্ত্রিভ্য ঊর্ধ্বং চত্বারি সূক্তান্যাম্নাতানি—'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদ্যং সূক্তম্। 'আনো মিত্রাবরুণ' ইতি দ্বিতীয়ম্। 'আয়াহি সুষুমা হি তে' ইতি তৃতীয়ম্। 'ইন্দ্রাগ্নী আগতং সুতম্' ইতি চতুর্থম্। তান্যেতানি প্রাতঃসবনে গায়ত্রসাম্না গীয়মানানি চত্বার্যাজ্যস্তোত্রাণীত্যুচ্যন্তে। তন্নির্বচনঞ্চ শ্রূয়তে—'যদাজিমীয়ুঃ তদাজ্যানামাজ্যত্বম্' ইতি। তেষাজ্যস্তোত্রেষু পঞ্চদশনামকঃ স্তোমো ভবতি। তস্য স্তোমস্য বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে—'পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স তিসৃভিঃ স একয়া, পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স একয়া, পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স একয়া স একয়া স তিসৃভিঃ' ইতি। একং সূক্তং ত্রিরাবর্তনীয়ম্। তত্র প্রথমাবৃত্তৌ প্রথমায়া ঋচস্ত্রিরভ্যাসঃ। দ্বিতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমায়াঃ। তৃতীয়াবৃত্তাবুত্তমায়াঃ। সোঽয়ং পঞ্চদশস্তোমঃ।

উক্তেভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ সূক্তেভ্য ঊর্ধ্বমুত্তরাগ্রন্থে ত্রীণি মাধ্যন্দিনপবমানসূক্তান্যাম্নায় তত ঊর্ধ্বং[৩]চত্বারি সূক্তান্যাম্নাতানি—তেষু 'অভি ত্বা শূর নোনুম' ইত্যাদ্যম্, 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' ইতি দ্বিতীয়ম্। 'তং বো দস্মমৃতীষহম্' ইতি তৃতীয়ম্। 'তরোভির্বো

১ অস্যা—খ ২ ০স্বরূপার্থো—গ ৩ ঊর্ধ্বং চ—খ

বিদদ্বস্থম্' ইতি চতুর্থম্। এতানি ক্রমেণ রথন্তরবামদেব্যনৌধসকালেয়সামভির্মাধ্যন্দিনসবনে গীয়মানানি পৃষ্ঠস্তোত্রাণীত্যুচ্যন্তে। 'স্পর্শনাৎ পৃষ্ঠানি'[১] ইত্যেবং নিরুক্তির্দ্রষ্টব্যা। তেষু স্তোত্রেষু সপ্তদশস্তোমো ভবতি। তস্য স্তোমস্য বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে—'পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স একয়া, পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স একয়া, সপ্তভ্যো হিংকরোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ' ইতি। অত্র প্রথমাবৃত্তৌ প্রথমায়া ঋচস্ত্রিরভ্যাসঃ, দ্বিতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমায়াঃ। তৃতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমোত্তময়োঃ। সোঽয়ং সপ্তদশস্তোমঃ'। অত্র ত্রিষপি বাক্যেষু ত্রিবৃৎপঞ্চদশ-সপ্তদশ-শব্দা গুণবিধায়কত্বেন সম্মতাঃ। যদি বহিষ্পবমানাজ্যপৃষ্ঠশব্দা অপি গুণবিধায়কাঃ স্যুঃ তদা প্রত্যুদাহরণম্। গুণদ্বয়বিধানাদ্বাক্যভেদঃ স্যাৎ। তস্মাদ্বহিষ্পবমানাদিশব্দাঃ স্তোত্রনামধেয়ানি। তৈর্নামভিঃ কর্মাণ্যনূদ্য ত্রিবৃদাদিগুণা বিধীয়ন্তে॥

... ...

টিপ্পনী

অধুনা বাক্যভেদভয়ান্নামধেয়ত্বং প্রদর্শয়তি। পূর্ব্বন্যায়েন মত্বর্থলক্ষণাভয়েনেতি। বাক্যং ভিদ্যতে ইতি। বিধেয়ভেদাদ্ বাক্যভেদ ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তে কর্ম্মণীত্যাদি। শ্রুত্যন্তরপ্রাপ্তে যাগাদৌ ন অনেকো গুণো বিধাতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। যজিসামানাধিকরণ্যেনেতি। চিত্রানামকেন যাগেন ফলং কুর্য্যাদিতি চিত্রাশব্দস্য যাগবিশেষণতা। ধানাঃ ভৃষ্টযবাঃ। যাগস্বরূপভূতয়োরিতি। যাগস্য চ দ্বে রূপে, দ্রব্যং দেবতা চ' ইত্যাপোদেবঃ। প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয় ইতি। যদগ্নীষোমীয়পশোঃ গুণত্বেন চিত্রত্বং স্ত্রীত্বঞ্চ বিধীয়তে তদা কৃতহানাকৃতাভ্যাগমনামকদোষদ্বয়প্রসঙ্গঃ। তথাহি—দধি মধু ঘৃতমিত্যাদিবাক্যে যৎ কর্ম্ম উপদিষ্টং তস্য কর্ম্মণঃ ফলং ন কস্মাচ্চিদ্ বাক্যান্তরাজ্জ্ঞায়তে। পরন্তু 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইতি বাক্যাদেব জ্ঞায়তে। যদি চিত্রয়েত্যাদি-বাক্যং অগ্নীষোমীয়প্রকরণেন সম্বধ্যতে তর্হি দধি মধ্বিত্যাদি-প্রকরণবহির্গতত্বাৎ কৃতহানং স্যাৎ। অপ্রাপ্তে চ অগ্নিষোমীয়প্রকরণে গৃহীতত্বাৎ অকৃতাভ্যাগমঃ স্যাদিতি। এবং বহিষ্পবমানস্য আজ্যস্য পৃষ্ঠস্য চোক্তরীত্যা নামধেয়ত্বমবগন্তব্যম্।

... ...

অনুবাদ (১।৪।৩)

১. উদ্ভিদাদি শব্দের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিলে খন্তা প্রভৃতি অর্থ পাওয়া গেলেও দধি প্রভৃতি রূঢ় শব্দের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রূঢ় 'চিত্রা' প্রভৃতি শব্দের কি-প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে—এই বিষয়ে পৃথক্‌ভাবে বিচার করা যাইতেছে।

২. 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ,—এই শ্রুতিবাক্যস্থ 'চিত্রা' পদটি বিচার্য্য বিষয়।

১ পৃষ্ঠানি- গ

৩. যে প্রকরণে এই শ্রুতিটি শ্রুত হইয়াছে, সেই প্রকরণের আলোচনায় সন্দেহ উপস্থিত হয়—চিত্রা শব্দটি কি যাগ বিশেষের সংজ্ঞা, অথবা অগ্নীষোমীয় যাগের অঙ্গরূপে বিহিত পশুর চিত্রত্ব (নানাবর্ণতা) এবং স্ত্রীত্বের বিধায়ক। 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' (অগ্নি-এবং সোম দেবতার উদ্দেশে পশু বধ করিবে।) এই বাক্যে যে পশুযাগের বিধান আছে, সেই যাগের পশুটি কিরূপ হইবে, তাহাই কি এই শ্রুতির দ্বারা বিধান করা হইয়াছে ?

৪. অগ্নীষোম-দেবতার উদ্দেশে পশু বধ করিবে—এই বাক্যে যে যাগের বিধান করা হইয়াছে, সেই যাগের পশুটি কিরূপ হইবে তাহাই বিচার্য্য 'চিত্রয়া যজেত' এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। চিত্রা শব্দ হইতে চিত্রত্ব (বিচিত্রবর্ণত্ব) এবং টাপ্ প্রত্যয় হইতে স্ত্রীত্ব, এই দুইটি অর্থই পাওয়া যায়। অতএব আলোচ্য বাক্যটিকে গুণবিধি বলিয়া স্বীকার করিলে অগ্নীষোম-দেবতার উদ্দেশে যে পশুটির দ্বারা যাগ করা হইবে, সেই পশুটি নানাবর্ণের এবং স্ত্রী-পশু হইবে—ইহাই শ্রুতির অর্থ।

৫. অগ্নীষোমীয় পশুতে চিত্রত্ব এবং স্ত্রীত্ব এই দুইএর বিধান হইতে পারে না। দুইটি বাক্যের কল্পনা না করিলে দুইটি গুণের বিধান করা চলে না। 'চিত্রয়া যজেত' এই একটি বাক্যকেই দুইটি বাক্যে পরিণত করা হইলেও বাক্যভেদ দোষের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। বিচার-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রান্তরের দ্বারা যে কর্ম্মটি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মে অনেকগুলি গুণের বিধান করা যাইতে পারে না। কিন্তু যে কর্ম্মটি প্রাপ্ত হয় নাই সেই কর্ম্মে একই সময়ে অনেকগুলি গুণের বিধান করা চলে। আলোচ্য স্থলে অপর শ্রুতি বাক্য হইতেই অগ্নিষোমীয় পশুযাগের বিষয় জানা যাইতেছে। সেই পশুতে চিত্রত্ব এবং স্ত্রীত্বের বিধান করিতে গেলে তাহা অসঙ্গত হইবে। বিধেয়ের ভেদে বাক্যভেদ হইয়া থাকে। বাক্যভেদ স্বীকার করিলে গৌরব-দোষ হয়। অতএব শ্রুতির অর্থকে দোষনির্ম্মুক্ত করিবার নিমিত্ত চিত্রা প্রভৃতি শব্দকে যাগবিশেষের নামধেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে অন্বয়ের বেলা যজ্ধাতুর সহিত সামানাধিকরণ্যও (বিশেষণবিশেষ্যতা) রক্ষিত হয়। অর্থ দাঁড়ায়—চিত্রা-নামক যাগের দ্বারা পশুরূপ ফল লাভ করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে—'চিত্রা' এই নামের মূলে কি কোন হেতু আছে ? উত্তরে বলিব—দধি, মধু, ঘৃত, জল, ভাজাযব, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রজাপতি-দেবতার উদ্দেশে যাগ করিতে হয়। দধি প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্যের দ্বারা যাগটি নিষ্পন্ন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে 'চিত্রা' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই বিধিবাক্যই 'চিত্রা'নামক যাগের উৎপত্তি-বিধি। যাগনিষ্পাদক দ্রব্য এবং উদ্দিষ্ট দেবতাকে যাগের রূপ বলা হয়। এই শ্রুতির চিত্রা শব্দে

দধি প্রভৃতি দ্রব্য ও প্রজাপতি-দেবতার প্রাপ্তি ঘটিতেছে। অতএব ইহা উৎপত্তি-বিধি।

যদি আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটিকে গুণবিধিরূপে ধরিয়া লইয়া (পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহাই করিতে চাহেন।) শ্রুত্যন্তরপ্রাপ্ত অগ্নীষোমীয় পশুর চিত্রত্ব এবং স্ত্রীত্বরূপ গুণের বিধান করা হয়, তবে বাক্যভেদ ছাড়াও প্রকৃতহান বা কৃতহান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া বা অকৃতাভ্যাগম-নামক দোষ ঘটিয়া থাকে। যে প্রকরণে "দধি মধু পয়ো ঘৃতং ধানাস্তণ্ডুলা উদকং তৎসংসৃষ্টং প্রাজাপত্যম্" এই বাক্যে দধি, মধু, দুগ্ধ, ঘৃত, ভাজা যব, তণ্ডুল, জল প্রভৃতি দ্রব্য এবং প্রজাপতিরূপ দেবতা এই উভয়ের উপদেশ আছে, সেই প্রকরণ হইতেই 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' এই বাক্যের দ্বারা যাগের ফল কি, তাহা জানা যাইতেছে। 'চিত্রয়া যজেত' এই বাক্যটি যদি উক্ত প্রকরণে না থাকিত, তবে 'বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে' স্বর্গরূপ ফলের কল্পনা করিতে হইত। 'চিত্রয়া যজেত' এই বাক্যটিকে প্রকরণ হইতে বাদ দেওয়া হইলে প্রকৃত উদ্দেশ্যের হানি হয়। ইহাই কৃতহান-দোষ। চিত্রা-বাক্যটি যদি প্রকরণান্তরে আলোচিত অগ্নীষোমীয় প্রকরণের সহিত অন্বিত হয়, তবে অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া-দোষ হইয়া থাকে। এইহেতু আলোচ্য বাক্যটিকে গুণবিধি বলা যাইতে পারে না। সকলপ্রকার দোষের পরিহারের নিমিত্ত 'চিত্রা' শব্দটিকে যাগবিশেষের নামধেয়ই বলিতে হইবে।

এইভাবে বহিষ্পবমান, আজ্য, পৃষ্ঠপ্রভৃতি শব্দও যাগবিশেষের নামধেয়ই হইবে। বাক্যভেদ-দোষ পরিহার করার নিমিত্তই এইগুলিকে নামধেয় বলিতে হয়।

[চতুর্থে অগ্নিহোত্রাদিশব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণে (তৎপ্রখ্যন্যায়ে) সূত্রম্]

তৎপ্রখ্যং চান্যশাস্ত্রম্ ॥৪॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি --

অগ্নিহোত্রং জুহোত্যাঘারমাঘারয়তীত্যমূ।
বিধেয়ৌ গুণসংস্কারাবাহোস্বিৎ কর্ম্মনামনী ॥৮॥
অগ্নয়ে হোত্রমত্রেতি বহুব্রীহিগতোঽনলঃ।
গুণো বিধেয়ো নামত্বে রূপং ন স্যাৎ ক্ষরদ্‌ঘৃতে ॥৯॥
সংস্ক্রিয়াঘারমাঘারয়তীত্যুক্তা দ্বিতীয়য়া।
আঘারেত্যগ্নিহোত্রেতি যৌগিকে কর্ম্মনামনী ॥১০॥

অগ্নির্জ্যোতিরিতি প্রাপ্তো[১] মন্ত্রাদ্দেবস্তথা ঘৃতম্ ।
চতুর্গৃহীতবাক্যোক্তং দ্বিতীয়ায়াস্ত্বিয়ং গতিঃ ॥১১॥
নাসাধিতে হি ধাত্বর্থে করণত্বং ততোঽস্য সা ।
সাধ্যতাং বক্তি সংস্কারো নৈবাশঙ্ক্যঃ[২] ক্রিয়াত্বতঃ ॥১২॥

'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'আঘারমাঘারয়তি' ইত্যত্রাগ্নিহোত্রশব্দস্য কর্মনামত্বে দ্রব্যদেবতয়োরভাবাদ্ যাগস্য স্বরূপমেব ন সিধ্যেৎ। তস্মাদগ্নিদেবতারূপো[৩] গুণোঽনেন দর্বিহোমে বিধীয়তে। আঘারশব্দশ্চ 'ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ' ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নঃ ক্ষরদ্-ঘৃতমাচষ্টে। তস্মিংশ্চ ঘৃতে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যা সংস্কার্যত্বং প্রতীয়তে। তচ্চ সংস্কৃতং ঘৃতমুপাংশুযাজে দ্রব্যং ভবতি। তস্মাৎ 'অগ্নিহোত্রাঘারশব্দৌ গুণসংস্কারয়োর্বিধায়কৌ' ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহেতি প্রাতঃ' ইতি বিহিতেন মন্ত্রেণ প্রাপ্তত্বাদ্দেবতা ন বিধেয়া। ততোঽগ্নিসূর্যদেবতাকস্য সায়ংপ্রাতঃকালয়োর্নিয়মেনানুষ্ঠেয়স্য কর্মণঃ 'অগ্নিহোত্রম্' ইতি যৌগিকং নামধেয়ম্। যোগশ্চ বহুব্রীহিণা দর্শিতঃ। 'চতুর্গৃহীতং বা এতদভূত্তস্যাঘার-মাঘার্য'[৪] ইত্যনেনৈবাজ্যদ্রব্যস্য প্রাপ্ততয়া ক্ষরদ্ঘৃতসংস্কারস্যাবিধেয়ত্বাদাঘারশব্দোঽপি যৌগিকং কর্মনামধেয়ম্।

যস্মিন্ কর্মণি নৈঋতীং দিশমারভ্যৈশানীং দিশমবধিং কৃত্বা[৫] সন্তত্যা ঘৃতং ক্ষার্যতে, তস্য কর্মণ এতন্নাম। ননু নামধেয়ত্বে সতি 'উদ্ভিদা যজেত' 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' ইত্যাদাবিব ধাত্বর্থেন করণেন সামানাধিকরণ্যায় 'অগ্নিহোত্রেণ জুহোতি' 'আঘারেণা-ঘারয়তি' ইতি তৃতীয়য়া ভবিতব্যম্। নৈষ দোষঃ। অনুষ্ঠানাদূর্ধ্বং ধাত্বর্থস্য সিদ্ধত্বাকারেণ করণত্বেঽপি ততঃ পূর্বং সাধ্যত্বাকারং বক্তুং 'অগ্নিহোত্রং আঘারম্' ইতি দ্বিতীয়ায়া যুক্তত্বাৎ। ন চাত্র দ্বিতীয়ানুসারেণ 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' ইত্যাদাবিব সংস্কারঃ শঙ্কনীয়ঃ। ব্রীহিশব্দবদগ্নিহোত্রাঘারশব্দয়োঃ প্রসিদ্ধদ্রব্যবাচকত্বাভাবেন ক্রিয়াবাচিত্বা-ভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ অগ্নিহোত্রাঘারশব্দৌ দর্বিহোমোপাংশুযাজয়োর্গুণসংস্কারবিধায়িনৌ ন ভবতঃ, কিন্তু কর্মান্তরয়োর্নামনী ॥

... ...

১ প্রোক্তো - গ
২ নৈব শঙ্ক্যঃ—গ
৩ ততোঽগ্নি০—খ, গ
৪ ০তস্যাঘারমাঘারয়তি—গ
৫ অবধীকৃত্য—গ

টিপ্পনী

ইদানীং তৎপ্রখ্যশাস্ত্রান্নামধেয়ত্বং নিরূপয়তি। গুণসংস্কারাবিতি। যথাক্রমেণেত্যর্থঃ। অগ্নিহোত্র-বাক্যং গুণঃ। আঘারবাক্যং সংস্কারঃ। দ্বিতীয়য়েত্যন্তঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। দ্বিতীয়য়া সংক্রিয়া উক্তা ইত্যন্বয়ঃ। নাসাধিতে হীত্যাদি। সাধকতমং করণমিতি ব্যাকরণানুশাসনম্। অগ্নিহোত্রমিত্যাদৌ শ্রূয়মাণা দ্বিতীয়া অর্থাক্ষিপ্ত-সাধ্যত্বানুবাদিকেত্যাপোদেবঃ। তং বিধিৎসিতগুণং প্রচষ্টে বক্তীতি তৎপ্রখ্যম্। তথাবিধ-শাস্ত্রাদিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ তন্ত্রবার্ত্তিকে—বিধিৎসিতগুণপ্রাপি শাস্ত্রমন্যদ্ যতস্ত্বিহ। তস্মাত্তৎ-প্রাপণং ব্যর্থমিতি নামত্বমিষ্যতে।

... ...

অনুবাদ (১।৪।৪)

১. মত্বর্থলক্ষণা কিংবা বাক্যভেদের আশঙ্কা না থাকিলেও অন্যান্য কারণে নামধেয় স্বীকারের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে তৎপ্রখ্যশাস্ত্র-রূপ একটি কারণের বিচার করিয়া নামধেয়ত্ব স্থাপন করা হইতেছে।

২. 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'আঘারমাঘারয়তি', 'সমিধা যজতি' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের অগ্নিহোত্র, আঘার, সমিধ প্রভৃতি বিচার্য্য বিষয়।

৩. অগ্নিহোত্র, আঘার, সমিধ প্রভৃতি শব্দ কি অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রাপক, না যাগবিশেষের নাম।

৪. অগ্নিহোত্র শব্দটিকে যাগবিশেষের নাম বলা যায় না। নাম বলিলে যাগের স্বরূপই (দ্রব্য ও দেবতা) সিদ্ধ হয় না। অগ্নিহোত্র শব্দের দ্বারা দর্ব্বিহোমে অগ্নিরূপ দেবতার বিধান করা হইতেছে। অতএব ইহা গুণবিধি। আঘার-শব্দ ক্ষরণশীল ঘৃতকে বুঝায়। সমিধ্-শব্দ যজ্ঞিয় কাষ্ঠকে বুঝায়। এইগুলিও যাগবিশেষের নিষ্পাদক দ্রব্য-রূপে গুণ বলিয়াই গৃহীত হওয়া উচিত।

৫. সিদ্ধান্তপক্ষে বলা হইয়াছে যে, 'অগ্নির্জ্যোতিঃ—' ইত্যাদি মন্ত্র হইতেই অগ্নিদেবতা-রূপ গুণের প্রাপ্তি হইতেছে। দেবতার বিধানের নিমিত্ত শাস্ত্রান্তরের প্রয়োজন নাই। অতএব অগ্নিহোত্র-শব্দ গুণবিধি হইতে পারে না। পরন্তু যৌগিক নামধেয় মাত্র। 'অগ্নয়ে হোত্রমস্মিন্ কর্ম্মণি' এই বহুব্রীহি সমাসের ব্যাস-বাক্য হইতে জানা যাইতেছে—যে যাগে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়, তাহাই অগ্নিহোত্র। এইপ্রকার যৌগিক অর্থের অনুরোধে 'অগ্নিহোত্র' শব্দকে যাগবিশেষের সংজ্ঞা বা নামধেয় বলিলে অসঙ্গত কল্পনা হয় না। এইভাবে আঘার, সমিধ্ প্রভৃতি শব্দকেও নামধেয় বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

আপত্তি হয় যে—‘উদ্ভিদা যজেত’, ‘জ্যোতিষ্টোমেন যজেত’ প্রভৃতি শ্রুতিতে দেখা যায়, ধাতুর অর্থ, যাগরূপ করণের (পশ্বাদি-ফলের সাধন) সহিত সামানাধিকরণ্যে (বিশেষ্যবিশেষণভাবে) অন্বিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বিধিবাক্যেও ধাত্বর্থরূপ ফল-সাধনের সহিত সামানাধিকরণ্য রক্ষার নিমিত্ত ‘অগ্নিহোত্রেণ জুহোতি, ‘আঘারেণ আঘারয়তি’ এইভাবে তৃতীয়া বিভক্তি থাকা উচিত ছিল।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে—অনুষ্ঠানের পরে যাগাদির সিদ্ধ অবস্থা, অর্থাৎ যাগ তখন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরন্তু অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে, অর্থাৎ অনুষ্ঠান না করা পর্য্যন্ত যাগাদির সাধ্য-অবস্থা থাকে। এই কথাটি বুঝাইবার নিমিত্ত আলোচ্য শ্রুতিসমূহে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে। ‘ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি’ (ব্রীহিগুলিকে প্রোক্ষণ করিবে) ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যাইতেছে—প্রোক্ষণের দ্বারা ব্রীহিগুলিকে সংস্কৃত করিতে হইবে। ব্রীহিশব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় যেরূপ তদ্‌গত সংস্কার-বিশেষের কথা বোঝা যায়, সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি শব্দেও দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় অগ্নি-হোত্রের সংস্কারবিশেষ কল্পিত হয় না কেন—এইপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে উত্তরে বলিব—ব্রীহিশব্দ যেরূপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যবিশেষকে (আশুধান্য) বুঝায়, অগ্নিহোত্র বা আঘার শব্দ সেইরূপ কোনও প্রসিদ্ধ দ্রব্যের বাচক নহে। অতএব যাগবিশেষের বাচকই হইয়া থাকে।

এই অধিকরণে তৎপ্রখ্য-শাস্ত্রবশতঃ নামধেয় স্থির করা হইয়াছে। তৎশব্দ গুণকে বুঝায়। গুণের প্রখ্যাপক (প্রকাশক) শাস্ত্রান্তর থাকায় অগ্নিহোত্র-শব্দ যাগবিশেষের নামধেয় হইল। এই শ্রুতি হইতে অগ্নিদেবতারূপ গুণের প্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। কারণ ‘অগ্নির্জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই দেবতার প্রাপ্তি ঘটিতেছে। অতএব দেবতারূপ গুণের বিধায়ক শাস্ত্রান্তর থাকায় অগ্নিহোত্র-শব্দ গুণবিধি না হইয়া নামধেয়ই হইল। আঘার শব্দেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। সেখানে (আঘার-শ্রুতিতে) শাস্ত্রান্তরের দ্বারা আজ্যরূপ দ্রব্যের প্রাপ্তি ঘটিতেছে। অতএব আঘার-শব্দ নামধেয়।

[পঞ্চমে শ্যেনাদিশব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণে (তদ্ব্যপদেশন্যায়ে) সূত্রম্]

তদ্ব্যপদেশঞ্চ ॥৫॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

শ্যেনেনাভিচরন্ মর্ত্ত্যো যজেতেতি শ্রুতৌ গুণঃ ॥
বিধীয়তে পক্ষিরূপো নাম বা তস্য কর্মণঃ ॥১৩॥

শ্যেনেনেতি গুণঃ কাম্যঃ সৌমিকঃ সোমবাধয়া।
ন চিত্রাবদ্-বাক্যভেদো রূঢ়েশ্চৈবমনুগ্রহঃ ॥১৪॥
যথা বৈ শ্যেন ইত্যুক্ত্যা হ্যুপমানোপমেয়তা।
নৈকস্মিংস্তেন গৌণ্যাস্য বৃত্ত্যা স্যাৎ কর্মনামতা ॥১৫॥

'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' ইত্যত্র কর্মনামত্বে[১] দ্রব্যদেবতয়োরভাবাদ্ যাগস্বরূপমপি ন সিধ্যেৎ। ততঃ সোমযাগে নিত্যং সোমদ্রব্যং বাধিত্বা সোমস্য স্থানে পক্ষিদ্রব্যরূপো গুণঃ কাম্যো বিধীয়তে। তথা সতি শ্যেনশব্দস্য পক্ষিণি লোকসিদ্ধা রূঢ়িরনুগৃহ্যতে[২]। ন চ গুণবিধিত্বে চিত্রায়ামিব বাক্যভেদ আপাদয়িতুং শক্যঃ। চিত্রত্বস্ত্রীত্ববদ্গুণদ্বয়াভাবাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যথা বৈ শ্যেনো নিপত্যাদত্তে এবময়ং দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যং নিপত্যাদত্তে[৩] যমভিচরতি শ্যেনেন' ইতি বাক্যেনোক্ত উপমানোপমেয়ভাবঃ পক্ষিণ্যেকস্মিন্ ন যুজ্যতে। তস্মাৎ পক্ষিণ উপমানস্য গুণ উপমেয়ে কর্মণ্যস্তীতি শ্যেনশব্দস্যাভিচারকর্মনামত্বম্। 'সংদংশেনাভিচরন্ যজেত' 'গবাভিচর্যমাণো যজেত' ইত্যত্র সংদংশ-গোশব্দয়োর্নামত্বং শ্যেনশব্দবদ্দ্রষ্টব্যম্। 'যথা সংদংশেন দূরাদানমাদত্তে' 'যথা গাবো গোপায়ন্তি' ইতি বাক্যশেষাভ্যামুপমানোপমেয়ভাবাভিধানাৎ ॥

.. ..

টিপ্পনী

অধুনা তদ্ব্যপদেশশাস্ত্রান্নামধেয়ত্বং নিরূপয়তি। অভিচরন্ বৈরিবধং কুর্ব্বন্। বিধিৎসিতগুণস্য সাদৃশ্যং যত্র বিদ্যতে তদপি পদং নামধেয়মেব। তেন শ্যেনাদিনা ব্যপদেশঃ সাদৃশ্যং যস্য কর্ম্মণস্তৎ তদ্ব্যপদেশম্। যতঃ কর্ম্ম তদ্ব্যপদেশং শ্যেনাদিসদৃশমতঃ শ্যেনাদিশব্দঃ কর্ম্মণো নামধেয়মিতি। সৌমিকঃ সোমযাগীয়ঃ। 'যথা বৈ' ইত্যাদি-শ্রুতৌ শ্যেনপক্ষিণ উপমানত্বম্। গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ ইত্যাদৌ অনন্বয়ালঙ্কারোদাহরণে একস্যৈব উপমানোপমেয়ত্বং ভবতি। পরন্তু উপমানোপমেয়সামান্যধর্ম্মাদীনাং পৃথঙ্নির্দ্দেশে পূর্ণোপমালঙ্কারো ভবতি। নাত্রোদাহরণে অনন্বয়ো ভবিতুমর্হতি। পক্ষিণ উপমানস্যেত্যাদি। শ্যেনপক্ষিণঃ গুণযোগাদ্ গৌণী লক্ষণা ভবতীত্যর্থঃ। তেন লক্ষণয়া বৃত্ত্যা শ্যেনশব্দস্য যাগবিশেষনামত্বমিতি সিদ্ধান্তঃ।

... ...

১ নামত্বে– খ, গ

২ রূঢ়িরভ্যুপগতা ভবতি—খ, গ

৩ আদত্তে—খ, গ

অনুবাদ (১।৪।৫)

১. যে-সকল স্থলে মত্বর্থলক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, বাক্যভেদের আশঙ্কাও নাই এবং গুণের প্রকাশক অন্য কোন শাস্ত্রও নাই—সেরূপ স্থলেও উপমা-সূচক অর্থবাদবাক্যের সামর্থ্যে শব্দবিশেষকে নামধেয় বলিতে হয়। 'তদ্ব্যপদেশ'-বশতঃ সেই-সকল স্থলে নামধেয় হইয়া থাকে। (তদ্ব্যপদেশ শব্দের অর্থ সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইবে।)

২. 'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' এই বিধিবাক্যের শ্যেনপদটি বিচার্য্য বিষয়।

৩. উল্লিখিত শ্রুতিতে শ্যেনশব্দ দ্বারা কি যাগবিশেষে (সোমযাগে) শ্যেন-পক্ষি-রূপ দ্রব্যবিশেষের বিধান করা হইতেছে, অথবা যাগবিশেষের নামধেয় স্থির করা হইতেছে। দ্রব্যের বিধান করিলে ইহাকে গুণবিধি বলিতে হইবে, আর নামধেয় স্বীকার করিলে উৎপত্তিবিধি বলিতে হইবে।

৪. উক্ত বাক্যে শ্যেনরূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে। সোমরস দ্বারা সোমযাগ (অগ্নিষ্টোম) করিতে হয়। অভিচারের (শত্রুবিনাশের) কামনা করিয়া যদি কোন ব্যক্তি সোমযাগে প্রবৃত্ত হন, তখন সোমরসের দ্বারা যাগ না করিয়া সেই ব্যক্তি শ্যেন (বাজ) পাখী দ্বারা যাগ সম্পন্ন করিলে তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে। ইহাতে সোম-রসরূপ দ্রব্য বাধিত হইয়া তৎস্থানে শ্যেনপক্ষি-রূপ গুণ বিহিত হইতেছে। গুণবিধি স্বীকার করার অনুকূলে যুক্তিও আছে—শ্যেনশব্দ পক্ষিবিশেষরূপ অর্থে প্রসিদ্ধ। গুণ-বিধি স্বীকার করিলে এই প্রসিদ্ধ অর্থের অপলাপ করিতে হয় না। 'চিত্রয়া যজেত' ইত্যাদি বাক্যের বিচারে সিদ্ধান্ত-পক্ষে যেরূপ বাক্যভেদের আশঙ্কা করা হইয়াছে, এখানে সেইরূপ কোন আশঙ্কাও নাই। কারণ, দুইটি গুণ এখানে নাই। এই বিধি-বাক্যটিকে যাগবিশেষের নামধেয়-প্রকাশক বলিলে দ্রব্য এবং দেবতা—এই উভয়ের মধ্যে একটিও না থাকায় যাগের স্বরূপই জানা যাইতেছে না। অতএব এই বাক্যটিকে গুণবিধিরূপে মানিয়া লওয়াই সঙ্গত।

৫. উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, 'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' এই শ্রুতির পরেই একটি অর্থবাদ শ্রুতি আছে—"যথা বৈ শ্যেনো নিপত্যাদত্তে, এবময়ং দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যং নিপত্যাদত্তে যমভিচরতি শ্যেনেন"—শ্যেনপাখী যেরূপ ছোঁ মারিয়া অপর পাখী, মাছ প্রভৃতিকে লইয়া যায়, শ্যেনের দ্বারা যে শত্রুর অনিষ্টের উদ্দেশ্যে যজমান অভিচার-ক্রিয়া করিয়া থাকেন, সেই শত্রুকেও তিনি সেইরূপ ক্ষিপ্রবেগে বিনাশ করিতে পারেন। এই বাক্যে শ্যেনপাখী উপমান এবং অপর শ্যেনশব্দ উপমেয়। পরের শ্যেন

শব্দটিকে যদি শ্যেনপাখী অর্থে ধরা হয়, তবে উপমান-উপমেয়ভাবের সঙ্গতি হয় না। অতএব উপমান শ্যেনপাখীর গুণ (অতি শীঘ্র শত্রুকে আক্রমণ করিয়া গ্রহণ করা) উপমেয় অনুষ্ঠানটির মধ্যে আছে বলিয়া অনুষ্ঠানটির নাম হইতেছে—'শ্যেন'। 'রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব' ইত্যাদি 'অনন্বয়' অলঙ্কারের উদাহরণে যেরূপ একই বস্তুতে (যুদ্ধে) উপমানত্ব এবং উপমেয়ত্ব উভয় ধর্মই দেখা যায়, আলোচ্য স্থলেও সেইভাবে সঙ্গতি হউক—এরূপ সিদ্ধান্তও করা যায় না। কারণ ইহা পূর্ণোপমার স্থল, অনন্বয়ের প্রাপ্তি নাই। অতএব শ্যেন শব্দটি অভিচার কর্মবিশেষের নামধেয় বা সংজ্ঞা।

'তদ্ব্যপদেশ' ন্যায়ে এইস্থলে নামধেয়ত্ব সিদ্ধ হইল। 'তেন ব্যপদেশঃ' (সাদৃশ্যং) তদ্ব্যপদেশঃ। তাহার (শ্যেন পাখী প্রভৃতির) ব্যপদেশ আছে যে কর্মে সেই কর্মই তদ্ব্যপদেশ। যেহেতু কর্মটি তদ্ব্যপদেশ (শ্যেনাদি-সদৃশ), সেইহেতু শ্যেনাদি শব্দ কর্মেরই নামধেয় বা সংজ্ঞামাত্র। শ্যেন-শ্রুতির ন্যায় অর্থবাদ-বাক্য সঙ্গে থাকায় উপমান-উপমেয়-ভাবের দ্বারা তদ্ব্যপদেশে 'সন্দংশেনাভিচরন্ যজেত' এই শ্রুতির সন্দংশ শব্দ এবং 'গবাভিচর্য্যমাণো যজেত' এই শ্রুতির গো-শব্দ যাগবিশেষের নামধেয় হইবে।

(ষষ্ঠে বাজপেয়াদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণে সূত্রাণি)

নামধেয়ে গুণশ্রুতেঃ স্যাদ্বিধানমিতি চেৎ ॥৬॥ তুল্যত্বাৎ ক্রিয়য়োর্ন ॥৭॥ ঐকশব্দ্যে পরার্থবৎ ॥৮॥

ষষ্ঠাধিকরণমারচয়তি—

যজেত বাজপেয়েন স্বারাজ্যার্থীত্যসৌ গুণঃ।
নাম বা গুণতা তন্ত্রযোগাদ্ গুণফলদ্বয়ে ॥১৬॥
সাধারণযজেঃ কর্মকরণত্বেন তন্ত্রতা।
ত্রিকদ্বয়ং বিরুদ্ধং স্যাত্তন্ত্রতায়াং ফলং প্রতি ॥১৭॥
উপাদেয়-বিধেয়ত্ব-গুণত্বাখ্যং[১] ত্রিকং যজেঃ।
উদ্দেশ্যানূক্তিমুখ্যত্বত্রিকং তস্য গুণং প্রতি ॥১৮॥

---

১ উপাদান০—গ

ত্যক্ত্বা তন্ত্রং তদাবৃত্তৌ বাক্যং ভিদ্যেত তেন সঃ।
বাজপেয়েতি শব্দোঽপি কর্মনামাগ্নিহোত্রবৎ ॥১৭॥

'বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত' ইত্যত্র বাজপেয়শব্দেন গুণো বিধীয়তে। অন্নবাচী বাজশব্দঃ। তচ্চান্নং পেয়ং সুরাদ্রব্যম্। তচ্চাত্র গুণঃ, সুরাগ্রহাণামনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। নন্বু গুণত্বে 'বাজপেয়গুণবতা যাগেন স্বারাজ্যং ভাবয়েৎ' ইতি মত্বর্থলক্ষণা প্রসজ্যেত। নৈবম্। সকৃদুচ্চরিতস্য[১] 'যজেত' ইত্যাখ্যাতস্য বাজপেয়গুণে স্বারাজ্যফলে চ তন্ত্রেণ সম্বন্ধাঙ্গীকারাৎ। 'বাজপেয়েন দ্রব্যেণ স্বারাজ্যায় যজেত' ইত্যেবমুভয়সম্বন্ধঃ। নন্বু গুণসম্বন্ধে সতি 'বাজপেয়গুণেন যাগং কুর্যাৎ' ইতি যজেঃ কর্মকারকত্বং ভবতি। ফল-সম্বন্ধে তু 'যাগেন স্বারাজ্যং সম্পাদয়েৎ' ইতি করণকারকত্বম্। তৎ[২]কথং তদুভয়-সম্বন্ধ[৩] ইতি চেৎ, নায়ং দোষঃ। যজেঃ সাধারণত্বেন দ্বিরূপত্বসম্ভবাৎ। 'যজেত' ইত্যত্র প্রকৃত্যা যাগ উক্তঃ, প্রত্যয়েন ভাবনোক্তা। তয়োস্তু সমভিব্যাহারাৎ সম্বন্ধমাত্রং গম্যতে। তচ্চ কর্মত্বকরণত্বয়োঃ সাধারণম্। ন খলু তত্র কর্মত্বস্য[৪] করণত্বস্য বা সাক্ষাদভিধায়িকা কাচিদসাধারণী বিভক্তিঃ শ্রূয়তে। অতঃ সাধারণস্য যজেরুভাভ্যাং যুগপৎসম্বন্ধে সতি যথোচিতসম্বন্ধবিশেষঃ পর্যবস্যতি। এবং তন্ত্রেণ সম্বন্ধাঙ্গীকারে 'বাজপেয়দ্রব্যেণ যাগং কুর্যাৎ' ইত্যর্থস্য লভ্যমানত্বাদ্ গুণবিধিত্বেঽপি নাস্তি মত্বর্থলক্ষণা। যদ্যপ্যুদ্ভিদাদিষপ্যেবং গুণবিধিঃ স্যাত্তর্হি তান্যপি বাক্যান্তত্রোদাহৃত্য তদীয়ঃ সিদ্ধান্তঃ পুনরাক্ষিপ্যতামিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যজেস্তন্ত্রেণোভয়সম্বন্ধে[৫] সতি বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়াপত্তিঃ স্যাৎ। উপাদেয়ত্বং বিধেয়ত্বং গুণত্বঞ্চেত্যেকং ত্রিকম্। উদ্দেশ্যত্বমনুবাদ্যত্বং মুখ্যত্বঞ্চ, ইত্যপরং ত্রিকম্। তত্রোদ্দেশ্যত্বাদয়স্ত্রয়ঃ স্বারাজ্যফলনিষ্ঠা ধর্মাঃ, উপাদেয়ত্বাদয়স্ত্রয়ঃ সাধনভূতযজিনিষ্ঠা ধর্মাঃ। ফলমুদ্দিশ্য যজিরুপাদীয়তে। ফলমনূদ্য যজির্বিধীয়তে। ফলং প্রধানম্। যজিরুপসর্জনম্। ফলস্যোদ্দেশ্যত্বং নাম মানসাপেক্ষো বিষয়ত্বাকারঃ। যজেরুপাদেয়ত্বং নামানুষ্ঠীয়মানতাকারঃ। তাবুভৌ মনঃশরীরোপাধিকৌ ধর্মৌ। অনুবাদ্যত্ব-বিধেয়ত্বধর্মৌ তু শব্দোপাধিকৌ। জ্ঞাতস্য কথনমনুবাদঃ। অজ্ঞাতস্যানুষ্ঠেয়ত্বকথনং বিধিঃ। ফলযাগয়োঃ সাধ্যসাধনত্ব-রূপতয়া প্রধানত্বোপসর্জনত্বে। এবং সতি ফলতৎসাধনয়োঃ স্বারাজ্যযাগয়োঃ স্বভাবপর্যালোচনায়াং যথা ফলস্যোদ্দেশ্যত্বাদিত্রিকং যাগস্যোপাদেয়ত্বাদিত্রিকং ব্যবতিষ্ঠতে, তথা যাগস্য বাজপেয়স্য চ সাধ্যসাধনভাবপর্যা-লোচনায়াং যাগস্যোদ্দেশ্যত্বাদিত্রিকম্ বাজপেয়দ্রব্যস্যোপাদেয়ত্বাদিত্রিকঞ্চ পর্যবস্যতি।

১ ০দুচ্চারিতস্য—খ
২ ততঃ—খ, গ
৩ উভয়সম্বন্ধ—খ
৪ কর্মত্বস্যৈব—খ
৫ যজেত০—খ, গ

ততো যাগস্য ফলদ্রব্যাভ্যাং যুগপৎ-সম্বন্ধে সতি বিরুদ্ধং ত্রিকদ্বয়মাপদ্যতে। নন্থ তর্হি মা ভূত্তন্ত্রেণোভয়সম্বন্ধঃ, পৃথক্ সম্বন্ধায় যজিরাবর্ত্যতামিতি চেৎ,[১] বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। 'দ্রব্যেণ যাগং কুর্যাৎ' ইত্যেকং বাক্যম্। 'যাগেন ফলং কুর্যাৎ' ইত্যপরম্। তস্মাদ্ বাজপেয়শব্দো ন গুণবিধায়কঃ, কিন্তু যথোক্তং দ্রব্যং নিমিত্তীকৃত্যাগ্নিহোত্রশব্দবৎ কর্মনামধেয়ম্॥

... ...

টিপ্পনী

বাজপেয়শব্দেন গুণবিধানে বিধ্যনুবাদদোষঃ স্যাৎ। যৎ খলু যুগপদ্ বিধীয়মানমনূদ্যমানঞ্চ ভবতি তস্মিথো বিরুদ্ধয়োর্বিধানুবাদয়োর্বিষয়ত্বাৎ দুষ্টং স্যাদিতি। বিধেধর্ম্মা অনুবাদধর্ম্মৈঃ সহ নিতরাং বিরুধ্যন্তে ইতি দোষনিদানম্। বিধীয়মানপদার্থে উপাদেয়ত্বং বিধেয়ত্বং গুণত্বঞ্চেতি ত্রয়ো ধর্ম্মা বিদ্যন্তে। অনূদ্যমানপদার্থে উদ্দেশ্যত্বং অনুবাদ্যত্বং মুখ্যত্বঞ্চেতি ত্রয়ো ধর্ম্মা বিদ্যন্তে। অয়মেব দোষো বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়নাম্নাপি ব্যপদিশ্যত ইতি।

... ...

অনুবাদ (১।৪।৬)

১. 'বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত' ইহা অন্য একটি নামধেয়-বাক্য।

২. শ্রুতিস্থ বাজপেয় পদটি বিচার্য্য।

৩. স্বারাজ্যরূপ (ইন্দ্রত্ব-পদ) ফলের কামনায় 'বাজপেয়' দ্বারা যাগ করিবে। এই স্থলে বাজপেয় শব্দের দ্বারা কি যাগনিষ্পাদক দ্রব্যবিশেষের বিধান করা হইয়াছে, অথবা এই শব্দটি কর্ম্মবিশেষের নামধেয়। (দ্রব্যবিশেষ বিহিত হইলে শ্রুতিবাক্যটিকে-গুণবিধি বলিয়া স্থির করিতে হইবে।)

৪. বাজ-শব্দের অর্থ অন্ন এবং পেয় শব্দের অর্থ পানীয় দ্রব্য। সুতরাং বাজপেয় শব্দের অর্থ হইতেছে—ভাতের মণ্ড। (মতান্তরে পেয় শব্দে সুরাকে বুঝায়।) এই বাক্যে বাজপেয়রূপ গুণেরই বিধান করা হইয়াছে—এই কথা স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, 'বাজপেয়েন ইত্যাদি' বাক্যকে গুণবিধি বলিলে বাজপেয়রূপ গুণবিশিষ্ট যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফল উৎপাদন করিবে—এইপ্রকার অর্থ বোঝা যাইতেছে। ইহাতে মত্বর্থলক্ষণা হইতেছে।

আপত্তির উত্তরে বলিব, একবার মাত্র উচ্চরিত হইলেও 'যজেত' এই পদের আখ্যাত অর্থাৎ ঈতপ্রত্যয়বাচ্য ক্রিয়াটি বাজপেয়রূপ গুণ এবং স্বারাজ্য-রূপ ফল এই

---

১ চেৎ, ন—খ, গ

উভয়ের সঙ্গেই অন্বিত হইবে। তন্ত্রতা অনুসারে কর্ম্ম এবং করণ উভয়ের সহিত আখ্যাতের অন্বয় হইবে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইবে—বাজপেয়-দ্রব্যরূপ গুণের দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করিবে, এবং যাগ দ্বারা স্বারাজ্য-রূপ ফল উৎপাদন করিবে'। গুণের সহিত আখ্যাতের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বাজপেয় দ্রব্যরূপ গুণের দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করিবে—এরূপ অর্থ দাঁড়ায়। ইহাতে যজ্‌ধাতুর অর্থ (যাগ) কর্ম্ম হইয়া পড়ে। ফলের সহিত আখ্যাতের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে—যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফল উৎপাদন করিবে, এরূপ অর্থ দাঁড়াইবে। ইহাতে যাগ করণ হইয়া পড়ে। আপত্তি হইতে পারে যে, একই যাগ কর্ম্মও হইবে, করণও হইবে—ইহা কিরূপে সম্ভবপর। এই আপত্তির উত্তরে বলিব—ইহা দোষের নহে। যজ্‌-ধাতু দুইভাবেই অন্বিত হইতে পারে। 'যজেত' পদে যজ্‌ধাতু প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে যাগমাত্রের বোধ হইতেছে। 'ঈত' প্রত্যয়ের অর্থ ভাবনা। প্রকৃতি ও প্রত্যয় অব্যবহিতভাবে থাকায় বোঝা যাইতেছে, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কি সম্বন্ধ আছে, তাহা স্থির নাই। কর্ম্মত্বও হইতে পারে, করণত্বও হইতে পারে। কর্ম্মত্ব হইবে, না করণত্ব হইবে—ইহা স্থির করিবার মত কোন বিভক্তি পাওয়া যাইতেছে না। অতএব যুগপৎ কর্ম্মত্ব এবং করণত্ব এই উভয় সম্বন্ধে যজ্‌ধাতুর অন্বয় হইতে কোন বাধা নাই। সংক্ষেপে উভয়রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 'বাজপেয়-রূপ দ্রব্যের দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করিবে—এইরূপ অর্থও পাওয়া গেল। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিকে গুণবিধি স্বীকার করিলেও মত্বর্থ-লক্ষণা হইতে পারে না। যদি বল, পূর্ব্বে আলোচিত 'উদ্ভিদাদি' শ্রুতিতেও এরূপ ভাবে গুণবিধি হইতে পারে, কেন নামধেয় স্বীকার করিব ? তাহার উত্তরে বলিব—গুণবিধি হইলেই বা আমার ক্ষতি কি। সেইসকল অধিকরণের সিদ্ধান্তকে পুনরায় পরিবর্ত্তন করা হউক।

যজ্‌ধাতুর সহিত কর্ম্মত্ব ও করণত্ব উভয়বিধ সম্বন্ধই আখ্যাতের স্বীকার করিয়াছি। ইহাতে বাক্যভেদ হইলেও এই বাক্যভেদ দোষের নহে। যেহেতু এই স্থলে আখ্যাতের সামর্থ্যই এইপ্রকার। অতএব 'বাজপেয়েন ইত্যাদি' শ্রুতিকে গুণবিধিই বলিতে হইবে।

৫. এইপ্রকার অন্বয় স্বীকার করিলে বিধ্যনুবাদ-দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। একই সময়ে কোন কিছু বিধীয়মান ও অনূদ্যমান হইলে, সেখানে পরস্পর অতি বিরুদ্ধ বিধি ও অনুবাদ (কথিতের পুনঃকথন) উপস্থিত হয়। ইহাই বিধ্যনুবাদ-দোষ। বিধি এবং অনুবাদের ধর্ম্মগুলি এক আশ্রয়ে থাকে না। এইকারণে এইগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ! শাস্ত্রে যাহা বিধীয়মান, তাহাতে উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব ও গুণত্ব এই তিনটি

ধর্ম্ম থাকে। 'বাজপেয়েন যজেত' ইত্যাদি শ্রুতিতে যদি যাগের বিধান করা হয়, তবে স্বারাজ্য-রূপ ফল তখন উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে এবং ফলের উদ্দেশ্যে যাগ উপাদেয় (অনুষ্ঠেয়) হইয়া থাকে। তাহাতে ফল প্রধান এবং যাগ অপ্রধান হইয়া দাঁড়ায়। দ্রব্যের বিধান করা হইলে যাগের উদ্দেশ্যে বাজপেয়-রূপ দ্রব্য উপাদেয়, যাগ উদ্দেশ্য। যাগের অনুবাদ করিয়া ফল বিহিত হয়। এই কারণে যাগ অনুবাদ্য এবং প্রধান। বাজপেয় দ্রব্য বা গুণ অপ্রধান। অতএব দুই দিকে যজ্ ধাতুর অন্বয় করিলে ধাত্বর্থে উপরি-উক্ত উপাদেয়ত্বাদি ছয়টি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। ইহাই বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়াপত্তি। পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিক-দ্বয়ের একত্র সমাবেশহেতু এই দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইপ্রকার অন্বয় স্বীকার করা অসঙ্গত। তন্ত্রতা অনুসারে দ্রব্য এবং ফলের সহিত যুগপৎ যাগের সম্বন্ধ না করিয়া 'বাজপেয়দ্রব্যেণ যাগং ভাবয়েৎ' (বাজপেয়রূপ দ্রব্যের দ্বারা যাগ করিবে) এবং 'যাগেন স্বারাজ্যং ভাবয়েৎ (যাগের দ্বারা ইন্দ্রত্বপদ-রূপ ফল উৎপাদন করিবে) এইপ্রকার দুইটি বাক্য স্বীকার করিলে দুইটি বিধান পাওয়া যায়। ইহাতে বাক্যভেদ-দোষ উপস্থিত হয়। অতএব আলোচ্য শ্রুতিতে গুণের বিধান করা হয় নাই, পরন্তু 'অগ্নিহোত্র' শব্দের ন্যায় 'বাজপেয়' শব্দও 'তৎপ্রখ্য-ন্যায়ে' যাগ-বিশেষের নামধেয়-মাত্র। বাজ-(অন্ন) রূপ পেয় দ্রব্য (মণ্ড) যাহাতে আছে, সেই যাগেরই নাম বাজপেয়। এইপ্রকার যৌগিক অর্থ অনুসারে নামধেয় স্বীকার করাই সঙ্গত।

(সপ্তম আগ্নেয়াদীনামনামতাধিকরণে সূত্রম্)

তদ্‌গুণাস্তু বিধীয়েরন্নবিভাগাদ্ বিধানার্থে ন চেদন্যেন শিষ্টাঃ ॥৯॥

সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—

যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপাল ইতি নাম গুণোঽথবা।
নামাগ্নিহোত্রবন্নৈবং নামত্বে দেবতা ন হি ॥ ২০ ॥
মন্ত্রোঽপি নেহ প্রত্যক্ষস্তদ্ধিতাদ্দেবতাবিধিঃ।
দেবদ্রব্যবিশিষ্টস্য বিধানাদেকবাক্যতা ॥২১॥

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াম্, পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি' ইতি। তত্র যথাগ্নিহোত্রশব্দঃ 'অগ্নয়ে হোত্রমত্র' ইত্যমুমর্থং নিমিত্তীকৃত্য কর্ম্মনামধেয়ম্, তথাগ্নেয়শব্দোঽগ্নিসম্বন্ধং[1] নিমিত্তীকৃত্য কর্ম্মনাম স্যাদিতি চেৎ, নৈবম্। নামত্বে দেবতা-

১ •শব্দোঽপাগ্নি•—খ

রাহিত্যপ্রসঙ্গাৎ। অগ্নিহোত্রে তু 'অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি' ইত্যনেন বচনেন[১] বিহিতো মন্ত্রঃ প্রত্যক্ষবিহিত ইতি মান্ত্রবর্ণিকী দেবতা লভ্যতে। ইহ তু ন তাদৃশো মন্ত্রোঽস্তি। আগ্নেয়শব্দস্তু দেবতাং বিধাতুং শক্নোতি। 'অগ্নির্দেবতাঽস্য' ইত্যস্মিন্নর্থে তদ্ধিতস্যোৎপন্নত্বাৎ। ন চ দ্রব্যদেবতয়োরুভয়োর্গুণবিধানাদ্বাক্যভেদ[২] ইতি শঙ্কনীয়ম্। কর্মণোঽপ্রাপ্তত্বেন গুণদ্বয়-বিশিষ্টস্য কর্মণ একেন বাক্যেন বিধানাৎ। তস্মাৎ আগ্নেয়শব্দেন দেবতাগুণো বিধীয়তে॥

... ...

টিপ্পনী

ইদানীং নামধেয়বৎপ্রতীয়মানানামপি আগ্নেয়াদিশব্দানাং গুণত্বং প্রতিপাদয়তি। অগ্নির্দ্দেবতাস্যেত্যাদি। অগ্নিশব্দাত্তস্যেদমিত্যর্থে ঢক্প্রত্যয়ে কৃতে সতি আগ্নেয়পদনিষ্পত্তিঃ। দ্রব্যদেবতয়োরিত্যাদি। আগ্নেয়পদেন দেবতায়াঃ প্রাপ্তিঃ, অষ্টাকপালপদেন চ দ্রব্যস্য প্রাপ্তিরিতি। অষ্টসু কপালেষু সংস্কৃতঃ (পুরোডাশাদিঃ) ইত্যর্থে অষ্টাকপালপদসিদ্ধিঃ। কর্ম্মণঃ অপ্রাপ্তত্বেনেতি। উক্তঞ্চ বার্ত্তিকে—প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ। অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহবোঽপ্যেকযত্নতঃ॥

... ...

অনুবাদ (১।৪।৭)

১. নামধেয় দৃষ্টান্তের বিপরীত দৃষ্টান্তরূপে, যাহা নামধেয় নয়, তেমন একটি বাক্য বিচার করা হইতেছে।

২. দর্শ এবং পূর্ণমাস যাগের প্রকরণে একটি শ্রুতি আছে—'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাঞ্চাচ্যুতো ভবতি।' এই শ্রুতিবাক্যান্তর্গত আগ্নেয় পদটি বিচার্য্য।

৩, এই আগ্নেয় পদটি কি যাগবিশেষের নাম, অথবা অগ্নিদেবতা-রূপ গুণের প্রকাশক। গুণপ্রকাশক হইলে শ্রুতি-বাক্যটি গুণবিধি হইবে।

৪. যে কর্ম্মে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে হোত্র অর্থাৎ হোম করা হয়, সেই কর্ম্মের নাম 'অগ্নিহোত্র'—এইরূপ যৌগিক অর্থ অনুসারে অগ্নিহোত্র শব্দকে নামধেয় বলা হইয়াছে। এই স্থলেও সেইরূপ 'আগ্নেয়' শব্দটিকে নামধেয় বলা উচিত। 'অগ্নির যাহাতে সম্বন্ধ আছে তাহাই আগ্নেয়'— (অগ্নি+ঢক্ষেয়) এই যৌগিক অর্থে 'আগ্নেয়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং অগ্নিহোত্র শব্দের ন্যায় আগ্নেয় শব্দের নামধেয়ত্বই সঙ্গত।

---

১ বচনেন (নাস্তি) —খ

২ ০গুণয়োর্বিধানাদ—খ

৫. আগ্নেয় শব্দ নামধেয় হইতে পারে না। ইহাকে নামধেয় বলিলে অনুষ্ঠানটি দেবতা-বিহীন হইয়া পড়ে। দেবতাবিহীন অনুষ্ঠানকে যাগ বলা চলে না। যেহেতু দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি দ্রব্যের ত্যাগকেই যাগ বলে। অগ্নিহোত্র শ্রুতির বেলা দেবতার প্রাপক অপর শাস্ত্র আছে। 'অগ্নির্জ্যোতিঃ ইত্যাদি' শাস্ত্রবলে সেই স্থানে দেবতার প্রাপ্তি ঘটে। আলোচ্য স্থলে দেবতার প্রাপক অপর শ্রুতিবাক্য পাওয়া যাইতেছে না। এই কারণে শ্রুতিস্থ আগ্নেয় শব্দটি দেবতারই বিধান করিতেছে। 'অগ্নি এই যাগের দেবতা'—এই অর্থে অগ্নি শব্দের পর তদ্ধিত প্রত্যয় 'ঢেয়' যোগ করিয়া আগ্নেয় পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদ্ধিত প্রত্যয়টি দেবতারই বোধক।

'অষ্টাকপালঃ' এই পদটির দ্বারা দ্রব্যেরও বিধান করা হইয়াছে। 'অষ্টসু কপালেষু সংস্কৃতঃ'—অর্থাৎ যাহা আটটি কপালে (শরাবে) সংস্কৃত হইয়াছে তাদৃশ দ্রব্যই অষ্টাকপাল। (অষ্ট শরাবে সংস্কৃত পুরোডাশাদি যজ্ঞিয় দ্রব্যকে অষ্টাকপাল বলে।) এইপ্রকার অর্থ হইতে যাগ-নিষ্পাদক দ্রব্যের প্রাপ্তিও ঘটিতেছে।

আলোচ্য শ্রুতি দ্বারা দ্রব্য এবং দেবতা উভয়ের বিধান করিলেও বাক্যভেদ-দোষের আশঙ্কা করা যায় না। এই স্থলে বিধীয়মান কর্ম্মটি অন্য কোনও শাস্ত্রের দ্বারা প্রাপ্ত নহে। অপ্রাপ্ত-বলিয়া অগ্নিরূপ দেবতা এবং অষ্টাকপাল-রূপ দ্রব্য, এই দুইটি গুণ একই বাক্যের দ্বারা বিহিত হইতেছে। এরূপ স্থলে বাক্যভেদ হইতে পারে না। শাস্ত্রান্তরের দ্বারা বিহিত কর্ম্মে একাধিক গুণের বিধান করিতে গেলেই বাক্যভেদ-দোষ ঘটে।

তাৎপর্য্য এই যে, মূল কর্ম্মও যদি শাস্ত্রান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তবে একাধিক গুণবিশিষ্ট মূল কর্ম্মেরই বিধান হইয়া থাকে। কর্ম্মের বিশেষণগুলির বিধান করা না হইলে বিশিষ্টের বিধান হইতে পারে না বলিয়া এরূপ স্থলে অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারাই বিশেষণগুলির বিধান হইয়া থাকে। অর্থাপত্তির দ্বারা বিশেষণের বিধান করিতে হয় বলিয়া একাধিক বাক্য আবৃত্তি করিতে হয় না। সুতরাং বাক্যভেদরূপ দোষও হয় না। অতএব আলোচ্য স্থলেও বাক্যভেদ-দোষ হয় নাই।

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

তদাগ্নেয়[১] ইতি প্রোক্তং ন মানং বিধ্যসম্ভবাৎ।
ইতি চেন্ন বিশিষ্টার্থবিধৌ সত্যপ্রমা কুতঃ ॥২২॥

উদাহৃতবাক্যে দেবতারাহিত্যপ্রসঙ্গেন নামত্বাভাবাদ্ গুণয়োর্বিধৌ বাক্যভেদাচ্চ

১ যদাগ্নেয়—গ

বিধ্যসম্ভবাদপ্রামাণ্যমিতি পূর্বপক্ষঃ। গুণদ্বয়বিশিষ্টকর্মবিধিসম্ভবাৎ প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ ॥

... .

অনুবাদ

প্রভাকর-মতে এই অধিকরণের পূর্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত অন্যরূপ।

৪. আগ্নেয় শব্দকে নামধেয় বলা যায় না। কারণ তাহাতে যাগটি দেবতাবিহীন হইয়া পড়ে এবং বস্তুতঃ যাগই হইতে পারে না। আর শ্রুতি-বাক্যটিকে দ্রব্য ও দেবতারূপ গুণদ্বয়ের বিধায়ক বলিলে বাক্যভেদ-দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া এই বাক্যটিকে বিধিও বলা যায় না। অতএব এই বাক্যটি অপ্রমাণ।

৫. দ্রব্য ও দেবতারূপ গুণদ্বয়বিশিষ্ট যাগের বিধান করিতেছে বলিয়া এই শ্রুতিবাক্যটিরও প্রামাণ্য আছে। (কুমারিল মতের সিদ্ধান্তপক্ষে এই বিষয়ে বিস্তৃত-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।)

(অষ্টমে বর্হিরাদিশব্দানাং জাতিবাচিতাধিকরণে সূত্রম্)

বর্হিরাজ্যয়োরসংস্কারে শব্দলাভাদতচ্ছব্দঃ ॥১০॥

অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

বর্হিরাজ্যপুরোডাশব্দাঃ সংস্কারবাচিনঃ।
জাত্যর্থা বা শাস্ত্ররূঢ়েস্তে স্যুঃ সংস্কারবাচিনঃ ॥২৩॥
জাতিং ত্যক্ত্বা ন সংস্কারে প্রযুক্তা লোকবেদয়োঃ।
বিনাপি সংস্কৃতিং লোকে দৃষ্টত্বাজ্জাতিবাচিনঃ ॥২৪॥

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—'বর্হির্লুনাতি' 'আজ্যং বিলাপয়তি' 'পুরোডাশং পর্যগ্নি[১] করোতি' ইতি। অত্র বর্হিরাদিশব্দানাং শাস্ত্রে সর্বত্র সংস্কৃতেষু[২] তৃণাদিষু প্রয়োগাৎ, পীত্বাদিশব্দেষু শাস্ত্রীয়রূঢ়িপ্রাবল্যস্যোক্তত্বাৎ, যূপাহবনীয়াদিশব্দবৎ সংস্কারবাচিনো বর্হিরাদিশব্দা ইতি চেৎ, মৈবম্। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাতিবাচিত্বাৎ। 'যত্র যত্র বর্হিরাদিশব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র জাতিঃ' ইত্যস্যা ব্যাপ্তের্লোকে বেদে চ নাস্তি ব্যভিচারঃ। সংস্কারব্যাপ্তের্লৌকিকপ্রয়োগে[৩] ব্যভিচারো দৃশ্যতে। ক্বচিদ্দেশবিশেষে লৌকিক-ব্যবহারো[৪] জাতিমাত্রমুপজীব্য বিনা সংস্কারং তে শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে—'বর্হিরাদায়

১ পর্যগ্নিং - খ
২ সংস্কৃতেষ্বেব—খ, গ
৩ ০ব্যাপ্তেস্ত০—খ, গ
৪ ০ব্যবহারে—খ

গাবো গতাঃ' ইতি, 'ক্রয্যমাজ্যম্' ইতি। 'পুরোডাশেন মে মাতা প্রহেলকং দদাতি' ইতি চ। তস্মাজ্জাতিবাচিনঃ। প্রয়োজনন্তু 'বর্হিষা যূপাবটমবস্তৃণাতি' ইত্যত্র বিনা সংস্কারেণ স্তরণসিদ্ধিঃ[1] ॥

... ...

টিপ্পনী

কর্ম্মনামধেয়বিচারপ্রসঙ্গেন কেষাঞ্চিদ্ দ্রব্যাণামপি নামধেয়ত্বং বিচারয়তি। পীল্বাদিশব্দেষ্বিত্যাদি। আর্য্যম্লেচ্ছাধিকরণে আর্য্যপ্রসিদ্ধস্যার্থস্য প্রাবল্যমুক্তমিতি। জাতিবাচিত্বাদিতি। এতদধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে দশমাধিকরণে জাতিশক্তির্নিরূপিতেতি। পুরোডাশেনেতি সহার্থে তৃতীয়া। প্রহেলকঃ অপ্রশস্তপিষ্টক-বিশেষঃ। যূপাবটম্ যূপপ্রোথনস্য গর্ত্তম্।

... ...

অনুবাদ (১।৪।৮)

১ যে-সকল শব্দের অর্থ সন্দিগ্ধ, সেইরূপ শব্দঘটিত কয়েকটি শ্রুতি-বাক্যের বিচার ক্রমশঃ করা হইতেছে।

২. দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে কয়েকটি শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়—'বর্হির্লুনাতি' 'আজ্যং বিলাপয়তি' 'পুরোডাশং পর্যগ্নি করোতি'। এইসকল বাক্যস্থ বর্হিঃ, আজ্য ও পুরোডাশ শব্দের অর্থই বিচার্য্য বিষয়।

৩. যাজ্ঞিকগণ মন্ত্রপাঠ অথবা যজ্ঞীয় সংস্কারবিশেষের দ্বারা সংস্কৃত কুশকে বর্হিঃ বলিয়া থাকেন। আজ্য শব্দেও তাঁহারা সংস্কৃত ঘৃতকেই বুঝেন। পুরোডাশ শব্দেও যজ্ঞীয় সংস্কৃত পিষ্টক, সন্দেশ প্রভৃতিকে বুঝিয়া থাকেন। যে কোনও কুশ, ঘৃত এবং পিষ্টকাদিকে বুঝাইবার নিমিত্ত এই শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে সাধারণ লোককে দেখা যায়।[2] এই কারণে সংশয় হয় যে, বর্হিঃ প্রভৃতি শব্দ কি সংস্কৃত সেই সেই বস্তুর বাচক, অথবা বর্হিষ্ট্ব, আজ্যত্ব প্রভৃতি জাতির বাচক।

৪. লৌকিক সাধারণ অর্থ অপেক্ষা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধিমূলক অর্থের জোর বেশী। শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধিবশতঃ পীলু প্রভৃতি শব্দ বৃক্ষাদিরই বাচক হইয়া থাকে, হস্তী প্রভৃতির বাচক হয় না (দ্রষ্টব্য ১।৩।৫)। যূপ বলিলে শুধু কাষ্ঠখণ্ড-মাত্র বুঝায় না, পরন্তু যজ্ঞিয় পশু-বন্ধনের সংস্কৃত কাষ্ঠকেই বুঝাইয়া থাকে। আহবনীয় শব্দ অগ্নিমাত্রের বাচক নহে, পরন্তু তাদৃশ সংস্কৃত অগ্নিবিশেষেরই বাচক। আলোচ্য স্থলেও যূপ, আহবনীয় প্রভৃতি শব্দের ন্যায় (ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা আর্য্যপ্রসিদ্ধির প্রবলতানিবন্ধন) বর্হিঃ, আজ্য এবং

---

১ আস্তরণ০—খ, গ

২ পুরোডাশ-শব্দ যজ্ঞীয় প্রকরণ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রযুক্ত হইতে দেখি নাই।

পুরোডাশ প্রভৃতি শব্দ যাজ্ঞিকগণের প্রয়োগ অনুসারে সংস্কারযুক্ত কুশ, ঘৃত ও পুরোডাশাদিরই বাচক হইবে।

৫. জাতিই শব্দের বাচ্য, এই কথা পূর্ব্বে (১৷৩৷১০, দ্বিতীয় বর্ণক) বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে অন্বয়-ব্যতিরেক নিয়মও দেখা যায়। যেখানে যেখানে বর্হিঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, সেখানে সেখানে শব্দগুলি জাতি-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগে বা বৈদিক প্রয়োগে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তৎসত্ত্বে তৎসত্তার নাম অন্বয়। যথা—বর্হিঃশব্দ-সত্ত্বে বর্হিষ্ট্ব জাতি-রূপ অর্থের সত্তা। তদসত্ত্বে তদসত্তার নাম ব্যতিরেক। বর্হিঃশব্দের অপ্রয়োগে বর্হিষ্ট্ব জাতির অসত্তা, অর্থাৎ আবাচ্যতা। এই অন্বয়-ব্যতিরেক নিয়ম অনুসারেই শব্দের অর্থ স্থির করা হয়। যদি শুধু সংস্কারযুক্ত কুশকেই বর্হিঃ বলা হয় এবং আজ্যাদি শব্দও সংস্কৃত ঘৃতাদিকেই বুঝায়, তবে সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। জাতিই যদি শব্দের অর্থ হয়, তবে বর্হিরাদি শব্দ সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সকলপ্রকার কুশ প্রভৃতিকেই বুঝাইতে পারে। লৌকিক প্রয়োগে অসংস্কৃত কুশ প্রভৃতি অর্থেই বর্হিরাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত দুইপ্রকার কুশ প্রভৃতিকে বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দগুলির জাতিবাচকতা স্বীকার করাই সঙ্গত। সংস্কৃত ও অসংস্কৃত সকলপ্রকার বর্হিঃতেই বর্হিষ্ট্ব জাতি বিদ্যমান। এইরূপে আজ্য প্রভৃতি শব্দের বেলাও বুঝিতে হইবে।

এই বিচারের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে—'যূপ প্রোথিত করিতে যে গর্ত্ত হইয়াছে, বর্হিঃ দ্বারা সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে'—এই শাস্ত্রীয় বিধানে বর্হিঃ শব্দের প্রয়োগ আছে। এই স্থলে অসংস্কৃত বর্হিঃ দ্বারাই কাজ করা চলিবে। আজ্য, পুরোডাশ প্রভৃতি শব্দের বেলাও এই নিয়মই বুঝিতে হইবে।

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

বর্হিরাদৌ নিমিত্তস্য দুর্বচত্বান্ন মেতি চেৎ।
জাতেস্তত্র নিমিত্তত্বাত্তদ্‌যুক্তা চোদনা প্রমা ॥২৫॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

গুরুমতং প্রদর্শয়তি। বর্হিরাদাবিত্যাদি। নিমিত্তস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তস্যেত্যর্থঃ। বাচ্যত্বে সতি বাচ্যবৃত্তিত্বে সতি বাচ্যোপস্থিতিপ্রকারত্বং হি প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বম্। যথা গোশব্দস্য গোত্বম্।

... ...

অনুবাদ

৪. প্রভাকর মতে পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে বর্হিঃ প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (সেই সেই অর্থে ব্যবহারের নিয়ামক) কি, তাহা বলা শক্ত। এইহেতু এইসকল শব্দযুক্ত শ্রুতির প্রামাণ্যই নাই।

৫. সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, জাতি-রূপ অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে যুক্তি আছে। অতএব বর্হিঃ প্রভৃতি শব্দযুক্ত শ্রুতির নিশ্চয়ই প্রামাণ্য আছে।

(নবমে প্রোক্ষণ্যাদিশব্দানাং যৌগিকতাধিকরণে সূত্রম্)

প্রোক্ষণীষ্বর্থসংযোগাৎ ॥১১॥

নবমাধিকরণমারচয়তি—

প্রোক্ষণীঃ সংস্কৃতির্জাতির্যোগো বা সর্বভূমিষু।
তথোক্তেঃ সংস্কৃতির্জাতিঃ স্যাদ্ রূঢ়েঃ প্রবলত্বতঃ ॥২৬॥
অন্যোন্যাশ্রয়তো নাদ্যো ন জাতিঃ কল্প্যশক্তিতঃ।
যোগঃ স্যাৎ কপ্তশক্তিত্বাৎ কপ্তির্ব্যাকরণাদ্ ভবেৎ ॥২৭॥

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—'প্রোক্ষণীরাসাদয়' ইতি। তত্র প্রোক্ষণীশব্দস্যাভিমন্ত্রণাসাদনাদি-সংস্কৃতিঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। কুতঃ, সর্বেষু বৈদিকপ্রয়োগপ্রদেশেষু সংস্কৃতানামেবাপাং প্রোক্ষণীশব্দেনোচ্যমানত্বাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। লোকে জলক্রীড়ায়াং 'প্রোক্ষণীভিরুদ্বেজিতাঃ স্মঃ' ইত্যসংস্কৃতাস্বপ্সু প্রয়োগাদ্ বর্হিরাদিশব্দবজ্জাতৌ রূঢ়ত্বাদুদকত্বজাতিঃ প্রবৃত্তি-নিমিত্তম্। ন চ 'প্রকর্ষেণোক্ষ্যত আভিঃ' ইতি যোগোঽত্র শঙ্কনীয়ঃ। রূঢ়েঃ প্রবলত্বাদিতি পক্ষান্তরম্। তত্র ন তাবৎ সংস্কারো যুক্তঃ, অন্যোন্যাশ্রয়ত্বাৎ। বিহিতেষ্বভিমন্ত্রণাদিষু সংস্কারেষ্বনুষ্ঠিতেষু পশ্চাৎ সংস্কৃতাসু অপ্সু প্রোক্ষণীশব্দপ্রবৃত্তিঃ। তৎপ্রবৃত্তৌ সত্যাং প্রোক্ষণীশব্দেনাপোঽনূদ্যাভিমন্ত্রণসিদ্ধিরিতি[১]। নাপি জাতিপক্ষো যুক্তঃ। উদকজাতৌ প্রোক্ষণীশব্দস্য বৃদ্ধব্যবহারে পূর্বমকপ্তত্বেনেতঃ পরং শক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ। ততো গোশব্দবদশ্বকর্ণশব্দবচ্চ রূঢ়ো ন ভবতি। যোগস্তু ব্যাকরণেন কপ্তঃ। সোপসর্গাদ্ধাতোঃ করণে ল্যুট্প্রত্যয়েন বুৎপাদনাৎ। তস্মাৎ প্রোক্ষণীশব্দো যৌগিকঃ। ঘৃতাদেঃ প্রোক্ষণত্বং প্রয়োজনম্ ॥

…　　…　　…

---

১ অভিমন্ত্রণাদিবিধিরিতি—খ

টিপ্পনী

প্রোক্ষণ্যাদিশব্দানাং জাতিবাচকত্বং নিরস্য যৌগিকত্বং স্থাপয়তি। রূঢ়েঃ প্রবলত্বাদিতি. তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ—'লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্ যোগাপহারিণী'তি। গোশব্দবদিত্যাদি. গম্‌ধাতোর্ডপ্রত্যয়নিষ্পন্নো গোশব্দঃ শয়নাদিকালেঽপি গবি এব প্রযুজ্যতে, ন তু গমনকর্ত্তরি মনুষ্যাদিকে। অশ্বস্য কর্ণঃ অশ্বকর্ণ ইতি ব্যুৎপত্তির্ন গ্রাহ্যা, পরন্তু রূঢ়িবশাৎ শালবৃক্ষ এব বাচ্যঃ তেন কপ্তাদ্[৯] যোগাৎ কল্প্যারূঢ়ের্দ্দুর্ব্বলত্বমিতি। উক্তঞ্চ ভট্টপাদৈঃ লব্ধাত্মিকেত্যাদিবচনস্য শেষার্দ্ধে—'কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ' ইতি। যৌগিকার্থং গৃহীত্বা ঘৃতাদের্ব্বিশেষণরূপেণ প্রোক্ষণমিত্যাদিপ্রয়োগোঽপি সঙ্গচ্ছত ত্রবেতি বিচারপ্রয়োজনম্।

... ...

অনুবাদ (১।৪।৯)

১. 'প্রোক্ষণীরাসাদয়' এই একটি বাক্যের অর্থ বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া বিচার করা যাইতেছে।

২. শ্রুতিস্থ 'প্রোক্ষণী' শব্দটি বিচারের বিষয়।

৩. এখানে সংশয় জাগিতেছে—প্রোক্ষণীশব্দের অর্থ কি ? অভিমন্ত্রণ, আসাদন প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত জলকে বুঝিব, না যে-কোন জলকে বুঝিব, না প্রোক্ষণ কার্য্যের সহায়ক যে কোন দ্রব্যকে বুঝিব।

৪. এই স্থলে দুইটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে—

(ক) প্রোক্ষণী শব্দ সংস্কারযুক্ত জলকেই বুঝায়। সকল বৈদিক কর্ম্মেই সংস্কৃত জলের দ্বারা কাজ করা হয় এবং সংস্কৃত জল—অর্থেই প্রোক্ষণী-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

(খ) পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের ন্যায় প্রোক্ষণী-শব্দকে জাতিবাচকই বলিব। সাধারণ লোক জলক্রীড়ায় বলিয়া থাকে—'প্রোক্ষণী দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি'। ইহাতে বোঝা যায়, বর্হিঃ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় প্রোক্ষণী শব্দও জাতি-রূপ অর্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ। সাধারণ জলকে বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব শব্দটি জলত্ব জাতির বাচক। 'এইগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রোক্ষণ করা হয় বলিয়া এইগুলিকে প্রোক্ষণী বলে'—এইপ্রকার যৌগিক অর্থের দ্বারা প্রোক্ষণের সাধনীভূত বস্তুকেই প্রোক্ষণী বলা চলিতে পারে। এই যৌগিকার্থেরও আশঙ্কা করা চলে না। কারণ যোগার্থ অপেক্ষা রূঢ় অর্থ প্রবল। রূঢ়ির প্রাবল্যনিবন্ধন জল-রূপ বস্তুকেই বুঝাইবে, প্রোক্ষণের সাধনীভূত অপর বস্তুকে বুঝাইবে না।

৫. সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, প্রোক্ষণী শব্দটি সংস্কারবাচক হইতে পারে না। কারণ সংস্কৃত জল-রূপ অর্থ স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা—জল যথাশাস্ত্র সংস্কৃত হইলেই তাহাকে প্রোক্ষণী বলা হইবে, সংস্কৃত না হইলে বলা হইবে না—ইহাই যদি স্থির হয়, তবে প্রোক্ষণী শব্দের প্রয়োগ সংস্কার-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। অন্য দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রোক্ষণী শব্দের অর্থ যদি পূর্ব্ব হইতেই জানা না থাকে, তবে তদুদ্দেশ্যে অভিমন্ত্রণাদি সংস্কার হইতে পারে না। এই কারণে সংস্কারের বিধান প্রোক্ষণী-সাপেক্ষ। এইরূপে প্রোক্ষণী এবং সংস্কার উভয়ই হইতেছে—পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহাই অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয়-দোষ। জলত্ব-জাতিরূপ অর্থও সঙ্গত হয় না। কারণ শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আচার্য্যগণ কোথাও এরূপ অর্থে প্রোক্ষণী-শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং জলত্ব-রূপ অর্থে শক্তি স্থির করা হয় নাই, পরন্তু জাতিপক্ষ মানিয়া লইলে নূতনভাবে সেইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। শব্দটি গো-শব্দের ন্যায় অথবা অশ্বকর্ণ শব্দের ন্যায় রূঢ় (অর্থবিশেষে সুপ্রসিদ্ধ) নহে। অতএব নূতনভাবে অর্থ কল্পনা করিতে যাওয়া অসঙ্গত।

'যাহার দ্বারা প্রোক্ষণ করা হয় তাহাই প্রোক্ষণী'—এইপ্রকার যৌগিক অর্থ ব্যাকরণের দ্বারাই জানা যাইতেছে। প্র-উপসর্গের পর 'উক্ষ' ধাতুর সহিত 'ল্যুট্' প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' করিলে প্রোক্ষণীশব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রোক্ষণী শব্দটি যৌগিক। শব্দটিকে যৌগিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে প্রয়োজনবোধে লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া ঘৃতাদির বিশেষণরূপে 'প্রোক্ষণ'শব্দের প্রয়োগ করা চলিবে। পরন্তু শব্দটিকে জলত্বজাতি-বাচক স্বীকার করিলে 'প্রোক্ষণী'রূপেই রাখিতে হইবে, পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। এই বিচারের ইহাই প্রয়োজন।

(দশমে নির্মন্থ্যশব্দস্য যৌগিকতাধিকরণে সূত্রম্)

তথা নির্ম্মন্থ্যে ॥১২॥

দশমাধিকরণমারচয়তি—

রূঢ়ির্যোগো যোগরূঢ়ির্বা নির্মন্থ্যস্য বর্তনম্।
আদ্যৌ পূর্ববদন্ত্যোঽচিরজাতের্বিনীতবৎ ॥২৮॥

অগ্নিচয়নে শ্রূয়তে—'নির্মন্থ্যেনেষ্টকাঃ পচন্তি' ইতি। তত্র নির্মন্থ্যশব্দস্য স্বার্থে কীদৃশী বৃত্তিরিতি সংশয়ে বর্হিরাদি-শব্দবল্লৌকিক-বৈদিকসাধারণ্যাদ্ বহ্নিজাতৌ[১] রূঢ়িরিত্যেকঃ

১ বর্হির্জাতৌ—গ

পক্ষঃ। প্রোক্ষণী-শব্দবদ্ রূঢ়েরক্লৃপ্তত্বাদরণিনির্ম্মন্থনজন্যত্বাচ্চ যোগ ইতি পক্ষান্তরম্। লৌকিক-নির্মন্থনেন[১] চিরনির্মন্থনেন[২] চ জন্যং বারয়িতুং যোগরূঢ়িঃ পঙ্কজাদিবদাশ্রয়ণীয়া। আধানকালে নির্মথ্য গার্হপত্যে[৩] নিত্যং ধৃতোঽগ্নিশ্চিরনির্মথিতঃ। চয়নকালে নির্মথ্যোখাসু ধৃতোঽগ্নিরচিরনির্মথিতঃ[৪]। সত্ত এব লৌকিকমথনেন[৫] জাতোঽগ্নির-চিরনির্মথিতঃ। তেনেষ্টকাঃ পচ্যন্তে। যথা পুরাণনূতনয়োর্ঘৃতয়োর্নবনীতজন্যত্বে সমানেঽপি যোগরূঢ্যা নূতনমেব নাবনীতমিতি ব্যবহ্রিয়তে, তদ্বৎ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রোক্ষণীশব্দস্যেব নির্ম্মন্থ্যশব্দস্যাপি জাতিবাচকত্বং নিরস্য যোগরূঢ়ত্বং নিরূপয়তি এবং হি শ্রূয়তে শতপথব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়সংহিতায়াঞ্চ, বিংশত্যধিকসপ্তশতং ইষ্টকাঃ নির্ম্মায় অচিরনির্ম্মথিতেনাদূরনির্ম্মথি-তেনানন্যনির্ম্মথিতেন নির্ম্মন্থ্যেনাগ্নিনা পচেয়ুঃ। অভিশ্চাচিরনির্দ্দগ্ধাভিরিষ্টকাভিঃ শ্যেনবিহঙ্গাকারেণ অগ্নি-স্থাপনভূমিং রচয়েয়ুঃ। ইমমেব শ্রুতিনির্দ্দেশমবলম্ব্য নির্ম্মন্থ্যশব্দস্যার্থো বিচারিতঃ।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১০)

১. এই অধিকরণে আরও একটি বাক্যের বিচার করা হইতেছে। এই বাক্যের মধ্যেও একটি পদের অর্থ সন্দিগ্ধ।

২. অগ্নিচয়ন-প্রকরণে একটি শ্রুতি পাওয়া যায়—'নির্ম্মন্থ্যেনেষ্টকাঃ পচন্তি'—নির্ম্মন্থ্যের দ্বারা ইষ্টকা পাক করিবে। এই বাক্যের নির্ম্মন্থ্য শব্দটি বিচার্য্য বিষয়।

৩. (ক) বর্হিঃ-প্রভৃতি শব্দের মত লৌকিক এবং বৈদিক প্রয়োগে একই রকমের অর্থ স্থির করিতে গেলে নির্ম্মন্থ্য-শব্দ অগ্নিত্ব জাতিকে বুঝাইবে। এই অর্থে শব্দটি রূঢ় হইবে।

(খ) এই স্থলে রূঢ় অর্থ স্থির করা হয় নাই। অরণি-নির্ম্মন্থন হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে নির্ম্মন্থ্য বলিলে যৌগিক অর্থকেই আদর করা হয়। প্রোক্ষণী শব্দের ন্যায় অর্থ নির্ণয় করা চলে।

---

১ নির্ম্মন্থ্যনেন—গ

২ চিরনির্ম্মন্থ্যনেন—গ

৩ নির্মন্থ্যগার্হপত্যে—খ

৪ চয়নকালে—নির্মথিতঃ (নাস্তি)—খ

৫ অলৌকিকমন্থনেন—খ

(গ) যাহার দ্বারা নির্ম্মথিত হয় তাহাই নির্ম্মন্থ্য, তদুৎপন্ন নির্ম্মন্থ্য—এইপ্রকার যোগার্থের সহিত অচিরজাতত্ব-রূপ রূঢ্যর্থকে যোগ করিলে লৌকিক মথনের দ্বারা উৎপন্ন অচিরনির্ম্মথিত অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। এই অর্থে শব্দটিকে যোগরূঢ় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এখন সংশয় হইতেছে—উপরি-উক্ত তিনটি অর্থের (রূঢ়, যৌগিক এবং যোগরূঢ়) মধ্যে কোন্ অর্থটি আলোচ্য শ্রুতিতে গৃহীত হইবে।

৪. বর্হিঃশব্দের ন্যায় নির্ম্মন্থ্য-শব্দটিও সকল শ্রেণীর অগ্নির বাচক। অগ্নিত্ব জাতি-রূপ অর্থেই নির্ম্মন্থ্য শব্দ শ্রুতিতে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং যে-কোন অগ্নির দ্বারা ইষ্টকা পোড়ান চলিবে। অরণিমথন-সঞ্জাত অগ্নির দ্বারা পোড়াইলেও ক্ষতি নাই।

অথবা নির্ম্মন্থ্য শব্দের যৌগিক অর্থকেই গ্রহণ করিব। তাহাতে ইহাই বোঝা যাইবে যে, লৌকিক মথন হইতে জাত যে অগ্নি, সেই অগ্নির দ্বারাই ইষ্টকা পোড়ান হইবে। সেই অগ্নি যদি পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতেও ক্ষতি নাই।

৫. পূর্ব্বপক্ষের এই দুইটি মতবাদই সিদ্ধান্তবাদী খণ্ডন করিতেছেন। সিদ্ধান্ত এই যে, অচিরনির্ম্মথিত এবং লৌকিক (সাধারণভাবে) মথনের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নির দ্বারাই ইষ্টকা পোড়াইতে হইবে।

অগ্নির আধানের সময় নির্ম্মন্থন করিয়া যে অগ্নিকে উৎপাদন করা হইয়াছে, সেই অগ্নি গার্হপত্যে সর্ব্বদা ধৃত আছে বলিয়া তাহা চিরনির্ম্মথিত। সাধারণ লৌকিক কাজে অগ্নিচয়নের সময় নির্ম্মন্থন করায় যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে অগ্নি চুলাতেই রাখা হইয়াছে—সেই অগ্নিই অচিরনির্ম্মথিত। সেই সদ্য-উৎপাদিত সাধারণ লৌকিক অগ্নির দ্বারাই ইষ্টকা পোড়াইতে হইবে। পুরাতন ঘৃত এবং নূতন ঘৃত—যদিও দুইটিই নবনীত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি নাবনীত শব্দ নূতন ঘৃতকেই বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ এই স্থলে শব্দের যোগরূঢ় শক্তির বলে সদ্যঃ-সঞ্জাত অগ্নিকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রুতি হইতে জানা যায়—কতকগুলি ইট প্রস্তুত করিয়া অচিরনির্ম্মথিত (নির্ম্মন্থ্য) অগ্নির দ্বারা পোড়াইতে হয়। সেই দগ্ধ ইটগুলির দ্বারা শ্যেনপাখীর আকারে অগ্নিস্থাপনের স্থান প্রস্তুত করিতে হয়।

(একাদশে বৈশ্বদেবাদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণে সূত্রাণি)

বৈশ্বদেবে বিকল্প ইতি চেৎ ॥১৩॥ ন বা প্রকরণাৎ প্রত্যক্ষবিধানাচ্চ, ন হি প্রকরণং দ্রব্যস্য ॥১৪॥ মিথশ্চানর্থসম্বন্ধঃ ॥১৫॥ পরার্থত্বাদ্ গুণানাম্ ॥১৬॥

একাদশাধিকরণমারচয়তি—

চাতুর্মাস্যাদ্যপর্বপ্রোক্তাগ্নেয়াদ্যষ্টকান্তিকে ।
বৈশ্বদেবেতি শব্দোক্তো গুণঃ সঙ্ঘস্য নাম বা ॥২৯॥
নামত্বে রূপরাহিত্যাদবিধিগুণতা ততঃ ।
অগ্ন্যাদিভির্বিকল্প্যন্তে বিশ্বদেবাস্তু সপ্তসু ॥৩০॥
অনূদ্যাষ্টৌ যজেতেতি তৎসঙ্ঘে নাম বর্ণিতম্ ।
অবিধিত্বেঽপ্যর্থবৎ স্যান্নাম প্রাক্প্রবণাদিষু ॥৩১॥
ইজ্যন্তেঽত্র যজন্তে বা বিশ্বে দেবা ইতীদৃশী ।
নিরুক্তির্ন বিকল্পঃ স্যাদুৎপত্ত্যুৎপন্নশিষ্টতঃ ॥৩২॥

চাতুর্মাস্যযাগস্য চত্বারি পর্বাণি—বৈশ্বদেবঃ বরুণপ্রঘাসঃ সাকমেধঃ শুনাসীরীয়শ্চেতি । তেষু প্রথমে পর্বণ্যষ্টৌ যাগা বিহিতাঃ । 'আগ্নেয়-মষ্টাকপালং নির্বপতি',[১] সৌম্যং চরুম্, সাবিত্রং দ্বাদশকপালম্, সারস্বতং চরুম্, পৌষ্ণং চরুম্, মারুতং সপ্তকপালম্, বৈশ্বদেবীমামিক্ষাম্, দ্যাবাপৃথিব্যমেককপালম্[২]' ইতি । তেষামষ্টানাং যাগানাং সন্নিধাবিদমাম্নায়তে 'বৈশ্বদেবেন যজেত' ইতি । তত্রাগ্নেয়াদীন্ যাগান্ 'যজেত' ইত্যনূদ্য বৈশ্বদেবশব্দেন দেবতারূপো গুণস্তেষু বিধীয়তে । যদ্যপি বৈশ্বদেব্যামিক্ষায়াং বিশ্বে দেবাঃ প্রাপ্তাঃ, তথাপ্যাগ্নেয়াদিষু সপ্তসু যাগেষপ্রাপ্তত্বাদ্ বিধীয়ন্তে । তেষপ্যগ্ন্যাদিদেবতাঃ সন্তীতি চেৎ, তর্হি গত্যভাবাত্তেষু দেবতা বিকল্প্যন্তাম্ । নামধেয়ত্বে তু নামমাত্রস্যাভিধেয়ত্বাদ্ দ্রব্যদেবতয়োরভাবেন যাগস্যাত্র স্বরূপাসম্ভবাচ্ছ্রূয়মাণো বিধিরনর্থকঃ স্যাৎ । তস্মাদ্ গুণবিধিরিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—উৎপত্তিবাক্যৈর্বিহিতানাগ্নেয়াদীনষ্টৌ যাগান্ 'যজেত' ইত্যনূদ্যাষ্টানাং সঙ্ঘে বৈশ্বদেবশব্দো নামত্বেনোপবর্ণ্যতে । ন চ বিধিত্বাসম্ভবেঽপি[৩] নামোপদেশবৈয়র্থ্যম্, 'প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেত' ইত্যাদিষু বৈশ্বদেবশব্দেনৈকেনৈবাষ্টানাং সঙ্ঘস্য ব্যবহর্তব্যত্বাৎ । নামপ্রবৃত্তিনিমিত্তভূতা নিরুক্তির্দ্বিধা—আমিক্ষাযাগে বিশ্বেষাং দেবানামিজ্যমানতয়া তৎসহচরিতার্থানাং সর্বেষাং ছত্রিন্যায়েন বৈশ্বদেবত্বম্,

১ নির্ব্বপেদিতি—গ
২ ॰পৃথিব্যামেক॰—গ
৩ বিধিত্বাভাবেঽপি—খ

অথবা 'বিশ্বেদেবা অষ্টানাং কর্তারঃ' ইতি বৈশ্বদেবত্বম্। তথাচ ব্রাহ্মণম্—'যদ্বিশ্বে দেবাঃ সমযজন্ত, তদ্ বৈশ্বদেবস্য বৈশ্বদেবত্বম্' ইতি। দেবতাবিকল্পস্তু সমানবলত্বাভাবান্ন যুজ্যতে। অগ্ন্যাদয় উৎপত্তিশিষ্টত্বাৎ প্রবলাঃ, বিশ্বেদেবা উৎপন্নশিষ্টত্বাদ্দুর্বলাঃ। তস্মাৎ বৈশ্বদেবশব্দঃ কর্মনামধেয়ম ॥

... .

টিপ্পনী

আমিক্ষাযাগ ইতি। 'বৈশ্বদেবীম্ আমিক্ষাম্' ইতি পূর্ব্বোক্তশ্রুতৌ বিশ্বদেব-দেবতায়াঃ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। ছত্রিন্যায়েনেতি। গচ্ছতাং পথিকানাং মধ্যে যদি কেষাঞ্চিৎ ছত্রাণি বিদ্যন্তে তর্হি 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' ইত্যেবমুক্তিরপি সঙ্গচ্ছতে। অচ্ছত্রিণামপি ছত্রিভিঃ সহ গচ্ছতাং ছত্রিত্বোপপত্তির্লক্ষণয়ৈব। অত্রাপি আমিক্ষাযাগসহচরিতার্থানাং সর্ব্বেষামাগ্নেয়াদিযাগানাং ছত্রিন্যায়েন বৈশ্বদেবত্বমিতি। নন্বন্যেষু বাক্যেষু আগ্নেয়ং সৌম্যমিত্যাদিনা অস্তি দেবতায়াঃ প্রাপ্তিঃ, কথমত্র ছত্রিন্যায়প্রবেশ ইত্যশ্বরসমাশঙ্ক্য অথবেত্যাদি-দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ অবতারিতঃ। সমানবলত্বাভাবাদিতি। 'তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ' ইতি নিয়মঃ। উৎপত্তিশিষ্টত্বাদিত্যাদি। উৎপত্তিবিধৌ বিহিতস্য কর্ম্মণঃ দ্রব্যদেবতাদীনামাকাঙ্ক্ষা যদি তেনৈব বাক্যেন নিবর্ত্ততে, ন তর্হি বাক্যান্তরাকাঙ্ক্ষা। অত উৎপত্তিবিধিবিহিতস্য বলবত্তা। উৎপত্তিবাক্যং বিনা অন্যেন বাক্যেন যদ্ বিধীয়তে তদুৎপন্নশিষ্টম্। অন্যদপ্যত্র জ্ঞাতব্যম্। উৎপন্নবাক্যেন বিহিতত্বাৎ বিশ্বদেবদেবতায়াঃ প্রাপ্তিঃ প্রকরণবলাৎ, অগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাপ্তিস্তদ্ধিতপ্রত্যয়াত্মকশ্রুতেরিতি শ্রুতিপ্রাপ্তস্য বলবত্ত্বাৎ ন বিকল্পঃ। শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি জৈমিনিসূত্রমেবাত্র জাগর্ত্তি। অতো বৈশ্বদেবশব্দেন আগ্নেয়াদিবাক বিহিতাঃ অষ্টৌ যাগাঃ প্রতিপাদ্যন্তে।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১১)

১. আরও একটি সন্দিগ্ধার্থক বাক্যের বিচার করা যাইতেছে।

২. 'বৈশ্বদেবেন যজেত' এই শ্রুতির বৈশ্বদেব শব্দটি বিচার্য্য বিষয়।

৩. শ্রুতিতে চাতুর্ম্মাস্য নামে একটি যজ্ঞের বিধান পাওয়া যায়। সেই যজ্ঞের চারিটি পর্ব্ব বা ভাগ আছে—বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরীয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ বৈশ্বদেব পর্ব্বে আটটি যাগ বিহিত হইয়াছে। ('আগ্নেয়মষ্টাকপালং' হইতে 'দ্যাবাপৃথিব্যমেককপালং পর্য্যন্ত) (১) আটটি শরাবে সংস্কৃত দ্রব্য অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিবে। (২) সোম-দেবতার উদ্দেশে চরু। (৩) সবিতৃ-দেবতার উদ্দেশে বারটি শরাবে সংস্কৃত দ্রব্য। (৪) সরস্বতী-দেবতার চরু। (৫) পূষা-দেবতার চরু। (৬) মরুৎ-দেবতার উদ্দেশে

সাতটি শরাবে সংস্কৃত দ্রব্য। (৭) বিশ্বদেব-দেবতার ছানা। (৮) দ্যাবা-পৃথিবী-দেবতার উদ্দেশে একটি শরাবে সংস্কৃত দ্রব্য গ্রহণ করিবে।

যে-স্থানে এই আটটি যাগের বিধান করা হইয়াছে, তাহার নিকটেই শ্রুতি আছে—'বৈশ্বদেবেন যজেত'। এই 'বৈশ্বদেব' শব্দটি যাগবিশেষের নামধেয়, অথবা গুণবিধি ইহাই সন্দেহ। গুণবিধি হইলে যাগ-বিশেষে দেবতারূপ গুণেরই বিধায়ক হইবে।

৪. 'বৈশ্বদেবেন যজেত' এই বাক্যের 'যজেত' এই পদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় প্রভৃতি আটটি যাগের অনুবাদ করিয়া বিশ্বদেব-নামক দেবতা-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে। 'যজেত' পদটি বিধায়ক নহে, অনুবাদক মাত্র। পূর্ব্ববিহিত আটটি শ্রুতির মধ্যে একটি শ্রুতি—'বৈশ্বদেবীমামিক্ষাম্'। সেই শ্রুতিতে তো বিশ্বদেব-দেবতার উল্লেখই করা হইয়াছে, কেন পুনরায় বিধান করিতে যাইব? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শুধু সেই শ্রুতিবিহিত যাগ ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি যাগেই বিশ্বদেব-দেবতার প্রাপ্তির নিমিত্ত বৈশ্বদেবেন ইত্যাদি শ্রুতিকে গুণবিধি বলা যাইতে পারে। যদি বল—অন্যান্য যাগগুলিতে তো অগ্নি, সোম, সবিতা প্রমুখ দেবতাগণের উল্লেখই রহিয়াছে, কেন পুনরায় দেবতার বিধান করিতে যাইব? উত্তরে বলিব—'বৈশ্বদেবেন' ইত্যাদি শ্রুতির অন্যপ্রকার সঙ্গতি করা যায় না বলিয়াই বিশ্বদেব-নামক দেবতারূপ গুণের বিধান হইবে—এই কথা বলিতেছি। অগত্যা অগ্নি, সোম প্রমুখ দেবতা এবং বিশ্বদেব-দেবতার বিকল্পে প্রাপ্তি হউক, অর্থাৎ অষ্ট শরাবস্থিত সংস্কৃত দ্রব্য দ্বারা আগ্নি-দেবতার অথবা বিশ্বদেব-দেবতার উদ্দেশে যাগ করিতে হইবে। এইরূপে সোম প্রমুখ দেবতার সহিতও বিশ্বদেবের বিকল্পে প্রাপ্তি হউক। বৈশ্বদেবকে যাগবিশেষের নামধেয় বলা সঙ্গত নয়। কারণ নামধেয় বলিলে বৈশ্বদেব-যাগে দ্রব্য বা দেবতার কোন উপদেশ পাওয়া যায় না বলিয়া যাগটি অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং 'বৈশ্বদেবেন যজেত' এই বিধি-বাক্যটিরও কোন অর্থ থাকে না।

৫. বিশ্বদেব-নামক দেবতার সহিত অগ্নি, সোম প্রমুখ দেবতার বিকল্প হইবে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায়। এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। বিশ্বদেব-নামক দেবতার বিষয় অন্য বাক্যের দ্বারা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ইহা প্রকরণপ্রাপ্ত। কিন্তু অগ্নি-প্রমুখ দেবতার কথা আগ্নেয় প্রভৃতি শব্দস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয় হইতেই জানা যাইতেছে বলিয়া শ্রুতিপ্রাপ্ত। প্রকরণ ও শ্রুতির মধ্যে শ্রুতিই বলবতী ('শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ'—মীমাংসাসূত্র ৩।৩।১৪)।

এইহেতু শ্রুতির দ্বারা প্রকরণ বাধিত হইয়া থাকে। উভয়ের সামর্থ্য সমান নহে। অতএব বিকল্পে বিধান হইবে না। আরও জ্ঞাতব্য এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা উৎপত্তিশিষ্ট, কিন্তু বিশ্বদেব-দেবতা উৎপন্নশিষ্ট। যাগাদি মূল কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যের দ্বারা যাহা বিহিত হয়, তাহাই উৎপত্তিশিষ্ট (উৎপত্তিবিধির দ্বারা উপদিষ্ট), আর মূল কর্ম্মের বিধায়ক বাক্য ব্যতীত অপর বাক্য দ্বারা যাহা বিহিত হয়, তাহাকে উৎপন্নশিষ্ট বলে। এই উভয়ের মধ্যে উৎপত্তিশিষ্টই বলবান্। উৎপত্তি-বাক্য হইতেই সাধারণতঃ দ্রব্য এবং দেবতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অন্য বাক্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। এই কারণেই তাহার বলবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। আলোচ্য স্থলেও অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতা উৎপত্তিশিষ্ট, পরন্তু বিশ্বদেব-দেবতা উৎপন্নশিষ্ট। অতএব দুর্ব্বল। এইহেতু বিশ্বদেব শব্দের দ্বারা দেবতার প্রাপ্তি হইতেছে না এবং বস্তুতঃ তাহার কোন প্রয়োজনই নাই। সুতরাং বলিতে হইবে—'বৈশ্বদেবেন যজেত' এই শ্রুতি-বাক্যটি 'তৎপ্রখ্য-ন্যায়' অনুসারে আগ্নেয়াদি বাক্যের দ্বারা বিহিত আটটি যাগের অনুবাদ করিয়া এই যাগাষ্টকের সংজ্ঞা বা নামধেয়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, বৈশ্বদেব শব্দকে এই যাগাষ্টকের নামধেয়রূপে কেন স্বীকার করিব? এই আপত্তি একান্তই অকিঞ্চিৎকর। কারণ বিশ্বদেবগণ যে যাগ করিয়াছিলেন, সেই যাগাষ্টককেই বৈশ্বদেব শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রুতি আছে—'যদ্ বিশ্বে দেবাঃ সমযজন্ত তদ্ বৈশ্বদেবস্য বৈশ্বদেবত্বম্'। 'প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেত'—এইসকল স্থলে বৈশ্বদেব শব্দ আগ্নেয়াদি শ্রুতিতে বিহিত আটটি যাগের সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে।

বৈশ্বদেব শব্দ হইতে আটটি যাগকেই কিরূপ বোঝা যাইবে—এইপ্রকার আশঙ্কা জাগে। এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত বৈশ্বদেব শব্দ কেন আটটি যাগের নামধেয় হইবে, তাহার দুইটি নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। আটটি যাগের বিধায়ক শ্রুতিগুলির মধ্যে সপ্তম শ্রুতি হইতেছে—'বৈশ্বদেবীমামিক্ষাম্'। অর্থ এই যে, আমিক্ষার (ছানা) দ্বারা বিশ্বদেব-দেবতাগণের উদ্দেশে যাগ করিবে। আগ্নেয়াদি যাগগুলিও এই বিশ্বদেব যাগের একই প্রকরণে শ্রুত হওয়ায় তৎসহচরিত বলিয়া সেই যাগগুলিকেও বৈশ্বদেব-সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। এক সঙ্গে কয়েকজন লোক ছাতা লইয়া পথ চলিতে থাকিলে তন্মধ্যে দুই এক-জনের ছাতা না থাকিলেও আমরা বলিয়া থাকি—'ছত্রধারিগণ যাইতেছেন'। এইস্থলে ছত্রধারীর একই সঙ্গে পথ চলায় ছত্রহীনকেও ছত্রধারীই বলা হইতেছে। আগ্নেয়াদি যাগে

বিশ্বদেব-দেবতার প্রাপ্তি না থাকিলেও 'ছত্রিন্যায়ে' সেইগুলিকে 'বৈশ্বদেব' বলা যাইতে পারে[১]।

দ্বিতীয় বুৎপত্তিটি এই—বিশ্বদেবগণ এই আটটি যাগের কর্ত্তা, তাঁহারা এই যাগগুলি করিয়াছিলেন।

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

গুণনামত্বসন্দেহাদপ্রমা চোদনেতি চেৎ।
নোক্তন্যায়েন সম্ভবস্য নামধেয়ত্বনির্ণয়াৎ ॥৩৩॥

স্পষ্টোঽর্থঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

উক্তন্যায়েনেতি। উৎপত্তিশিষ্টত উৎপন্নশিষ্টস্য দুর্ব্বলত্বমিতি ন্যায়েন।

(দ্বাদশে বৈশ্বানরেঽষ্টত্বাদ্যর্থবাদতাধিকরণে সূত্রাণি)

পূর্ব্ববন্তোঽবিধানার্থাস্তৎসামর্থ্যং সমাম্নায়ে ॥১৭॥ গুণস্য তু বিধানার্থেঽতদ্‌গুণাঃ প্রয়োগে স্যুরনর্থকা ন হি তং প্রত্যর্থবত্তাস্তি ॥১৮॥ তচ্ছেষো নোপপদ্যতে ॥১৯॥ অবিভাগাদ্বিধানার্থে স্তুত্যর্থেনোপপদ্যেরন্ ॥২০॥ কারণং স্যাদিতি চেৎ ॥২১॥ আনর্থক্যাদকারণং কর্তুর্হি কারণানি, গুণার্থো হি বিধীয়তে ॥২২॥

দ্বাদশাধিকরণমারচয়তি—

যদ্ দ্বাদশকপালেষ্টৈর্বৈশ্বানর্যা অনন্তরম্।
শ্রুতমষ্টাকপালাদি তদ্‌গুণো নাম বা স্তুতিঃ ॥৩৪॥
অন্তর্ভাবাদষ্টতাদের্নাম স্যাদগ্নিহোত্রবৎ।
দ্রব্যং দ্রব্যান্তরে নো চেদ্ গুণস্তর্হি ফলে ত্বসৌ ॥৩৫ ॥

---

১ এই যুক্তিটি চিন্তনীয়। কারণ একসঙ্গে যাহারা চলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অধিক-সংখ্যকের যদি ছাতা থাকে, তবেই দুই একজন ছত্রহীন হইলেও—'ছত্রধারিগণ যাইতেছেন' বলা চলে। কিন্তু আলোচ্য স্থলে মাত্র একটি যাগে বিশ্বদেব-দেবতার প্রাপ্তি থাকায় বাকী সাতটিকেও বৈশ্বদেব বলা হইবে কেন? যুক্তিটিকে দুর্ব্বল ভাবিয়াই বোধ করি— অন্যবিধ নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাক্যৈক্যমুপসংহারাদ্ বিস্পষ্টং তত্তু বাধ্যতে।
নানাগুণবিধৌ তস্মাদংশদ্বারাংশিসংস্তুতিঃ ॥৩৬॥

কাম্যেষ্টিকাণ্ডে শ্রূয়তে—বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে' 'যদষ্টাকপালো ভবতি গায়ত্র্যৈবৈনং ব্রহ্মবর্চসেন পুনাতি, যন্নবকপালস্ত্রিবৃতৈবাস্মিংস্তেজো দধাতি, যদ্দশকপালো বিরাজৈবাস্মিন্নন্নাদ্যং দধাতি, যদেকাদশকপালস্ত্রিষ্টুভৈবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং দধাতি, যদ্দ্বাদশকপালো জগত্যৈবাস্মিন্ পশূন্ দধাতি, যস্মিঞ্জাত এতামিষ্টিং নির্বপতি পূত এব স তেজস্ব্যন্নাদ ইন্দ্রিয়াবী পশুমান্ ভবতি' ইতি। অত্রাষ্টত্বাদিসংখ্যাসামান্যাৎ পুরোডাশাদীনাং গায়ত্র্যাদিরূপত্বকল্পনা কৃতা। ইষ্টিবিধায়কে বাক্যে যেয়ং দ্বাদশসংখ্যা তস্যামষ্টত্বাদিসংখ্যানামন্তর্ভাবাত্তাঃ সংখ্যা নিমিত্তীকৃত্যাগ্নিহোত্রশব্দবদষ্টাকপালাদিশব্দাঃ কর্মনামধেয়ানীত্যেকঃ পক্ষঃ। নাত্র দ্বাদশকপালশব্দঃ সংখ্যাপরঃ, কিন্তু পুরোডাশ-দ্রব্যপরঃ, 'দ্বাদশসু কপালেষু সংস্কৃতঃ' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। এবমষ্টাকপালাদিশব্দা[১] অপি। তথা সতি দ্রব্যস্য দ্রব্যান্তরেঽনন্তর্ভাবান্নামধেয়স্য নিমিত্তং নাস্তীতি চেৎ, এবং তর্হি পুরোডাশদ্রব্যরূপো গুণো বিধীয়তাম্। ন চোৎপত্তিশিষ্টদ্বাদশকপালপুরোডাশাবরুদ্ধত্বা-দষ্টাকপালাদেরনবকাশ ইতি বাচ্যম্, ব্রহ্মবর্চসাদিফলায় তদ্বিধ্যুপপত্তেরিত্যপরঃ পক্ষঃ। অয়মপ্যনুপপন্নঃ, বহূনাং গুণানাং বিধৌ বাক্যভেদাপত্তেঃ। ন চ ভিন্নান্যে-বৈতানি বাক্যানীতি বাচ্যম্, 'বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ' ইতি বিহিতস্য 'যস্মিঞ্জাত এতাম্' ইত্যুপসংহারেণ বাক্যৈকত্বাবগমাৎ। তস্মাদংশৈরষ্টাকপালাদিভিরংশী দ্বাদশকপালঃ স্তূয়তে ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রতিপাদিতা বৈশ্বদেবশব্দস্য নামধেয়তা। অধুনা প্রায়স্তৎসদৃশস্য অষ্টাকপালত্বাদেরর্থবাদত্বং নিরূপয়তি। ব্রহ্মবর্চ্চসাদিফলায়েত্যাদি। অষ্টাকপালাদয়ঃ পুরোডাশরূপগুণাঃ ব্রহ্মবর্চ্চসাদিফলায় বিহিতাঃ। অতো গুণফলবিধয়ঃ সন্তু। প্রথম-পঠিতস্য দ্বাদশকপালরূপস্য বিধেয়স্য প্রশংসায়া অশ্রুতত্বান্ন ত্বর্থবাদত্বমিত্যপরপক্ষস্যাশয়ঃ।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১২)

১. পূর্ব্বাধিকরণে বৈশ্বদেব শব্দের নামধেয়তা স্থির করা হইয়াছে। প্রায় তৎসদৃশ সন্দিগ্ধার্থক অপর একটি বাক্যের বিচার করা হইতেছে।

---

১ এবমেবাষ্টা০—খ

২. 'বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে'......স তেজস্ব্যন্নাদ ইন্দ্রিয়াবী পশুমান্ ভবতি'। অর্থ এই যে, পুত্র জন্মিলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশে বারটি শরাবে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রভৃতি নিবেদন করিবে। গায়ত্রীচ্ছন্দের দ্বারা আটটি শরাবে সংস্কৃত দ্রব্য নিবেদন করিলে জাত বালককে ব্রহ্মবর্চ্চসের (ব্রহ্মতেজঃ) দ্বারা পবিত্র করা হয়। নয়টি শরাবে নিবেদন করিলে ত্রিবৃৎ-নামক স্তোমের দ্বারা নব কুমারে তেজঃ আধান করা হয়। দশটি শরাবের দ্বারা নিবেদন করিলে বিরাট্‌ছন্দের দ্বারা শিশুর খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা হয়। এগারটি শরাবের দ্বারা নিবেদন করিলে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়গুলিকে দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম করা হয়। বারটি কপালের দ্বারা নিবেদন করিলে জগতীচ্ছন্দের দ্বারা শিশুর নিমিত্ত গবাদি পশুর বিধান করা হয়। যে-পুত্রের জন্মের পর পিতা এই যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তণ্ডুলাদি গ্রহণ করেন, সেই পুত্র নিশ্চয়ই পবিত্র, তেজস্বী, অন্নবান, সুপটু-ইন্দ্রিয়যুক্ত এবং গবাদি পশুর অধিকারী হইয়া থাকে।

এইসকল শ্রুতিবাক্যের অষ্টাকপাল, নবকপাল প্রভৃতি শব্দ বিচার্য্য বিষয়।

৩. অষ্টাকপাল, নব-কপাল, দশ-কপাল, একাদশ-কপাল এবং দ্বাদশ-কপাল—এই শব্দগুলি পূর্ব্বাধিকরণের বৈশ্বদেব শব্দের ন্যায় বিশেষ বিশেষ যাগের নামধেয়, অথবা ঐগুলি অর্থবাদমাত্র, ইহাই সংশয়।

৪. পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যকে গায়ত্র্যাদি-রূপে কল্পনা করিবার কারণ—শরাবের অষ্টত্বাদি সংখ্যা। শরাবের সংখ্যার সহিত ছন্দের অক্ষর-সাম্য রক্ষা করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

(ক) অষ্টাকপাল প্রভৃতি শব্দগুলিকেও অগ্নিহোত্র, বৈশ্বদেব প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কর্ম্মের নামধেয়ই বলিতে হইবে। যেহেতু প্রথমতঃ দ্বাদশকপাল-নামক যজ্ঞের কথাই শ্রুত হইয়াছে। পরে শ্রুত অষ্টত্ব, নবত্ব, দশত্ব, একাদশত্ব এবং দ্বাদশত্ব এই সংখ্যাগুলি প্রথমোপদিষ্ট দ্বাদশ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ অষ্টত্বাদি সংখ্যার পুনরায় বিধান করা চলে না। এইকারণে অষ্টাকপাল প্রভৃতি শব্দ কর্ম্মবিশেষের নামধেয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর এক সম্প্রদায় এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

(খ) অপর সম্প্রদায়ের মত এই যে, দ্বাদশকপাল-শব্দ সংখ্যার বাচক নহে, পরন্তু পুরোডাশ-রূপ দ্রব্যের বাচক। দ্বাদশটি কপালে (শরাবে) সংস্কৃত যাগীয় দ্রব্যকেই দ্বাদশকপাল বলে। অষ্টাকপাল, নবকপাল প্রভৃতি স্থলেও এই কথা খাটিবে। একটি দ্রব্য অপর একটি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং অষ্টাকপালাদি দ্বাদশ-কপালের অন্তর্ভুক্ত নহে। এরূপ স্থিরীকৃত হইলে নামধেয় হইবার কোন কারণ থাকে না। তথাপি পুরোডাশদ্রব্য-রূপ গুণের বিধান করা হউক। অষ্টাকপালাদি

বাক্যে পুরোডাশদ্রব্য-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে—ইহাই বলিব। উৎপত্তিবাক্যে দ্বাদশকপালের বিধান পাওয়া যাইতেছে। অষ্টাকপালাদি তাহারই অন্তর্গত বলিয়া অষ্টাকপালাদির পুনরায় বিধান করা চলে না—এইপ্রকার আপত্তিরও কোন সার্থকতা নাই। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মবর্চ্চস্ (ব্রহ্মতেজঃ) প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ফলের উপদেশ আছে বলিয়া অষ্টাকপাল নব-কপাল প্রভৃতি পুরোডাশরূপ গুণ, ব্রহ্মবর্চ্চসাদি ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। অতএব অষ্টাকপাল ইত্যাদি গুণফল-বিধির অন্তর্গত। এই-গুলিকে অর্থবাদ বলা চলে না।

৫. অষ্টাকপালাদি শব্দ কর্ম্মের নামধেয় হইতে পারে না। কারণ এইসকল বাক্যে কোন দেবতার উল্লেখ নাই। (শুধু 'তৎপ্রখ্য-ন্যায়ে' অগ্নিহোত্র শব্দের মত নামধেয়ত্বের আশঙ্কা করা চলে। সেই আশঙ্কাও অমূলক)।

দ্বিতীয় পূর্ব্ব-পক্ষে যে গুণবিধি বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ অষ্টা-কপালাদিকে গুণবিধি বলিলে অষ্টাকপালত্ব নবকপালত্ব প্রভৃতি বহু গুণের বিধান করিতে হয় বলিয়া বাক্যভেদ-দোষ ঘটিয়া থাকে। বাক্যগুলি তো ভিন্ন আছেই, পুনরায় বাক্যভেদ-দোষের প্রসঙ্গ কোথায়—এই কথাও বলা চলে না। যেহেতু 'বৈশ্বানরং দ্বাদশ-কপালং নির্ব্বপেৎ'—ইত্যাদি উপক্রমে যাহা বিধান করা হইয়াছে, তাহারই উপসংহার-রূপে 'যস্মিন্ জাত এতামিষ্টিং নির্ব্বপতি' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম এবং উপসংহার হইতে বোঝা যাইতেছে—ইহা একই বাক্য। অষ্টত্ব, নবত্ব, দশত্ব এবং একাদশত্ব, এই সবগুলিই দ্বাদশত্বের অংশ, দ্বাদশত্ব হইতে পৃথক্ নহে। অষ্টাকপালত্বাদির প্রশংসা করায় অংশের প্রশংসা দ্বারা অংশীকেও অর্থাৎ দ্বাদশকপালত্বকেও প্রশংসা করা হইল। অংশের প্রশংসায় অংশীও প্রশংসিত হইয়া থাকে। প্রশংসা বাক্যটি ফলতঃ এইরূপ—উপদিষ্ট দ্বাদশকপাল যাগটি এমনই প্রশস্ত যে, ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রসঙ্গতঃ অষ্টাকপাল প্রভৃতির অনুষ্ঠানও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার ফলে ব্রহ্মবর্চ্চস্ প্রভৃতি ফলের প্রাপ্তি ঘটে। অংশের স্তুতি দ্বারা লক্ষণাবলেই অংশীর স্তুতি হইয়া থাকে। অতএব অষ্টাকপাল প্রভৃতি বাক্যগুলি স্তুত্যর্থবাদ-মাত্র, নামধেয় বা গুণবিধি নহে।

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

অগুণত্বাদনামত্বাদমন্ত্রত্বাদনন্বয়ে।
অষ্টত্বাদ্যপ্রমাণং চেন্নার্থবাদতয়ান্বয়াৎ ॥৩৭॥

উক্তরীত্যা গুণত্বং নামত্বঞ্চ ন সম্ভবতি। উত্তমপুরুষামন্ত্রণাদ্যভাবান্ন মন্ত্রত্বম্।

অতোঽষ্টাকপালাদীনামনন্বয়াদপ্রামাণ্যং বাক্যস্যেতি চেৎ, নৈবম্। স্তাবকত্বেনান্বয়স্যোক্তত্বাৎ॥

.. ..

অনুবাদ

গুরুমতে পূর্ব্বপক্ষে এইসকল বাক্যের অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তে অর্থবাদত্বই স্থির করা হইয়াছে।

(ত্রয়োদশে যজমানশব্দস্য প্রস্তরাদিস্তুত্যর্থত্বাধিকরণে সূত্রম্)

তৎসিদ্ধিঃ॥২৩॥

ত্রয়োদশাধিকরণমারচয়তি—

যজমানঃ প্রস্তরোঽত্র গুণো বা নাম বা স্তুতিঃ।
সামানাধিকরণ্যেন স্যাদেকস্যান্যনামতা॥৩৮॥
গুণো বা যজমানোঽস্তু[1] কার্যে প্রস্তরলক্ষিতে।
অংশাংশিত্বাদ্যভাবেন পূর্ববন্নাত্র সংস্তুতিঃ॥৩৯॥
অর্থভেদাদনামত্বং গুণশ্চেৎ প্রহ্রিয়েত সঃ।
যাগসাধকতাদ্বারা বিধেয়প্রস্তরস্তুতিঃ॥৪০॥

ইদমাম্নায়তে—'যজমানঃ প্রস্তরঃ' ইতি। তত্র যজমানস্য প্রস্তরশব্দো নামধেয়ম্, প্রস্তরস্য বা যজমানশব্দো নামধেয়ম্[2]। কুতঃ—'উদ্ভিদা যাগেন' ইত্যাদাবিব সামানাধিকরণ্যাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। গুণবিধিরিত্যপরঃ পক্ষঃ। তদাপি যজমানকার্যে জপাদৌ প্রস্তরস্যাচেতনস্য সামর্থ্যাভাবাদ্ গুণত্বং নাস্তি। প্রস্তরকার্যে স্রুগ্‌ধারণাদৌ যজমানস্য শক্তত্বাদ্ যজমানরূপো গুণো বিধীয়তে। এবং সতি পশ্চাচ্ছ্রুতস্য প্রস্তরশব্দস্য কার্যলক্ষকত্বেঽপি প্রথমশ্রুতো যজমান-শব্দো মুখ্যবৃত্তির্ভবতি[3]। ন চাত্র পূর্বন্যায়েন স্তুতিঃ সম্ভবতি, অষ্টাকপাল-দ্বাদশকপালয়োরিব প্রস্তর-যজমানয়োরংশাংশিত্বাভাবাৎ। 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' 'ঊর্জোঽবরুদ্ধ্যৈ' ইত্যাদিবৎ স্তুতিরিতি চেৎ, ন। ক্ষিপ্রত্বাদিধর্মবৎ কস্যচিদুৎকর্ষস্যাপ্রতীতেঃ। তস্মাৎ নাম-গুণয়োরন্যতরত্বমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—গোমহিষয়োরিবার্থভেদস্যাত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বান্নামত্বং ন যুক্তম্। গুণপক্ষে তু অগ্নৌ

---

১. যজমানস্তু—গ

২ প্রস্তরস্য—নামধেয়ম্ (নাস্তি)—গ

৩ ভবিষ্যতি—খ

প্রহরণস্য প্রস্তরকার্যত্বাদ্ যজমানে প্রহৃতে সতি কর্মলোপঃ স্যাৎ। তস্মাৎ বিধেয়ঃ প্রস্তরো যজমান-শব্দেন স্তূয়তে। যথা 'সিংহো দেবদত্তঃ' ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্যাদিনোপেতো দেবদত্তঃ সিংহশব্দেন স্তূয়তে, তথা যজমানগুণেন যাগসাধনত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে। এবং 'যজমান এককপালঃ' ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্ ॥

… … …

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণে অংশেন অংশিনঃ স্তুতিঃ কৃতেতি সিদ্ধান্তিতম্। 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' ইত্যাদৌ অংশাংশি-ভাবস্যাভাবাৎ কথং স্তুতিরূপার্থবাদত্বমিত্যাশঙ্কাং নিরস্য অর্থবাদত্বং স্থাপয়তি। প্রস্তরঃ দর্ভমুষ্টিঃ। প্রস্তরকার্য্য ইত্যাদি। আস্তৃতস্য কুশগুচ্ছস্যোপরি স্রুগাদিযজ্ঞপাত্রাণি স্থাপ্যন্তে। যজমানোঽপি হস্তেন স্রুগাদি-ধারণে সমর্থঃ। অতএব প্রস্তরকার্য্যে যজমানরূপস্য গুণস্য বিধানমিত্যপরঃ পক্ষঃ। গুণপক্ষে স্থিত্যাদি। স্রুগাদিধারণং যথা প্রস্তরস্য কার্য্যং তথা অগ্নৌ প্রপতনমপি। 'সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতী'তি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রাৎ দর্ভগুচ্ছস্য হোমঃ প্রাপ্যতে। প্রস্তরকার্য্যে যজমানস্য বিধীয়মানত্বে সতি যজমানস্য অগ্নিপতনং ভস্মীভাবশ্চ প্রসজ্যেত। এবং সতি কর্ম্মলোপঃ অনিষ্টপ্রসঙ্গশ্চ।

… … …

অনুবাদ (১।৪।১৩)

১. ইদানীং আরও একটি সন্দিগ্ধার্থক বাক্যের বিষয়ে বলা হইতেছে।

২. 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' এই শ্রুতি-বাক্যের যজমান শব্দটি বিচার্য্য বিষয়। প্রস্তর শব্দের অর্থ কুশমুষ্টি।

৩. আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অর্থ স্থির করিতে সংশয় হয় যে, প্রস্তর শব্দ কি যজমানের নামধেয়, অথবা যজমান শব্দই প্রস্তরের নামধেয়। অথবা যজমান শব্দ গুণের বিধান করিতেছে বলিয়া গুণবিধি। অথবা যজমান শব্দের দ্বারা প্রস্তরের স্তুতি করা হইতেছে।

৪. (ক) আলোচ্য বাক্যটি অর্থবাদ নহে। প্রস্তর শব্দটি যজমানের নামধেয়। কারণ 'উদ্ভিদা যাগেন' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এইস্থলেও সামানাধিকরণ্য (পরস্পর বিশেষ্যবিশেষণভাব) রহিয়াছে।

(খ) অথবা ইহাকে গুণ-বিধি বলিব। এই স্থলে পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় অর্থবাদ হইতে পারে না। যেহেতু এখানে 'অষ্টাকপাল' এবং 'দ্বাদশ-কপালের' ন্যায়

অংশাংশিভাব নাই। অন্য কোন-প্রকার নিন্দা বা প্রশংসা না থাকায়ও এই বাক্যকে, অর্থবাদ বলা যাইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, প্রস্তর তো অচেতন বস্তু, যজমানের জপাদি কার্য্যে প্রস্তরের সামর্থ্য কোথায়? অতএব যজমানে প্রস্তর-রূপ গুণের বিধান হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বলিব—যজমানের কার্য্যে প্রস্তর-রূপ গুণের বিধান হয় নাই, পরন্ত প্রস্তরের কার্য্যে যজমান-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে। যেহেতু প্রস্তরের কার্য্য করিতে যজমানের সামর্থ্য আছে। স্রুক্ (যজ্ঞিয় পাত্রবিশেষ) প্রভৃতি ধারণ করা প্রস্তরের কার্য্য। অর্থাৎ আস্তৃত প্রস্তরের উপরেই স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র স্থাপন করিবার বিধি। যজমান হাতের দ্বারাই স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র ধারণ করিতে পারেন।

এইস্থলে প্রস্তর শব্দে লক্ষণা করিয়া 'প্রস্তরের কার্য্য-নিষ্পাদক, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। যজমান শব্দের অর্থকে বদ্‌লাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে এই অর্থ দাঁড়াইবে যে, যজমান প্রস্তরের কার্য্য (যজ্ঞপাত্র ধারণ প্রভৃতি) নিষ্পাদন করিবেন।

এতএব আলোচ্য শ্রুতি-বাক্যকে নামধেয় অথবা গুণবিধি-রূপে স্বীকার করাই সমীচীন।

৫. যজমান ও প্রস্তর—এই দুই শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। গো এবং মহিষ যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া গো এবং মহিষ শব্দের একটি অর্থ হইতে পারে না, সেইরূপ এই স্থলেও একটি অপরটির নামধেয় হইতে পারে না। ইহাকে গুণবিধি বলিবারও উপায় নাই। গুণবিধি বলিলে প্রস্তরের কার্য্যে যজমান-রূপ গুণের বিধান করা ব্যতীত অন্য পথ নাই। স্রুক্‌ধারণ প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় পরিশেষে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হওয়াও প্রস্তরের কার্য্য। শাস্ত্রে আছে যে, 'সূক্তবাক্-রূপ মন্ত্রবিশেষের দ্বারা প্রস্তরের প্রহার (হোম) করিবে'। যজমান যদি প্রস্তরের কর্য্যে বিহিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেও অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হইবে। ইহাতে মূল যাগটিই লোপ পাইবে। অতএব ইহাকে গুণবিধি বলিবার উপায় নাই। সুতরাং এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষার নিমিত্ত অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বাক্যটি বিধেয়রূপ প্রস্তরেরই প্রশংসা সূচনা করিতেছে। যজমান-শব্দ প্রস্তরের স্তাবক। যজমানের কার্য্য যাগ নিষ্পন্ন করা। প্রস্তরও স্রুক্‌ধারণাদি কার্য্যের দ্বারা যাগ-নিষ্পাদনে সহায়ক হইতেছে। এইহেতু শব্দের গৌণবৃত্তি অনুসারে প্রস্তরকেই যজমান বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। 'সিংহ দেবদত্ত'—এই বাক্যে বোঝা যায়, সিংহের ন্যায় দেবদত্তও খুব বিক্রমশালী পুরুষ। এই স্থলেও শব্দের গৌণবৃত্তি দ্বারা সিংহ শব্দে 'সিংহসদৃশ' অর্থই বোঝা যাইতেছে। তাহাতে শৌর্য্যাদিগুণযুক্ত দেবদত্তের প্রশংসা প্রকাশিত হইতেছে।

আলোচ্য স্থলেও সেইরূপ প্রস্তরে যজমানের ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব-রূপ ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকায় প্রস্তরকে যজমান বলা হইয়াছে। অতএব প্রস্তরের স্তুতি করাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। 'যজমানঃ এককপালঃ' প্রভৃতি প্রয়োগেও এইভাবে অর্থ স্থির করিতে হইবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য—'তৎসিদ্ধি-জাতি-সারূপ্য-প্রশংসা-ভূম-লিঙ্গসমবায়া ইতি গুণাশ্রয়াঃ' (১।৪।২৩)—এই জৈমিনিসূত্রে বলা হইয়াছে যে, তৎসিদ্ধি, জাতি, সারূপ্য, প্রশংসা, ভূমা এবং লিঙ্গসমবায় এই ছয়টি কারণে শব্দের গৌণার্থ স্বীকার করিতে হয়। আলোচিত অধিকরণে তৎসিদ্ধি-রূপ কারণ থাকায় গৌণার্থ স্বীকার করিতে হইল। তৎ (তাহার, মুখ্য অর্থের) সিদ্ধি (সাধকতা শক্তি) অনুসারে প্রস্তরকে যজমান বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দর্ভমুষ্টির কার্য্যসাধকতা-শক্তির স্তুতি করিবার নিমিত্তই যজমানের সহিত প্রস্তরের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। অপর পাঁচটি উদাহরণ পর পর প্রদর্শিত হইবে।

(চতুর্দশে আগ্নেয়াদিশব্দানাং ব্রাহ্মণাদিস্তুত্যর্থতাধিকরণে সূত্রম্)

জাতিঃ ॥২৪॥

চতুর্দশাধিকরণমারচয়তি—

আগ্নেয়ো ব্রাহ্মণোঽত্রাপি পূর্ববৎসর্বনির্ণয়ঃ।
দ্বারস্তু মুখজন্যত্বমাগ্নেয়ত্বেন সংস্তবে ॥৭১॥

ইদমাম্নায়তে—'আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ' ইতি। অত্রাত্যন্তপ্রসিদ্ধার্থভেদাদাগ্নেয়শব্দো ন ব্রাহ্মণস্য নামধেয়ম্। নাপ্যগ্নিদেবতারূপো গুণো বিধীয়তে। 'আগ্নেয়ং সূক্তম্' 'আগ্নেয়ং হবিঃ' ইত্যেবং দেবতাতদ্ধিতস্য সূক্তহবির্বিষয়ত্বাৎ। ন হি[1] ব্রাহ্মণঃ সূক্তম্, নাপি হবিঃ। অতঃ সম্বন্ধবাচিতদ্ধিতান্তাগ্নেয়শব্দেন ব্রাহ্মণঃ স্তূয়তে। যদ্যপি ব্রাহ্মণে নাগ্নিসম্বন্ধঃ তথাপ্যগ্নিসম্বন্ধো মুখজন্যত্বগুণো ব্রাহ্মণে বিদ্যতে। তথাচাগ্নিব্রাহ্মণয়োর্মুখজন্যত্বং কচিদর্থবাদে সমাম্নায়তে—'প্রজাপতিরকাময়ত, প্রজাঃ সৃজেয়' ইতি, স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত, তমগ্নির্দেবতাঽন্বসৃজ্যত, গায়ত্রী ছন্দঃ, রথন্তরং সাম, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্, অজঃ পশূনাম্, তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত' ইতি। তস্মাৎ আগ্নেয়শব্দঃ স্তাবকঃ। এবং 'ঐন্দ্রো রাজন্যঃ' 'বৈশ্যো বৈশ্বদেবঃ' ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্ ॥

টিপ্পনী

অর্থবাদান্তরং প্রদর্শয়তি। বার্ত্তিককারমতেন 'অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণঃ' ইত্যস্য বিষয়বাক্যত্বং সমীচীনমিতি। পূর্ব্ববদিতি। পূর্ব্বাধিকরণবন্নাত্র নামধেয়ত্বং গুণত্বং বা। ত্রিবৃতং স্তোমং বেদমন্ত্রবিশেষমিতি। অসৃজ্যন্ত

---

১ হি (নাস্তি)—খ

ইতি। প্রজাপতের্মুখত ইতি শেষঃ। ব্রাহ্মণস্যাগ্নেশ্চ উৎপত্তিস্থানমেকমেব। অতো ব্রাহ্মণস্য স্তুতিপরমিদং বাক্যম্। 'ঐন্দ্রো রাজন্য' ইত্যত্র ক্ষত্রিয়ঃ স্তূয়তে। 'বৈশ্যো বৈশ্বদেব' ইত্যত্র বৈশ্যঃ।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১৪)

১. 'আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ' ইহাও একটি সন্দিগ্ধার্থক বাক্য।

২. এই বাক্যস্থ আগ্নেয় শব্দটি বিচার্য্য।

৩. ব্রাহ্মণ আগ্নেয়, অর্থাৎ অগ্নিসম্বন্ধ-যুক্ত—ইহাই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ। সন্দেহ হইতেছে যে, আগ্নেয় শব্দ কি ব্রাহ্মণের নামধেয়, অথবা অগ্নিদেবতা-রূপ গুণের বিধায়ক।

৪. পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় পূর্ব্বপক্ষ যোজনা করিতে হইবে।

৫. আগ্নেয় এবং ব্রাহ্মণ—এই দুইটি শব্দই বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রসিদ্ধ। একটি শব্দ অপর শব্দের নামধেয় হইতে পারে না। গুণবিধিও সম্ভবপর নহে। দেবতাবোধক তদ্ধিত-প্রত্যয় সূক্ত এবং হবিঃ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—আগ্নেয় সূক্ত, অর্থাৎ অগ্নিদেবতা-বিষয়ক ঋক্‌সমষ্টি, আগ্নেয় হবিঃ—অর্থাৎ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে প্রদেয় সংস্কৃত যাগীয় দ্রব্য। ব্রাহ্মণ তো সূক্তও নহে, হবিঃও নহে। সুতরাং এখানে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের দ্বারা শুধু সম্বন্ধের বোধ হইতেছে। আগ্নেয় শব্দের অর্থ—অগ্নির সহিত সম্বদ্ধ। বাক্যের অর্থ দাঁড়াইল—ব্রাহ্মণ অগ্নির সহিত সম্বদ্ধ। অতএব আগ্নেয় শব্দটিও ব্রাহ্মণের স্তাবক, অর্থবাদমাত্র। এই স্থলে জাতি (জন্ম) অনুসারে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি আছে—'প্রজাপতিরকাময়ত' ইত্যাদি। শ্রুতির অর্থ এই যে, প্রজাপতি কামনা করিয়াছিলেন—প্রজা সৃষ্টি করিব। তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ (মন্ত্রবিশেষ) সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর অগ্নিদেবতা তাঁহার মুখ হইতে সৃষ্ট হইলেন। গায়ত্রী-নামক ছন্দঃ এবং রথন্তর-নামক সাম মুখ হইতে উৎপন্ন হইল। মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুদিগের মধ্যে অজ (ছাগ) মুখ হইতেই সৃষ্ট হইল। এইহেতু এই বস্তুগুলিকে মুখ্য বলা হয়। কারণ ত্রিবৃৎ, অগ্নি প্রভৃতি প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই স্থলে জানা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি উভয়েরই জাতি অর্থাৎ জন্মস্থান এক। অগ্নি হইতে উভয়ই উদ্ভূত। এইহেতু জাতি বা জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণকে আগ্নেয় বলা হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মণকে অগ্নিরূপে বলা

হইয়াছে। 'ঐন্দ্রো রাজন্যঃ' 'বৈশ্যো বৈশ্বদেবঃ' প্রভৃতি বাক্যেও এই রীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(পঞ্চদশে যূপাদিশব্দানাং যজমানস্তুত্যর্থতাধিকরণে সূত্রম্)

সারূপ্যাৎ ॥২৫॥

পঞ্চদশাধিকরণমারচয়তি—

আদিত্যো যূপ ইত্যত্র স্তুতিরাদিত্যশব্দতঃ।
দ্বারং চাক্ষুষসারূপ্যং ঘৃতাক্তে তৈজসেঽস্তি তৎ ॥৪২॥

আদিত্যে যচ্চক্ষুর্গম্যং তেজস্বিত্বং তদ্ যূপেঽপ্যস্তি, ঘৃতাক্তস্য যূপস্য তেজস্বিত্বাধ্যবসায়াৎ[১]। ততঃ আদিত্যশব্দেন যূপঃ স্তূয়তে। এবং 'যজমানো যূপঃ' ইত্যত্র চক্ষুর্গম্যস্যোর্ধ্বত্বস্য সমানত্বাদ্ যজমানশব্দেন যূপঃ স্তূয়তে ॥

... ...

টিপ্পনী

অধুনা সারূপ্যমাশ্রিত্য স্তুতির্নিরূপ্যতে। শ্রুতিদ্বয়ে যজমানস্য তেজস্বিত্বং যূপসমানাকারদীর্ঘত্বঞ্চ চক্ষুর্গ্রাহ্যং সাদৃশ্যমুপমানাভ্যামাদিত্যযূপাভ্যাম্ লভ্যেতে।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১৫)

১. 'আদিত্যো যূপঃ'— এই একটি সন্দিগ্ধার্থক বাক্য।

২. এই শ্রুতি-বাক্যের 'আদিত্য'শব্দ বিচার্য্য বিষয়।

৩. এই স্থলে 'তৎসিদ্ধি' অথবা 'জাতি' অনুসারে গৌণ অর্থ গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং ইহা নামধেয় বা গুণবিধি হইবে, অথবা কোনপ্রকার গৌণার্থের বাচক হইবে—ইহাই সংশয়।

৪. পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্ববৎ। (দ্রষ্টব্য—১।৪।১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।)

৫, 'যূপই আদিত্য' এই বাক্যে 'তৎসিদ্ধি, বা 'জাতি' অনুসারে গৌণ অর্থ ধরা না গেলেও 'সারূপ্য' অনুসারে গৌণার্থ গৃহীত হইতে পারে। সারূপ্য শব্দের অর্থ চক্ষুর্গ্রাহ্য সাদৃশ্য। আদিত্যের যে তেজস্বিতা দেখা যায়, যূপেও সেইরূপ তেজস্বিতা

---

১ তেজস্বিত্বাচ্চাবভাসনাৎ—গ

(ঘৃতাদিলেপন-জনিত উজ্জ্বলতা) দেখা যাইতেছে। অতএব আদিত্য শব্দ যূপেরই স্তাবক, অপর কোন অর্থের প্রকাশক নহে। 'যজমানঃ যূপঃ' এই শ্রুতিতেও যজমান শব্দের দ্বারা যূপের স্তুতি করা হইতেছে। যজমানের দৈহিক দীর্ঘতা এবং যূপের দীর্ঘতা সমান বলিয়া স্তুতি করা হইল।

'জাতি' অনুসারে যেখানে গৌণার্থ গৃহীত হয়, সেখানে জন্মসাদৃশ্য শুধু শাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায়, পরন্তু এখানে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইল—তাহা চক্ষুর দ্বারাই জানা যাইতেছে। অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়।

(ষোড়শেঽপশ্বাদিশব্দানাং গবাদিপ্রশংসার্থত্বাধিকরণে সূত্রম্)

প্রশংসা ॥২৬॥

ষোড়শাধিকরণমারচয়তি—

পশবোঽন্যে গবাশ্বেভ্যোঽপশবো বা ইতি শ্রুতম্।
অজাদিষ্বপশুত্বং যদ্গুণো বাদোঽথবাস্তু তৎ ॥৪৩॥
স্তুত্যভাবাদ্গুণস্তেষু পশুকার্যনিষেধনম্।
অশক্যত্বান্নিষেধস্য ঘটাদ্যর্থাভিধায়িনা[১] ॥৪৪॥
পশবোঽপশুশব্দেন প্রাশস্ত্যাভাবসাম্যতঃ।
লক্ষ্যাস্তত্র নিমিত্তং তু প্রশংসৈব গবাশ্বয়োঃ ॥৪৫॥

ইদমাম্নায়তে—'অপশবো বা অন্যে গোঽশ্বেভ্যঃ পশবো গোঅশ্বাঃ' ইতি। তত্রাজাদিষু শ্রূয়মাণং যদপশুত্বং তস্যার্থবাদত্বং ন সম্ভবতি, পশুত্বনিষেধমাত্রেণ স্তুতের-প্রতিভানাৎ[২]। ততঃ পশুকার্যনিষেধরূপো গুণো বিধীয়তে ইতি চেৎ, মৈবম্। অজাদিপশুবিধিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গেন নিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ। অপশুশব্দঃ পশুব্যতিরিক্তং ঘটাদিপদার্থজাতমভিদধাতি। তস্মিন্ ঘটাদৌ গবাশ্ববৎ প্রাশস্ত্যং নাস্তি। সোঽয়ং প্রাশস্ত্যাভাবোঽজাদিষু পশুষস্তীত্যনেনাভিপ্রায়েণ পশব এব সন্তোঽপ্যজাদয়ো ঘটাদিসাম্যাদপশুশব্দেন লক্ষ্যন্তে। পূর্বত্র যজমানকার্যসিদ্ধিঃ, আগ্নেয়ে মুখজন্যত্বং আদিত্যবত্তেজস্বিত্বং চ যজমানাদিশব্দানাং প্রস্তরাদ্যর্থেষু প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। তৎপ্রবৃত্তিফলং প্রস্তরাদিপ্রশংসা। ইহ ত্বপশুশব্দস্যাজাদিষু প্রবৃত্তৌ গবাশ্বয়োঃ প্রশংসৈব নিমিত্তং ফলঞ্চ।

---

১ ০ধায়িতা—গ

২ স্তুতেঽভাবাৎ—খ, গ

দ্বিপ্রকারা হি প্রশংসা। বস্তুনি বিদ্যমানগুণোৎকর্ষ একঃ প্রকারঃ, স্তাবকেন শব্দেন সম্পাদিতো গুণোৎকর্ষোঽপরঃ প্রকারঃ। গবাশ্বয়োরজাদিভ্য উৎকর্ষো লোকসিদ্ধো যঃ সোঽত্র নিমিত্তম্। 'অজাদয়ঃ স্বভাবতঃ পশবোঽপি সন্তো গবাশ্বৌ প্রত্যপশবঃ সম্পন্নাঃ। ঈদৃশো গবাশ্বয়োর্মহিমা' ইতি স্তুতিফলম্[১]। তস্মাৎ 'অপশবো বৈ' ইত্যয়মর্থবাদঃ। অয়মেব ন্যায় উদাহরণান্তরেঽপি যোজনীয়ঃ—'অযজ্ঞো বা এষ যোঽসাম' ইত্যেকমুদাহরণম্। 'অসত্রং বা এতদ্ যদচ্ছন্দোগম্[২], ইত্যপরমুদাহরণম্। 'অগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদির্যজ্ঞোঽপি সামহীনত্বাদযজ্ঞো ভবতি। ঈদৃশঃ সাম্নো মহিমা। ছন্দোগ-শব্দেন[৩] চতুর্বিংশঃ চতুশ্চত্বারিংশঃ অষ্টাচত্বারিংশ ইত্যেতে ত্রয়ঃ স্তোমা উচ্যন্তে। অক্ষর-সংখ্যাসাম্যেন গায়ত্রীত্রিষ্টুব্‌জগতীচ্ছন্দোভির্গীয়মানত্বাৎ। তেষাঞ্চ বিষ্টুতিঃ সামব্রাহ্মণে দ্রষ্টব্যা। অতঃ সত্রমপি চতুর্দশরাত্রাদিকং ছন্দোগরহিতত্বাদসত্রং[৪] ভবতি। ঈদৃশশ্ছন্দো-গানাং[৫] মহিমা। ইত্যেবং স্তাবকত্বাদর্থবাদত্বম্॥

... ...

টিপ্পনী

প্রশংসামাশ্রিতা স্তুতিং প্রদর্শয়তি। অপশুশব্দান্তর্গত-পশুশব্দে লক্ষণা। পশুশব্দো হি পশুগতপ্রাশস্ত্যস্য বোধকঃ। নঞা চ অভাবঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি সিদ্ধান্তঃ।

.. ..

অনুবাদ (১৷৪৷১৬)

১. অপর একটি সন্দিগ্ধার্থক বাক্যের বিচার করা হইতেছে। 'অপশবো বা অন্যে গোঽশ্বেভ্যঃ পশবো গোঅশ্বাঃ।' শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, গরু এবং অশ্ব ব্যতীত অপর পশুগুলি (ছাগল ভেড়া প্রভৃতি) অপশু, অর্থাৎ পশুই নহে।

২. শ্রুতিস্থ পশু শব্দটি বিচার্য্য।

৩. পশু শব্দ কি কোনও গুণের বিধান করিতেছে, অথবা স্তুতি প্রকাশ করিতেছে।

৪. ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুকে 'অপশু' বলা হইয়াছে। এই স্থলে অর্থবাদ সম্ভবপর নহে। কারণ শুধু পশুত্বের নিষেধ করায় কোনপ্রকার স্তুতি বোঝা যাইতেছে না। সুতরাং গরু এবং অশ্বে পশুত্ব-রূপ গুণের এবং তদ্ভিন্ন ছাগলাদি পশুতে পশুকার্য্যের নিষেধ-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে।

---

১ স্তুতিঃ ফলম্—খ
২ যদচ্ছন্দোমম্—খ
৩ ছন্দোমশব্দেন—খ
৪ ছন্দোম০—খ
৫ ছন্দোমানাং—খ

৫. ছাগলাদি পশুতে পশুকার্য্য আলম্ভনাদির নিষেধ-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে—এই কথা কিছুতেই বলা চলে না। কারণ এরূপ বলিলে ছাগল প্রভৃতির আলম্ভনাদি-বিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

'অপশু'শব্দ পশুভিন্ন বস্তুকে অর্থাৎ ঘট প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। সেইসকল বস্তুতে গরু এবং অশ্বের ন্যায় প্রশস্ততা নাই। সেই প্রাশস্ত্যাভাব ছাগল প্রভৃতি পশুতেও আছে। এইহেতু ছাগল প্রভৃতি পশু হইলেও (তাদৃশ প্রাশস্ত্যের অভাব-নিবন্ধন) লক্ষণা দ্বারা অপশু-রূপে শ্রুত হইয়াছে। অপশু-শব্দের অন্তর্গত পশু শব্দটি লক্ষণার দ্বারা পশুর প্রাশস্ত্যের বোধক। গরু এবং অশ্বের প্রশংসা করাই এইরূপ গৌণার্থ স্বীকারের তাৎপর্য্য।

প্রশংসা দুইপ্রকার। যে বস্তুতে যে গুণ আছে, সেই গুণের উৎকর্ষ বর্ণনা—একপ্রকার প্রশংসা, আর অন্যপ্রকার হইতেছে—স্তুতিবোধক শব্দের দ্বারা কোন বস্তুতে উৎকৃষ্ট গুণের বর্ণনা। গরু এবং অশ্ব, ছাগল ভেড়া প্রভৃতি পশু হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা সকলেই জানেন। সেই উৎকর্ষই এই স্থলে প্রশংসার হেতু। এই প্রশংসা হইতে জানা যাইতেছে—ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যদিও পশু, তথাপি গরু এবং ঘোড়ার তুলনায় এইগুলিকে অপশু বলিলেই চলে। গরু এবং ঘোড়ার এমনই বৈশিষ্ট্য। অতএব অপশু শব্দটি অর্থবাদ।

এই নিয়ম অন্যান্য স্থলেও প্রয়োগ করিতে হইবে। 'অযজ্ঞো' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে, যে যজ্ঞে সাম অর্থাৎ গেয় মন্ত্র নাই, সেই যজ্ঞ অযজ্ঞ। 'অসত্রং' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে, যে সত্রে ছন্দোগ (গেয় ঋক্‌মন্ত্রবিশেষ) নাই, সেই সত্র অসত্র। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ হইলেও সামহীন বলিয়া এইগুলি অযজ্ঞ। সামের এমনই মহিমা। এইসকল স্থলেও অযজ্ঞ, অসত্র প্রভৃতি শব্দে লক্ষণামূলক গৌণার্থ আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

সাধারণ কথায়ও বলা হয়—'এক পুত্র পুত্রই নয়,' 'এক গরু গরুই নয়'। এইসকল স্থলেও একাধিক পুত্রের এবং একাধিক গরুর প্রশংসা করাই তাৎপর্য্য। 'গব্যহীন ভোজন ভোজনই নহে'—এই কথায় ভোজনের উপকরণের মধ্যে গব্যেরই সমধিক প্রশস্ততা সূচিত হইতেছে।

———

(সপ্তদশে ভূমাধিকরণে বাহুল্যেন সৃষ্টিব্যপদেশাধিকরণে সূত্রম্)

ভূমা ॥২৭॥

সপ্তদশাধিকরণমারচয়তি—

স্বষ্টীরুপদধাতীতি যে মন্ত্রাঃ স্বষ্টিলিঙ্গকাঃ।
বিধেয়স্তে[১] গুণত্বেন বাদো বাত্র গুণে[২] বিধিঃ ॥৪৬॥
আখ্যাতেনাভিসম্বন্ধাদবিধ্যন্তরযোগতঃ।
লিঙ্গপ্রকরণপ্রাপ্তের্মন্ত্রাণাং বিধ্যসম্ভবাৎ ॥৪৭॥
তাননূদ্যেষ্টকাধানং বিদধ্যাৎ স্তোষ্যতে যতঃ।
যথাসৃষ্টেত্যনেনাতঃ সৃষ্টিরিত্যর্থবাদগীঃ[৩] ॥৪৮॥
একয়াঽস্তুবতেত্যাদৌ মন্ত্রসঙ্ঘে ক্বচিন্ন হি।
সৃষ্টিশব্দস্তথাপ্যুক্তিঃ সৃষ্টিশব্দেন ভূমতঃ ॥৪৯॥

অগ্নিচয়নে শ্রূয়তে— 'সৃষ্টীরুপদধাতি' ইতি সৃষ্টিশব্দোপেতা মন্ত্রা যাসামিষ্টকানামুপধানে বিদ্যন্তে তা ইষ্টকাঃ সৃষ্টয় উচ্যন্তে[৪]। 'সৃষ্টিমানাসামুপধানো[৫] মন্ত্রঃ' ইতি বিগৃহ্য 'তদ্বানাসামুপধানঃ' [পাণিনিসূত্রম্ ৪।৪।১২৫] ইত্যাদি-ব্যাকরণসূত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়য়া তন্নিষ্পাদনাৎ। সৃষ্টিশব্দোপেতাশ্চোপধানমন্ত্রাঃ 'একয়াঽস্তুবত' ইত্যস্মিন্ননুবাকে সমাম্নাতাঃ। 'ব্রহ্মাসৃজ্যত' 'ভূতান্যসৃজ্যন্ত' ইত্যাদিনা সৃজতিধাতোস্তেষু প্রযুক্তত্বাৎ। তে মন্ত্রা অত্র সৃষ্টিশব্দেনোপধানে গুণত্বেন বিধীয়ন্তে। কুতঃ—'উপদধাতি' ইত্যনেনাখ্যাতেনাভিসম্বন্ধাৎ। ন চার্থবাদত্বমস্য সম্ভবতি, বিধ্যন্তরেণ সহৈকবাক্যত্বাভাবাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নিচয়ন-প্রকরণে পঠিতত্বাত্তেষাং মন্ত্রাণাং সামান্যতশ্চয়নসম্বন্ধোঽবগম্যতে। বিশেষসম্বন্ধঃ সৃজতিলিঙ্গাদগবন্তব্যঃ। তথা সতি প্রাপ্তত্বান্ন তে মন্ত্রা অত্র বিধীয়ন্তে। কিন্তু তান্মন্ত্রাননূদ্যেষ্টকোপাধানং বিধীয়তে। সৃষ্টিশব্দেনানুবাদস্তু বক্ষ্যমাণার্থবাদোপপত্ত্যর্থঃ। 'যথাসৃষ্টমেবাবরুন্ধে' ইতি হি বক্ষ্যমাণোঽর্থবাদঃ। যদি বিধিবাক্যে মন্ত্রাণামনুবাদকঃ সৃষ্টিশব্দো ন স্যাৎ, তদানীমর্থবাদে সৃষ্টিশব্দপ্রয়োগাদ্ বিধ্যর্থবাদয়োর্বৈয়ধিকরণ্যভ্রমঃ স্যাৎ। তস্মান্মন্ত্রানুবাদী সৃষ্টিশব্দো ন গুণবিধায়কঃ,

---

১ বিধেয়াস্তে—খ
২ গুণো—গ
৩ স্বষ্টীরি০—খ, গ
৪ ইত্যুচ্যন্তে—খ
৫ ০ধানে—খ

কিন্ত্বর্থবাদঃ। ননু প্রথমমন্ত্রে সৃজতিধাতুর্ন প্রযুক্তঃ, কিন্তু দদাতিধাতুঃ প্রযুক্তঃ[১]। 'একয়াঽস্তুবত' 'প্রজা অধীয়ন্ত' ইতি তৎপাঠাৎ। বাঢ়ম্। তথাপি দ্বিতীয়তৃতীয়াদিষু বহুষু মন্ত্রেষু সৃজতিধাতুপ্রয়োগাদ্ভূমরূপং সাদৃশ্যমস্তি। যত্র সর্বাণি বাক্যানি সৃষ্টিশব্দোপেতানি, তত্র যথা সৃষ্টিভূমতা তথাত্রাপি, ইতি ভূমগুণযোগেন সৃষ্ট্যসৃষ্টিসঙ্ঘে সৃষ্টিশব্দপ্রয়োগঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

অথ ভূমগুণযোগেনার্থবাদত্বং প্রদর্শয়তি। অনেকেষাং মন্ত্রাণাং সৃজিধাতুযুক্ততয়া সৃজিধাতুবিহীনা অপি মন্ত্রাঃ সৃষ্টিশব্দেন ব্যপদিশ্যন্তে। 'প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তী'তি ন্যায়াদিতি সিদ্ধান্তঃ। ছত্রিন্যায় এবাত্র জাগর্ত্তি।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১৭)

১. 'সৃষ্টীরুপদধাতি' এই সন্দিগ্ধার্থক বাক্যটির বিচার করা যাইতেছে।

২. অগ্নিচয়ন-প্রকরণে ইষ্টকা স্থাপনের বেলা এই শ্রুতিটি শ্রুত হইয়াছে। সেই প্রকরণে সতরটি মন্ত্রে সতরটি ইষ্টকা স্থাপন করিবার বিধি আছে। এইগুলিকে সৃষ্টি বলা হয়। ইষ্টকগুলিকে সৃষ্টি বলিবার কারণ এই যে, এইসকল ইষ্টকা স্থাপনের মন্ত্র সৃষ্টিযুক্ত। এই সৃষ্টি শব্দই বর্ত্তমান অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

৩. 'ব্রহ্মাঽসৃজ্যত' 'ভূতান্যসৃজ্যন্ত' ইত্যাদি মন্ত্র-রূপ গুণ ইষ্টকা-স্থাপনে বিহিত হইয়াছে, অথবা সৃষ্টি শব্দটি মন্ত্রগুলির স্তুতিপ্রকাশক—এইপ্রকার সন্দেহ হইয়া থাকে।

৪. ইহা গুণবিধি। সৃষ্টি-নামক প্রসিদ্ধ মন্ত্রগুলি এই সৃষ্টি শব্দের দ্বারা ইষ্টকা স্থাপনে গুণ-রূপে বিহিত হইয়াছে। কারণ 'উপদধাতি' (স্থাপন করিবে) এই পদের আখ্যাতের সহিত সৃষ্টি শব্দের অন্বয় হইতেছে। ইহাকে অর্থবাদ বলা যায় না। কারণ অপর কোন বিধি-বাক্যের সহিত ইহার একবাক্যতা নাই। বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইলেই অর্থবাদ-বাক্য বিধির স্তাবক বা নিন্দক হইয়া থাকে।

৫. এই বাক্যটি গুণবিধি হইবে না, পরন্তু অর্থবাদ-রূপেই ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'সৃষ্টীরুপদধাতি' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি অগ্নিচয়ন-প্রকরণে পঠিত। সুতরাং

১ কিন্তু—প্রযুক্তঃ (নাস্তি)—খ

অগ্নিচয়নের সহিত মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ আছে, ইহা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। যাহা পূর্ব্বেই জানা যায়, সেই বিষয়ে বিধি হইতে পারে না। অতএব মন্ত্রের বিধান করা যায় না। পরন্তু পূর্ব্ব প্রাপ্ত সৃষ্টি-মন্ত্রের অনুবাদ করিয়া ইষ্টকা স্থাপনেরই বিধান করা হইয়াছে। অর্থবাদের সঙ্গতি বিধানের নিমিত্তই সৃষ্টি শব্দকে অনুবাদক বলা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, অগ্নিচয়ন-প্রকরণের সকল মন্ত্রে তো সৃজ্ ধাতুর প্রয়োগ নাই, তবে কেন সৃষ্টি-মন্ত্র সকল মন্ত্রেরই প্রকাশক হইবে? উত্তরে বলা হইয়াছে, মন্ত্রসমূহের মধ্যে অনেকগুলিতেই সৃজ্ ধাতুর প্রয়োগ আছে বলিয়া সৃজ্ ধাতুযুক্ত এবং সৃজ্ ধাতু শূন্য সকল মন্ত্রই সৃষ্টি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। সৃষ্টি শব্দটি গৌণী বৃত্তি অনুসারে প্রকরণস্থ সকল মন্ত্রেরই প্রকাশক। সেই প্রকরণে পঠিত মন্ত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশের সহিত সৃজ্ ধাতুর যোগ থাকায় সবগুলিকেই 'সৃষ্টি' বলা হয়। অতএব এই স্থলে 'ভূমা' অর্থাৎ বাহুল্য-রূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রকরণে অধিকাংশ শব্দই সৃজ্ ধাতুযুক্ত থাকায় সৃজধাতুর বাহুল্য বা ভূমা আছে। সৃষ্টি শব্দের গৌণী বৃত্তি স্বীকারের কারণ এই ভূমা বা বাহুল্য।

সৃষ্টি শব্দকে অর্থবাদ স্বীকার করায় অর্থ এই দাঁড়াইল যে, যেরূপ নানা বাক্যাত্মক মন্ত্রে সৃষ্টি শব্দের বহুত্ব আছে, সেইরূপ ইষ্টকাতেও বহুত্ব থাকিবে।

(অষ্টাদশে লিঙ্গসমবায়ন্যায়ে প্রাণভৃদাদিশব্দানাং স্তুত্যর্থত্বাধিকরণে সূত্রম্)

লিঙ্গসমবায়াৎ ॥২৮॥

অষ্টাদশাধিকরণমারচয়তি—

সৃষ্টিবৎপ্রাণভৃত্তত্র সাদৃশ্যং লিঙ্গভূমতঃ।
অত্রৈকমন্ত্রগো লিঙ্গসমবায়ো বিশিষ্যতে ॥৫০॥

'প্রাণভৃত উপদধাতি' ইত্যত্রাপি সৃষ্টিন্যায়েন মন্ত্রবিধিরিতি পূর্বপক্ষঃ। লিঙ্গপ্রকরণ-প্রাপ্তমন্ত্রানুবাদেনেষ্টকোপধানবিধিঃ। 'এতস্যৈব প্রাণান্ দধাতি' ইত্যস্য বক্ষ্যমাণার্থ-বাদস্যোপপত্তয়ে প্রাণভৃচ্ছব্দেন মন্ত্রানুবাদঃ। পূর্বত্র দ্বিতীয়াদিমন্ত্রেষু সৃষ্টিলিঙ্গানাং বাহুল্যম্। ইহ তু প্রথমমন্ত্র এব প্রাণভৃল্লিঙ্গমাম্নায়তে—'অয়ং পুরোভুবস্তস্য প্রাণো ভৌবায়নঃ' ইতি। একস্যৈব মন্ত্রস্য প্রাণভৃত্ত্বেঽপি 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' ইতিবত্তৎ-সহচরিতাঃ সর্বে মন্ত্রাঃ প্রাণভৃচ্ছব্দেন লক্ষ্যন্তে। তদেবং যজমানকার্যসিদ্ধ্যাদয়ো গুণবৃত্তিহেতবো নির্ণীতাঃ। তথাচোক্তম্—

তৎসিদ্ধিজাতিসারূপ্যপ্রশংসালিঙ্গভূমভিঃ।
ষড়্ভিঃ সর্বত্র শব্দানাং গৌণী বৃত্তিঃ প্রকল্পিতা ॥ ইতি ॥

... ...

টিপ্পনী

'প্রাণভৃত উপদধাতি' ইতি শ্রুতিঃ। প্রাণশব্দযুক্তমন্ত্রেণ ইষ্টকানাং উপধানং কর্ত্তব্যম্। প্রাণভৃৎ-প্রকরণে প্রথম-প্রস্তারে পঞ্চাশন্মন্ত্রাঃ। দ্বিতীয়প্রস্তারে পঞ্চ। তৃতীয়প্রস্তারে দশ মন্ত্রা বিদ্যন্তে। এষু চ মন্ত্রেষু যথাক্রমং ত্রিষু একস্মিন্ একস্মিংশ্চ মন্ত্রে প্রাণশব্দস্যোল্লেখঃ নেতরেষু। প্রাণশব্দো হ্যত্র লিঙ্গং, জ্ঞাপকমিতি যাবৎ। লিঙ্গসমবধানমেবাত্র গৌণীবৃত্তের্হেতুঃ। গৌণীবৃত্তেঃ কারণমাহ তৎসিদ্ধিরিত্যাদি। সর্ব্বং প্রদর্শিতমেব।

... ...

অনুবাদ (১।৪।১৮)

১. শ্রুতি আছে—'প্রাণভৃত উপদধাতি'। এই বাক্যটিও সন্দিগ্ধার্থক।

২. এই শ্রুতির 'প্রাণভৃৎ' শব্দটি বিচার্য্য।

৩. শ্রুতির অর্থ—প্রাণ-শব্দযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইষ্টকা স্থাপন করিবে। এই স্থলে প্রাণভৃৎ শব্দে মন্ত্র বিহিত হইবে, অথবা প্রাণভৃৎ শব্দ মন্ত্রের অনুবাদক-রূপ অর্থবাদ।

৪. প্রাণভৃৎ শব্দ মন্ত্রেরই বিধান করিতেছে।

৫. এই স্থলে পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় 'ভূমা' না থাকিলেও 'লিঙ্গসমবায়' আছে বলিয়া সকল মন্ত্রকেই প্রাণভৃৎ বলা হইয়াছে। ইষ্টকা স্থাপনের বিধিতে প্রথম প্রস্তারে পঞ্চাশটি, দ্বিতীয় প্রস্তারে পাঁচটি, এবং তৃতীয় প্রস্তারে দশটি মন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম প্রস্তারের তিনটিতে, দ্বিতীয় প্রস্তারের একটিতে, এবং তৃতীয় প্রস্তারের একটিতে 'প্রাণ' শব্দের প্রয়োগ আছে। অধিকাংশ মন্ত্রেই প্রাণ শব্দের প্রয়োগ নাই। অথচ সকল মন্ত্রকেই প্রাণভৃৎ বলা হইয়াছে। এই স্থলে প্রথম মন্ত্রটিতে প্রাণভৃৎ শব্দ থাকায় প্রকরণস্থ সকল মন্ত্রকেই ছত্রি-ন্যায় অনুসারে প্রাণভৃৎ বলা হইয়াছে। এখানে প্রাণ শব্দটি লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। লিঙ্গের সমবায় অর্থাৎ সন্নিধিবশতঃ সকল মন্ত্রেই গৌণী বৃত্তি স্বীকার করা হইল।

'যজমানঃ প্রস্তরঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রাণভৃতঃ উপদধাতি' পর্য্যন্ত যে ছয়টি শ্রুতির শব্দগুলিতে গৌণবৃত্তি (লক্ষণা) স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ছয়টি কারণের

বর্ণনা করা হইল। যজমানের কার্য্যসিদ্ধি, এক বস্তু হইতে জন্ম প্রভৃতিই কারণ। 'তৎসিদ্ধি' ইত্যাদি কারিকাতে তাহাই বলা হইয়াছে।

(একোনবিংশে বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থনিরূপণাধিকরণে সূত্রম্)

সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ ॥২৯॥

একোনবিংশাধিকরণমারচয়তি—

শর্করা উপধত্তেঽক্তাস্তেজো বৈ ঘৃতমত্র কিম্।
তৈলাদিনাঞ্জিতা অক্তা ঘৃতেনৈবাথবাঞ্জনম্ ॥৫১॥
তৈলাদিনাপি মুখ্যত্বাদসঞ্জাতবিরোধনাৎ।
অপ্রাপ্তার্থত্বতশ্চাস্য বিধের্বাদাদ্ বলিত্বতঃ ॥৫২॥
সামান্যমননুষ্ঠেয়ং বিশেষস্তু বিধৌ ন হি।
ঘৃতেনৈবাঞ্জনং বাক্যশেষাৎ সন্দিগ্ধনির্ণয়াৎ ॥৫৩॥
অর্থবাদগতা চেয়ং স্তুতির্ঘৃতমুপেয়ুষী।
বোধয়ন্তী বিধেয়ত্বং ঘৃতস্য গময়েদ্ বিধিম্ ॥৫৪॥

'অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি' 'তেজো বৈ ঘৃতম্' ইতি শ্রূয়তে। মৃত্তিকামিশ্রাঃ[১] ক্ষুদ্র-পাষাণাঃ শর্করাঃ। তাশ্চ ঘৃততৈলবসাদীনামন্যতমেন দ্রব্যেণাঞ্জনীয়াঃ। কুতঃ—অঞ্জনসামান্যবোধকস্য[২] বিধিবাক্যস্য ঘৃতবিশেষবোধকাদর্থবাদাৎ প্রবলত্বাৎ। তৎপ্রাবল্যে চ মুখ্যত্বাদয়স্ত্রয়ো হেতবঃ। স্বার্থতয়া বিধের্মুখ্যত্বম্। প্রথমশ্রুতত্বাচ্চাসঞ্জাতবিরোধিত্বম্, অনধিগতার্থবোধকত্বাদপ্রাপ্তার্থত্বম্, অর্থবাদস্তু বিধিস্তাবকত্বান্ন মুখ্যঃ, চরমশ্রুতত্বাৎ সঞ্জাতবিরোধী, জ্ঞাতার্থানুবাদিত্বাৎ প্রাপ্তার্থঃ। তস্মাৎ—'যেন কেনাপ্যঞ্জনম্' ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

বিধিবাক্যেন কিমঞ্জনসাধনসামান্যং[৩] বিধীয়তে তদ্‌বিশেষো বা। নাদ্যঃ, সামান্য-স্যাননুষ্ঠেয়ত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ঘৃততৈলাদিবিশেষবাচকশব্দাভাবাৎ[৪]। তত উক্তরীত্যা প্রবলমপি বিধিবাক্যমনুষ্ঠানযোগ্যে বিশেষে সন্দেহজনকতয়া নির্ণয়হেতুমর্থবাদমপেক্ষতে, ন তু তেন সহ বিরুধ্যতে। অর্থবাদেঽপি ঘৃতস্য বিধির্নাস্তীতি চেৎ, ন। বিধেরুন্নেয়ত্বাৎ। 'তেজো বৈ ঘৃতম্' ইত্যেবং তেজস্ত্বেন ঘৃতস্য স্তূয়মানত্বাদ্বিধেয়ত্বং গম্যতে। 'যঃ স্তূয়তে

---

১ ॰ভিন্নাঃ—গ
২ অঞ্জনসাধনসামান্য॰—খ
৩ কিমঞ্জনসামান্যং—খ
৪ ॰তৈলবসাদীনাং বিশেষ॰—গ

স বিধীয়তে' ইতি ন্যায়াৎ। তেন চ[১] বিধেয়ত্বেন বিধায়কঃ শব্দঃ কল্প্যতে—'ঘৃতেনাক্তাঃ' ইতি। তস্মাৎ ঘৃতেনৈবাঞ্জনম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

অর্থবাদনিরূপণপ্রসঙ্গেন অর্থবাদস্য উপযোগান্তরং প্রদর্শয়তি। মুখ্যত্বাদয়স্ত্রয় ইত্যাদি। মুখ্যত্বম-সঞ্জাতবিরোধিত্বমজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বঞ্চেতি হেতুত্রয়ম্, তেন বিধিরর্থবাদাৎ প্রবল ইতি। সন্দিগ্ধবিধ্যর্থবিষয়ে বাক্যশেষাদর্থো নির্ণেয় ইতি সিদ্ধান্তঃ।

... .

অনুবাদ (১।৪।১৯)

১. সন্দিগ্ধার্থ কয়েকটি বাক্যের বিচার করা হইয়াছে। সম্প্রতি অর্থবাদ নিরূপণ-প্রসঙ্গে অর্থবাদ যে বাক্যার্থসন্দেহেরও নিরাসক হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি' এই বাক্যটি বিচার্য্য বিষয়। শ্রুতির অর্থ এই যে, স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা সিক্ত কঙ্কর-জাতীয় মৃত্তিকা স্থাপন করিবে।

৩. শর্করাকে (কঙ্কর-মৃত্তিকা) জল, তৈল, ঘৃত, বসা প্রভৃতি যে-কোন স্নেহ বস্তুর দ্বারা অভ্যঞ্জন করা যাইতে পারে। কোন্ বস্তুর দ্বারা অভ্যঞ্জন করা হইবে, ইহাই সংশয়। আলোচ্য শ্রুতির পরেই একটি অর্থবাদ-বাক্যে ঘৃতের প্রশংসা করা হইয়াছে—'তেজো বৈ ঘৃতম্' (ঘৃতই তেজঃ)। ইহাতে আরও সন্দেহ জাগিতেছে যে, ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন করিবার নিমিত্তই ঘৃতের প্রশংসা করা হইয়াছে কি না।

৪. ঘৃত, তৈল, বসা প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন বস্তুর দ্বারা অভ্যঞ্জন করিলেই চলিবে। বিধি-বাক্যে শুধু অভ্যঞ্জনের কথাই বলা হইয়াছে, বিশেষ কোন বস্তুর উল্লেখ করা হয় নাই। অর্থবাদ-বাক্য অপেক্ষা বিধি-বাক্যের প্রবলতা-নিবন্ধন অভ্যঞ্জন কর্ম্মে ঘৃতকে গ্রহণ করা চলিবে না। কারণ ঘৃত অর্থবাদ-প্রাপ্ত। অর্থবাদ অপেক্ষা বিধি-বাক্যের প্রবলতার কারণ তিনটি। বিধি মুখ্যার্থক, অসঞ্জাতবিরোধী এবং অজ্ঞাতার্থের জ্ঞাপক। বিধি-বাক্য মুখ্য অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব মুখ্যার্থক। বিধি-বাক্য প্রথমে শ্রুত হয় বলিয়া অন্য কোন বাক্য তাহার বিরোধি-রূপে উপস্থিত না থাকায় অসঞ্জাতবিরোধী। পরন্তু অর্থবাদ-বাক্য বিধি-বাক্যেরই স্তাবক বা নিন্দক বলিয়া মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ, এবং বিধি-বাক্যের পরে শ্রুত হয় বলিয়া পূর্ব্বশ্রুত বিধি-বাক্যটি তাহার বিরোধি-রূপে উপস্থিত থাকায় অর্থবাদ-বাক্য সঞ্জাত-

১ চ (নাস্তি)—খ

বিরোধী। অর্থবাদ-বাক্য বিধিবোধিত বিষয়েরই স্তাবক বা নিন্দক বলিয়া অজ্ঞাতজ্ঞাপকও নহে, পরন্তু প্রাপ্ত বিষয়েরই প্রকাশক। এইসকল কারণে বিধি ও অর্থবাদের মধ্যে বিধিই প্রবল এবং অর্থবাদ দুর্ব্বল। প্রবল দুর্ব্বলের দ্বারা বাধিত হয় না। এইহেতু অর্থবাদ-প্রাপ্ত ঘৃতের দ্বারা বিধিবোধিত যে-কোন স্নেহ দ্রব্যের বাধ হইতে পারে না। সুতরাং ঘৃত, তৈল, বসা প্রভৃতি যে-কোন স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা শর্করাকে অভ্যঞ্জন করা চলিবে। ঘৃতের দ্বারাই করিতে হইবে—এরূপ বিধান করা যায় না।

৫. বিধি-বাক্যের দ্বারা কি অভ্যঞ্জনের উপযোগী যে-কোন স্নেহ দ্রব্যকে বুঝিব, না একটি বিশেষ দ্রব্যকে বুঝিব? যে-কোন স্নেহ দ্রব্যকে গ্রহণ করিলে চলিবে না। কারণ সামান্যতঃ অনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা কোন অনুষ্ঠান হইতে পারে না। কোন বিশেষ দ্রব্যের উল্লেখ না থাকায় বিশেষ দ্রব্যের বিধানও হইতে পারে না। ঘৃত, তৈল প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় তাহা স্থির করিবার কোন উপায় বিধিতে না থাকায় বিধিটি সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। বিধি বিষয়ে সংশয় হইলে বিধির প্রামাণ্যই থাকে না। পরন্তু বিধি-বাক্যকে অপ্রমাণ বলিবারও উপায় নাই। অতএব অর্থবাদের সহিত একবাক্যতা করিয়া বিধির প্রামাণ্য রক্ষা করা যায় কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আলোচ্য স্থলে বিধ্যর্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত অর্থবাদের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। অর্থবাদ-বাক্যে ঘৃতের বিধান পাওয়া যাইতেছে না—ইহা বলিবার উপায় নাই। সাক্ষাৎ-ভাবে বিধান না থাকিলেও অর্থবাদ-বাক্য হইতেই ঘৃত-বিধির প্রাপ্তি ঘটিতেছে। অর্থবাদ-বাক্যে ঘৃতকে তেজঃ বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। 'যাহার প্রশংসা করা যায়, তাহাই বিধেয় হইয়া থাকে'—এই নিয়ম অনুসারে অভ্যঞ্জনে ঘৃতেরই যে বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানা যায়। বিধি এবং অর্থবাদ—উভয় বাক্য মিলিত হইয়া এই দাঁড়াইবে—'ঘৃতেনাক্তাঃ শর্করা উপদধাতি'—ঘৃতের দ্বারা সিক্ত কঙ্কর-জাতীয় মৃত্তিকা স্থাপন করিবে। সুতরাং ঘৃতের দ্বারাই অভ্যঞ্জন কর্ত্তব্য।

(বিংশে সামর্থ্যেনাব্যবস্থিতানাং ব্যবস্থাধিকরণে সূত্রম্)

অর্থাদ্বা কল্পনৈকদেশত্বাৎ ॥৩০॥

বিংশাধিকরণমারচয়তি—

স্রুবেণাথ স্বধিতিনা হস্তেনাবদ্যতীত্যমী।
আজ্যে মাংসে পুরোডাশে সঙ্কীর্ণা বা ব্যবস্থিতাঃ ॥৫৫॥
ব্যবস্থাপকরাহিত্যাৎ স্রুবাদ্যা অব্যবস্থিতাঃ।
ব্যবস্থাপকতাশক্তেস্তদ্বশেন ব্যবস্থিতিঃ ॥৫৬॥

'স্রুবেণাবদ্যতি' 'স্বধিতিনাবদ্যতি' 'হস্তেনাদ্যতি' ইতি শ্রূয়তে। তত্রাবদেয়েষ্বাজ্য-মাংস-পুরোডাশেষু[১] হবিঃষ্বমী স্রুবাদ্যা অবদানহেতবঃ সঙ্কীর্ণাঃ। কুতঃ— ব্যবস্থাপকস্য শব্দস্যাভাবাদিতি চেৎ—মৈবম্। শক্তের্ব্যবস্থাপকত্বাৎ। 'আখ্যাতানামর্থং ব্রুবতাং শক্তিঃ সহকারিণী' ইতি ন্যায়াৎ। 'কটে ভুঙ্‌ক্তে' 'কাংস্যপাত্র্যাং ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যত্র লৌকিকাস্তত্তদ্বস্তুশক্ত্যনুসারেণ ব্যবস্থাং কল্পয়ন্তি—'কট আসীনঃ' 'কাংস্যপাত্র্যামোদনং নিধায়' ইতি। বেদেঽপি 'অঞ্জলিনা সক্তূন্ প্রদায় জুহুয়াৎ' ইত্যত্র যদ্যপি দ্বিহস্ত-সংযোগোঽঞ্জলিঃ তথাপি গুরুদেবতাদিপ্রসাধনার্থাঞ্জলিবন্নিশ্ছিদ্রসংযোগো ন ভবতি। তাদৃশেঽঞ্জলৌ সক্তূনামবকাশাভাবাৎ। অতঃ সামর্থ্যাৎ সংযুক্তপ্রসৃতিদ্বয়াত্মকো মধ্যগতাবকাশোপেতোঽঞ্জলির্গৃহীতঃ। এবমত্রাপি দ্রবদ্রব্যস্যাজ্যস্য স্রুবো যোগ্যঃ, ছেদনীয়মাংসস্য শস্ত্রবিশেষঃ স্বধিতিঃ। সংহতস্য পুরোডাশস্য হস্তঃ, ইত্যনেন প্রকারেণ স্রুবাদ্যা ব্যবস্থিতাঃ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরে
প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥৪॥
সমাপ্তশ্চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

বস্তুনঃ সামর্থ্যাদেব কার্য্যকারিতা জ্ঞাতব্যেতি নিরূপয়তি। স্বধিতিঃ অস্ত্রবিশেষঃ। হবিঃষ্বিতি। হবির্যৎ সংস্কৃতং মন্ত্রৈরিতি শাস্ত্রান্মন্ত্রসংস্কৃতস্যৈব হবিষ্ট্বম্। যেষু চ প্রয়োগেষু বিধ্যর্থে সংশয়ো জায়তে, তেষু সামর্থ্যাদেব কার্য্যসাধকস্য বস্তুনঃ কল্পনেতি ফলিতার্থঃ।

... ...

১ অত্রাবদেয়ে•—খ

অনুবাদ (১।৪।২০)

১. সন্দিগ্ধ প্রয়োগের আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে—'স্রুবেণাবদ্যতি' (স্রুবের দ্বারা অবদান বা টুক্‌রা করিবে, যে পাত্রের দ্বারা হোম করা হয় তাহাই স্রুব।), 'স্বধিতিনাবদ্যতি' (অস্ত্রবিশেষের দ্বারা টুকরা করিবে।), 'হস্তেনাবদ্যতি' (হাত দিয়া টুক্‌রা করিবে।) ইত্যাদি। এই তিনটি বাক্যই এই অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

৩. ঘৃত, মাংস এবং পুরোডাশ যজ্ঞিয় বস্তু। স্রুব, স্বধিতি এবং হাত দিয়া এই-গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে। কোন্ বস্তুকে কিসের দ্বারা খণ্ড বা টুক্‌রা করা হইবে—ইহাই সংশয়।

৪. কিসের দ্বারা কোন বস্তুকে খণ্ডিত করিতে হইবে—এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক কোন শাস্ত্র না থাকায় যে-কোনটির দ্বারাই এইগুলি খণ্ডন করা যাইতে পারে।

৫. এই স্থলে ব্যবস্থাপক শাস্ত্র না থাকিলেও যে-বস্তুর দ্বারা খণ্ডিত করা হইবে সেই বস্তুর শক্তি বা সামর্থ্যই ব্যবস্থাপক হইয়া থাকে। যে বস্তুকে যাহার দ্বারা খণ্ডিত করা সহজ, সেই বস্তুকে তাহার দ্বারাই খণ্ডিত করিতে হইবে। আখ্যাত-প্রত্যয়ের (ত্যাদি বিভক্তি) অর্থ প্রতিপাদনের বেলা বস্তুর শক্তিও সহায় হইয়া থাকে। 'কটে ভুঙ্‌ক্তে' (চাটাই-জাতীয় আসনে বসিয়া ভোজন করিতেছে), 'কাংস্যপাত্র্যাং ভুঙ্‌ক্তে' (কাঁসার পাত্রে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিতেছে)—এইসকল স্থলে বস্তুর সামর্থ্য অনুসারেই ব্যবস্থা করা হয়। আসনে অন্ন রাখিয়া, কিংবা কাংস্যপাত্রে বসিয়া ভোজন করিতেছে—এরূপ অর্থ কেহই করিবেন না। লৌকিক প্রয়োগ ব্যতীত বৈদিক প্রয়োগেও এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। 'অঞ্জলিনা সক্তূন্ প্রদায় জুহুয়াৎ' (অঞ্জলি করিয়া ছাতু দ্বারা হোম করিবে)—এই স্থলে অঞ্জলি শব্দে দুই হাতের নিশ্ছিদ্র সংযোগকে বোঝা যাইবে না। যদিও গুরু, দেবতা প্রমুখের নমস্কারের বেলা নিশ্ছিদ্র সংযোগেই অঞ্জলি রচিত হয়, তথাপি এই স্থলে অঞ্জলি শব্দে সচ্ছিদ্র বা হস্তদ্বয়ের মধ্যে অবকাশযুক্ত সংযোগকেই বুঝিতে হইবে। নিশ্ছিদ্র সংযোগে ছাতু গ্রহণ করাই সম্ভবপর নহে। এই কারণে সামর্থ্য অনুসারেই শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। এই স্থলেও স্রুবের দ্বারা ঘৃত প্রভৃতি দ্রব দ্রব্যের অবদান বা অংশ করা কর্ত্তব্য, মাংস প্রভৃতি ছেদ্য বস্তুকে স্বধিতির দ্বারাই খণ্ডিত করা উচিত, এবং পুরোডাশ প্রভৃতি শক্ত বস্তুকে হাতের দ্বারাই টুকরা করা ভাল। এইরূপে বিশেষ কোন শাস্ত্র না থাকিলেও যে-স্থলে বিধির অর্থ সন্দিগ্ধ,

সেই স্থলে শব্দের সামর্থ্য দ্বারাই অর্থ স্থির করিতে হয়। সন্দেহ না থাকিলে সামর্থ্য অনুসারে অর্থ কল্পনার প্রয়োজন হয় না। বাক্যস্থ শব্দের সামর্থ্যও আখ্যাতার্থের (বিধি প্রভৃতির) পরিপূরক হইয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

প্রমাণমুপজীব্যত্বাৎ প্রথমেঽধ্যায় ঈরিতম্।
মানাধীনস্য ধর্মস্য দ্বিতীয়ে ভেদ উচ্যতে ॥

অনেন প্রথম-দ্বিতীয়য়োরধ্যায়য়োঃ পূর্বোত্তরভাব উপপাদিতঃ।

(প্রথমে অপূর্বস্যাখ্যাত-প্রতিপাদ্যত্বাধিকরণে সূত্রাণি)

ভাবার্থাঃ কর্মশব্দাঃ, তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েত, এষ হ্যর্থো বিধীয়তে ॥১॥ সর্বেষাং ভাবোঽর্থ ইতি চেৎ ॥২॥ যেষামুৎপত্তৌ স্বে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি, তস্মাত্তেভ্যঃ পরাকাঙ্ক্ষা ভূতত্বাৎ স্বে প্রয়োগে ॥৩॥ যেষাং তূৎপত্তাবর্থে স্বে প্রয়োগো ন বিদ্যতে তান্যাখ্যাতানি, তস্মাত্তেভ্যঃ প্রতীয়েতাশ্রিতত্বাৎ প্রয়োগস্য ॥৪॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমে পাদে প্রথমাধিকরণে প্রথমং[১] বর্ণকমারচয়তি—

বিধিবাক্যে পদৈঃ সর্বৈরপূর্বং প্রতিপাদ্যতে।
প্রত্যেকমথবৈকেন সর্বৈস্তৎ প্রতিপাদনম্ ॥১॥
ফলান্বয়িত্বাৎ সর্বেষাং প্রধানান্বয়লাভতঃ।
লাঘবাদেকবোধ্যত্বং তচ্ছেষস্তু পদান্তরম্ ॥২॥

বিধিবাক্যমদৃষ্টার্থমখিলমত্রোদাহরণম্। বিধিবাক্যে যাবন্তি পদানি সন্তি, তানি সর্বাণি ক্রিয়াকারকসম্বন্ধমনাদৃত্য প্রত্যেকমপূর্বস্য প্রতিপাদকানি। কুতঃ—অপূর্বস্য ফলত্বেন সর্বেষাং পদানাং ফলান্বয়িত্বাৎ। অপূর্বপ্রতিপাদনাভাবেঽপি ক্রিয়াকারকয়োঃ পরস্পরান্বয়োঽস্ত্যেবেতি চেৎ, সত্যম্। তথাপি প্রধানান্বয়ো লভ্যেত। ফলং হি প্রধানম্। পুরুষার্থতয়া সাধ্যমানত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অপূর্বস্যাত্যন্তমদৃষ্টত্বাদেককল্পনয়ৈব বাক্যস্যোপপত্তাবনেককল্পনে গৌরবং স্যাৎ। তস্মাদেকমপূর্বমেকেন শব্দেন প্রতিপাদ্যতে। পদান্তরন্তু তচ্ছেষতয়াঽন্বেতি। নন্বু যস্য পদস্যার্থোঽপূর্বস্য কল্পকস্তৎপদার্থস্য ফলসাধনতয়া ফলং প্রত্যুপাদেয়ত্ব-বিধেয়ত্ব-গুণত্বান্যভ্যুপগন্তব্যানি, তথা তস্যৈব শেষভূতপদান্তরার্থং প্রত্যুদ্দেশ্যত্বানুবাদ্যত্বপ্রধানত্বানামপি প্রাপ্তত্বাদ্ বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়াপত্তিরিতি চেৎ, মৈবম্।

---

১ প্রতিপদার্থাং প্রথমং—গ

'উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ', 'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' ইত্যাদাবুদ্ভিদাদিশব্দানাং নামত্বেনান্বয়ে সতি যাগসাধনবাচিত্বাভাবেন যজতাবুদ্দেশ্যত্বাদিত্রিকাপাদকত্বাভাবাৎ। তস্মাদেকমেব পদমপূর্বপ্রতিপাদকম্। ন চ ধর্মভেদচিন্তাং প্রস্তুতাং পরিত্যজ্য কিমিত্যপূর্বং চিন্ত্যত ইতি বাচ্যং, অপূর্বস্যৈব ধর্মত্বাৎ ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রথমাধ্যায়ে বিধ্যর্থবাদ-মন্ত্র-নামধেয়-স্মৃত্যাচার-বাক্যশেষ-সামর্থ্যানাং হেতুত্বং প্রতিপাদিতং ধর্ম্মনিরূপণে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে ধর্ম্মস্বরূপং তস্যাবান্তরভেদাশ্চ প্রতিপাদ্যন্তে। পদসমষ্টিরূপবাক্যাত্মকশব্দস্য ধর্ম্মে প্রামাণ্যমুক্তম্। সর্ব্বেষামেব পদানাং স্বাতন্ত্রেণ ধর্ম্মপ্রতিপাদকত্বমুত বিশেষস্য কস্যচিদেকস্যেতি সংশয়ঃ। অপূর্ব্বস্যৈব ধর্ম্মত্বাদিতি। অপূর্ব্ব-দ্বারা যাগাদিরূপস্য ধর্ম্মস্য ফলসাধনতা। বিধিবাক্যান্তর্গতং পদমেকমপূর্ব্বস্য বাচকমিতি সিদ্ধান্তিতম্। বিধিবাক্যস্থদ্রব্যাদিবাচকশব্দাদপূর্ব্বস্য বোধ উত আখ্যাতপ্রত্যয়াদিতি সন্দেহে দ্বিতীয়ং বর্ণকমারচয়তি। অভিধা ভাবনা, শাব্দী ভাবনা। কমি-যোগাদিতি। স্বর্গকাম ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ (২।১।১)

১. প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্ম বিষয়ে কি কি প্রমাণ, তাহা বলা হইয়াছে। বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র, নামধেয়, স্মৃতি, আচার, বাক্যশেষ এবং সামর্থ্য—এইগুলির দ্বারা ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রমাণই প্রমেয়ের উপজীব্য। সুতরাং প্রমাণ প্রধান। ধর্ম্ম প্রমেয়। এই অধ্যায়ে ধর্ম্মের স্বরূপ এবং ভেদ প্রদর্শিত হইবে। ইহাই এই স্থলে অধ্যায়-সঙ্গতি। বিধিবাক্যস্থ পদগুলির অর্থ বিচার্য্য।

২. অদৃষ্টার্থক সকল বিধি-বাক্যই বিচারের বিষয়।

৩. বিধিবাক্যস্থ সকল পদই কি স্বতন্ত্রভাবে অপূর্ব্বের প্রতিপাদক, অথবা কোন বিশেষ পদই প্রতিপাদক হইয়া থাকে, ইহাই সংশয়।

৪. বিধিবাক্যস্থ সকল পদই অপূর্ব্বের প্রতিপাদক। অপূর্ব্বই বিধির ফল। ফলের সহিত সকল পদের অন্বয় হইয়া থাকে। 'সকল পদ অপূর্ব্বের প্রতিপাদক না হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ ক্রিয়া এবং কারকের পরস্পর অন্বয় বা সম্বন্ধ তো থাকিবেই'—এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, ক্রিয়া এবং কারকের পরস্পর অন্বয় হইলেও প্রধানের সহিত প্রত্যেক পদেরই অন্বয় থাকা চাই। বিধিপ্রেরিত ক্রিয়াকর্ত্তার অভিলষিত হইতেছে—ফল (অপূর্ব্ব)। অতএব ফলই পুরুষার্থ বলিয়া সাধ্য। সুতরাং

প্রধান। (পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার পক্ষ সমর্থনে এই স্থলে আরও একটি যুক্তি দেখাইতে পারেন। কোন্ পদটি অপূর্ব্বের প্রতিপাদক হইবে—এই বিষয় কোন বিনিগমনা অর্থাৎ একতর-পক্ষপাতিনী যুক্তি না থাকায় সকল পদকেই অপূর্ব্বের প্রতিপাদক বলিতে হইবে।)

৫. অপূর্ব্ব কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব অপ্রত্যক্ষ। অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা অপূর্ব্বের কল্পনা করিয়া লইতে হয়। অল্পসংখ্যক বস্তুর কল্পনা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে বেশী-সংখ্যকের কল্পনা করিতে নাই। বেশী কল্পনা করিলে কল্পনাগৌরব-নামক দোষ হইয়া থাকে। একটি-মাত্র অপূর্ব্বের কল্পনা করিলেই যদি বিধিবাক্যের অর্থসঙ্গতি হইয়া যায়, তবে কেন একাধিক অপূর্ব্বের কল্পনা করিতে যাইব? বিধিবাক্যস্থ প্রত্যেক পদকেই যদি স্বতন্ত্রভাবে অপূর্ব্বের প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার করি, তবে একাধিক পদে একাধিক অপূর্ব্বের কল্পনাই করিতে হয়। পরন্তু এইপ্রকার একাধিক অপূর্ব্বের কল্পনা করিলেও অধিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অতএব লাঘবতঃ একটি পদকেই অপূর্ব্বের প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করা উচিত। অন্যান্য পদগুলি অপূর্ব্ব-প্রতিপাদক পদের শেষ বা অঙ্গরূপে অন্বিত হইবে।

আর এই স্থলে কল্পনার লাঘবই বিনিগমক (একতর পক্ষের নিশ্চায়ক) হইতেছে বলিয়া কোন দোষ ঘটে না। 'যজেত' ইত্যাদি ক্রিয়া ও আখ্যাতবিশিষ্ট পদই অপূর্ব্বের কল্পক বা প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, 'যজেত' এই পদের অর্থই তো স্বর্গাদি ফলের সাধন। সুতরাং 'যজেত' এই পদের অর্থই ফলের বেলা উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণ বলিয়া 'যজেত' পদের অর্থে উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব এবং গুণত্ব আছে। অন্য দিকে 'অশ্বমেধেন' বা 'স্বর্গকামঃ' প্রভৃতি পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধের বেলা 'যজেত' পদের অর্থে উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাদ্যত্ব এবং প্রধানত্ব এই তিনটি ধর্ম্ম থাকিবে। ইহাতে বিরুদ্ধত্রিকদ্বয়াপত্তি-দোষ ঘটিতেছে। অঙ্গ ও প্রধানের মধ্যেই এই দোষ হইতেছে। (দ্রষ্টব্য পৃ০ ১১৩)

উত্তরে বলা হইয়াছে, দোষের আশঙ্কা করা চলে না। কারণ 'উদ্ভিদা যজেত' ইত্যাদি শ্রুতিতে উদ্ভিদাদি শব্দকে যাগবিশেষের নাম বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এইসকল শব্দ যাগ-সাধন বস্তুর বাচক নহে। সুতরাং এইসকল স্থলে যাগে (যজ্-ধাতুর অর্থে) উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাদত্ব এবং প্রধানত্ব এই তিনটি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব স্থির হইল যে, বিধিবাক্যের একটিমাত্র পদই অপূর্ব্বের প্রতিপাদক।

আরও আপত্তি হইতে পারে যে, ধর্ম্মের স্বরূপ এবং তাহার ভেদ সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। এই প্রসঙ্গে অপূর্ব্বের বিচার কিরূপে স্থান পায়? উত্তরে বলিব,

যাগাদি অনুষ্ঠানাত্মক ধর্ম্ম, অনুষ্ঠানের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণ পর্য্যন্ত যাগের অস্তিত্ব থাকে না। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান না থাকিলে তাহাকে কারণ বলা চলে না। অতএব যাগাদি অনুষ্ঠান কিরূপে স্বর্গাদি কার্য্যের (ফলের) সাধন হইবে। এরূপ অবস্থায় অগত্যা যাগাদি এবং স্বর্গাদি এই উভয়ের (কারণ ও কার্য্যের) মধ্যবর্ত্তী কোনও পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। যে পদার্থ যাগাদি হইতে উৎপন্ন এবং স্বর্গাদির জনক, সেই কল্পিত পদার্থকেই অপূর্ব্ব বলিব। যাগাদি-রূপ ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্ব দ্বারা স্বর্গাদি-ফলের জনক হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মবিচারের প্রসঙ্গে অপূর্ব্বের বিচারও সঙ্গতই হইয়াছে। যাগাদি-জনিত অপূর্ব্বকেও ধর্ম্ম বলা চলে। সুতরাং অপূর্ব্বের বিচার এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

... ...

দ্বিতীয়ং[১] বর্ণকমারচয়তি—

দ্রব্যাদিশব্দতোঽপূর্বধীর্ভাবার্থপদাদুত।
দ্রব্যাদীনাং ফলার্থত্বাত্তচ্ছব্দেন হ্যপূর্বধীঃ ॥৩॥
ক্রিয়াদ্বারমৃতে দ্রব্যং ফলেন ন হি যুজ্যতে।
ভাবনাবাচিনোঽপূর্বমাখ্যাতাদবগম্যতে ॥৪॥
ধাত্বর্থব্যতিরেকেণ ভাবনা নেতি চেন্ন তৎ।
সর্বধাত্বর্থসম্বদ্ধঃ করোত্যর্থো হি ভাবনা ॥৫॥
ধাত্বর্থঃ করণং তস্যাং সমানপদবর্ণিতঃ।
দ্রব্যাদ্যুপকৃতির্দৃষ্টা ধাত্বর্থোৎপাদনাত্মিকা ॥৬॥

ইদমাম্নায়তে—'সোমেন যজেত' 'হিরণ্যমাত্রেয়ায় দদাতি' 'তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণ্যং ধার্যম্' 'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইত্যাদি। তত্র সোমহিরণ্যশব্দৌ দ্রব্যবাচিনৌ, সুবর্ণশব্দো গুণবাচী, শ্যেনচিত্রাশব্দৌ কর্মবাচিনৌ[২]। তৈরেতৈর্দ্রব্যাদি-শব্দৈরপূর্বং[৩] প্রত্যেতি। কুতঃ—দ্রব্যাদীনাং সিদ্ধরূপাণাং সাধ্যং ফলং প্রতি সাধনত্ব-সম্ভবাৎ। যাগদানাদিরূপস্তু ভাবার্থঃ স্বয়মপি ফলবৎসাধ্যরূপত্বান্ন সাধনং ভবিতুমর্হতি। ততো দ্রব্যাদীনাং ফলং প্রতি করণত্বাদ্ দ্রব্যাদিশব্দা অপূর্বপ্রত্যায়কা ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ক্রিয়াং বিনা দ্রব্যাণি ফলং সাধয়িতুং ন ক্ষমন্তে। পচি-ক্রিয়ামন্তরেণ কাষ্ঠস্থাল্যা-

১ অথ ভাবার্থাখ্যং দ্বিতীয়ং—গ
২ নামবাচিনৌ—গ
৩ তেনৈতৈর্দ্রব্যা০—গ

দীনামোদনসাধকত্বাদর্শনাৎ। অতো ভাবনাবাচিনা যজতি-দদাতীত্যাখ্যাতেনাপূর্বং প্রতীয়তে। ননু ধাত্বর্থ এব ভাবনা, তদন্যা বা। ন তাবদ্ধাত্বর্থঃ। তস্য তাং প্রতি করণত্বোক্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, ধাত্বর্থব্যতিরিক্তায়াঃ ক্রিয়ায়া দুর্লক্ষ্যত্বাদিতি চেৎ, মৈবম্। সর্বধাত্বর্থসম্বন্ধস্য[1] করোতিরূপস্য[2] লক্ষয়িতুং শক্যত্বাৎ। তদুক্তমাচার্যৈঃ—ধাত্বর্থব্যতি-রেকেণ যদ্যপ্যেষা ন লক্ষ্যতে। তথাপি সর্বসামান্যরূপেণৈবাবগম্যতে॥ ইতি। অন্যৈরপ্যুক্তম্—সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং[3] ধাত্বর্থো দ্বিবিধস্তয়োঃ। অন্যোৎপাদানুকূলাত্মা ভাবনা সাধ্যরূপিণী ॥ইতি।

'পচতি' ইত্যুক্তে 'পাকং করোতি' ইত্যেতমর্থং সর্বে জনাঃ প্রতিযন্তি। তত্র 'পাকঃ' 'পক্তিঃ' 'পচনম্' ইত্যেতৈঃ শব্দৈর্ব্যবহ্রিয়মাণো লিঙ্গকারকসংখ্যাযোগ্যো ধাত্বর্থঃ সিদ্ধস্বভাবঃ। 'করোতি' ইত্যনেন ব্যবহ্রিয়মাণো লিঙ্গাদ্যপেতঃ সাধ্যস্বভাবঃ। তত্র সিদ্ধস্বভাবদ্যোতনায় যথা ঘঞ্‌প্রত্যয়াদয়ো বিহিতাঃ, তথা সাধ্যস্বভাবদ্যোতনায়াখ্যাত-প্রত্যয়বিধিঃ। স চাখ্যাতপ্রত্যয়ার্থ ওদনোৎপত্তেরনুকূলঃ। ততো ভবিতুরোদনস্য প্রযোজকব্যাপারত্বান্নিজন্তেন ভাবনাশব্দেনোচ্যতে—ইতি। অন্যে ভাবনাপক্ষা অযুক্তাঃ। প্রযত্নো ভাবনেতি চেৎ, ন। 'রথো গচ্ছতি' ইত্যত্র তদভাবপ্রসঙ্গাৎ[4]। স্পন্দ ইতি চেৎ, ন। মানসত্যাগ-রূপে যজতাবব্যাপ্তেঃ। উভয়সাধারণমুদাসীনত্ববিচ্ছেদ-সামান্যং ভাবনেতি চেৎ, ন। শব্দভাবনায়ামব্যাপ্তিঃ। ন হি শব্দস্য বিভোরচেতনস্য স্পন্দঃ প্রযত্নো বাস্তি। লিঙ্-লেট্-লোট্-তব্যপ্রত্যয়মাত্রগতা শব্দভাবনা। সর্বাখ্যাত-গতার্থভাবনা। তদুক্তম্—অভিধাং ভাবনামাহুরন্যামেব লিঙাদয়ঃ। অর্থাত্মভাবনা ত্বন্যা সর্বাখ্যাতেষু গম্যতে॥ ইতি। কিঞ্চ, স্পন্দাদিবাচিনোঽপি[5] ন স্বরূপেণ স্পন্দাদীনাং ভাবনাত্বমাহুঃ, কিন্তু অন্যোৎপাদানুকূলং স্বরূপম্। তস্মাদস্মদুক্তৈব ভাবনা। যথা 'পচতি, ইত্যত্রৌদনফলোৎপত্ত্যনুকূলা, তথা 'যজতি' ইত্যত্র স্বর্গাদি-ফলোৎপত্ত্যনুকূলা। তস্যাং চ ফলভাবনায়াং প্রত্যয়বাচ্যায়ামেকপদোপাত্তত্বেন প্রত্যাসন্নত্বাৎ প্রকৃত্যর্থঃ করণম্। ন তু দ্রব্যাদি। তস্য পদান্তরোপাত্তত্বেন বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ। সাধ্যরূপোঽপি প্রকৃত্যর্থঃ স্বসাধননিষ্পাদিতঃ সন্ শক্নোতি ফলং সাধয়িতুম্। দ্রব্যাদীনাস্তু প্রকৃত্যর্থোৎপাদনেন দৃষ্ট এবোপকারঃ, দ্রব্যাদিনিষ্পাদিতেন ধাতুবাচ্যেন যাগাদিকরণেন স্বর্গাদিফলোৎপত্তৌ সত্যাং যেয়মনুকূলব্যাপারাত্মা কৃতিশব্দাভিধেয়া ফলোৎপাদনা সেয়ং যজ্যাদিধাতুনা মন্যতমেন কেনাপি নাভিধীয়তে, সর্বধাত্বর্থানুযায়িত্বাৎ। অতো ন ভাবনায়াঃ

---

১ সর্বধাত্বর্থসম্বন্ধরূপেণ—খ
২ (নাস্তি)—খ
৩ সিদ্ধিসাধ্যস্বরূপাভ্যাং—গ
৪ ॰প্রসঙ্গঃ—খ
৫ ॰বাদিনোঽপি—গ

প্রকৃত্যর্থত্বমাশঙ্কিতুং শক্যম্। অস্তু তর্হি ধাত্বর্থসামান্যমেব ভাবনেতি চেৎ, ন। প্রতিধাত্বর্থং বিলক্ষণরূপত্বাৎ। অন্যদ্ধি পাকস্যৌদনং প্রত্যানুকূল্যম্, অন্যচ্চ চলনস্য সংযোগবিভাগৌ প্রতি। অন্যথা ফলবিভাগানুপপত্তেঃ। ভিন্নাসু ভাবনাব্যক্তিষু ভাবনাত্বসামান্যমনুবর্ততাং নাম, নৈতাবতা প্রকৃত্যর্থসামান্যং তদ্ ভবতি। তস্মাদ্ বিশেষরূপাৎ সামান্যরূপাচ্চ যজ্যাদিধাতু-বাচ্যাদন্যৈবাখ্যাতপ্রত্যয়বাচ্যা ভাবনা। তথা সতি 'যজেত' ইত্যত্রাখ্যাতস্য 'ভাবয়েৎ' ইত্যর্থো ভবতি। তত্র 'কিং ভাবয়েৎ' 'কেন ভাবয়েৎ', 'কথং ভাবয়েৎ' ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং 'স্বর্গং ভাবয়েৎ, যাগেন ভাবয়েৎ, অগ্ন্যন্বাধানপ্রযাজাবঘাতাদিভিরুপকারং সম্পাদ্য ভাবয়েৎ' ইত্যেবং ভাব্যকরণেতিকর্তব্যতাসমর্পণেনাকাঙ্ক্ষাপূরণাৎ প্রকরণাম্নাতঃ সকলঃ শব্দসন্দর্ভো ভাবনাবাচিন আখ্যাতস্যৈব প্রপঞ্চঃ। ভাব্যাদ্যংশত্রয়বতী সেয়মার্থী ভাবনেত্যুচ্যতে। সা সর্বাপি শব্দভাবনায়া ভাব্যা, বিধায়কো লিঙাদিঃ করণম্। অর্থবাদসম্পাদিতা স্তুতিরিতিকর্তব্যতা। সেয়ং শব্দভাবনা লিঙাদিভিরেব গম্যতে। 'অর্থভাবনা'[১] সর্বৈরাখ্যাতপ্রত্যয়ৈর্গম্যতে' ইত্যুক্তম্। তস্যাং চার্থভাবনায়াং স্বর্গস্য ভাব্যত্বং কর্মযোগাদবগম্যতে। প্রকৃত্যর্থস্য করণত্বং তৃতীয়াশ্রুত্যা। তথা চ শ্রূয়তে— 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত', 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইতি। তচ্চ করণত্বম-পূর্বকল্পনামন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যভিধাস্যতে। তস্মাদাখ্যাতপ্রত্যয়ান্তাদ্ ভাবার্থপদাদ-পূর্বং গম্যতে। চিন্তাপ্রয়োজনন্তু—পূর্বপক্ষে দ্রব্যাদ্যপচারে প্রতিনিধ্যভাবঃ, সিদ্ধান্তে তু তৎসদ্ভাবঃ ইতি॥

... ...

অনুবাদ

এই অধিকরণেরই দ্বিতীয় বর্ণক বর্ণিত হইতেছে।

১. বিধিবাক্যস্থ একটি-মাত্র পদই যদি অপূর্ব্বের প্রতিপাদক হয়, তবে কোন্ পদটি অপূর্ব্ব প্রতিপাদন করিবে—ইহাই এথানে আলোচিত হইবে।

২. বিধিবাক্যই বিচার্য্য বিষয়।

৩. বিধিবাক্যে দ্রব্যবাচক, গুণবাচক এবং কর্ম্মবাচক শব্দও থাকে, অথচ ভাবার্থক (ভাবনা বা প্রযত্নার্থক) শব্দও থাকে। সন্দেহ হয় যে, দ্রব্যাদি-বাচক শব্দ হইতেই অপূর্ব্বের প্রতীতি হইবে, অথবা ভাবার্থক শব্দ হইতে প্রতীতি হইবে। 'সোমেন যজেত', 'হিরণ্যমাত্রেয়ায় দদাতি' এই দুইটি বাক্যে সোম এবং হিরণ্য

১ অর্থভাবনা তু—গ

দ্রব্যবাচক শব্দ। 'তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণ্যং ধার্য্যম্' এই স্থলে সুবর্ণ শব্দটি গুণবাচক। 'শ্যেনেনাভিচরন্' ইত্যাদি এবং 'চিত্রয়া যজেত' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'শ্যেন' 'চিত্রা' প্রভৃতি শব্দ কর্ম্মবাচক।

৪. দ্রব্যাদিবাচক শব্দ হইতেই অপূর্ব্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব ফল বা সাধ্য। সিদ্ধ পদার্থের দ্বারাই সাধ্য সাধিত হইতে পারে। দ্রব্যাদি সিদ্ধ পদার্থ। অতএব দ্রব্যাদি-বাচক শব্দই অপূর্ব্বের প্রতিপাদক। 'যজতি' 'দদাতি' প্রভৃতি শব্দ ক্রিয়াবাচক। ক্রিয়াও ফলের ন্যায় সাধ্যই হইয়া থাকে, সিদ্ধ নহে। সিদ্ধ নহে বলিয়া কোনও সাধ্য বস্তুর সাধন হইতে পারে না। অতএব দ্রব্যাদি পদার্থই অপূর্ব্বের সাধন হইয়া থাকে বলিয়া দ্রব্যাদি-বাচক শব্দ হইতেই অপূর্ব্বের বোধ হইয়া থাকে।

৫. ক্রিয়া ব্যতীত কোনও দ্রব্য ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। পাক-রূপ ক্রিয়া ব্যতীত কাঠ, পাকপাত্র প্রভৃতি হইতে অন্ন প্রস্তুত হয় না। যে-সকল কর্ম্ম-প্রতিপাদক শব্দ ভাবার্থ, অর্থাৎ 'ভাবনা' বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইতেই অপূর্ব্ব প্রতীত হয়। 'যজতি' 'দদাতি' প্রভৃতি শব্দই ভাবার্থ কর্ম্মশব্দ। এইসকল শব্দ হইতে ভাবনা এবং কর্ম্ম, উভয়ই বোঝা যায়। 'যজতি' বলিলে ইহাই বোঝা যায় যে, যাগের দ্বারা ভাবনা (ফলের উৎপাদন) করিবে, অর্থাৎ এরূপভাবে যাগ করিবে যাহাতে ফল উৎপন্ন হয়।

'যজতি' এই পদে দুইটি অংশ আছে—যজ্ ধাতু এবং 'তি' প্রত্যয়। প্রশ্ন হইতেছে যে, ধাতুর অর্থই ভাবনা অথবা প্রত্যয়ের অর্থ। ভাবনা ধাতুর অর্থ হইতে পারে না। কারণ ধাত্বর্থ ভাবনার করণ-রূপে অন্বিত হইয়া থাকে। ভাবনা প্রত্যয়ের অর্থও নহে। যেহেতু প্রত্যয় শুধু প্রয়োগের সাধুতার নিমিত্তই ব্যবহৃত হয়। ধাত্বর্থ ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ এই স্থলে দেখা যাইতেছে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সকল ধাতুর অর্থের সহিতই 'করোতি'-রূপ (করা) অর্থের সম্বন্ধ থাকে। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ধাত্বর্থ ব্যতীত প্রত্যয়ের পৃথক্ অর্থরূপে ভাবনার যদিও প্রতীতি হয় না, তথাপি সকল ধাতুর প্রয়োগেই 'করা' অর্থাৎ কৃতি-রূপ একটি অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্যেরাও বলিয়াছেন, ধাত্বর্থ দুইপ্রকার, সিদ্ধিরূপ ও সাধ্যরূপ। সাধ্যরূপ ধাত্বর্থই ভাবনা। ভাবনা ভাব্যের উৎপত্তির অনুকূল অর্থাৎ কারণ হইয়া থাকে। 'পচতি' বলিলে 'পাক করিতেছে'—এইপ্রকার অর্থ সকলেই বুঝিয়া থাকেন। পাক, পক্তি, পচন প্রভৃতি শব্দ সিদ্ধস্বভাব ধাতুর অর্থ। এইসকল শব্দ লিঙ্গ, কারক, সংখ্যা প্রভৃতি অর্থও বুঝাইয়া থাকে। আর 'করোতি' (করিতেছে) এই অংশের দ্বারা সাধ্যস্বভাব ধাত্বর্থের বোধ হইয়া থাকে। সিদ্ধস্বভাব ধাত্বর্থ বুঝিবার নিমিত্ত যেরূপ 'পচ্' ধাতুর

সহিত 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয়কে যোগ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধ্য-স্বভাব ধাত্বর্থকে বুঝিবার নিমিত্ত ধাতুর সহিত 'তি' প্রভৃতি আখ্যাত-প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। 'পচতি' স্থলে সেই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থই অন্নাদির উৎপত্তির অনুকূল বা কারণ। এই-হেতু যে অন্নাদি উৎপন্ন হইবে, সেই অন্নাদির প্রযোজক হয় বলিয়া আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থকেই ভাবনা শব্দে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। অন্য কিছুকে ভাবনা বলা হয় না। ভাবনা কি—এই বিষয়ে বিচার করা হইতেছে। প্রযত্নকে ভাবনা বলা যায় না। কারণ 'রথো গচ্ছতি' এই প্রয়োগে দেখা যায়, গমনের অনুকূল কোনপ্রকার প্রযত্ন রথে থাকিতেই পারে না। যদি বল যে, যে-কোনপ্রকারের স্পন্দই (দৈহিক ক্রিয়া) ভাবনা, তবে যাগ-বিষয়ক ভাবনাতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ যাগ-ভাবনা একপ্রকার মানস ত্যাগ-স্বরূপ। যদি বল যে, প্রযত্ন এবং স্পন্দ, এই উভয়ের যে কোনটিকে ভাবনা বলা যাইবে, তবে শব্দভাবনাতে অব্যাপ্তি ঘটিবে। শব্দ সর্ব্বব্যাপী এবং অচেতন। এইহেতু তাহাতে স্পন্দন থাকিতে পারে না, প্রযত্নও থাকিতে পারে না। বিধিলিঙ্, লেট ও লোট এই তিনটি ল-কার এবং তব্য, অনীয় প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থই শব্দ-ভাবনা। আর ত্যাদি সকল আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থই আর্থী ভাবনা। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, লিঙ্, লেট্ প্রভৃতি প্রত্যয় শাব্দী ভাবনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। আর সমস্ত আখ্যাত প্রত্যয়ই আর্থী ভাবনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত সন্দর্ভটি পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায়—'যজেত' ইত্যাদি পদে দুইটি অংশ আছে—'যজ্'ধাতু এবং 'ঈত' প্রত্যয়। ঈত প্রত্যয়ের মধ্যে আবার দুইটি ধর্ম্ম আছে—আখ্যাতত্ব এবং লিঙ্ত্ব। আখ্যাতত্ব ত্যাদি সকল প্রত্যয়েই থাকে। লিঙ্ত্ব শুধু বিধিলিঙ্এ থাকে। আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ ভাবনা। ভাবনা, ক্রিয়া, উৎপাদনা প্রভৃতি শব্দ একার্থক। 'ণিজন্ত ভূ'ধাতুর উত্তর 'অন্' প্রত্যয় করিয়া ভাবনা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাবনা শব্দের অর্থ—প্রযোজক ব্যাপার। যাগ প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান যাগ-রূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার বা কাজ করিয়া থাকেন। 'যজেত' শব্দের অর্থ 'যাগেন ভাবয়েৎ'—যাগের দ্বারা সেইরূপ করিতে হইবে, যাহাতে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয়। এইহেতু 'যজেত' এই পদের আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বারা স্বর্গাদি-রূপ ফলের (অর্থের) 'ভাবনা' (ভবনের অর্থাৎ উৎপত্তির অনুকূল কর্তৃব্যাপার) বোঝা যাইতেছে। এই কারণে এই ভাবনাকে আর্থী ভাবনা বলে। অনুষ্ঠাতার প্রার্থিত ফলকে অর্থ বলে। সেই অর্থের প্রযোজক ভাবনাই আর্থী ভাবনা। সকল আখ্যাতের

অর্থ ই আর্থী ভাবনা। কৃতি, প্রযত্ন, আর্থী ভাবনা এইসকল শব্দ সমানার্থক। লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি বিধি-বোধক আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দ (শাব্দী) ভাবনা বোধিত হইয়া থাকে। 'এই কাজটি কর'—ইহা বলিলে আদিষ্ট পুরুষ কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ 'যজেত' প্রভৃতি বৈদিক বিধি হইতেও যাগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। লৌকিক প্রয়োগে নিয়োগকারী আদেষ্টা ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারেই আদিষ্ট ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বৈদিক বিধি অপৌরুষেয় বলিয়া বেদের রচয়িতা কোন পুরুষ না থাকায় সেই স্থলে শব্দনিষ্ঠ শক্তিবিশেষ বা ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়। 'যজেত' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি যাগাদি কাজে প্রবৃত্ত হন, তবে বুঝিতে হইবে শব্দের ক্ষমতাবলেই যজমানের প্রবৃত্তি হইয়াছে। এইহেতু শব্দনিষ্ঠ সেই প্রেরক ক্ষমতার নাম শাব্দী ভাবনা।

কি, কিসের দ্বারা, এবং কি উপায়ে—এই তিনটি প্রশ্নে আর্থী ভাবনার তিনটি অংশকে পাওয়া যায়। কি ভাবনা (উৎপাদন) করিবে—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বর্গাদি ফল ভাব্য-রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিসের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন করিবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—'যাগের দ্বারা'। কি উপায়ে যাগের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন করিবে—এই প্রশ্নের উত্তরে অগ্ন্যাধান, অবহনন প্রভৃতিকে গ্রহণ করা যাইবে। সকল আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থই এইরূপ জানিতে হইবে।

লিঙ্ প্রভৃতি বিধিবোধক প্রত্যয়ের অর্থ—শাব্দী ভাবনা (শব্দনিষ্ঠ ব্যাপার-বিশেষ)। যাগাদি-বিষয়ক প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া তাহাকে প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণা বলা হয়। আর্থী ভাবনার মত শাব্দী ভাবনারও তিনটি অংশ আছে। আর্থী ভাবনাই (পুরুষের প্রবৃত্তি) শাব্দী ভাবনার ভাব্য বা ফল। লিঙাদির জ্ঞান করণ, স্তুতিপ্রকাশক অর্থবাদ হইতে প্রাপ্ত প্রাশস্ত্য জ্ঞান উপায় বা ইতিকর্ত্তব্যতা-রূপে অন্বিত হয়। সমস্ত মিলিতভাবে এই দাঁড়ায় যে—অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রশস্ততা জ্ঞাত হইয়া লিঙাদি বিভক্তির জ্ঞান দ্বারা যাগাদি অনুষ্ঠানকে কর্ত্তব্যরূপে স্থির করিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। বিধিপ্রত্যয়ের ইহাই অর্থ। মীমাংসকমতে শাব্দবোধে আখ্যাতের অর্থ অর্থাৎ ভাবনাই মুখ্য বিশেষ্য। বিধিলিঙের ন্যায় লোট্, তব্য, অনীয় প্রভৃতিও শাব্দী ভাবনাকে বুঝাইয়া থাকে। কর, কর্ত্তব্য, করণীয় ইত্যাদি শব্দও কাজে প্রেরণা দিয়া থাকে। স্থল-বিশেষে 'যজতে' প্রয়োগ থাকিলেও 'যজেত' বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। এইপ্রকার পরিবর্ত্তনকে বিভক্তির বিপরিণাম বলে।

দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি পদার্থ সিদ্ধ বলিয়া সেইগুলি হইতে উল্লিখিত কি, কিসের দ্বারা, এবং কি প্রকারে—এই তিনটি আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে না। আখ্যাত

হইতেই অপূর্ব্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। আখ্যাত প্রত্যয় অপূর্ব্বের বাচক নহে, পরন্তু অপূর্ব্বের বোধক বা জ্ঞাপক। অপূর্ব্ব পদার্থটি অর্থাপত্তি প্রমাণের বলে সিদ্ধ হইয়া থাকে, শব্দবাচ্য নহে।

এই বিচারের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে—পূর্ব্বপক্ষীর মত গ্রহণ করিলে যজ্ঞিয় দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইলে প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা যাগ করা চলিবে না। কারণ দ্রব্যাদিই তাঁহার মতে অপূর্ব্ব-প্রকাশক। কিন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষের মত গ্রহণ করিলে প্রতিনিধির দ্বারাও কাজ চলিতে পারিবে।

(দ্বিতীয়ে অপূর্বস্যাস্তিত্বাধিকরণে সূত্রম্)

চোদনা পুনরারম্ভঃ ॥৫॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

অপূর্বসদসদ্ভাবসংশয়ে সতি নাস্তি তৎ।
মানাভাবাৎ ফলং যাগাৎ সিধ্যেচ্ছাস্ত্রপ্রমাণতঃ ॥৭॥
ক্ষণিকস্য বিনষ্টস্য স্বর্গহেতুত্বকল্পনম্।
বিরুদ্ধং মান্তরেণাতঃ শ্রেয়োঽপূর্বস্য কল্পনম্ ॥৮॥
অবান্তরব্যাপৃতির্বা শক্তির্বা যাগজোচ্যতে।
অপূর্বমিতি তদ্ভেদঃ প্রক্রিয়াতোঽবগম্যতাম্ ॥৯॥

পূর্বাধিকরণে বর্ণকাভ্যাং যদিদমুক্তম্—'অপূর্বস্যৈকমেব পদং প্রত্যায়কম্', তচ্চ 'যজেত' ইত্যাখ্যাতান্তভাবার্থপদম্' ইতি। তদনুপপন্নম্, অপূর্বসদ্ভাবে মানাভাবাৎ। 'যজেত' ইত্যাভ্যাং প্রকৃতিপ্রত্যয়াভ্যাং করণভাবনয়োরভিধানাৎ। অপূর্বাভাবে কালান্তরভাবি-স্বর্গসাধনত্বং বিনশ্বরস্য যাগস্যানুপপন্নমিতি চেৎ, ন। শাস্ত্রপ্রামাণ্যেন তদুপপত্তেরিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং' ইতি তৃতীয়াশ্রুত্যা তাবদ্ যাগস্য স্বর্গসাধনত্বং প্রমিতম্। তদ্ যথোপপদ্যেত, তথা অবশ্যং ভবতাপি কল্পনীয়ম্। তত্র কিং যাবৎফলং যাগস্যাবস্থানং কল্প্যতে, কিংবা বিনষ্টস্যাপি স্বর্গোৎপাদনম্। নাদ্যঃ, যাগে ক্ষণিকত্বস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, মৃতয়োর্দম্পত্যোঃ পুত্রোৎপত্ত্যদর্শনাৎ। অতো মানান্তরবিরুদ্ধাত্ত্বদীয়-কল্পনাদস্মদীয়মবিরুদ্ধমপূর্বকল্পনং জ্যায়ঃ। কল্পিতেঽপ্যপূর্বে তস্যৈব স্বর্গসাধনত্বাদ্ যাগস্য স্বর্গসাধনত্বশ্রুতির্বিরুধ্যেতেতি চেৎ, ন। 'যাগাবান্তরব্যাপারোঽপূর্বম্' ইত্যঙ্গীকারাৎ। ন হ্যুদযমন-নিপাতনয়োরবান্তরব্যাপারয়োঃ সত্ত্বে কুঠারস্য সাধনত্বমপৈতি। যদি

ব্যাপারবতো যাগস্য নাশে ব্যাপারো ন তিষ্ঠেৎ, তর্হি যাগজন্যা কাচিচ্ছক্তিরপূর্বমস্তু। শক্তিব্যবধানেঽপি যাগস্য সাধনত্বমবিরুদ্ধম্। ঔষ্ণ্যব্যবহিতেঽপ্যগ্নৌ দাহকত্বাঙ্গীকারাৎ। যথাঙ্গারজন্যমৌষ্ণ্যং শান্তেষ্বপ্যঙ্গারেষু[১] জলেঽনুবর্ততে, তথা যাগজন্যমপূর্বং নষ্টেঽপি যাগে কর্তর্যাত্মন্যনুবর্ততাম্। তস্মাদস্ত্যপূর্বম্। তদ্বিশেষস্তু সম্প্রদায়সিদ্ধযাগপ্রক্রিয়য়াঽ-বগন্তব্যঃ। তথাহি—প্রক্রিয়া পূর্বাচার্যৈরিত্থং দর্শিতা—"প্রথমং তাবৎ ফলবাক্যেন কর্ম্মণঃ ফলসাধনতা বোধ্যতে—'যাগেন স্বর্গং কুর্যাৎ' ইতি। 'কথং বিনশ্বরেণ ফলং কর্তব্যম্' ইত্যপেক্ষায়াং 'অপূর্বং কৃত্বা' ইত্যুচ্যতে। 'কথমপূর্বং ক্রিয়তে' ইত্যপেক্ষায়াং 'যাগানুষ্ঠানপ্রকারেণ' ইতি"। তচ্চাপূর্বং দর্শপূর্ণমাসয়োরনেকবিধম্— ফলাপূর্বম্, সমুদায়াপূর্বম্, উৎপত্ত্যপূর্বম্, অঙ্গাপূর্বং চেতি। যেন স্বর্গ আরভ্যতে তৎ ফলাপূর্বম্। অমাবাস্যায়াং ত্রয়াণাং যাগানামেকঃ সমুদায়ঃ, পৌর্ণমাস্যামপরঃ, তয়োর্ভিন্নকাল-বর্তিনোঃ সংহত্য ফলাপূর্বারম্ভাযোগাত্তদারম্ভায় সমুদায়দ্বয়জন্যমপূর্বদ্বয়ং কল্পনীয়ম্। তয়োরেকৈকস্যারম্ভায়ৈকৈকসমুদায়বর্তিনাং ত্রয়াণাং যাগানাং ভিন্নক্ষণবর্তিত্বেন[২] সংঘাতাপত্ত্যভাবাদ্ যাগত্রয়জন্যানি ত্রীণ্যুৎপত্ত্যপূর্বাণি কল্পনীয়ানি। তেষাং চাঙ্গোপ-কারমন্তরেণানিষ্পত্তেরঙ্গানাং চানেকক্ষণবর্তিনাং সংঘাতাসম্ভবাদঙ্গাপূর্বাণি কল্পনীয়ানি। তত্র স্বয়ং বিভাগঃ—সন্নিপত্যোপকারকাণ্যবঘাতাদীনি দ্রব্যদেবতাসংস্কারদ্বারেণ যাগস্বরূপস্যৈবাতিশয়াধানেন তদুৎপত্ত্যপূর্বনিষ্পত্তৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে। তদ্দ্বারেণ ফলা-পূর্বে। আরাদুপকারকাণি তু প্রযাজাদীন্যুৎপত্ত্যপূর্বেভ্যঃ ফলাপূর্বনিষ্পত্তৌ সাক্ষাদেব ব্যাপ্রিয়ন্তে। এবং প্রকারভেদে সত্যপি সর্বাণ্যঙ্গান্যপূর্বনিষ্পত্তাবনুগ্রাহকাণি—ইত্যেকরূপেণেত্থম্ভাবেন স্বীক্রিয়ন্তে। অনয়ৈব দিশা সর্বত্রাপূর্বপ্রক্রিয়া অবগন্তব্যা ॥

... ...

টিপ্পনী

আখ্যাতস্যাপূর্ব্বপ্রতিপাদকতেতি সিদ্ধান্তিতম্। অধুনা অপূর্ব্বস্য অস্তিত্বং দ্রঢয়তি। যাগাবান্তরব্যাপার ইত্যাদি। যাগজন্যত্বে সতি যাগজন্যস্বর্গাদের্জনকতা অপূর্ব্বে অস্তীতি ভাবঃ। তেন ব্যাপারবৎ কারণত্বং সঙ্গচ্ছতে। সন্নিপত্যোপকারকাণীত্যাদি। যাগাদ্যন্তর্গতান্যঙ্গানি দ্বিবিধানি—সিদ্ধরূপাণি ক্রিয়ারূপাণি চ। জাতিদ্রব্যসংখ্যাদীনি সিদ্ধরূপাণি। ক্রিয়ারূপাণি দ্বিবিধানি, সন্নিপত্যোপকারকাণি আরাদুপ-কারকাণি চ। কর্ম্মাঙ্গদ্রব্যাদ্যুদ্দেশেন বিধীয়মানং কর্ম্ম সন্নিপত্যোপকারকম্। দ্রব্যাদিদ্বারেণ সন্নিপত্য যাগশরীরঘটকীভূয় উপকারকাণি যাগজন্যাপূর্ব্বোপযোগীনি ইত্যর্থঃ। যথা অবঘাতপ্রোক্ষণাদি। আরাদুপ-কারকস্তু প্রধানস্য যাগাদেঃ সাক্ষাদঙ্গম্, যথা প্রযাজাদি।

... ...

১ শীতেষ্বপ্যঙ্গারেষু—গ

২ ০লক্ষণবর্তিত্বেন—খ

অনুবাদ (২।১।২)

১. আখ্যাত প্রত্যয় হইতেই অপূর্ব্বের প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতির বাচক পদগুলিকে অপূর্ব্বের প্রতিপাদক বলা যায় না। কারণ তাহা বলিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে অনেকগুলি অপূর্ব্বের কল্পনা করিতে হয়। এখানে আপত্তি উঠিতেছে—অপূর্ব্ব-নামক পদার্থের অস্তিত্বই এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এই বিষয়ে অন্য আলোচনা নিরর্থক। অতএব আলোচ্য অধিকরণে অপূর্ব্বের অস্তিত্ব বিষয়ে বিচার করা হইতেছে।

২. অপূর্ব্বই বিচার্য্য বিষয়।

৩. অপূর্ব্ব-নামক কোনও বস্তু আছে, অথবা নাই—ইহাই সংশয়।

৪. অপূর্ব্বের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্বর্গাদি ফল যাগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব না থাকিলে যাগ নিষ্পন্ন হওয়ার দীর্ঘ কাল পরে যজমান কিরূপে স্বর্গ-ফল ভোগ করিতে পারেন—এই আপত্তিও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কারণ শাস্ত্রবচনই এই বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে। যাগ হইতে স্বর্গ-রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায়।

৫. 'দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' এই বিধি-বাক্যে 'দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং' পদে তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় বোঝা যাইতেছে যে, দর্শ-পূর্ণমাস-নামক যাগ স্বর্গ-রূপ ফলের সাধন বা হেতু। ক্রিয়া নিষ্পত্তির বেলা যাহা প্রধান সাধন তাহাকেই 'করণ' বলে। যাগ একটি ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান। ক্রিয়া এক ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে। উৎপত্তির পর ক্ষণেই ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যাগের অব্যবহিত পর মুহূর্ত্তেই যাগ-ক্রিয়ার ফল পাওয়া যায় না। যজমান দীর্ঘ কাল পর (মৃত্যুর পর) স্বর্গাদি ফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব স্বর্গাদি ফলের কারণ-রূপে যাগাদিকে গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কারণ তো কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণে বর্ত্তমান থাকা চাই। অন্য দিকে বেদবিহিত যাগাদিকে স্বর্গাদির কারণ-রূপে স্বীকার না করিলে সেইসকল বেদ-বাক্যের অপ্রামাণ্য ঘটে। সুতরাং ক্ষণমাত্রস্থায়ী যাগাদির অনুষ্ঠান হইতেই স্বর্গাদি ফল যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ কল্পনা করিতে হয়। সেইরূপ কল্পনা করিতে গেলেই অর্থাপত্তি-প্রমাণের বলে যাগ-ক্রিয়া এবং স্বর্গাদি ফলের মধ্যবর্ত্তী অন্য একটি পদার্থ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই পদার্থকেই অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি সংজ্ঞায় প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতে পারে যে, অপূর্ব্ব-নামক পৃথক্ পদার্থই যদি স্বীকার করিতে হয়,

তবে অপূর্ব্বকেই স্বর্গাদি ফলের সাধন স্বীকার করা উচিত। আর তাহা করিলে যাগের স্বর্গসাধনত্ব-শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তরে বলিব—যাগই স্বর্গের কারণ, অপূর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার মাত্র। অপূর্ব্ব স্বয়ং যাগ হইতে জাত, অথচ যাগজাত স্বর্গের জনক। সুতরাং অপূর্ব্বকে ব্যাপার বলা যাইতে পারে। কুঠারের উদ্যমন (উর্দ্ধে তোলা) এবং নিপাতনে গাছ কাটা হয়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী উদ্যমন ও নিপাতন-রূপ ব্যাপারের দ্বারা কুঠারের ছেদন-সাধনতা অস্বীকার করা চলে না।

অপূর্ব্বের স্বরূপ কি—ইহাই সম্প্রতি বিচার করা হইতেছে। যদি বল যে, যাগের নাশ হইলে যাগ ও স্বর্গাদির মধ্যবর্ত্তী ব্যাপারেরও নাশ হইবে, তবে বলিব—'যাগ হইতে উৎপন্ন শক্তিবিশেষের নামই অপূর্ব্ব'। যাগ ও স্বর্গের মাঝখানে শক্তিবিশেষ স্বীকার করিলেও স্বর্গরূপ ফলের সাধনরূপে যাগকে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। কোন উষ্ণ বস্তুতে অগ্নি প্রত্যক্ষ না হইলেও অগ্নির দাহকতা সেই বস্তুতে থাকে। আগুনের দ্বারা যে জলকে গরম করা হইয়াছে, আগুন নিবিয়া গেলেও জলের সেই উষ্ণতা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। অপূর্ব্বের বেলাও বলিতে পারা যায়, যাগ নষ্ট হইয়া গেলেও যাগ হইতে উৎপন্ন অপূর্ব্ব যজমানের মধ্যেই থাকিয়া যায়। যথাকালে তাহা হইতে স্বর্গাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রধান কর্ম্ম এবং অঙ্গ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি স্বর্গাদি ফল লাভ করিবার যোগ্য হইয়া থাকেন, এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মটিও ফল জন্মাইবার যোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মে যে যোগ্যতা থাকে, ইহাকেই মীমাংসকগণ অপূর্ব্ব-সংজ্ঞায় ব্যক্ত করিয়াছেন।[১]

বৈদিক সম্প্রদায়াগত যাগপ্রক্রিয়া হইতে অপূর্ব্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বোঝা যাইবে। প্রথমতঃ ফলজ্ঞাপক বাক্য হইতে জানা যায় যে, কর্ম্মটি ফলের উৎপাদক—'যাগের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন করিবে'। যাগ তো অনুষ্ঠানের পরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, পরন্তু স্বর্গ উৎপন্ন হইবে অনেক পরে। এই অবস্থায় যাগ কিরূপে স্বর্গের সাধন হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্বের সাহায্যে। কি উপায়ে অপূর্ব্ব জন্মে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—যাগের অনুষ্ঠানের দ্বারা। এই অপূর্ব্ব নানারকমের। দর্শ-পূর্ণমাস যাগের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। ফলাপূর্ব্ব, সমুদায়াপূর্ব্ব, উৎপত্ত্যপূর্ব্ব, অঙ্গাপূর্ব্ব প্রভৃতি অপূর্ব্বের ভেদ। স্বর্গের আরম্ভক যে অপূর্ব্ব, তাহাই ফলাপূর্ব্ব। দর্শ-পূর্ণমাস যাগ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অমাবস্যায় যতখানি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে তিনটি অংশ আছে এবং পূর্ণিমায় যতখানি অনুষ্ঠিত হয়,

১ কর্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্ত কর্ম্মণঃ পুরুষস্য বা।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সা-পূর্ব্বমিষ্যতে। (তন্ত্রবার্ত্তিক)

তাহাতেও তিনটি অংশ আছে। এই অংশগুলিও যাগান্তর্গত যাগবিশেষ। এই তিনটি তিনটি অংশের প্রত্যেকটি যাগ আবার কতকগুলি অঙ্গক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্গক্রিয়া হইতে এক একটি অঙ্গাপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়। অন্যথা ভিন্ন ভিন্ন কালে নিষ্পন্ন অঙ্গক্রিয়া-সমূহের সংহতি সাধিত হইতে পারে না। দর্শের তিনটি এবং পূর্ণমাসের তিনটি যাগ হইতে তিন তিন করিয়া ছয়টি অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অপূর্ব্বগুলির নাম 'উৎপত্ত্যপূর্ব্ব'। দর্শের অন্তর্গত তিনটি যাগ হইতে যে অপূর্ব্ব জন্মে, তাহা হইতে অপর একটি অপূর্ব্ব জন্মিয়া থাকে এবং এইরূপে পূর্ণমাস যাগের অন্তর্গত তিনটি যাগ হইতে উৎপন্ন অপূর্ব্বত্রয় হইতেও একটি অপূর্ব্ব জন্মে। সেই অপূর্ব্ব দ্বয়ের নাম 'সমুদায়াপূর্ব্ব'। এই দুইটি সমুদায়াপূর্ব্ব ছাড়া আরও একটি অপূর্ব্বের কল্পনা করিতে হয়। ইহাকে 'পরমাপূর্ব্ব' বা 'ফলাপূর্ব্ব' বলে। এই অপূর্ব্ব স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া 'ফলোৎপত্তির ক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 'ফলাপূর্ব্বের কল্পনা না করিলে মূল যাগটি যে ফলের সাধন বা জনক, তাহা সিদ্ধান্ত করা চলে না। এইহেতু ফলাপূর্ব্বের কল্পনা করিতে হয়। 'পরমাপূর্ব্ব' বা 'ফলাপূর্ব্ব', 'সমুদায়াপূর্ব্ব', 'উৎপত্ত্যপূর্ব্ব' এবং 'অঙ্গাপূর্ব্ব'—ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপূর্ব্বের সঙ্গতি রক্ষার নিমিত্ত পর পর অপূর্ব্বের কল্পনা অবশ্যই করিতে হইবে। এইপ্রকার কল্পনা করা দোষের নহে। যেহেতু ফলমুখ গৌরব শাস্ত্রে নিন্দিত নহে।[১]

অঙ্গাপূর্ব্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য আছে। যাগীয় দ্রব্যাদির সংস্কারক কর্ম্মকে 'সন্নিপত্যোপকারক' কর্ম্ম, 'গুণকর্ম্ম' বা 'আশ্রয়ি-কর্ম্ম' বলে। 'সন্নিপত্য' অর্থাৎ গৌণভাবে যাগীয় দ্রব্যাদির উদ্দেশে বিধীয়মান কর্ম্ম 'সন্নিপত্যোপকারক'। দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতি আশ্রয় ইহার আছে—এই অর্থে আশ্রয়ি-কর্ম্ম বলা হয়। অবহনন, প্রোক্ষণ প্রভৃতিকে 'সন্নিপত্যোপকারক' কর্ম্ম বলা হয়। এইগুলিকে সমবায়ি-কারণও বলে। 'আরাৎ' অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে উপকারক কর্ম্মই 'আরাদুপকারক' কর্ম্ম। প্রযাজাদি কর্ম্ম 'আরাদুপকারক'। সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্মগুলি দ্রব্য-দেবতাদির সংস্কার সাধন-পূর্ব্বক যাগে অঙ্গাপূর্ব্ব জন্মাইয়া থাকে এবং সেই অঙ্গাপূর্ব্ব হইতেই উৎপত্ত্যপূর্ব্ব জন্মিয়া থাকে। আবার উৎপত্ত্যপূর্ব্ব হইতেই ফলাপূর্ব্ব জন্মে। সুতরাং উল্লিখিত অঙ্গাপূর্ব্বগুলিই শেষ পর্য্যন্ত পরম্পরা-সম্বন্ধে ফলাপূর্ব্বের হেতু হইয়া থাকে। আরাদুপকারক প্রযাজাদি কর্ম্ম পরমাপূর্ব্বের উৎপত্তির অনুকূল। আরও বলা হয় যে, কর্ম্ম সামান্যতঃ দুইপ্রকার—অর্থকর্ম্ম ও গুণকর্ম্ম। আত্মসমবেত অপূর্ব্বের জনক কর্ম্মই অর্থকর্ম্ম। এইসকল কর্ম্ম

১ প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি কল্প্যানি সুবহূন্যপি। অদৃষ্টশতভাগোঽপি ন কল্প্যো নিষ্প্রমাণকঃ ॥ (তন্ত্রবার্ত্তিক)

আত্মগত ফলাপূর্ব্ব জন্মাইয়া থাকে। যথা—অগ্নিহোত্র, দর্শ-পূর্ণমাস, প্রযাজ, অনুযাজ ইত্যাদি। এই কর্ম্মেরই অপর সংজ্ঞা আরাদুপকারক। আর দ্রব্যাদির সংস্কারক অর্থাৎ সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্মেরই অপর সংজ্ঞা গুণকর্ম্ম। সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্ম দ্বিবিধ—উপযোক্ষ্যমাণ-সংস্কারক এবং উপযুক্ত-সংস্কারক। যে-সকল বস্তু যাগে ব্যবহৃত হইবে, সেইগুলির সংস্কারই উপযোক্ষ্যমাণ-সংস্কার। যথা—অবঘাত, প্রোক্ষণ প্রভৃতি। যাগে যেগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের বিহিত ব্যবস্থা করার নাম উপযুক্ত-সংস্কার। যথা—ইড়া (পুরোডাশ বা যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ) ভক্ষণ প্রভৃতি। এই সংস্কারকে প্রতিপত্তি-কর্ম্মও বলা হয়।

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

যাগক্রিয়া সূক্ষ্মরূপা পরমাণ্বাত্মসংশ্রিতা।
যাবৎফলং নিয়োগাখ্যং নাপূর্বমিতি চেন্ন তৎ ॥১০॥
মানহীনং ক্রিয়াসৌক্ষ্ম্যং নিয়োগস্তু লিঙাদিনা
অভিধেয়ঃ পৃথগ্ যাগাদপূর্বং কার্যমস্ত্যতঃ ॥১১॥

গুরুণা যন্নিয়োগাখ্যমপূর্বমভিপ্রেয়তে, তন্নাস্তি। কুতঃ—অন্তরেণৈব তদপূর্বং ফলনিষ্পত্তেঃ। ন চ যাগনাশাৎ কথং ফলসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, ন হি যাগক্রিয়া সর্বাত্মনা নশ্যতি, কিন্তু সূক্ষ্মরূপত্বেন অদৃশ্যা সতী স্বর্গদেহারম্ভকেষু যাগসম্বন্ধিদ্রব্যগতপরমাণুষু যাগকর্তর্যাত্মনি বা অবস্থায় ফলমারভত ইতি পূর্বপক্ষঃ। নৈতদ্ যুক্তম্, উক্তেঽর্থে প্রমাণাভাবাৎ। ন চ নিয়োগেঽপি প্রমাণাভাবঃ শঙ্কনীয়ঃ। বৈদিকলিঙাদীনাং তদভিধায়কত্বাৎ। ততো ধাত্বর্থাতিরিক্তং কালান্তরভাব্যকাম্যফলসাধনমপূর্বমস্তি[১] ॥

... ...

অনুবাদ

প্রভাকর-মতে অধিকরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

৪. গুরুমতে যাহাকে নিয়োগ (অপূর্ব্ব) বলা হয়, সেই পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। সেই পদার্থের কল্পনা না করিলেও যাগ এবং যাগজন্য স্বর্গাদি ফলের মধ্যে কার্য্যকারণ-ভাবের অসঙ্গতি হয় না। যাগরূপ অনুষ্ঠানের নাশ হইলে কিরূপে দীর্ঘ কাল পরে স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি হইবে—এই প্রশ্নে বলা হইয়াছে যে, যাগক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে

---

১ কালান্তরভাবি০—খ
০ইতি রাদ্ধান্তঃ—গ

বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অদৃশ্যভাবে থাকিয়াই যায়। যাগীয় দ্রব্যের পরমাণুতে অথবা যাগকর্ত্তা যজমানের আত্মাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া যথাকালে যাগাদি ক্রিয়াই স্বর্গাদি ফল জন্মাইয়া থাকে। অতএব মধ্যবর্ত্তী কোন পদার্থ কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

৫. যাগ যে সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া যায় এরূপ কল্পনার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেখা যায় না। 'নিয়োগ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই'— এরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। বৈদিক লিঙ্ প্রভৃতি আখ্যাত প্রত্যয় হইতেই নিয়োগ-রূপ অর্থ জানা যায়। এই নিয়োগকেই অপূর্ব্বও বলা হয়। বিধিবাক্যস্থ লিঙাদি হইতেই অপূর্ব্ব কল্পিত হইয়া থাকে। অতএব দীর্ঘ কাল পরে যে যাগাদির ফল পাওয়া যাইবে, সেই যাগাদি হইতে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে—এইরূপ কল্পনা করাই সঙ্গত। অপূর্ব্বই সাক্ষাৎ-ভাবে স্বর্গাদি ফলের সাধন। অপূর্ব্ব ধাতুর অর্থ নহে।

(তৃতীয়ে কর্মণাং গুণপ্রধানভাববিভাগাধিকরণে সূত্রাণি)

তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি ॥৬॥ যৈর্দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধান-ভূতানি দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাৎ ॥৭॥ যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়তে, তস্য দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ ॥৮॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

অবঘাতাদিনাপূর্বমুৎপাদ্যং বিদ্যতে ন বা।
যজত্যাদিবদস্ত্যেব বাক্যবৈয়র্থ্যমন্যথা ॥১২॥
দৃষ্টে তুষবিমোকে তু নাপূর্বং দ্রব্যতন্ত্রতঃ।
স্যাদ্ যজত্যাদিবৈষম্যং নিয়মাপূর্বকৃদ্ বচঃ ॥১৩॥

দর্শ-পূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—'ব্রীহীনবহন্তি', তণ্ডুলান্ পিনষ্টি' ইতি। তত্র 'অবঘাতপেষণে অপূর্বজনকে, বিহিতধাত্বর্থত্বাৎ, যজত্যাদিধাত্বর্থবৎ'। বিপক্ষে বিধিবাক্যবৈয়র্থ্যরূপো বাধকস্তর্কোঽবগন্তব্যঃ। তুষবিমোকচূর্ণত্বয়োর্দৃষ্টপ্রয়োজনয়োর্লোকসিদ্ধত্বেন তাদর্থ্যেঽ-বঘাতপেষণয়োর্বিধির্ব্যর্থঃ স্যাৎ। তস্মাদস্ত্যপূর্বমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—দৃষ্টফলে সম্ভবত্য-পূর্বং ন কল্পনীয়ম্। যজত্যাদিদৃষ্টান্তস্তু বিষমঃ। তত্র হি ক্রিয়াপ্রাধান্যেন দ্রব্যপারতন্ত্র্যা-ভাবাদপূর্বসাধনত্বং ক্রিয়ায়া যুক্তম্। ইহ তু 'ব্রীহীন্' ইতি কর্মকারকবিভক্ত্যা ব্রীহীণা-মীপ্সিতমত্বেন প্রাধান্যাবগমাদ্ দ্রব্যপরতন্ত্রোঽবঘাতো দ্রব্য এব অতিশয়ং কুর্যাৎ, ন ত্বপূর্বং জনয়তি। ন চ বিধিবৈয়র্থ্যম্, নখনির্ভেদনাদিনা তুষবিমোকসম্ভবেঽপি 'অবঘাতে-

নৈবাসৌ কর্তব্যঃ' ইতি যো নিয়মস্তস্য নিয়মস্যাপূর্বহেতুত্বেন বিধেয়ত্বাৎ। তস্মান্নাস্ত্যবঘাতাদিজন্যমপূর্বম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

ভাবনাবাচিন আখ্যাতাদেবাপূর্ব্বস্য প্রতীতিরিত্যুক্তম্। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতী'ত্যাদাবিব 'ব্রীহীনবহন্তী'ত্যাদাবপি আখ্যাতেনাপূর্ব্বস্য প্রতীতির্ন ভবতীতি প্রদর্শয়িতুমেতদধিকরণস্য আরম্ভঃ। বাধকস্তর্ক ইতি। যদ্যপূর্ব্বং নোৎপাদ্যং স্যাত্তর্হি বিধিবাক্যং ব্যর্থং স্যাদিতি তর্কঃ। ক্রিয়াপ্রাধান্যেনেত্যাদি। আখ্যাতাদপূর্ব্বপ্রতীতির্ভবতীতি সত্যং, পরন্তু গুণমুখ্যকর্ম্মবোধকত্বেন আখ্যাতস্য দ্বৈবিধ্যমিতি। প্রধানকর্ম্মবোধকস্যাখ্যাতস্যৈব অপূর্ব্বপ্রতিপাদকতা, ন তু গৌণকর্ম্মবোধকস্য। 'যৈদ্র'ব্যং ন চিকীর্ষ্যতে' ইত্যাদি-জৈমিনিসূত্রদ্বয়েন প্রধানগুণয়োর্লক্ষণে কৃতে।

... ...

অনুবাদ (২।১।৩)

১. অনুষ্ঠিত যাগাদি কর্ম্ম হইতে স্বর্গাদি-রূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্বই চরম ফল স্বর্গাদির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইয়া থাকে। ভাবনাবাচী আখ্যাত প্রত্যয় হইতেই যে অপূর্ব্বের প্রতীতি হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সকল আখ্যাত প্রত্যয় হইতে অপূর্ব্বের প্রতীতি হয় না—এই বিষয়েই সম্প্রতি বিচার করা যাইতেছে।

২. 'ব্রীহীনবহন্তি' 'তণ্ডুলান্ পিনষ্টি' এইসকল বাক্য বিচার্য্য বিষয়।

৩. যেহেতু আখ্যাতই অপূর্ব্বের প্রতিপাদক, সেইহেতু 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি,' 'সোমেন যজেত' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় 'ব্রীহীনবহন্তি,' 'তণ্ডুলান্ পিনষ্টি' এইসকল প্রয়োগ হইতেও অপূর্ব্বের প্রতীতি হইবে কি না, অর্থাৎ বিধিবিহিত অবঘাত, পেষণ প্রভৃতি কর্ম্ম কোন অপূর্ব্ব জন্মাইবে কি না, ইহাই সংশয়।

৪. 'যজেত' ইত্যাদি প্রয়োগে বিধিবিহিত যাগ হইতে যেরূপ অপূর্ব্ব জন্মে, 'অবহন্তি' ইত্যাদি স্থলেও বিধিবিহিত অবঘাতাদি হইতে সেইরূপ অপূর্ব্ব জন্মিবে। যদি বল যে, 'অবহন্তি' ইত্যাদি স্থলে অবহননের দ্বারা কোনও অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইবে না, তবে এইসকল বিধিবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়িবে। অবহননের দ্বারা ব্রীহিকে তুষশূন্য করিয়া তণ্ডুলে পরিণত করা হয় এবং পেষণের দ্বারা তণ্ডুলকে চূর্ণ করা হয়—এই ফল তো প্রত্যক্ষই দেখা যায়। এই নিমিত্ত বিধান করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। সুতরাং অবহনন, পেষণ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতেও অপূর্ব্বেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৫. আখ্যাত হইতেই অপূর্ব্বের প্রতীতি হয়, ইহা সত্য। আখ্যাত প্রত্যয় দুই-প্রকার—গৌণ কর্ম্মের বোধক এবং প্রধান কর্ম্মের বোধক। প্রধান কর্ম্মের বোধক আখ্যাত হইতেই অপূর্ব্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। গৌণ কর্ম্মের বোধক আখ্যাত হইতে অপূর্ব্বের প্রতীতি হয় না। এইহেতু প্রধান কর্ম্মের বোধক আখ্যাত প্রত্যয় হইতেই ফল-রূপে অপূর্ব্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। 'ব্রীহীনবহন্তি' ইত্যাদি বাক্যবিহিত কর্ম্ম-গুলি প্রধান কর্ম্ম নয়, এইগুলি গৌণ কর্ম্ম। এই স্থলে ব্রীহি, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য গৌণ। যেহেতু এইসকল দ্রব্য অন্য কর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা যে মুখ্য কর্ম্মের (যাগের) পূর্ণতা সাধিত হয়, সেই মুখ্য কর্ম্মই প্রধান। প্রধান কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষগোচর হয় না। এই কারণে তাহা অদৃষ্টার্থক। দৃষ্টার্থক কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয় না। ব্রীহির অবঘাতে এবং তণ্ডুলের পেষণে স্বতন্ত্র কোনও অপূর্ব্বের উৎপত্তি হইবে না, পরন্তু তুষ-বিমোচন প্রভৃতি ফল প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি শুধু তুষ ছাড়াইবার নিমিত্তই অবঘাতের প্রয়োজন হয়, তবে অন্য উপায়ে (নখ দিয়া, ছুরি দিয়া বা কলের সাহায্যে) কি তুষ ছাড়ানো যাইবে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অবঘাত, পেষণ প্রভৃতি কর্ম্মকে বাদ দিলে চলিবে না। অবঘাত ব্যতীত অন্য উপায়ে ব্রীহির তুষ ছাড়াইলে সেই তণ্ডুলের দ্বারা যজ্ঞ করা চলিবে না। এইরূপে শুধু পেষণের দ্বারাই তণ্ডুলকে চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণই যজ্ঞে লাগিবে, অন্য উপায়ে চূর্ণ করিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। অতএব অবঘাত বা পেষণ দ্রব্য-পরতন্ত্র, ইহা বোঝা যাইতেছে। অবঘাতাদি কর্ম্ম স্বয়ং অপূর্ব্বের জনক না হইলেও 'অবঘাতের দ্বারাই তুষবিমোচন-রূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য'—এই-প্রকার নিয়ম-বিধির বিষয় হইয়া থাকে। তাহার ফল এই যে, অবঘাতের দ্বারাই একটি অবান্তর অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইবে। এই অপূর্ব্বকে বলা হয়—'নিয়মাপূর্ব্ব'। নিয়মাপূর্ব্ব অপর অপূর্ব্বের মত ফল-রূপে কল্পিত হয় না। এই নিয়মাপূর্ব্ব তুষ-বিমোচনাদির প্রসঙ্গ-সিদ্ধ। অতএব ইহাকে স্বীকার করায় কল্পনা গৌরবগ্রস্ত হয় নাই।

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

দ্বিতীয়াং সক্তুবদ্‌ভঙ্‌ক্ত্বা নিয়োগেঽন্বীয়তাং ক্রিয়া।
সাক্ষাদিতি ন মন্তব্যং দৃষ্টস্যাত্রোপপত্তিতঃ ॥১৪॥

'সক্তূঞ্জুহোতি' ইত্যত্র দ্রব্যপ্রাধান্যং পরিত্যজ্য দ্বিতীয়ায়া ভঙ্গং কৃত্বা ক্রিয়াপ্রাধান্যায় 'সক্তুভির্জুহোতি' ইতি তৃতীয়াত্বেন বিপরিণামো বক্ষ্যতে, তথা 'ব্রীহিভিরবহন্তি' ইতি

বিপরিণামেন প্রধানভূতা ক্রিয়া দ্রব্যব্যবধানমন্তরেণ সাক্ষাদেব নিয়োগেঽন্বেতব্যেতি[1] চেৎ, নৈবম্। বৈষম্যাৎ। তত্র হোমেন সক্তুষু সংস্কারো ন ভবতি,[2] ভস্মীভূতানামন্যত্র বিনিয়োগাসম্ভবাৎ, ইত্যভিপ্রেত্য সংস্কারকর্মত্বং পরিত্যক্তম্। ইহ দৃষ্টস্তুষবিমোকসংস্কার উপপদ্যতে, বিতুষাণাং তেষাং পুরোডাশে বিনিয়োগসম্ভবাৎ ॥

... ...

অনুবাদ

৪. প্রভাকরের মতে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকার—'সক্তূন্ জুহোতি' (ছাতু দ্বারা হোম করিবে) এই প্রয়োগে বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিলে 'সক্তূন্' পদের স্থলে 'সক্তুভিঃ' হইবে। তাহাতে এই ফল হইবে যে, যাগ-ক্রিয়াটি প্রধানভাবে নিয়োগের (অপূর্ব্বের) সহিত অন্বিত হইবে। 'ব্রীহীন্' স্থলেও বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া 'ব্রীহিভিঃ' প্রয়োগ করিলে অবঘাত-ক্রিয়াটি সাক্ষাৎভাবে অপূর্ব্ব-রূপ ফলের সাধন হইতে পারে।

৫. পূর্ব্বপক্ষবাদীর দৃষ্টান্তে বৈষম্য আছে। 'সক্তূন্ জুহোতি' এই বিধিবিহিত সক্তুহোমে সক্তুগুলি ভস্ম হইয়া যায়। সেখানে অপর কোন ফল প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, সক্তুহোমের দ্বারা অপূর্ব্ব-বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হোমের দ্বারা ছাতুতে কোন-রূপ সংস্কার উৎপন্ন হয় না। কারণ ভস্মীভূত ছাতুর অন্য কোন কাজে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই 'সক্তূন' এই পদের কর্ম্মত্ব-বোধক দ্বিতীয়া বিভক্তির বিপরিণাম করিয়া তাহার স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি স্বীকার করা হয়। অবঘাতের দ্বারা ব্রীহি যে তুষশূন্য হয়, এই ফল তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তুষশূন্য ব্রীহি তণ্ডুলে পরিণত হইলে সেই তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত করা হয়। মূল যাগে পুরোডাশ বস্তুটির প্রয়োজন আছে। অতএব অবহনন কর্ম্মটি পৃথক্ কোন অপূর্ব্বের উৎপাদক না হইয়া যাগজনিত প্রধান অপূর্ব্বের অনুকূলতা করিয়া থাকে।

———

১ ॰অন্বেত্বিতি - খ　　২ সম্ভবতি—খ

(চতুর্থে সম্মার্জনাদীনামপ্রধানতাধিকরণে সূত্রাণি)

ধর্মমাত্রে তু কর্ম স্যাদনির্বৃত্তেঃ প্রযাজবৎ ॥৯॥ তুল্যশ্রুতিত্বাদ্বেতরৈঃ সধর্মঃ স্যাৎ ॥১০॥ দ্রব্যোপদেশ ইতি চেৎ ॥১১॥ ন তদর্থত্বাল্লোকবত্তস্য চ শেষভূতত্বাৎ ॥১২॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—

সংমার্ষ্টি স্রুচ ইত্যত্র কিং প্রধানাখ্যকর্মতা।
গুণকর্মত্বমথবা দৃষ্টাভাবেঽবঘাতবৎ ॥১৫॥
গুণত্বং ন হি সম্ভাব্যং প্রাধান্যং তু প্রযাজবৎ।
অদৃষ্টকল্পনেনাপি গুণত্বং স্যাদ্দ্বিতীয়য়া ॥১৬॥

দর্শপূর্ণমাসয়োর্জুহ্বাদীনাং দর্ভৈঃ সংমার্জনমাম্নাতম্—'স্রুচঃ সংমার্ষ্টি' ইতি। তত্র সংমার্জনং প্রধানকর্ম। কুতঃ—গুণকর্মলক্ষণরহিতত্বাৎ, প্রধানকর্মলক্ষণযুক্তত্বাচ্চ। সূত্রকারো হি কর্মণাং রাশিদ্বয়ং প্রতিজ্ঞায় তয়োর্লক্ষণং পৃথক্ সূত্রয়ামাস—'তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি,' 'যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েত তস্য দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ,' 'যৈস্তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে, তানি প্রধানভূতানি দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাৎ' (পূ০ মী০ সূ০ ২।১।৬—৮) ইতি। যৈঃ কর্মভির্দ্রব্যমুৎপাদয়িতুং সংস্কর্তুং বেষ্যতে, তেষু কর্মসু গুণত্বম্। কুতঃ, তস্য কর্মণো দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ। 'দ্রব্যং প্রধানমস্য' ইতি বহুব্রীহিঃ। 'যূপং তক্ষতি' 'আহবনীয়মাদধাতি' ইত্যাদৌ যূপাহবনীয়াদিদ্রব্যমুৎপাদয়িতুমিষ্যতে। 'ব্রীহীনবহন্তি' 'তণ্ডুলান্ পিনষ্টি' ইত্যাদৌ ব্রীহ্যাদিদ্রব্যং সংস্কর্তুমিষ্টম্। প্রযাজাদিষূক্তবৈপরীত্যাৎ প্রধানকর্মত্বম্। এবং সত্যবঘাতেন যথা ব্রীহীণাং তুষবিমোকো দৃষ্টঃ সংস্কারঃ, তথা সম্মার্জনেন জুহ্বাদিষু কঞ্চিদতিশয়ং ন পশ্যামঃ। অতোঽবঘাতবদ্ গুণকর্মত্বাভাবাৎ প্রযাজাদিবৎ প্রধানকর্মত্বমিতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—'স্রুচঃ' ইতি দ্বিতীয়া কর্মকারকে বিহিতা। কর্মত্বং চেপ্সিততমত্বে সতি ভবতি। 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' [পাণিনি-সূত্রম্ ১।৪।৪৯] ইতি কর্মসংজ্ঞাবিধানাৎ। ক্রতুসাধনত্বেন চ স্রুচাং যুক্তমীপ্সিততমত্বম্। অতঃ প্রধানভূতাঃ স্রুচঃ। তথা সতি সংমার্জনক্রিয়ায়া গুণকর্মত্বমবঘাতবদ্ ভবিষ্যতি। যদি স্রুক্ষু দৃষ্টোঽতিশয়ো ন স্যাৎ, তর্হ্যপূর্বং কল্পনীয়ম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

অবঘাতাদীনাং গুণকর্ম্মত্বং সিদ্ধান্তিতম্। অধুনা সম্মার্জ্জনাদীনামপি গৌণত্বং নিরূপয়তি। স্রুক্ হোমসাধন-পাত্রবিশেষঃ। রাশিদ্বয়ং ভাগদ্বয়ম্। বস্তুতস্তু আত্মসমবেতাদৃষ্টজনকং কর্ম্ম প্রধানম্। কর্ম্মাঙ্গদ্রব্যাদ্যুদ্দেশেন বিহিতং কর্ম্ম গুণকর্ম্মেতি ব্যপদিশ্যতে। সম্মার্গস্তু যাগাঙ্গস্রুগ্‌দ্রব্যোদ্দেশেন বিহিতত্বাদ্ গুণকর্ম্মৈব।

... ...

অনুবাদ (২।১।৪)

১. অবঘাত প্রভৃতি গৌণ কর্ম্ম। আলোচ্য অধিকরণে এইপ্রকার আরও একটি গৌণ কর্ম্মের আলোচনা করা হইতেছে।

২. দর্শ-পূর্ণমাসযাগে দর্ভ দ্বারা জুহূ (যজ্ঞে ঘৃতাদি প্রক্ষেপের পাত্র-বিশেষ) প্রভৃতিকে সম্মার্জ্জন করিবার বিধান পাওয়া যায়। এই সম্মার্জ্জনই বিচার্য্য বিষয়।

৩. এই বিধিতে যে সম্মার্জ্জনের কথা পাওয়া যাইতেছে, সেই সম্মার্জ্জন কি প্রধান কর্ম্ম, না গৌণ কর্ম্ম—ইহাই সংশয়।

৪. সম্মার্জ্জন প্রধান কর্ম্ম। কারণ গুণকর্ম্মের লক্ষণ তাহাতে সঙ্গত হয় না, পরন্তু প্রধান কর্ম্মের লক্ষণই সঙ্গত হইয়া থাকে। সূত্রকার গৌণ কর্ম্মের লক্ষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—যে-সকল কর্ম্মের দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদন বা সংস্কার অভিপ্রেত হয়, সেইসকল কর্ম্মের দ্বারা গুণের প্রতীতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেইগুলিই গুণকর্ম্ম। মুখ্য বা প্রধান কর্ম্ম সম্বন্ধে সূত্রকার বলিয়াছেন—যে-স্থলে আখ্যাত-বিশিষ্ট কর্ম্মটি দ্রব্যের উৎপাদন বা সংস্কারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না, সেখানে সেই কর্ম্মটি প্রধান। দ্রব্য সেখানে গুণভূত বা গৌণ। যে কর্ম্মে দ্রব্যই প্রধান, সেই কর্ম্মই গুণকর্ম্ম। 'যূপকে খোদাই করিবে,' 'আহবনীয় অগ্নিকে গ্রহণ করিবে'—এইসকল প্রয়োগে যূপ, আহবনীয় প্রভৃতি দ্রব্যকে উৎপাদন করিবার বিধান পাওয়া যাইতেছে। 'ব্রীহিগুলিকে অবহনন করিবে,' 'তণ্ডুলগুলিকে পেষণ করিবে'—এইসকল প্রয়োগে ব্রীহি, তণ্ডুল প্রভৃতির সংস্কারের কথা জানা যাইতেছে। অতএব এইসকল কর্ম্ম গৌণ কর্ম্ম। প্রযাজাদির অনুষ্ঠানে এরূপ কোন দ্রব্যের উৎপত্তি বা সংস্কারের বিষয় জানা যায় না। সুতরাং প্রযাজাদি প্রধান কর্ম্ম।

অবঘাতের দ্বারা ব্রীহি তুষশূন্য হইয়া থাকে। ব্রীহিতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু সম্মার্জ্জনের দ্বারা জুহূ প্রভৃতিতে কোনও সংস্কার উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। অতএব সম্মার্জ্জন প্রধান কর্ম্মই হইবে, গৌণ কর্ম্ম নহে। যদি প্রধান

কর্ম্ম হয়, তবে তাহা অদৃষ্টার্থক বলিয়া তাহা হইতে অপূর্ব্বও উৎপন্ন হইবে। অদৃষ্টার্থক কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্ব জন্মে এবং সেই কর্ম্মই প্রধান কর্ম্ম—এই কথা পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে। তুষ-বিমোচন যে অবঘাতের ফল, তাহা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, পরন্তু সম্মার্জ্জন প্রভৃতির কোন ফল দেখা যায় না। অতএব সম্মার্জ্জন প্রভৃতি প্রধান কর্ম্ম।

৫. ব্রীহির অবঘাত যেরূপ প্রধান নহে, পরন্তু ব্রীহিই প্রধান, সেইরূপ এই স্থলেও সম্মার্জ্জন প্রধান নহে, পরন্তু জুহুই (স্রুক্) প্রধান। 'ব্রীহীন্' এই পদে যেমন দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে, 'স্রুচঃ' এই পদটিতেও সেইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে। কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে, ইহা ব্যাকরণের অনুশাসন। কর্ত্তার সর্ব্বাপেক্ষা ঈপ্সিত বস্তুই কর্ম্ম হইয়া থাকে। যজ্ঞের সাধন বলিয়া স্রুক্‌ই কর্ত্তার ঈপ্সিততম। অতএব স্রুক্‌ই প্রধান। এইকারণে এই স্থলেও সম্মার্জ্জন-ক্রিয়াটি অবঘাতের ন্যায় গৌণ কর্ম্ম-রূপে পরিগণিত হইবে। যদি সম্মার্জ্জনের দ্বারা স্রুক্ প্রভৃতিতে কোনপ্রকার সংস্কার দৃষ্টিগোচর না হইত, তবে অগত্যা অপূর্ব্বের কল্পনা করিতে হইত। মার্জ্জনের দ্বারা স্রুক্ প্রভৃতি যে পরিষ্কৃত হয়, তাহা দেখাই যায়। অতএব অপূর্ব্ব কল্পিত হইবে না।

(পঞ্চমে স্তোত্রাদিপ্রাধান্যাধিকরণে সূত্রাণি)

স্তুতশস্ত্রয়োস্তু সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাৎ ॥১৩॥ অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানামচোদনার্থস্য গুণভূতত্বাৎ ॥১৪॥ বশাবদ্ বা গুণার্থং স্যাৎ ॥১৫॥ ন শ্রুতিসমবায়িত্বাৎ ॥১৬॥ ব্যপদেশভেদাচ্চ ॥১৭॥ গুণশ্চানর্থকঃ স্যাৎ ॥১৮॥ তথা যাজ্যাপুরোরুচোঃ ॥১৯॥ বশায়ামর্থসমবায়াৎ ॥২০॥ যত্রেতি বাঽর্থবত্ত্বাৎ স্যাৎ ॥২১॥ ন ত্বাম্নাতেষু ॥২২॥ দৃশ্যতে ॥২৩॥ অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতাম্ ॥২৪॥ শব্দপৃথক্ত্বাচ্চ ॥২৫॥ অনর্থকং চ তদ্বচনম্ ॥২৬॥ অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়তে ॥২৭॥ অভিধানঞ্চ কর্ম্মবৎ ॥২৮॥ ফলনির্ব্বৃত্তিশ্চ ॥২৯॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

প্রউগং শংসতীত্যাদৌ গুণতোত প্রধানতা।
দৃষ্টা দেবস্মৃতিস্তেন গুণতা স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ ॥১৭॥
স্মৃত্যর্থত্বে স্তৌতিশংস্যোর্ধাত্বোঃ শ্রৌতার্থবাধনম্।
তেনাদৃষ্টমুপেত্যাপি প্রাধান্যং শ্রুতয়ে মতম ॥১৮॥

জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে 'প্রউগং শংসতি' 'নিষ্কেবল্যং শংসতি' 'আজ্যৈঃ স্তবতে' পৃষ্ঠৈঃ স্তবতে' ইতি। প্রউগনিষ্কেবল্যশব্দৌ শস্ত্রবিশেষনামনী। আজ্যপৃষ্ঠশব্দৌ তু ব্যাখ্যাতৌ। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্তুতিঃ শস্ত্রম্। প্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্তুতিঃ স্তোত্রম্। তয়োঃ স্তুতশস্ত্রয়োর্গুণকর্মত্বং যুক্তম্। কুতঃ—তুষবিমোকবদ্ দৃষ্টার্থলাভাৎ। পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষনুস্মরণেন দেবতা সংস্ক্রিয়ত ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—স্তোতব্যায়া দেবতায়াঃ স্তাবকৈর্গুণৈঃ সম্বন্ধকীর্তনং স্তৌতিশংসতিধাত্বোর্বাচ্যোঽর্থঃ। যদি মন্ত্রবাক্যানি গুণসম্বন্ধাভিধানপরাণি, তদা ধাত্বোর্মুখ্যার্থলাভাৎ শ্রুতিরনুগৃহীতা ভবিষ্যতি। যদা তু গুণদ্বারেণানুস্মরণীয়দেবতাস্বরূপপ্রকাশনপরাণি মন্ত্রবাক্যানি স্যুঃ, তদা ধাত্বোর্মুখ্যোঽর্থো ন স্যাৎ। লোকে হি 'দেবদত্তশ্চতুর্বেদাভিজ্ঞঃ' ইত্যুক্তে স্তুতিঃ প্রতীয়তে, তস্য বাক্যস্য গুণসম্বন্ধপরত্বাৎ। যদা তু দেবদত্তস্বরূপপরতা 'যশ্চতুর্বেদী তমানয়' ইত্যাদৌ, তত্র ন স্তুতিপ্রতীতিঃ। তস্য চতুর্বেদসম্বন্ধদ্বারেণ দেবদত্তস্বরূপোপলক্ষণপরত্বেন গুণসম্বন্ধপরত্বাভাবাৎ। ততশ্চ 'আজ্যৈর্দেবং [illegible]য়েৎ' 'পৃষ্ঠৈর্দেবং প্রকাশয়েৎ' ইত্যেবং বিধ্যর্থপর্যবসানাদ্ ধাত্বোর্মুখ্যার্থো বাধ্যেত। ততো ধাতুশ্রুতিমবাধিতুং স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ প্রধানকর্মত্বমভ্যুপেতব্যম্। তত্র দৃষ্টং প্রয়োজনং নাস্তীতি চেৎ, তর্হি অপূর্বমস্তু ॥

... ...

টিপ্পন

অধুনা স্তোত্রশস্ত্রপাঠস্য প্রধানকর্মত্বং প্রতিপাদয়তি। আজ্যপৃষ্ঠশব্দৌ তু ব্যাখ্যাতৌ। স্তবত ইতি শ্রুতেরেতয়োঃ স্তোত্ররূপতেত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ (২।১।৫)

১. পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের বিপরীত স্থল প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতিতে (জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে—"প্রউগং শংসতি। নিষ্কেবল্যং শংসতি। আজ্যৈঃ স্তবতে। পৃষ্ঠৈঃ স্তবতে।" 'প্রউগ'-নামক মন্ত্র এবং 'নিষ্কেবল্য'-নামক মন্ত্রকে শস্ত্র বলে। 'আজ্য'-নামক মন্ত্র এবং 'পৃষ্ঠ'-নামক মন্ত্রের নাম স্তোত্র। এইসকল শস্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করিতে হইবে। গেয় মন্ত্রসাধ্য স্তবের নামই স্তোত্র, আর অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তবের নাম শস্ত্র। এই স্তোত্র এবং শস্ত্রই আলোচ্য অধিকরণের বিষয়।

৩. যে স্তোত্র এবং শস্ত্র পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই স্তোত্র এবং শস্ত্রের পাঠ গুণ কর্ম্ম, না প্রধান কর্ম্ম—ইহাই সংশয়।

৪. যাজ্যা প্রভৃতি মন্ত্র-পাঠের দ্বারা যেরূপ দেবতার স্মরণ হয়, এই-স্থলেও স্তোত্র-শস্ত্র পাঠের দ্বারা সেইভাবে দেবতার স্মরণ হইবে। ব্রীহির অবহননের দ্বারা যেরূপ তুষ-বিমোচনরূপ ফল পরিদৃষ্ট হয়, এই স্থলেও সেইরূপ দেবতার স্মরণ-রূপ ফল দৃষ্ট হইতেছে। স্মরণের দ্বারা দেবতার সংস্কার হইয়া থাকে। অতএব 'যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে' ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় মন্ত্রপাঠ গুণ কর্ম্মেরই অন্তর্গত।

৫. স্তাবক গুণসমূহের সহিত স্তোতব্য দেবতার সম্বন্ধ কীর্ত্তনই স্তু-ধাতু ও শংস-ধাতুর মুখ্য অর্থ। মন্ত্র-বাক্যগুলি যদি দেবতার গুণসম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবেই ধাতুর মুখ্যার্থ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাতে 'প্রউগং শংসতি' প্রভৃতি শ্রুতির অন্তর্গত ধাত্বর্থ বাধিত হয় না। আর যদি এই মন্ত্র-বাক্যগুলিকে দেবতার স্মারক বলিয়া স্থির করা হয়, তবে ধাতুর মুখ্যার্থ বাধিত হইয়া পড়ে। যেমন 'দেবদত্ত চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ' এই কথা বলিলে বেদজ্ঞতা-রূপ গুণের সহিত দেবদত্তের সম্বন্ধ প্রকাশ করায় দেবদত্তের স্তুতি বুঝাইতেছে। 'যে চতুর্ব্বেদজ্ঞ তাঁহাকে আন'—এইভাবে বলিলে ব্যক্তিরই প্রাধান্য বোধ হইয়া থাকে, চতুর্ব্বেদজ্ঞতা-রূপ গুণের প্রাধান্য থাকে না। আলোচ্য স্থলে যদি স্তুতির প্রাধান্য স্বীকার করা না হয়, তবে 'আজ্যৈঃ স্তুবতে' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ দাঁড়াইবে—'আজ্যৈঃ দেবং প্রকাশয়েৎ' ইত্যাদি। ইহাতে ধাতুর মুখ্য অর্থ রক্ষিত হয় না। এই-হেতু ধাতুর মুখ্য অর্থ রক্ষা করিতে হইলে আলোচ্য স্থলে স্তুতিকে প্রধান কর্ম্ম বলিতে হইবে। তাহাতে ধাত্বর্থের কোনপ্রকার বাধও হয় না। যদিও স্তুতির কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না, তথাপি ক্ষতি নাই। স্তুতির দ্বারা অপূর্ব্ব-বিশেষের উৎপত্তি হইবে। অতএব স্তুতশস্ত্র প্রধান কর্ম্ম।

(ষষ্ঠে মন্ত্রাবিধায়কত্বাধিকরণে সূত্রে)

বিধিমন্ত্রয়োরৈকার্থ্যমৈকশব্দ্যাৎ ॥৩০॥ অপি বা প্রয়োগসামর্থ্যান্মন্ত্রোঽভিধানবাচী স্যাৎ ॥৩১॥

ষষ্ঠাধিকরণমারচয়তি—

দেবাংশ্চ যাভির্যজত ইত্যাখ্যাতং তু মন্ত্রগম্।
বিধায়কং নবান্যেন সমত্বাত্তদ্বিধায়কম্ ॥১৯॥
যচ্ছব্দাদেঃ ক্ষীণশক্তির্ন বিধিস্ত্রিবিধং ততঃ।
আখ্যাতমভিধানঞ্চ প্রধানগুণকর্মণী ॥২০॥

অয়ং মন্ত্র আম্নায়তে—'দেবাংশ্চ যাভির্যজতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ' ইতি। অয়মর্থঃ—গোপতির্যজমানো যাভির্গোভির্দেবান্ যজতে যাশ্চ গা ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি চিরমেব তাভিঃ সহ পরলোকেঽবতিষ্ঠতে' ইতি। তত্র যথা ব্রাহ্মণগতমাখ্যাত-পদং প্রধাগুণকর্মণোরন্যতরস্য বিধায়কম্, তথা মন্ত্রগতমপীতি চেৎ, নৈবম্। যচ্ছব্দাদিনা বিধিশক্তেঃ ক্ষীণত্বাৎ। সতি হি যচ্ছব্দে তস্য বাক্যস্যানুবাদকত্বং প্রতীয়তে, ন তু বিধায়কত্বম্। 'যচ্ছব্দাদেঃ' ইত্যাদি শব্দেনোত্তমপুরুষামন্ত্রণাদয়ঃ। 'বর্হির্দেবসদনং দামি' ইত্যুত্তমপুরুষঃ। 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' ইত্যামন্ত্রণম্। এবং ব্রাহ্মণেঽপি 'যস্যোভয়ং হবিরার্তিমার্চ্ছেৎ' ইত্যুদাহরণীয়ম্। তস্মাৎ আখ্যাতস্য প্রধানকর্মবিধায়কত্বং গুণবিধায়-কত্বং বা[1] ইত্যেবং দ্বাবেব প্রকারৌ ন ভবতঃ, কিন্তু 'অভিধায়কত্বম্' ইত্যপ্যস্তি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ। ততো ন মন্ত্রগতাখ্যাতস্য বিধায়কত্বম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

আখ্যাতস্য ক্বচিদ গুণকর্ম্ম বিধায়কত্বং ক্বচিচ্চ প্রধানকর্ম্মবিধায়কত্বমিতি নিরূপিতম্। ইদানীং প্রসঙ্গতঃ অনুষ্ঠেয়স্মারকত্বরূপমর্থমপি প্রদর্শয়তি আখ্যাতস্য। মন্ত্রৈরেব স্মর্ত্তব্যমিতি নিয়মবিধের্ম্মন্ত্রেণানুষ্ঠেয়পদার্থস্য স্মরণে কৃতে সতি কর্ম্ম নিয়মাপূর্ব্বস্য জনকং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ক্বচিদ্ ব্রাহ্মণগতস্যাখ্যাতস্যাপ্যবিধায়কত্বমিতি ভট্টপাদাঃ। যথা, যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছেদিত্যাদিবাক্যস্যাবিধায়কত্বম্ যচ্ছব্দঘটিতত্বাৎ।

... ...

অনুবাদ (২।১।৬)

১. আখ্যাত প্রত্যয় কোন স্থলে গুণ-কর্ম্মের বিধায়ক এবং কোন স্থলে প্রধান কর্ম্মের বিধায়ক হইয়া থাকে—এই কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণতঃ মনে হয় যে, বৈদিক বাক্যস্থ সকল আখ্যাতই এই দুইপ্রকারের মধ্যে একপ্রকার কর্ম্মের বিধায়ক হইবে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আখ্যাতের অন্যপ্রকার অর্থও আছে। স্থলবিশেষে আখ্যাত প্রত্যয় শুধু অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মারক হইয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

২. বেদবাক্যস্থ আখ্যাত পদ বিচার্য্য বিষয়।

৩. শ্রুতিতে যে-সকল মন্ত্র আছে, সেইগুলিও ব্রাহ্মণ বাক্যের ন্যায় গুণকর্ম্ম অথবা প্রধান কর্ম্মের বিধায়ক কি না, ইহাই সংশয়।

---

১ চ—খ

৪. ব্রাহ্মণ-বাক্যও বৈদিক এবং মন্ত্র-বাক্যও বৈদিক। যেরূপ ব্রাহ্মণবাক্যস্থ আখ্যাতের কর্ম্মবিধায়কতা স্বীকার করা হয়, সেইরূপ মন্ত্রবাক্যস্থ আখ্যাতেরও কর্ম্মবিধায়কতা স্বীকার করা উচিত। উভয় স্থলেই একজাতীয় আখ্যাত রহিয়াছে বলিয়া একপ্রকার অর্থ স্বীকার করাই সঙ্গত। বিধি-বাক্যস্থ আখ্যাতের বিধায়কতা আর মন্ত্রবাক্যস্থ আখ্যাতের অনুবাদকতা-রূপ ভিন্ন অর্থ স্বীকার করা অযৌক্তিক।

৫. মন্ত্রবাক্য সাধারণতঃ 'যৎ'-শব্দবিশিষ্ট, উত্তমপুরুষান্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট অথবা আমন্ত্রণাদি পদার্থযুক্ত হইয়া থাকে। (পরবর্ত্তী অধিকরণে এই সকল কথা আলোচিত হইবে।) যৎপদ-ঘটিত বাক্য প্রভৃতি বিধায়ক হইতে পারে না। উত্তম-পুরুষান্ত ক্রিয়াপদ থাকিলেও বাক্য বিধায়ক হইতে পারে না। যেহেতু নিজে নিজের বিধান করা সম্ভবপর নহে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মন্ত্রস্থিত আখ্যাত কর্ম্মের বিধায়ক হইতে পারে না। বিধায়ক না হইলেও সেই আখ্যাতের নিষ্প্রয়োজনীয়তা স্থির করা চলে না। মন্ত্র হইতেও অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব প্রধান কর্ম্ম বা গুণ-কর্ম্মের বিধায়ক না হইলেও মন্ত্রস্থিত আখ্যাত অভিধায়ক হইয়া থাকে। অনুষ্ঠেয় বস্তুর প্রকাশ বা স্মরণ করানই অভিধায়কতা। যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বেলা অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠান করা যায় না। মন্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। অতএব মন্ত্রই অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মারক হইবে। মন্ত্র দ্বারাই অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইহা নিয়ম-বিধি। মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ করিলেই সেই স্মরণজাত অপূর্ব্ব মূল যজ্ঞজাত অপূর্ব্বের সহায়ক বা পরিপোষক হইবে। যে স্থলে মন্ত্রের দ্বারা কোন পদার্থের স্মরণ হইবে না, সেই স্থলে অগত্যা মন্ত্রের উচ্চারণই অপূর্ব্বের জনক হইয়া থাকে।

মন্ত্রস্থিত আখ্যাতের ন্যায় কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ-বাক্যস্থিত আখ্যাতও বিধায়ক হয় না। উদাহরণ স্বরূপ—'যস্তোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছেৎ' ইত্যাদি বাক্যকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বাক্যটি 'যৎ'-শব্দঘটিত বলিয়া বিধায়ক হইতে পারে না।

(সপ্তমে মন্ত্রনির্বচনাধিকরণে সূত্রম্

তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা ॥৩২॥

সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—

অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং ম ইতি মন্ত্রস্থ লক্ষণম্।
নাস্ত্যস্তি বাস্থ নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ ॥২১॥

যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জিতম্।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে ॥২২॥

আধান ইদমাম্নায়তে—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়' ইতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি, অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ। 'বিহিতার্থাভিধায়কো মন্ত্রঃ' ইত্যুক্তে 'বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত' ইত্যস্য মন্ত্রস্য[১] বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ। 'মননহেতুর্মন্ত্রো ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণে অতিব্যাপ্তিঃ। এবম্ 'অসিপদান্তো মন্ত্রঃ' 'উত্তমপুরুষান্তো মন্ত্রঃ' ইত্যাদি-লক্ষণানাং পরস্পরমব্যাপ্তিরিতি চেৎ, মৈবম্। যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দোষ-লক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমাখ্যানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। 'উরু প্রথস্ব' ইত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। 'ইষে ত্বা' ইত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' ইত্যাদয়ঃ প্রৈষরূপাঃ। 'অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ' ইত্যাদয়ো বিচাররূপাঃ। 'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন' ইত্যাদয়ঃ পরিদেবনরূপাঃ। 'পৃচ্ছামি ত্বাং পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নরূপাঃ। 'বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদয় উত্তররূপাঃ। এবমন্যদপ্যুদাহর্তব্যম্। ঈদৃশেষত্যন্তবিজাতীয়েষু সমাখ্যানমন্তরেণ নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্মোঽস্তি, যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। লক্ষণস্যোপযোগশ্চ পূর্বাচার্যৈর্দর্শিতঃ—ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ'। ইতি। তস্মাদভিযুক্তানাং মন্ত্রোঽয়মিতি সমাখ্যানং লক্ষণম্ ॥

…　　…　　…

টিপ্পনী

প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মন্ত্রং নির্ব্বক্তি। অভিযুক্তানামিত্যাদি। সম্প্রদায়রক্ষকানাং বিপশ্চিতাং অভিমতেনাপি লক্ষণং ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ। বেদস্য যে খলু অংশা মন্ত্রত্বেন পণ্ডিতৈঃ স্মৃতাস্ত এব মন্ত্রা ইতি বস্তুপরিচায়ক-মেতল্লক্ষণম্। মন্ত্রত্বমখণ্ডোপাধিরিতি।

…　　…　　…

অনুবাদ (২।১।৭)

১. মন্ত্রবাক্যস্থিত আখ্যাত-প্রত্যয় বিধায়ক হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। মন্ত্র কাহাকে বলে—এই কথাই সম্প্রতি আলোচিত হইতেছে।

২. 'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যস্থিত মন্ত্র-শব্দ বিচার্য্য বিষয়।

৩. মন্ত্রের লক্ষণ করা যায় কি না—ইহাই সংশয়।

১ মন্ত্রস্যাপি—গ

৪. বিহিত অর্থের অভিধায়ককে মন্ত্র বলে। মননের হেতুর নাম মন্ত্র, যে বাক্যের শেষে 'অসি' এই ক্রিয়া-পদ থাকে, তাহাকে মন্ত্র বলে। অথবা যে বাক্যে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-পদ থাকে তাহার নাম মন্ত্র। এই লক্ষণগুলির মধ্যে যে-কোন একটিকে মন্ত্রের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে অপরটিতে অব্যাপ্তি হয়।

৫. বেদে যে-সকল বাক্যের শেষে 'অসি' বা 'ত্বা' এইরূপ শব্দ আছে, তাহাকে মন্ত্র বলে। যথা 'মেধোঽসি' 'ইষে ত্বা' ইত্যাদি। যে বাক্যে আশংসা অর্থাৎ প্রার্থনা আছে সেই বাক্যও মন্ত্র। যেমন 'আয়ুর্দা অসি'। যে বাক্যে স্তুতি প্রকাশ করে তাহাকেও মন্ত্র বলে। যথা 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি। যাহার দ্বারা সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাহাকেও মন্ত্র বলে। যেমন 'একো মম' ইত্যাদি। আমন্ত্রণযুক্ত বাক্যের নাম মন্ত্র। যথা—'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদি। প্রলপিত-বোধক বেদবাক্যকেও মন্ত্র বলা হয়। যেমন—'অক্ষী তে ইন্দ্র পিঙ্গলে' ইত্যাদি। প্রৈষ অর্থাৎ নিয়োগ-বোধক বেদ-বাক্যের নাম মন্ত্র। যথা—'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' ইত্যাদি। বিচার-রূপ বাক্যেরও মন্ত্রতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ' ইত্যাদি। পরিদেবন অর্থাৎ বিলাপ-সূচক বাক্যকেও মন্ত্র বলা হয়। যথা—'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে' ইত্যাদি। অন্বেষণ-বোধক বাক্যের নামও মন্ত্র। যেমন—'কোঽসি কতমোঽসি' ইত্যাদি। প্রশ্নসূচক বাক্যকেও মন্ত্র বলে। যথা—'পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি। উত্তরসূচক বাক্যেরও মন্ত্রত্ব স্বীকার করা হয়। যথা— 'বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি। উপাখ্যান-সূচক বাক্যকেও মন্ত্র বলা হয়। যথা—'ইয়ং বেদিঃ পৃথিবী' ইত্যাদি। যে বাক্যে অনুষঙ্গ করিতে হয়, সেই বাক্যকেও মন্ত্র বলে। যথা—'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ' ইত্যাদি। প্রয়োগ-বোধক বাক্যের নাম মন্ত্র। যথা—'ত্রৈস্বর্য্যং চাতুঃস্বর্য্যম্' ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত যে-সকল বাক্য যাগাদি অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ করাইয়া থাকে, সেইগুলিকেও মন্ত্র বলা হয়। মন্ত্রের যেসকল লক্ষণ করা হইল, এইগুলি নিষ্কর্ষ লক্ষণ নহে। প্রায়ই এইপ্রকার বাক্যকে মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই কারণে এইগুলিকে মন্ত্র বলা হইল। মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, অভিযুক্ত অর্থাৎ মীমাংসাশাস্ত্রবিৎ-সম্প্রদায় বেদের যে-সকল ভাগকে মন্ত্র বলিয়া স্মরণ করিয়া আসিতেছেন এবং মন্ত্র বলিয়া যে-সকল ভাগের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেছেন, সেইসকল বেদভাগকেই মন্ত্র বলিয়া জানিতে হইবে। প্রত্যেক পদার্থেরই লক্ষণ জানার উপযোগিতা আছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, পৃথক্ পৃথক্-ভাবে প্রত্যেক পদার্থকে জানা ঋষিদের পক্ষেও সম্ভবপর নহে, কিন্তু প্রসিদ্ধ পদার্থগুলির লক্ষণ জানা থাকিলে পণ্ডিতগণ সহজেই সেইসকল পদার্থের পরিচয় লাভ করিতে পারেন।

(অষ্টমে ব্রাহ্মণনির্বচনাধিকরণে সূত্রম্)

শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ ॥৩৩॥

অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

নাস্ত্যেতদ্ব্রাহ্মণেত্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা ।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ ॥২৩॥
মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ ।
অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥২৪॥

চাতুর্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে—'এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি' ইতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ— বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ব্রাহ্মণভাগেষ্বন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ। পূর্বোক্তো মন্ত্রভাগ একঃ। ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্বৈরুদাহর্তুং সংগৃহীতানি—হেতুর্নির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা—ইতি। 'তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে' ইতি হেতুঃ। 'তদ্দধ্নো দধিত্বম্' ইতি নির্বচনম্। 'অমেধ্যা বৈ মাষাঃ' ইতি নিন্দা। 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইতি প্রশংসা। 'তদ্ব্যচিকিৎসজ্জুহবানি, মা হৌষম্' ইতি সংশয়ঃ। 'যজমানেন সংমিতৌদুম্বরী[১] ভবতি' ইতি বিধিঃ। 'মাষানেব মহ্যং পচত' ইতি পরকৃতিঃ। 'পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ' ইতি পুরাকল্পঃ। 'যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্বপেৎ' ইতি বিশেষাবধারণকল্পনা। এবমন্যদপ্যুদাহার্যম্। ন চ 'হেত্বাদীনামন্যতমং ব্রাহ্মণম্' ইতি লক্ষণম্। মন্ত্রেষ্বপি হেত্বাদিসদ্ভাবাৎ। তথাহি 'ইন্দবো বামুশন্তি হি' ইতি হেতুঃ। 'উদানিষুর্মহীরিতি[২] তস্মাদুদকমুচ্যতে' ইতি নির্বচনম্। 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ' ইতি নিন্দা। 'অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ, ইতি প্রশংসা। 'অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ' ইতি সংশয়ঃ। 'কপিঞ্জলানালভেত' ইতি বিধিঃ। 'সহস্রমযুতং দদৎ' ইতি পরকৃতিঃ। 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ' ইতি পুরাকল্পঃ। 'ইতিকরণবহুলং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ, ন, 'ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ'—ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণেন গাতব্যে মন্ত্রেঽতিব্যাপ্তেঃ[৩]। ইত্যাহেত্যনেন বাক্যেনোপনিবদ্ধং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ, ন। 'রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ' 'যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ' ইত্যনয়োর্মন্ত্রয়োরতিব্যাপ্তেঃ। 'আখ্যায়িকারূপং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ, ন। যমযমী-

১ সংমিতৌডুম্বরী—খ
২ ০মহিরিতি—গ
৩ ০ব্যাপ্তিঃ—গ

সংবাদস্থক্তাদাবতিব্যাপ্তেঃ। তস্মান্নাস্তি ব্রাহ্মণস্য লক্ষণমিতি প্রাপ্তে—ক্রমঃ, 'মন্ত্রব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগৌ' ইত্যঙ্গীকারান্মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্বমভিহিতত্বাৎ 'অবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণম্' ইত্যেতল্লক্ষণং ভবতীতি ॥

... ...

টিপ্পনী

'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়'মিত্যাপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্। মন্ত্রস্য লক্ষণং নিরূপিতম্। অধুনা ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নির্ব্বক্তি। ব্রাহ্মণত্বমপি মন্ত্রত্ববদেবাখণ্ডোপাধিরূপমিতি। মন্ত্রেতরবেদভাগত্বং ব্রাহ্মণত্বমিতি লক্ষণম্। সাক্ষাদ্ বিধায়কং বাক্যং ব্রাহ্মণমিতি কেচিৎ। মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তো বেদভাগো নাস্তীতি জ্ঞাপনার্থং 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ' ইতি সূত্রয়ামাস তত্রভবান্ মহর্ষিঃ।

.. ..

অনুবাদ (২।১।৮)

১. বেদের মন্ত্রভাগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি তৎপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-ভাগেরও লক্ষণ বলা হইতেছে।

২. চাতুর্মাস্য-প্রকরণে শ্রুত হইয়াছে—'এতদ্-ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি'। এই বাক্যস্থিত 'ব্রাহ্মণ' শব্দ বিচার্য্য।

৩. এই ব্রাহ্মণ-রূপ বেদভাগের কোন লক্ষণ করা সম্ভবপর কি না—ইহাই বিচার্য্য।

৪. বেদভাগ অনন্ত। তাহার ইয়ত্তা নাই। এইহেতু যে লক্ষণই করা হউক না কেন, তাহা ব্রাহ্মণ-ভাগ এবং অন্যভাগেও অব্যাপ্ত এবং অতিব্যাপ্ত হইবে। নির্দ্দোষ লক্ষণ স্থির করা সম্ভবপর নয়। মন্ত্র-ভাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্‌ব্যতীত হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া (এক-পুরুষকর্তৃক উপাখ্যান), পুরাকল্প (বহুকর্তৃক উপাখ্যান) ব্যবধারণ-কল্পনা (অন্যপ্রকার প্রতীয়মান অর্থকে উপক্রম উপসংহার প্রভৃতির অনুরোধে অন্যপ্রকারে পরিণত করা) এবং উপমান এই দশটি স্থল ব্রাহ্মণ ভাগের বিষয়। 'হেতুর্নির্ব্বচনং' ইত্যাদি শ্লোক ভাষ্যকার শবরস্বামীর কৃত। এই শ্লোকের শেষাংশ এইরূপ—

উপমানং দশৈতে তু বিষয়ো ব্রাহ্মণস্য তু।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্ ॥

হেতু হইতে উপমান পর্য্যন্ত এই দশটি পদার্থের বোধক বেদভাগগুলি ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। পুরাকল্প পর্য্যন্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ'

ইত্যাদি বাক্য ব্যবধারণ-কল্পনার উদাহরণ। এই শ্রুতিবাক্যে 'প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ' এই অণিজন্ত পদটিকে 'প্রতিগ্রাহয়েৎ' এইরূপে ণিজন্তে পরিণত করিতে হয়।

'ইতিকরণবহুল,' 'ইত্যাহ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপনিবদ্ধ—প্রভৃতি লক্ষণও করা চলে না। কোন কোন মন্ত্রে অতিব্যাপ্তি হইয়া থাকে।

৫. বস্তুতঃ হেতু, নির্ব্বচন প্রভৃতি বোধক বেদভাগগুলি ব্রাহ্মণ-নামে প্রসিদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণের যথার্থ লক্ষণ নহে। সাধারণতঃ তাদৃশ অর্থ-বিশিষ্ট বেদভাগ ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে—এই মাত্র বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব অধিকরণে যে-সকল মন্ত্রের এবং এই অধিকরণে যে-সকল ব্রাহ্মণের উদাহরন প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইগুলি শুধু বিদ্যার্থীদের বুদ্ধিবিকাশের নিমিত্ত। বেদের মাত্র দুইটি ভাগ আছে—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বাধিকরণে মন্ত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে। মন্ত্র ভিন্ন যে বেদভাগ, তাহাই ব্রাহ্মণ,—এইপ্রকার লক্ষণ করিলে আর কোন দোষ হয় না। বেদের মধ্যে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোনও ভাগ নাই,—এই কথাটি বুঝাইবার নিমিত্তই এই অধিকরন রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বের অধিকরণে মন্ত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করায় তদ্ভিন্ন বেদভাগ যে ব্রাহ্মণ, ইহা স্বভাবতঃই জানা যাইতেছে। সুতরাং এই অধিকরণের নিরর্থকতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বাত্তিককার বলিয়াছেন—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোনও বেদভাগ নাই, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাই এই অধিকরণের তাৎপর্য্য।

(নবমে উহাদ্যমন্ত্রতাধিকরণে সূত্রম্)

অনাম্নাতেষ্বমন্ত্রত্বমাম্নাতেষু হি বিভাগঃ ॥৩৪॥

নবমাধিকরণমারচয়তি—

উহপ্রবরনাম্নাং কিং মন্ত্রতাঽস্ত্যথবা ন হি।
মন্ত্রাস্তদেকবাক্যত্বান্ন তল্লক্ষণবর্জনাৎ ॥২১॥

'অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি' ইত্যস্য সৌর্যে চরৌ 'সূর্যায় জুষ্টং নির্বপামি' ইত্যেবং পদান্তরপ্রক্ষেপ উহঃ। 'অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণঃ' ইত্যস্য মন্ত্রস্য শেষত্বেন প্রয়োগকালে ব্রাহ্মণনামধেয়বিশেষং তদীয়প্রবরং[১] চৈবং পঠন্তি—'অসৌ দেবদত্তোঽমুষ্য পুত্রোঽমুষ্য পৌত্রোঽমুষ্য নপ্তা, অমুষ্যাঃ পুত্রোঽমুষ্যাঃ পৌত্রোঽমুষ্যা নপ্তা' ইতি। 'আঙ্গিরসবার্হস্পত্য-ভারদ্বাজগোত্রঃ' ইতি চ। এতেষামূহপ্রবরনামধেয়ানাং মন্ত্রত্বমস্তি। কুতঃ—মন্ত্রেণ

---

১ তদীয়ং প্র০—খ

সহৈকবাক্যত্বাদিতি[১] চেৎ, মৈবম্। যাজ্ঞিকপ্রসিদ্ধিরূপস্য মন্ত্রলক্ষণস্যৈতেষ্বভাবাৎ[২]। ন হ্যধ্যেতার উহাদীন্ মন্ত্রকাণ্ডেঽধীয়তে। তস্মাৎ নাস্তি মন্ত্রত্বম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

কর্ম্মকালে মন্ত্রৈঃ সহ উচ্চার্য্যমাণানামূহপ্রবরাদীনাং মন্ত্রত্বং নিরস্য শ্রুতৌ প্রত্যক্ষপরিপঠিতস্য শব্দস্যৈব মন্ত্রব্রাহ্মণত্বমিতি সিদ্ধান্তয়তি। অসৌ দেবদত্ত ইতি যজমানস্যোপলক্ষণম্।

... ...

অনুবাদ (২।১।৯)

১. বেদে শ্রুত না হইলেও কতকগুলি শব্দ যাগাদি অনুষ্ঠানে যাজ্ঞিকগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গতঃ সেই শব্দগুলির স্বরূপ বিচার করা হইতেছে।

২. অগ্নি দেবতার উদ্দেশে নির্ব্বাপের (হবিঃগ্রহণ) বেলা 'অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি' এই মন্ত্র পাঠ করিবার কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য দেবতার উদ্দেশে নির্ব্বাপ করিতে হইলে 'অগ্নয়ে' পদের স্থানে 'সূর্য্যায়' এই পদের প্রয়োগ করিতে হয়। এইপ্রকারের পদান্তর প্রয়োগের নাম 'উহ'। সূর্য্যায় এই পদটি প্রত্যক্ষ শ্রুতি-প্রাপ্ত নহে। কর্ম্মবিশেষে মন্ত্রবিশেষের সহিত যজমানের গোত্র, প্রবর প্রভৃতি যোগ করিবার বিধান আছে। গোত্র-প্রবরের উল্লেখ এবং অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, ইত্যাদি-রূপে যজমানের যে নামোল্লেখ করিতে হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ শ্রুতিপঠিত নহে। এইসকল উহ, প্রবর, নামধেয় প্রভৃতিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. এইসকল উহিত শব্দ প্রভৃতি মন্ত্র হইবে কি না—ইহাই সংশয়।

৪. যেহেতু অনুষ্ঠানের বেলা এইগুলিও মন্ত্রের সহিতই উচ্চরিত হইয়া থাকে, সেইহেতু আলোচ্য উহিতাদি শব্দকেও মন্ত্রই বলিতে হইবে।

৫. আচার্য্যগণের মধ্যে গুরুশিষ্য-সম্প্রদায়ক্রমে উহ, প্রবর এবং নামধেয়কে মন্ত্র-রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। এইসকল বেদভাগ প্রত্যক্ষ-শ্রুত নহে, পরন্তু অপ্রত্যক্ষ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপে বেদকে যে দুই ভাগে বিভাগ করা হয়, শুধু প্রত্যক্ষ শ্রুতির বেলাই সেই বিভাগ প্রযোজ্য। অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনাম্নাত বেদাংশ (উহাদি) এই বিভাগের মধ্যে পড়িবে না।

---

১ ০বাক্যত্বাগমাদিতি—গ

২ ০লক্ষণস্যোহাদিষ্বভাবাৎ—খ

(দশম ঋগ্‌লক্ষণাধিকরণে সূত্রম্)

তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা ॥৩৫॥

(একাদশে সামলক্ষণাধিকরণে সূত্রম্)

গীতিষু সামাখ্যা ॥৩৬॥

(দ্বাদশে যজুর্লক্ষণাধিকরণে সূত্রম্)

শেষে যজুঃশব্দঃ ॥৩৭॥

দশমৈকাদশদ্বাদশাধিকরণমারচয়তি—

নর্ক্‌সাম-যজুষাং লক্ষ্ম সাংকর্য্যাদিতি শঙ্কিতে
পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠঃ ইত্যস্ত্বসংকরঃ[১] ॥২৬॥

ইদমাম্নায়তে—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ—ঋচঃ সামানি যজূংষি' ইতি। 'ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তি' ইতি ত্রিবিদঃ, ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাঃ, তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহুঃ, তং গোপায়' ইতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ—সাংকর্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেৰ্হি ঋগ্বেদাদিষু পঠিতো মন্ত্র ঋগাদিঃ' ইতি হি লক্ষণং বক্তব্যম্। তচ্চ সংকীর্ণম্, 'দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ' ইত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্বেদে সংপ্রতিপন্নযজুষাং[২] মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি। তদ্[৩] ব্রাহ্মণে 'সাবিত্র্যর্চা'[৪] ইত্যুক্তেন ব্যবহৃতত্বাৎ। 'এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে' ইতি প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সাম যজুর্বেদে গীতম্। 'অক্ষিতমসি' 'অচ্যুতমসি' 'প্রাণসংশিতমসি' ইতি ত্রীণি যজূংষি সামবেদে সমাম্নাতানি। তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। তস্মাৎ নাস্তি লক্ষণম্, ইতি চেৎ, ন। পাদাদীনামসংকীর্ণলক্ষণত্বাৎ[৫]। 'পাদেনার্থেন[৬]চোপেতা বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রা ঋচঃ। 'গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি' 'বৃত্তগীতিবর্জিতত্বেন[৭] প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা যজূংষি' ইত্যুক্তে ন ক্বাপি সংকরঃ ॥

... .

টিপ্পনী

ঋক্‌সামযজুর্ভেদেন মন্ত্রস্য ত্রৈবিধ্যং প্রদর্শয়তি। 'শেষে যজুঃশব্দঃ' ইতি সূত্রণাৎ ঋক্‌সামযজুর্ভিন্নো মন্ত্রভাগো নাস্তীতি সূচিতম্। প্রশ্লিষ্টপঠিতা ইতি। অবিচ্ছিন্নভাবেন গৃহীতা ইত্যর্থঃ।

... ...

১ ইত্যস্ত্যসংকরঃ - খ
২ সংপ্রতিপন্নো০—খ
৩ তত্র—গ
৪ সা বিত্র্যর্চা০ গ
৫ ০লক্ষণাৎ – গ
৬ পাদবন্ধেনার্থবন্ধেন—খ
৭ বৃত্তগীত০—গ

অনুবাদ (২।১।১০, ১১, ১২)

১. মন্ত্রের সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে। এখন বিশেষ লক্ষণগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

২. 'অহে বুধ্নিয়' ইত্যাদি মন্ত্রে মন্ত্রসকলের ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই তিনটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেইগুলির লক্ষণই এই অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

৩. ঋক্, সাম এবং যজুঃ—এই তিনপ্রকার মন্ত্রের লক্ষণ স্থির করা সম্ভবপর কি না—ইহাই সংশয়।

৪. ঋগাদির নিষ্কর্ষ লক্ষণ স্থির করা অসম্ভব। এইগুলির লক্ষণ করিতে গেলেই সাঙ্কর্য্য দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

৫. অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সুসঙ্গত লক্ষণ স্থির করা কঠিন নহে। যে মন্ত্রে অর্থানুসারে পাদের ব্যবস্থা থাকে, সেই মন্ত্রকেই ঋক্ বলে। অর্থাৎ পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এবং একটি অর্থের প্রকাশক যে মন্ত্র তাহাকেই ঋক্ বলা হয়। যে-সকল মন্ত্র গেয় অর্থাৎ স্বরসংযোগে যেগুলির উচ্চারণ করিতে হয়, সেইগুলিকে 'সাম' বলে। ঋক্ এবং সাম ভিন্ন যে মন্ত্র তাহারই নাম যজুঃ। যে-সকল মন্ত্র প্রশ্লিষ্টপঠিত, অর্থাৎ অধ্যয়ন-কালে যে-সকল মন্ত্রের পদসমূহ অবিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত হয়, সেইগুলিকে যজুঃ বলা হয়। এই-ভাবে লক্ষণ স্থির করিলে ত্রিবিধ মন্ত্রের পরস্পর সাঙ্কর্য্যের কোন আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এই স্থলে সূত্রকার জানাইয়া দিতেছেন—ঋক্, সাম ও যজুঃ ব্যতীত মন্ত্রের আর কোনও বিভাগ নাই। কারণ ঋক্ ও সামের লক্ষণ স্থির করিলেই ঋক্ ও সাম ব্যতীত মন্ত্রের যজুষ্ট আপনা হইতেই জানা যায়। ইহাতে 'শেষে যজুঃশব্দঃ' এই সূত্রের কোন সার্থকতা থাকে না। সূত্রটির সার্থকতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সূত্রকারের প্রাগুক্ত তাৎপর্য্যের অনুমান করিতে হইবে।

(ত্রয়োদশে নিগদানাং যজুষ্ট্বাধিকরণে সূত্রাণি)

নিগদো বা চতুর্থং স্যাদ্ধর্ম্মবিশেষাৎ ॥৩৮॥ ব্যপদেশাচ্চ ॥৩৯॥ যজূংষি বা তদ্রূপত্বাৎ ॥৪০॥ বচনাদ্ধর্ম্মবিশেষঃ ॥৪১॥ অর্থাচ্চ ॥৪২॥ গুণার্থো ব্যপদেশঃ ॥৪৩॥ সর্ব্বেষামিতি চেৎ ॥৪৪॥ ন ঋগ্ব্যপদেশাৎ ॥৪৫॥

ত্রয়োদশাধিকরণমারচয়তি—

প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি নিগদস্ত্রিবিধাদ্ বহিঃ।
যজুর্বোচ্চৈস্ত্বধর্ম্মস্য ভেদাদস্য চতুর্থতা ॥২৭॥

পরপ্রত্যায়নার্থত্বাদুচ্চৈস্ত্বং যজুরের সঃ।
তল্লক্ষণেন যুক্তত্বাত্রৈবিধ্যমিতি সুস্থিতম্ ॥২৮॥

'প্রোক্ষণীরাসাদয়' 'ইধ্মম্ বর্হিরুপসাদয়' 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' 'বর্হিঃ স্তৃণীহি' 'ইন্দ্র আগচ্ছ' 'হরিব আগচ্ছ' ইত্যাদয়ো নিগদা আম্নাতাঃ। পরপ্রত্যায়নার্থা[১] মন্ত্রা নিগদাঃ। এতে চ পূর্বোক্তেভ্য ঋগ্‌যজুঃসামভ্যো বহির্ভূতাশ্চতুর্থপ্রকারাঃ। কুতঃ—পাদগীত্যোঋর্কৃসামলক্ষণয়োরভাবাৎ। প্রশ্লিষ্টপাঠস্য যজুর্লক্ষণস্য সত্ত্বেঽপি ধর্মভেদেন যজুষ্যন্তর্ভাবানুপপত্তেঃ। 'উপাংশু যজুষা' 'উচ্চৈর্নিগদেন' ইতি হি ধর্মভেদঃ—ইতি প্রাপ্তে—ব্রূমঃ—'বহির্ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাম্, পরিব্রাজকাস্ত্বন্তঃ' ইত্যত্র সত্যেব পরিব্রাজকানাং ব্রাহ্মণ্যে পূজানিমিত্তো বিশেষো যথা, তথা নিগদানাং যজুর্লক্ষণোপেতত্বেন যজুষামেব সতাং পরপ্রত্যায়ননিমিত্ত উচ্চৈস্ত্বধর্মঃ। ততো মন্ত্রাণাং ত্রৈবিধ্যং সুস্থিতম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

নিগদস্য প্রকারান্তরত্বং নিরস্য যজুরন্তর্গতত্বং সিদ্ধান্তয়তি। পরপ্রত্যায়নার্থা ইত্যাদি। কর্ম্মবিশেষে অপরেষাং জ্ঞানবিশেষস্য উদ্বোধকাঃ মন্ত্রাঃ নিগদা ইতি। উপাংশু যজুষেত্যাদি। কর্ম্মানুষ্ঠানে যজুর্নামকমন্ত্রস্যোচ্চারণং উপাংশু অনুচ্চস্বরং কর্ত্তব্যম্। নিগদোচ্চারণমুচ্চৈঃ কর্ত্তব্যমিতি। সিদ্ধান্তে তক্রকৌণ্ডিন্যন্যায়স্য গোবৃষন্যায়স্য বা প্রবেশঃ।

... ...

অনুবাদ (২।১।১৩)

১. ঋক্, সাম ও যজুঃ—মন্ত্রের এই তিনটি বিভাগের লক্ষণ বলা হইয়াছে। 'প্রোক্ষণীরাসাদয়' ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্রকে 'নিগদ' বলা হয়। সম্প্রতি নিগদের বিচার করা যাইতেছে।

২. 'প্রোক্ষণীরাসাদয়' প্রভৃতি মন্ত্রগুলিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. এই নিগদগুলি ঋগাদি বিভাগত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত কি না—ইহাই সংশয়।

৪. 'প্রোক্ষণীরাসাদয়' (প্রোক্ষণী গ্রহণ কর), 'ইধ্মং বর্হিরুপসাদয়' (কাষ্ঠ এবং কুশ অগ্রে আন), 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' (হে অগ্নীৎ, অগ্নিসমূহ বিস্তৃত কর), 'বর্হিস্তৃণীহি' (কুশ বিছাও), প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক মন্ত্রকে নিগদ বলে। নিগদগুলি পাদবদ্ধ নহে। অতএব এইগুলি ঋক্‌ভাগের অন্তর্গত হইবে না। গেয় নহে বলিয়া এইগুলিকে সামও বলা চলে না। এইগুলিকে যজুঃ বলিবারও উপায় নাই। যদিও যজুর ন্যায় নিগদও

১ পরসংবোধনার্থা—খ

অবিচ্ছিন্নভাবে (প্রশ্লিষ্ট) পঠিত হয়, তথাপি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রুতি হইতে জানা যায়—যজুর্ম্মন্ত্র উপাংশু (অনুচ্চ স্বরে) উচ্চারণ করিতে হয় এবং নিগদ-মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয়। অতএব যজুঃ ও নিগদের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকায় উভয় মন্ত্র এক নহে। এইহেতু নিগদকে চতুর্থপ্রকার মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৫. নিগদগুলি যজুর্ম্মন্ত্রেরই অন্তর্গত। যেহেতু যজুর লক্ষণ নিগদেও সঙ্গত হইতেছে। প্রশ্লিষ্ট-পঠিতত্বই যজুর লক্ষণ। ঋক্ এবং সামের মধ্যে প্রশ্লিষ্ট-পঠিতত্ব নাই, পরন্তু নিগদে এই লক্ষণটি সঙ্গত হইতেছে। এইহেতু যজুর্মন্ত্র এবং নিগদ একই। পূর্ব্বপক্ষে যজুঃ এবং নিগদের যে ধর্ম্মভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। যথা—'ব্রাহ্মণগণকে বাড়ীর বাহিরে বসাইয়া ভোজন করাও, আর পরিব্রাজকগণকে ভিতরে বসাও'—এইরূপে ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকের পৃথক্ উল্লেখ করা হইলেও বাস্তবিক পক্ষে পৃথক নহে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের সন্ন্যাসের অধিকার না থাকায় পরিব্রাজকও ব্রাহ্মণ। সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরিব্রাজকের পরিব্রজ্যা-রূপ (সন্ন্যাস) বিশেষ একটি গুণ আছে—এই মাত্র বুঝিতে পারা যায়। এইস্থলে যজুঃ ও নিগদের ধর্ম্মভেদ এইভাবেই বুঝিতে হইবে। নিগদ যজুর্ম্মন্ত্রেরই অন্তর্গত। যজুর ন্যায় নিগদও যদি অনুচ্চ স্বরে উচ্চরিত হয়, তবে অপরের (সম্বোধিতের) বোধ হইতে পারে না বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয়। উচ্চৈঃস্বরে পঠিত যজুকেই নিগদ বলে। 'নি' শব্দের অর্থ প্রকর্ষ, এবং 'গদ' শব্দের অর্থ ভাষণ বা পাঠ। সুতরাং নিগদ শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ। পরন্তু উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হয় বলিয়াই নিগদ যজুর্ম্মন্ত্র হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে না। একপ্রকার যজুর্মন্ত্রের নামই নিগদ।

(চতুর্দশ একবাক্যত্বলক্ষণাধিকরণে সূত্রম্)

অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ॥৪৬॥

চতুর্দশাধিকরণমারচয়তি—

দেবস্য ত্বেতি বাক্যস্য ভিন্নত্বমথবৈকতা।
ঐক্যপ্রযোজকস্যাত্র দুর্বোধত্বেন ভিন্নতা ॥২৯॥
বিভাগে সতি সাকাঙ্ক্ষস্যৈকার্থত্বং প্রযোজকম্।
তস্মাদ্ বাক্যৈক্যমেতেন যজুরন্তোঽবধার্যতে[১] ॥৩০॥

---

১ ০ধার্য্যতাম্——গ

দর্শপূর্ণমাসয়োরাম্নায়তে—'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণোঃ হস্তাভ্যাং, অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি' ইতি। তত্র বাক্যানি ভিন্নানি ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ, একত্বনিয়ামকস্য দুর্বোধত্বাৎ। অর্থৈক্যং বাক্যৈক্যে প্রযোজকমিতি চেৎ, ন। একস্মিন্ পদেঽতিব্যাপ্তেঃ। পদসমূহস্য বাক্যত্বে সমূহানামত্র বহূনাং সম্ভবাদ্ বাক্যভেদঃ স্যাদিতি চেৎ—নৈবং। 'যদ্বিভাগে সাকাঙ্ক্ষমবিভাগে চৈকার্থং তদেকং বাক্যম্' ইতি প্রযোজকস্য বোদ্ধুং শক্যত্বাৎ। 'বিভাগে সাকাঙ্ক্ষম্' ইত্যুক্তে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। 'স্যোনং তে সদনং কৃণোমি ঘৃতস্য ধারয়া সুসেবং কল্পয়ামি, তস্মিন সীদামৃতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমানঃ' ইত্যত্র 'তস্মিন্' ইত্যাদি পদসমূহস্য বিভাগে সতি প্রকৃতবাচিতচ্ছব্দার্থ-নির্ণয়ায় পূর্বপদসমূহসাকাঙ্ক্ষত্বমস্তি, অতস্তদ্ব্যবচ্ছেত্তুং 'একার্থম্' ইত্যুচ্যতে। ন হি তত্রৈকার্থত্বমস্তি[1]—পূর্বসমূহস্য সদনকরণমর্থঃ, উত্তরসমূহস্য পুরোডাশপ্রতিষ্ঠাপনম্। স্যোনং সমীচীনম্। সুসেবং সুষ্ঠু সেবিতুং যোগ্যম্। মেধ সারভূতপুরোডাশেত্যর্থঃ। অত্র দ্বয়োঃ সমূহয়োর্বাক্যদ্বয়মুভয়বাদিসিদ্ধম্[2], তৎ[3] 'একার্থম্' ইত্যনেন ব্যাবর্ত্যতে। 'একার্থম্' ইত্যুক্তেঽতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। 'ভগো বাং বিভজতু, পূষা বাং বিভজতু' ইত্যনয়োর্বিভজনমন্ত্রত্বেন[4] সম্মতয়োঃ পদসমূহয়োস্তাৎপর্যবিষয়স্য দ্রব্যবিভাগরূপস্যার্থ-স্যৈকত্বাৎ তদ্ব্যবচ্ছেত্তুং 'বিভাগে সাকাঙ্ক্ষম্' ইত্যুক্তম্। প্রকৃতে তু 'অগ্নয়ে জুষ্টম্' ইত্যাদি-সমূহে পৃথক্কৃতে পূর্বো 'দেবস্য ত্বা' ইতি সমূহঃ সাকাঙ্ক্ষো ভবতি। একীকৃতে তু কৃৎস্নস্যৈক এব নির্বাপোঽর্থঃ। এতেনৈকবাক্যত্বনির্ণয়েনানিয়তপরিমাণস্য যজুষোঽব-সানং নিশ্চেতুং শক্যম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রশ্লিষ্টপাঠমন্ত্রাণাং যজুষ্ট্বং নিরূপিতম্। মন্ত্রস্য কিয়তা অংশেন যজুষঃ সমাপ্তিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামেকবাক্যত্বং নিরূপয়তি। যাগোপকারাদ্ যজুরিতি ব্যুৎপত্তিঃ। যাবতা পদসমূহেন ইজ্যতে স যজুরিতি। একমাত্রভাবনা-বিশিষ্টত্বমেকবাক্যত্বমিত্যপি কেচিৎ।

... ...

অনুবাদ (২।১।১৪)

১. প্রশ্লিষ্টপাঠযুক্ত মন্ত্রভাগকে যজুঃ বলা হয়—এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, কতটুকু অংশে এক একটি যজুঃ স্থির করা হইবে। এই বিষয়েই বিচার করা যাইতেছে।

---

১ তত্রৈকার্থমস্তি—গ
২ পদসমূহয়োর্বাক্যদ্বয়ত্বমু০—খ
৩ তদেতৎ—গ
৪ ০বিভিন্নমন্ত্রত্বেন—খ

২. 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি—' এইপ্রকারের যজুর্মন্ত্র বিচার্য্য বিষয়।

৩. এইস্থলে একটি বাক্য, না একাধিক বাক্য আছে—ইহাই সংশয়।

৪. এইস্থলে একাধিক বাক্য আছে। ইহাকে এক বাক্য বলিয়া মনে করিবার মত কোন হেতু নাই। 'একমাত্র অর্থের বোধককে একই বাক্য বলা হয়'—এইরূপে স্থির করিলে পদে অতিব্যাপ্তি হইয়া থাকে। যেহেতু পদ একমাত্র অর্থেরই বোধক। যদি বল, পদসমূহকে বাক্য বলা হইবে—তবে উদাহৃত স্থলে অনেকগুলি পদসমূহ থাকায় অনেকগুলি বাক্য বলাই সঙ্গত। সুতরাং পদসমূহকে এক একটি বাক্য বলিয়া স্থির কারিবার অনুকূলে কোন নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৫. এক একটি বাক্যকেই এক একটি যজুঃ বলিতে হইবে। যে পদসমূহ একটি সমগ্র অর্থকে প্রকাশ করিয়া একই প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে, অথচ যে পদসমূহকে বিভক্ত করিয়া ফেলিলে বিভাগগুলি পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত (একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল) হইয়া পড়ে, সেই পদসমূহকেই একটি বাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি আলোচ্য মন্ত্রটি একটি যজুঃ। যেহেতু এই মন্ত্র হইতে একটিমাত্র অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। যদি ইহার অংশবিশেষকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তবে অপর পদসমূহ সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে। পরন্তু সমস্ত মন্ত্রটিকে একই যজুঃ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না। সম্পূর্ণ মন্ত্রটিই নির্ব্বাপার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ'—এই সূত্রই একবাক্যতার লক্ষণ। এই সূত্রের অর্থ—যে পদসমূহ একটি অর্থ প্রকাশ করে এবং একটি প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে, অথচ পদসমূহকে পৃথক্ করিলে বিভক্ত অংশগুলি পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়, তাহাই এক বাক্য। লক্ষণের 'সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ'--শুধু এই অংশকে একবাক্যতার লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে 'স্যোনং তে সদনং কৃণোমি ঘৃতস্য ধারয়া সুসেবং কল্পয়ামি তস্মিন্ সীদামৃতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমানঃ'—এই সমগ্র অংশটিও একটি বাক্য হইয়া পড়ে। পরন্তু এই অংশে দুইটি বাক্য রহিয়াছে। 'স্যোন হইতে কল্পয়ামি' পর্য্যন্ত এক বাক্য এবং 'তস্মিন্' হইতে শেষ পর্য্যন্ত অপর বাক্য। এই দুই বাক্যের পূর্ব্ব বাক্যের অর্থ পুরোডাশের স্থান করা এবং পরবাক্যের অর্থ—সেই স্থানে পুরোডাশকে স্থাপন করা। অতএব 'স্যোনং তে' ইত্যাদি স্থলের অর্থৈকত্ব না থাকিলেও পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত এই বাক্যের আকাঙ্ক্ষা থাকায় পাছে উভয়ে একই বাক্যরূপে প্রতীত হয়, এইহেতু 'অর্থৈকত্বাৎ' এই পদটি লক্ষণে নিবেশ করিতেই হইবে। যদি বলা হয়—'অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং'—তাহা হইলে 'ভগো বাং বিভজতু,'

'পূষা বাং বিভজতু'—ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যগুলিও একই বাক্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কারণ এই বাক্যগুলির প্রত্যেকেই একই বিভজন-রূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। পরন্তু 'সাকাঙ্ক্ষং চেৎ' ইত্যাদি অংশটিকে লক্ষণে যোগ করিলে আর এইপ্রকার অতি-ব্যাপ্তি হইতে পারে না। যেহেতু এই বাক্যগুলির একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল নহে, সেইহেতু পরস্পর একবাক্যতা হইবে না।

আলোচিত অধিকরণটির বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অনুষ্ঠানে মন্ত্রের উচ্চারণের বেলা যে-পরিমাণ অংশকে একটি যজু বলিয়া স্থির করা হইবে, সেই পরিমাণ অংশ একটানা পাঠ করিতে হইবে, কিয়দংশ পাঠ করিলে চলিবে না।

(পঞ্চদশে বাক্যভেদাধিকরণে সূত্রম্)

সমেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ ॥৪৭॥

পঞ্চদশাধিকরণমারচয়তি—

ইষে ত্বাদির্মন্ত্র একো ভিন্নো বৈকঃ ক্রিয়াপদে।
অসত্যর্থাস্মারকত্বাদেকাদৃষ্টস্য কল্পনাৎ ॥৩১॥
ছেদনে মার্জনে চৈতৌ বিনিযুক্তৌ ক্রিয়াপদে।
অধ্যাহৃতে স্মারকত্বান্মন্ত্রভেদোঽর্থভেদতঃ ॥৩২॥

'ইষে ত্বোর্জে ত্বা' ইতি শ্রূয়তে। সোঽয়ং পদসমুদায় একো মন্ত্রঃ। কুতঃ—অস্য মন্ত্রস্যাদৃষ্টত্বে ত্বেকস্যৈবাদৃষ্টস্য কল্পনে লাঘবাৎ। ন চ 'উরু প্রথস্ব' ইত্যাদিমন্ত্রবদনুষ্ঠেয়ার্থ-স্মারকত্বং সম্ভবতি, ক্রিয়াপদাভাবেন তদর্থপ্রতীত্যভাবাৎ ইতি প্রাপ্তে—ক্রমঃ, 'ইষে ত্বেতি ছিনত্তি, উর্জে ত্বেত্যনুমাষ্টি[1]' ইতি পলাশশাখায়াশ্ছেদনমার্জনয়োরেতৌ বিনিযুক্তৌ ততস্তদনুসারেণ 'ছিনদ্মি' ইতি[1] ক্রিয়াপদেঽধ্যাহৃতে সত্যনুষ্ঠেয়ার্থস্মারকত্বাদর্থভেদেন বাক্যভেদাদ্ যজুর্মন্ত্রভেদঃ। 'ইষ্যমাণায়ান্নায় ভোঃ পলাশশাখে ত্বা ছিনদ্মি' 'উর্জে রসায় বলায় বা ত্বামনুমার্জ্মি' ইত্যর্থভেদঃ। এবম্ 'আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্' 'প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্' ইত্যাদৌ কৢপ্তিসামান্যরূপস্যার্থস্যৈকত্বেঽপ্যায়ুরাদিভির্ভিন্নত্বাদর্থভেদবাক্যভেদ-য়োঃ স্পষ্টত্বাৎ। 'কৢপ্তীর্বাচয়তি' ইতি কৢপ্তিবহুত্বস্য চোদিতত্বাচ্চ যজুর্ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥

…　　　…　　　…

---

১ অনুমার্জ্মীত্যেবং—খ

টিপ্পনী

মিথ আকাঙ্ক্ষারহিতানাং ভিন্নার্থকানাং যজুর্মন্ত্রাণাং পৃথক্ বাক্যত্বমিতি নিরূপয়তি। ইদমধিকরণং পূর্ব্বাধিকরণস্যাপবাদস্বরূপম্। অতঃ সমানমেব প্রয়োজনম্।

... ...

অনুবাদ ২।১।১৫

১. যজুর্মন্ত্রের একবাক্যতার বিষয় বলা হইয়াছে। কিরূপ স্থলে বাক্যভেদ হয়, সম্প্রতি তাহাই আলোচিত হইতেছে।

২. 'ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য বিচারের বিষয়।

৩. 'ইষে ত্বা' ইত্যাদি পদসমুদয় একই বাক্য অথবা একাধিক বাক্য—ইহাই সংশয়।

৪. এইরূপ স্থলে একই বাক্য হইবে। 'ইষে ত্বা' এবং 'ঊর্জ্জে ত্বা'—এই দুইটি বাক্যকে পৃথক্ বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মরণ যে হয়, তাহা নহে। এইহেতু মন্ত্রটিকে শুধু অদৃষ্টার্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অদৃষ্ট কল্পনার বেলা যে কল্পনাতে লাঘব হইবে সেই কল্পনাই করা সঙ্গত। 'ইষে ত্বা' ও 'ঊর্জ্জে ত্বা' এই দুইটিকে যদি পৃথক্ দুইটি বাক্যরূপে কল্পনা করা হয়, তবে দুইটি অদৃষ্টের কল্পনা করিতে হয়। এরূপ করিলে 'কল্পনাগৌরব' দোষ হইয়া থাকে। এই কারণে পদসমূহকে একই বাক্য বলা উচিত।

৫. 'ইষে ত্বা' এবং 'ঊর্জ্জে ত্বা' এই পদসমূহের অর্থ এক নহে বলিয়া এই স্থলে একবাক্যতা হইতে পারে না। যে-স্থলে বাক্যগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ এবং বিভিন্ন অর্থের প্রকাশক, সেইস্থলে বাক্যগুলিকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। যদিও শুধু 'ইষে ত্বা' এবং 'ঊর্জ্জে ত্বা' এই অংশের দ্বারা অনুষ্ঠেয় কোনও কর্ম্মের স্মরণ হইতেছে না, তথাপি 'ইষে ত্বেতি ছিনত্তি, ঊর্জ্জে ত্বেতি অনুমাষ্টি' ('ইষে ত্বা' মন্ত্রে পলাশশাখা ছেদন করিবে, 'ঊর্জ্জে ত্বা' মন্ত্রে ঐ শাখাকে অনুমার্জ্জন করিবে) এইরূপ বিনিয়োগের বচন থাকায় 'ছিনদ্মি' এবং 'অনুমার্জ্মি' এই দুইটি ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিলে দুইটি মন্ত্র দুইটি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের (ছেদন ও মার্জ্জন) স্মারক হইয়া থাকে। 'ইষে ত্বা ছিনদ্মি' ও ঊর্জ্জে ত্বানুমার্জ্মি' (হে পলাশশাখে, আমি ঈপ্সিত অন্নের নিমিত্ত তোমাকে ছেদন করিতেছি এবং রসের বা বলের নিমিত্ত তোমার অনুমার্জ্জন করিতেছি।) এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিলে দুইটি কর্ম্মেরই স্মরণ হইয়া থাকে। ছেদন এবং

অনুমার্জ্জন পরস্পর বিভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া এই উভয় কর্ম্মের প্রকাশক মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যেও একবাক্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এই দুইটি বাক্য পৃথক্—ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ 'আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং' ইত্যাদি প্রয়োগে 'কৢপ্তীর্বাচয়তি' (কৢপ্ ধাতুযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে) এই বিনিয়োগ-বাক্যে বহুবচন থাকায় 'কৢপ্'-ধাতুবিশিষ্ট মন্ত্রের অনেকত্ব জানা যাইতেছে। 'আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং' ইত্যাদি মন্ত্রকে যদি একটি বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এই মন্ত্রেরও একত্বই স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু বিনিয়োগ-বাক্যে 'কৢপ্'-ধাতুযুক্ত অনেক-গুলি মন্ত্র পাঠের বিধান পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক বাক্যে যদিও 'কৢপ্-ধাতুর একই অর্থ, তথাপি আয়ুঃ, প্রাণ প্রভৃতির ভেদ আছে বলিয়া বাক্য এবং অর্থ ভিন্নই হইবে। অতএব এই স্থলেও মন্ত্রভেদ বা যজুর্ভেদ স্বীকার্য্য।

(ষোড়শে অনুষঙ্গাধিকরণে সূত্রম্)

অনুষঙ্গো বাক্যসমাপ্তিঃ সর্ব্বেষু তুল্যযোগিত্বাৎ॥৪৮॥

ষোড়শাধিকরণমারচয়তি—

যা তে অগ্নে রজেত্যধ্যাহারো যদ্বানুষঞ্জনম্।
তনূরিত্যন্যশেষত্বাদধ্যাহারোঽত্র লৌকিকঃ ॥৩৩॥
বেদাকাঙ্ক্ষা পূরণীয়া বেদেনেত্যনুষঞ্জনম্।
অন্যশেষোঽপি বুদ্ধিস্থো লৌকিকস্তু ন তাদৃশঃ ॥৩৪॥

জ্যোতিষ্টোম[1] উপসদ্ধোমেষ্বেবমাম্নায়তে—'যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা[2] গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা। যা তে অগ্নে রজাশয়া, যা তে অগ্নে হরাশয়া' ইতি। অয়মর্থঃ—অয়সা রজতেন হিরণ্যেন চ নির্ম্মিতা অগ্নেস্তিস্রস্তনবঃ, তাস্বাদ্যা যেয়মুক্তা তনূঃ সাতিশয়েন বৃদ্ধা গহ্বরে তীক্ষ্ণে দ্রব্যে লোহেঽ-বস্থিতা[3] তয়া তন্বা ক্ষুৎপিপাসে উপপাতকম্, বীরহত্যাদি মহাপাতকঞ্চ হতবানস্মি[4]' ইতি। তথা চ ব্রাহ্মণম্—'যদুগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহেতি। অশনায়াপিপাসে হবা উগ্রং বচঃ, এনশ্চ বৈরহত্যং চ ত্বেষং বচঃ' ইতি। তত্র স্বাহান্তঃ প্রথমো মন্ত্রঃ সম্পূর্ণবাক্যত্বান্নিরাকাঙ্ক্ষঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োরাকাঙ্ক্ষাং পূরয়িতুমুচিতো

---

১ জ্যোতিষ্টোমে হি—গ
২ তনূর্বরিষ্ঠা—গ
৩ ০ঽবসিতা—গ
৪ হতবানসি—থ

লৌকিকো বাক্যশেষোঽধ্যাহর্তব্যঃ। ন হি 'তনূর্বর্ষিষ্ঠা[১]' ইত্যাদি ভাগস্তয়োরন্বেতুং যোগ্যঃ, তস্য প্রথমমন্ত্রশেষত্বাৎ—ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈদিকয়োর্মন্ত্রয়োরাকাঙ্ক্ষা বৈদিকেনৈব বাক্যশেষেণ পূরণীয়া। ততঃ তনূর্বর্ষিষ্ঠা[২] ইত্যাদিভাগ উত্তরয়োর্মন্ত্রয়োরনুষজ্যতে। যদ্যপ্যসাবন্যশেষঃ[৩], তথাপি বুদ্ধিস্থঃ সন্ কল্পনীয়াদধ্যাহারাৎ সন্নিকৃষ্যতে। তস্মাৎ অনুষঙ্গঃ কর্তব্যঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

যজুর্নিরূপণান্তরে বাক্যশেষসাপেক্ষাণাং মিথঃ সন্নিহিতানাং বাক্যানাং বাক্যশেষেণ সহ অন্বয়ং প্রদর্শয়িতুং অনুষঙ্গং নির্ব্বক্তি। পদান্তরেণান্বিতস্য নিরাকাঙ্ক্ষস্য পদস্য পুনরপি পদান্তরেণান্বয়ঃ অনুষঙ্গঃ। 'যা তে অগ্ন ইত্যাদি' শ্রুতৌ প্রধানং বাক্যত্রিতয়ং বিদ্যতে। 'যা তে অগ্নেঽয়াশয়া, ইত্যেকম্, 'যা তে অগ্নে রজাশয়া' ইত্যপরম্, 'যা তে অগ্নে হরাশয়া' ইত্যপ্যন্যৎ। 'তনূর্ব্বরিষ্ঠা' ইত্যাদি বাক্যশেষঃ। অধ্যাহারাদিতি। বাক্যস্য আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তয়ে অশ্রুতপদস্য কল্পনা অধ্যাহারঃ।

... ...

অনুবাদ ২।১।১৬

১. যে-স্থলে বাক্যশেষের উপর নির্ভরশীল পরস্পর সন্নিহিত অনেকগুলি বাক্য থাকিবে, অথচ বাক্যশেষটি শুধু একটি বাক্যের পরে একবারমাত্র পঠিত হইবে, সেই স্থলে কিভাবে যজুঃপরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে—ইহাও যজুঃপরিমাণের বিচার-প্রসঙ্গে বিচারণীয়।

২. 'যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা উগ্রং বচো অপাবধীৎ ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা। যা তে অগ্নে রজাশয়া যা তে অগ্নে হরাশয়া'—ইত্যাদি বাক্য বিচার্য্য বিষয়।

৩. উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে 'যা তে অগ্নে অয়াশয়া', যা তে অগ্নে রজাশয়া' এবং 'যা তে অগ্নে হরাশয়া' এই তিনটি শেষী অর্থাৎ প্রধান বাক্য। 'তনূর্বর্ষিষ্ঠা—অপাবধীৎ স্বাহা'—এই অংশটি বাক্যশেষ। অথচ এই অংশটি 'যা তে অগ্নে অয়াশয়া' এই প্রথম বাক্যটির পরেই পঠিত হইয়াছে। এইস্থলে সংশয় এই যে, এই বাক্যশেষটিকে কি অপর দুইটি সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের সহিতও যোগ করিয়া সেই বাক্যগুলিকে নিরাকাঙ্ক্ষ

১ ০বরিষ্ঠা—গ
২ ০বরিষ্ঠা—গ
৩ ০বন্যমন্ত্রস্য শেষঃ—খ, গ

করিতে হইবে, অথবা অপর কোনও লৌকিক বাক্যশেষের অধ্যাহার করিয়া সেই সাকাঙ্ক্ষ বাক্যদ্বয়ের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে।

যে-পদ একবার কোনও পদের সহিত অন্বিত হইয়া নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে, সেই পদের পুনরায় পদান্তরের সহিত অন্বয়ের নাম অনুষঙ্গ। আর আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণের নিমিত্ত অশ্রুত পদের যে কল্পনা করিতে হয়, তাহাকে অধ্যাহার বলে।

ফলতঃ সংশয় এই দাঁড়াইল যে, আলোচ্য স্থলে অনুষঙ্গ হইবে, না অধ্যাহার হইবে।

৪. 'তনূর্বর্ষিষ্ঠা— স্বাহা' এই বাক্যশেষটি 'যা তে অগ্নে অয়াশয়া' এই প্রথম বাক্যটির সহিত অন্বিত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রথম বাক্যটির পরে পঠিত হইয়াছে বলিয়া এই বাক্যশেষটি শুধু প্রথম বাক্যেরই শেষরূপে (অঙ্গ) গৃহীত হইবে। পরন্তু যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যটি সাকাঙ্ক্ষ, তথাপি উহাদের সহিত সেই বাক্যশেষটি অন্বিত হইবে না। যেহেতু বাক্যশেষটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের পরে পঠিত হয় নাই। সুতরাং অপর কোনও লৌকিক পদের অধ্যাহার করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিতে হইবে।

৫. সম্ভবপর স্থলে বৈদিক পদের অনুষঙ্গ করিয়াই সাকাঙ্ক্ষ বৈদিক বাক্যের পূর্ণতা সাধন করিতে হয়, পরন্তু সেরূপ স্থলে অধ্যাহৃত লৌকিক পদকে আদর করিতে নাই। কারণ সেরূপ স্থলে লৌকিক পদ অধ্যাহার করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। উল্লিখিত বাক্যশেষটি প্রথমতঃ বুদ্ধির গোচর হয় বলিয়া অধ্যাহার্য্য পদ অপেক্ষা অবশ্যই সন্নিহিত। অতএব এই বাক্যশেষের অনুষঙ্গ করিয়াই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে।

সপ্তদশাধিকরণমারচয়তি[১]—

নানুষঙ্গোঽনুষঙ্গো বাঽচ্ছিদ্রেণেত্যস্য শেষিণৌ।
চিৎপতিস্ত্বেত্যনাকাঙ্ক্ষাবতো নাত্রানুষজ্যতে ॥৩৫॥
করণত্বং ক্রিয়াপেক্ষং ক্রিয়া চৈকা পুনাত্বিতি।
মন্ত্রত্রয়েঽতস্তদ্দ্বারা সর্বশেষোঽনুষজ্যতে ॥৩৬॥

জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে পঠ্যতে—'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু' 'বাকপতিস্ত্বা পুনাতু' দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ' ইতি। তত্র তৃতীয়মন্ত্রশেষঃ

১ 'বর্ণকান্তরমারচয়তি' ইতি তু যুক্তম্। অতএব শাবরভাষ্যশাস্ত্রদীপিকয়োরপাস্যার্থস্য ষোড়শাধিকরণোদাহরণত্বমেবাঙ্গীকৃতম্।

'অচ্ছিদ্রেণ'—ইত্যাদিভাগঃ প্রথম-দ্বিতীয়য়োর্মন্ত্রয়োর্নানুষজ্যতে। কুতঃ—নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। ন হি 'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু' 'বাক্পতিস্ত্বা পুনাতু' ইত্যনয়োঃ শেষিণোঃ সম্পূর্ণ-বাক্যয়োঃ কাচিচ্ছেষাকাঙ্ক্ষাস্তি— ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'মা ভূচ্ছেষিণোরাকাঙ্ক্ষা, তথাপি শেষস্যাকাঙ্ক্ষা অস্তি' ইতি। 'পবিত্রেণ রশ্মিভিঃ' ইত্যুক্তং করণত্বং হি ক্রিয়ামপেক্ষতে। ক্রিয়া চ পুনাতু' ইত্যেষা ত্রিষ্বপি মন্ত্রেষ্বেকা। তয়া ক্রিয়য়া সংবদ্ধঃ শেষঃ ক্রিয়াদ্বারা তৃতীয়মন্ত্রে নিরপেক্ষেঽপি যথাঽন্বেতি তথা পূর্বয়োরপ্যন্বেতুমর্হতি। তস্মাৎ অস্ত্যনুষঙ্গঃ॥

... ...

টিপ্পনী

ভাষ্যকারমতেন বর্ণকান্তরমারচয়তি। নিরাকাঙ্ক্ষাণাং প্রধানবাক্যানাং মধ্যে কস্যচিৎ বাক্যস্য পরতো যদি বাক্যশেষঃ স্যাত্তর্হি তচ্ছেষস্য সর্ব্বৈরেব বাক্যৈরন্বয়ঃ। তত্রানুষঙ্গ এব স্যাদ্ বাক্যশেষস্য।

... ...

অনুবাদ (২।১।১৭)

১. অনুষঙ্গের আরও একটি স্থলের আলোচনা করা হইতেছে।

২. 'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু'—ইত্যাদি মন্ত্র বিচার্য্য।

৩. 'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু, বাক্পতিস্ত্বা পুনাতু, দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' এই স্থলে 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' এই অংশটি বাক্যশেষ। সন্দেহ এই যে, এই বাক্যশেষটি 'দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু' এই প্রধান বাক্যের পরে অবস্থিত বলিয়া শুধু কি সেই বাক্যের শেষরূপেই গৃহীত হইবে, না 'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু' এবং 'বাক্পতিস্ত্বা পুনাতু' এই দুইটি বাক্যের সহিতও অনুষঙ্গ করিয়া বাক্যশেষটির অন্বয় করিতে হইবে।

৪. 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ' ইত্যাদি বাক্যশেষটি প্রথম এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত অন্বিত হইবে না। কারণ বাক্যগুলির কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকায় পূর্ণতা সাধনের নিমিত্ত পদান্তরের অপেক্ষা নাই। অতএব অনুষঙ্গ নিষ্প্রয়োজন।

৫. আলোচ্য স্থলে প্রধান বাক্যগুলির আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও 'অচ্ছিদ্রেণ' ইত্যাদি শেষ বাক্যটিতে করণ-বিভক্তির প্রাধান্য রহিয়াছে। করণ ক্রিয়াসাপেক্ষ। উক্ত স্থলে প্রধান বাক্যের 'পুনাতু' এই ক্রিয়া-পদের দ্বারা করণ-বিভক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। 'পুনাতু' এই ক্রিয়াটি তিনটি মন্ত্রেই রহিয়াছে। এইহেতু 'দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু'—এই অন্তিম বাক্যের সহিত যেমন বাক্যশেষের অন্বয় হইবে সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি বাক্যের সহিতও অন্বয় হইবে। কারণ তিনটি বাক্যে অবস্থিত 'পুনাতু' এই

ক্রিয়ার সহিত একই কালে করণবিভক্তি-বিশিষ্ট বাক্যশেষটির অন্বয় হইবে। সাকাঙ্ক্ষ পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত পূর্ব্ব-পঠিত বাক্যশেষের অনুষঙ্গ হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বাধি-করণে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই অধিকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যের সহিতও পর-পঠিত সাকাঙ্ক্ষ বাক্যশেষের অনুষঙ্গ হইয়া থাকে।

ভাষ্যকারমতে এই অধিকরণও ষোড়শাধিকরণের অপর বর্ণক বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অধিকরণও অনুষঙ্গাধিকরণ নামে পঠিত।

(অষ্টাদশে ব্যবেতানমুষঙ্গাধিকরণে সূত্রম্)

ব্যব(বা)য়ান্নানুষজ্যেত ॥৪৯॥

অষ্টাদশাধিকরণমারচয়তি—

গচ্ছতামিতি শব্দস্যানুষঙ্গোঽস্তি ন বোপরি।
সং যজ্ঞপতিরিত্যত্র যোগ্যত্বাৎ সোঽস্তি পূর্ববৎ ॥৩৭॥
তদেকবচনং মধ্যমন্ত্রেঽঙ্গানীত্যনেন হি।
নান্বেতি তদ্ব্যবায়েন নোপর্যপ্যনুষজ্যতে ॥৩৮॥

অগ্নীষোমীয়পশৌ শ্রূয়তে—'সং তে প্রাণো বাতেন গচ্ছতাম্, সমঙ্গানি যজত্রৈঃ, সংযজ্ঞপতিরাশিষা' ইতি। অয়মর্থঃ—ভোঃ পশো, তব প্রাণো বাতেন বাহ্যেন বায়ুনা সংগচ্ছতাম্, তব হৃদয়াদ্যঙ্গানি যাগবিশেষৈঃ সংযুজ্যন্তাম্, যজ্ঞপতিরাশিষা সংযুজ্যতাম্' ইতি। তত্র 'যজ্ঞপতিঃ' ইত্যস্মিংস্তৃতীয়ে মন্ত্রে 'সম্' ইত্যুপসর্গস্য ক্রিয়াপদাকাঙ্ক্ষত্বাৎ প্রথমমন্ত্রগতস্য 'গচ্ছতাম্' ইতি পদস্যৈকবচনান্তস্য যজ্ঞপতিশব্দেনান্বেতুং যোগ্যত্বাৎ পূর্ববদ্ বুদ্ধিস্থত্বেন সন্নিহিতত্বাদাকাঙ্ক্ষাসন্নিধিযোগ্যতানাং সদ্ভাবেন ক্রিয়াপদমনুষজ্যতে—ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—মধ্যমমন্ত্রে বহুবচনান্তেন 'অঙ্গানি' ইত্যনেনান্বেতুমযোগ্যত্বাত্তদ্ ব্যবায়েন বুদ্ধিসন্নিধ্যভাবান্নাস্ত্যনুষঙ্গঃ। ততো দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োর্যথোচিতং বাক্যশেষোঽধ্যা-হর্তব্যঃ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

.. ..

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণস্যাপবাদরূপেণেহ ব্যবহিতস্য অননুষঙ্গত্বং নিরূপ্যতে। যথোচিতঃ বাক্যশেষঃ অধ্যাহর্ত্তব্য ইতি। দ্বিতীয়বাক্যে গচ্ছন্তাং, তৃতীয়বাক্যে গচ্ছতামিতি উহ্যম্। নতু অনুষঙ্গেন তৃতীয়বাক্যে গচ্ছতামিত্যস্য প্রাপ্তিঃ, দ্বিতীয়েন ব্যবহিতত্বাদিতি সিদ্ধান্তঃ।

... ...

অনুবাদ (২।১।১৮)

১. এই অধিকরণে পূর্ব্ব অধিকরণের ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'সং তে প্রাণো বাতেন গচ্ছতাং সমঙ্গানি যজত্রৈঃ সং যজ্ঞপতিরাশিষা' (হে পশো, তোমার প্রাণ বাহ্য বায়ুর সহিত মিলিত হউক, তোমার হৃদয়াদি অঙ্গসমূহ যাগ-বিশেষের সহিত মিলিত হউক এবং যজ্ঞপতি আশিষের সহিত যুক্ত হউন।) এই বাক্যই বিচার্য্য বিষয়।

৩. প্রথম বাক্যে পঠিত 'গচ্ছতাং' ক্রিয়াপদটির 'সংযজ্ঞপতিরাশিষা' এই অন্য বাক্যে অনুষঙ্গ হইবে কি না—এই সংশয়।

৪. পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মানুসারে বলিতে হইবে—এই স্থলেও অনুষঙ্গপূর্ব্বক অন্বয় করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ বাক্যের আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তিবশতঃ পূর্ব্ববাক্যস্থ 'গচ্ছতাং' এই ক্রিয়ারই পর-বাক্যে অন্বয় হওয়া উচিত।

৫. পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম এখানে খাটিবে না। 'গচ্ছতাং' এই ক্রিয়া-পদটি তৃতীয় বাক্যে অন্বিত হইতে পারে না। কারণ মধ্যস্থলে ব্যবধান রহিয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'অঙ্গানি' এই বহুবচনান্ত কর্ত্তৃপদ থাকায় 'গচ্ছতাং' এই ক্রিয়া-পদটির প্রত্যয়ের বিপরিণাম (পরিবর্ত্তন) করিয়া 'গচ্ছন্তাং' এইরূপে দ্বিতীয় বাক্যের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। অতঃপর 'গচ্ছতাং' এই ক্রিয়াপদটি আর তৃতীয় বাক্যের সন্নিহিত হইতে পারে না। কারণ 'গচ্ছন্তাং পদের দ্বারা ব্যবহিতই হইয়াছে। সেই কারণে প্রথম বাক্যের ক্রিয়াপদটিকে (গচ্ছতাং) তৃতীয় বাক্যে অনুষঙ্গপূর্ব্বক অন্বিত করা যাইবে না। পরন্তু অগত্যা এই স্থলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রয়োগযোগ্য বাক্যশেষের (গচ্ছন্তাং এবং গচ্ছতাং) অধ্যাহারই করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

(প্রথমে অন্যাপূর্বভেদাধিকরণে সূত্রম্)

শব্দান্তরে কর্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ ॥১॥

দ্বিতীয়পাদস্য প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

দদাতি যজতীত্যাদৌ ভাবনৈক্যমুতান্যতা[1]।
আখ্যাতৈক্যাত্তদেকত্বং ধাতুভেদোঽপ্রযোজকঃ ॥১॥
ধাতুভেদেন ভিন্নত্বমাখ্যাতে শ্রূয়তে ততঃ।
উৎপত্ত্যেকানুরক্তত্বাদ্ভিদ্যন্তে ভাবনা মিথঃ ॥২॥

ইহৈকপ্রকরণগতান্যপর্যায়ধাতুনিষ্পন্নান্যাখ্যাতানি যজতি, দদাতি, জুহোতি ইত্যাদীন্যুদাহরণম্। তানি চৈবং শ্রূয়ন্তে—'সোমেন যজেত' 'হিরণ্যমাত্রেয়ায় দদাতি' 'দাক্ষিণানি[2] জুহোতি' ইতি। তেষু ভাবনাবাচিন আখ্যাতস্যৈকত্বাদ্ ভাবনায়া একত্বং যুক্তম্। ন চ ধাতুভেদাদ্ ভাবনাভেদঃ। তদ্বাচিত্বাভাবেন ধাতোস্তস্যামপ্রযোজকত্বাৎ--ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অস্ত্বাখ্যাতমেব ভাবনায়াঃ প্রযোজকম্। তচ্চাখ্যাতং প্রতিধাতু ভিন্নম্। ন হি বহূনাং ধাতূনামুপর্যেক আখ্যাতপ্রত্যয়ঃ শ্রূয়তে। নাপি ব্যাকরণে ধাতুসমূহাদেকমাখ্যাতং বিহিতম্। তত আখ্যাতানাং বহূনামেকৈকধাতুবিশেষানুরক্তত্বেনৈবোৎপন্নানাং ভাবনাবাচিত্বেন যাগদানহোমভাবনাঃ পরস্পরং ভিদ্যন্তে ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রমাণপরীক্ষানন্তরং প্রমেয়ং নির্ব্বক্তি। ধর্ম্মশ্চ প্রমেয়ঃ। ভাবনাভেদেনৈব ধর্ম্মস্য স্বরূপং ভিদ্যতে। অতো ভাবনাভেদ ইহ নিরূপ্যতে। অপর্য্যায়ধাতুনিষ্পন্নানি বিভিন্নার্থকধাতুনিষ্পন্নানীত্যর্থঃ। ভিন্নানুপূর্ব্বীকত্বে সত্যেকার্থবোধকত্বং হি পর্য্যায়ত্বম্। তদ্বাচিত্বাভাবেনেত্যাদি। ভাবনাবাচিত্বাভাবেনেত্যর্থঃ। ধাতোর্ন ভাবনাবাচকত্বম্, পরন্তু আখ্যাতমেব ভাবনাবাচকম্। পূর্ব্বোদাহৃতেষু যজেত দদাতি জুহোতীত্যাদিষু আখ্যাতস্য সমানত্বান্ন ভাবনা ভিদ্যন্ত ইতি পূর্ব্বপক্ষস্যাশয়ঃ। সিদ্ধান্তপক্ষে যাগদানহোমরূপবিভিন্নধাত্বর্থেন তত্তদবিশিষ্টভাবনাঃ অন্বিতাঃ পরস্পরং ভিদ্যন্তে। অতো যাগাদিভ্যস্ত্রীণি অপূর্ব্বাণি উৎপদ্যন্তে।

... ...

---

১ ০ন্যথা—খ, গ

২ দক্ষিণানি—গ

অনুবাদ (২।২।১)

১. প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য প্রমেয় ধর্ম্ম। ভাবনার ভেদের দ্বারাই ধর্ম্মের ভেদ সিদ্ধ হয়। এইহেতু ধর্ম্মের স্বরূপভেদ নিরূপণ করিতে যাইয়া ভাবনাভেদ অর্থাৎ ধর্ম্মের (যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের) ভেদ নিরূপণ করা হইতেছে। অপূর্ব্বের ভেদই ভাবনাভেদের ফল। এই কারণে প্রথম পাদে অপূর্ব্বের স্বরূপ নিরূপণ এবং তৎপ্রসঙ্গে আরও কোন কোন বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

২. আখ্যাত-প্রত্যয় হইতেই অপূর্ব্ব জানা যায়—এই আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। একই প্রকরণে যে-সকল ধাতু পরস্পর বিভিন্ন, সেইসকল ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত আখ্যাত-প্রত্যয় এবং ধাতুর অর্থই বিচার্য্য বিষয়।

৩. জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে শ্রুত হইয়াছে—'সোমেন যজেত,' 'হিরণ্যমাত্রেয়ায় দদাতি', 'দক্ষিণানি জুহোতি'। সংশয় এই যে, 'যজেত' 'দদাতি' এবং 'জুহোতি' প্রভৃতি প্রয়োগে 'যজ্' 'দা' 'হু' প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যে-সকল আখ্যাত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই-সকল আখ্যাত বিভিন্ন ভাবনার বাচক কি না।

৪. ধাতু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ভাবনার ভেদ হইবে না। কারণ ধাতুর অর্থ ভাবনার বাচক নহে, কিন্তু আখ্যাতই ভাবনার বাচক। সকল আখ্যাত হইতে একই ভাবনা, একই অপূর্ব্ব এবং একই কর্ম্মের বোধ হইয়া থাকে। অতএব আলোচ্য স্থলের তিনটি ভাবনাই একটিমাত্র অপূর্ব্বের বোধক।

৫. ধাত্বর্থের দ্বারাই ভাবনাসমূহকে পরস্পর ভেদ করা হয়। যদিও আখ্যাতই ভাবনার বাচক, তথাপি প্রত্যেক ধাতুর উত্তর বিহিত আখ্যাতগুলিও পরস্পর ভিন্ন। অনেকগুলি ধাতুর উত্তর একটিমাত্র আখ্যাতের প্রয়োগ কোথাও পাওয়া যায় না। ইহা ব্যাকরণসিদ্ধও নহে। পৃথক্ পৃথক্ ধাত্বর্থের দ্বারাই ভাবনাগুলি পরিচ্ছিন্ন (পরস্পর ভিন্ন বা সীমাবদ্ধ) হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ধাত্বর্থের সহিত যুক্ত বিভিন্ন আখ্যাত-প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আলোচ্য স্থলে যাগ, দান এবং হোম-বিষয়ক ভাবনা পরস্পর ভিন্ন। এইহেতু ঐসকল ভাবনা হইতে একটিমাত্র অপূর্ব্ব না জন্মিয়া তিনটি অপূর্ব্বই জন্মিবে। (অর্থাৎ ধাতুর ভেদ থাকিলেই ভাবনা এবং তদ্‌বোধিত অপূর্ব্বেরও ভেদ হইয়া থাকে।)

... ...

অত্র গুরুমতমাহ—

নিয়োগৈকত্বতঃ শাস্ত্রমভিন্নমিতি চেন্ন তৎ।
ধাতুভেদাচ্ছাস্ত্রভেদে নিয়োগো ভিদ্যতে বলাৎ ॥৩॥

'কর্মভেদচিন্তা নাধ্যায়ার্থঃ, কিন্তু শাস্ত্রভেদচিন্তা' ইতি গুরোর্মতম্। তত্র 'যজেত, দদ্যাৎ, জুহুয়াৎ' ইত্যেতেষু লিঙ্-প্রত্যয়বাচ্যস্য নিয়োগস্যৈকত্বাদ্ধাতূনাং নিয়োগবাচকত্বাভাবেনাপ্রযোজকত্বাদেকনিয়োগার্থং কৃৎস্নং শাস্ত্রমেকম্—ইতি পূর্বপক্ষঃ। প্রতিধাতু লিঙ্প্রত্যয়স্য ভিন্নত্বাদ্ধাত্বর্থানুবন্ধভেদেন তদ্বিশিষ্টে নিয়োগেঽপি[1] ভেদস্য বারয়িতুমশক্যতয়া নিয়োগানুসারি শাস্ত্রম্ ভিন্নমিতি সিদ্ধান্তঃ॥

... ...

অনুবাদ

প্রভাকরের মতে শাস্ত্রের অর্থাৎ বিধানের ভেদ প্রদর্শন করাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য, কর্ম্মের ভেদ প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে।

৪. 'যজেত' 'দদ্যাৎ' 'জুহুয়াৎ' প্রভৃতি প্রয়োগে আখ্যাতের একই অর্থ (নিয়োগ = ভাবনা) বলিয়া ধাতু বিভিন্ন হইলেও সকলগুলির একই অর্থ হইবে।

৫. বিভিন্ন ধাতুর সহিত যুক্ত আখ্যাতের নিয়োগ-রূপ অর্থও বিভিন্ন। অতএব শাস্ত্র অর্থাৎ বিধান প্রভৃতি পরস্পর ভিন্নই হইবে।

(দ্বিতীয়ে সমিধাদ্যপূর্বভেদাধিকরণে সূত্রম্)

একস্যৈবং পুনঃশ্রুতিরবিশেষাদনর্থকং হি স্যাৎ ॥২॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

সমিধো যজতীত্যাদাবেকত্বমুত ভিন্নতা।
ধাতুপ্রত্যয়য়োরৈক্যাদেকত্বং ভিন্নতা কুতঃ ॥৪॥
অভ্যাসাৎ কর্মভেদোঽত্র নামত্বান্ন বিধিগুর্ণে।
বিধিত্বং শ্রুতিতো ভাতি সন্নিধেরনুবাদতা ॥৫॥

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—'সমিধো যজতি' 'তনূনপাতং যজতি' 'ইড়ো যজতি' 'বর্হির্যজতি' 'স্বাহাকারং যজতি' ইতি। তত্র পঞ্চকৃত্বঃ শ্রূয়মাণে যজতিপদে পূর্বোক্তেষু 'যজতি,

---

১ নিয়োগোঽপি—গ

দদাতি' ইত্যাদি-পদেষ্বিব ধাতুভেদো নাস্তি, যেন ভাবনাভেদ আশঙ্ক্যেত। তস্মাদাখ্যা-তৈক্যপ্রযুক্তং ভাবনৈক্যমনিবার্যমিতি চেৎ, নৈবম্। যজতিপদাভ্যাসেন কর্মভেদাব-গমাৎ। কর্মৈকত্বেঽভ্যাসো নিরর্থকঃ স্যাৎ। অথোচ্যেত—'সমিধো যজতি' ইত্যনেন প্রথমশ্রুতেন বাক্যেন বিহিতং সমিন্নামকং যাগমুপরিতনৈশ্চতুর্ভির্যজতিপদৈরনূদ্য তনূন--পাদাদয়ো দেবতারূপা দ্রব্যরূপা বা গুণাশ্চত্বারো বিকল্পিতা বিধীয়ন্তে, ততোঽনু-বাদার্থত্বান্নাভ্যাসবৈয়র্থ্যমিতি। তন্ন, তনূনপাদাদিশব্দানাং যাগনামত্বেন গুণবিধিত্বা-ভাবাৎ। ন তাবদত্র দেবতাবিধিঃ, চতুর্থীতদ্ধিতয়োরশ্রবণাৎ। নাপি দ্রব্যবিধিঃ, তৃতীয়ান্তত্বাভাবাৎ[১]। ততঃ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদাবিব দ্বিতীয়ান্তানাং যুক্তং নামত্বম্। যত্তু—চতুর্ণামুপরিতনানাং যজতিপদানামনুবাদত্বম্[২]। তদসৎ। তেষাং বিধায়কত্বাৎ। যথা 'সমিধো যজতি' ইত্যত্র যজতিপদে বিধিত্বং শ্রুত্যা প্রতীয়তে, তথা অন্যেষ্বপি চতুর্ষু পদেষু বিধিত্বং শ্রৌতম্। অনুবাদত্বন্তু পুরোবাদরূপস্য 'সমিধো যজতি' ইত্যস্য সন্নিধিনাবগম্যতে। সন্নিধিশ্চ শ্রুতের্দুর্বলঃ। বিধিত্বে চ পূর্ববাক্যবিহিতস্য সমিন্নামকস্য যাগস্য পুনর্বিধানাযোগাত্তনূনপাদাদিনামকানি যাগান্তরাণি বিধীয়ন্তে। নন্বেবং সতি সংজ্ঞাভেদাৎ কর্মভেদঃ সম্পদ্যতে, ন ত্বভ্যাসাৎ। তথা সতি বক্ষ্যমাণেনা-ধিকরণেন সংকীর্যতে[৩]। নৈবম্। বৈষম্যাৎ। 'অথৈষ জ্যোতিঃ' ইত্যস্মিন্ বক্ষ্যমাণোদাহরণে যাগাবগমাৎ প্রাগেব সংজ্ঞাত্বাবগমাৎ সংজ্ঞায়াঃ কর্মভেদহেতুত্বম্। ইহ তু বিধায়কৈর্যজতিপদৈর্যাগেষ্ববগতেষু ভেদে চাভ্যাসাদবগতে ভিন্নানাং যাগানাং সমিৎসংজ্ঞায়া অন্যাঃ সংজ্ঞা অপেক্ষিতা ইতি তনূনপাদাদীনাং সংজ্ঞাত্বং পশ্চাদবগম্যতে। তস্মাৎ অভ্যাস এবাত্র ভেদহেতুঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণে অপর্য্যায়ধাতুযুক্তানামাখ্যাতানাং ভিন্নত্বমবধারিতম্। যত্রৈকধাতুযুক্তমেব আখ্যাত-পদমভ্যস্যতে তত্রাপি ভিন্নত্বমিতীদানীং প্রদর্শয়তি। যজতিপদাভ্যাসেনেতি! অভ্যাস এব কর্ম্মভেদে হেতুরিতার্থঃ।

... ...

অনুবাদ (২।২।২)

১. বিভিন্ন ধাতুর সহিত যুক্ত আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ (ভাবনা) বিভিন্নই হইবে—ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেখানে একই প্রকরণে শ্রুত ধাত্বর্থের কোন

১ তৃতীয়ান্তাভাবাৎ—গ
২ ০বাদকত্বং—গ
৩ সংকীর্যেত—খ

ভেদ নাই, অথচ পুনঃ পুনঃ পঠিত হইয়াছে, সেই স্থলে আখ্যাতার্থ কিরূপ হইবে—এই বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

২. 'সমিধো যজতি' 'তনূনপাতং যজতি' 'ইড়ো যজতি' 'বর্হির্যজতি' 'স্বাহাকারং যজতি'—এই বাক্যগুলি বিচার্য্য বিষয়।

৩. এই বাক্যগুলিতে একই ধাতু এবং একই আখ্যাত পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতেছে বলিয়া কর্ম্মের এবং ভাবনার ভেদ হইবে কি না—ইহাই সংশয়।

৪. যেহেতু এইস্থলে ধাতুর ভেদ নাই এবং আখ্যাতও অভিন্ন, সেইহেতু ভাবনার ভেদ হইবে না এবং কর্ম্মও একই হইবে।

৫. যদিও একই ধাতু একই আখ্যাতযুক্ত হইয়াছে, তথাপি পুনঃ পুনঃ পঠিত হওয়ায় ভাবনা ও কর্ম্মের অবশ্যই ভেদ হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে পুনঃ পুনঃ পঠিত শব্দগুলির নিরর্থকতা ঘটে। পুনঃ পুনঃ পঠন বা অভ্যাসই এই স্থলে কর্ম্মভেদের হেতু।

যদি এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, 'সমিধো যজতি' এই প্রথম বাক্যের দ্বারা 'সমিৎ'-নামক যাগের বিধান করা হইয়াছে, আর পরের বাক্যগুলির চারিটি 'যজতি' পদের দ্বারা পূর্ব্বপ্রাপ্ত সেই সমিধ্-যাগেরই অনুবাদপূর্ব্বক বিকল্পে তনূনপাৎ প্রভৃতি দেবতার অথবা দ্রব্যরূপ গুণচতুষ্টয়ের বিধান করা হইয়াছে। সেই কারণে প্রথম বাক্যের 'যজতি' পদ ব্যতীত অপর 'যজতি' পদগুলি অনুবাদক বলিয়া পুনঃ পুনঃ কথন নিরর্থক হইল না—তবে বলিব—এইপ্রকার ব্যাখ্যা অসঙ্গত। কারণ 'তনূনপাৎ' প্রভৃতি শব্দ যাগের নামধেয় বলিয়া গুণবিধি হইতে পারে না। দেবতার বিধানও করা যায় না। কারণ চতুর্থী বিভক্তি কিংবা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের দ্বারা দেবতার বিধান হইয়া থাকে, পরন্তু এখানে কোনটিই নাই। দ্রব্যের বিধান করাও অসম্ভব। কারণ উল্লিখিত স্থলে তৃতীয়া-বিভক্তিযুক্ত কোন পদ পাওয়া যাইতেছে না। 'দধ্না জুহোতি' ইত্যাদি উদাহরণে দেখা যায়—তৃতীয়ান্ত পদের দ্বারাই দ্রব্য-রূপ গুণের বিধান হইয়া থাকে। এইসকল যুক্তিতে বলিতে হইবে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদির ন্যায় দ্বিতীয়ান্ত সমিধ, তনূনপাৎ প্রভৃতির নামধেয়তাই স্বীকার করা সঙ্গত। প্রথম বাক্যস্থ 'যজতি' পদ ব্যতীত পরের চারিটি 'যজতি' পদকে অনুবাদক বলাও ঠিক নয়। কারণ সেইগুলিও বিধায়কই হইতেছে। 'সমিধো যজতি' এই বাক্যের বিধিত্ব 'ঈত' প্রত্যয়-রূপ শ্রুতি দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া শ্রৌত। অপর চারিটি বাক্যের বিধিত্বও ঠিক সেইরূপ শ্রৌত। পরন্তু প্রথম বাক্যের সন্নিধিবশতঃ বাক্যচতুষ্টয়ের অনুবাদত্বের আশঙ্কা করা হইয়াছে। সন্নিধি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। অতএব এইস্থলে বাক্যচতুষ্টয়কে অনুবাদ বলা যাইতে পারে না, বিধিই বলিতে হইবে।

বিধিরূপে গ্রহণ করাই যদি স্থির হয়, তবে 'সমিধ্'-যাগের ন্যায় 'তনূনপাৎ' প্রভৃতিকেও পৃথক্ পৃথক্ যাগ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

'এই স্থলে নামধেয়ের বিভিন্নতাপ্রযুক্তই যাগগুলির বিভিন্নতা হইতেছে, 'যজতি' পদের পুনঃ পুনঃ পাঠে যাগগুলির ভেদ হয় নাই। যদি তাহাই হয়, তবে পরবর্ত্তী সংজ্ঞাকৃত কর্ম্মভেদ নামক অধিকরণের (২।২।৮) সহিত এই অধিকরণের সঙ্কীর্ণতা (একত্ব) ঘটে।' এইপ্রকার আপত্তির আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না। উভয় অধিকরণ একরূপ নহে। সংজ্ঞাকৃতকর্ম্মভেদাধিকরণে 'অথৈষ জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রথমতঃ স্বতন্ত্র তিনটি সংজ্ঞার জ্ঞান হইয়া থাকে, পরে যাগের জ্ঞান হয়। এইকারণে সেই স্থলে সংজ্ঞার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে। সংজ্ঞাই সেই স্থলে কর্ম্মভেদের হেতু। এই স্থলে প্রথমতঃ 'যজতি' পদগুলি হইতে যাগের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতঃপর 'যজতি' পদের অনেকত্বপ্রযুক্ত যাগেরও অনেকতা জ্ঞানগোচর হয়। তারপর যাগগুলির কি নামধেয়—এই আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির নিমিত্ত 'তনূনপাৎ' প্রভৃতির সংজ্ঞাত্ব (নামত্ব) অবধারিত হয়। অতএব 'যজতি' পদের অভ্যাসই (পুনঃ পুনঃ পঠন) এইস্থলে কর্ম্মভেদের হেতু হইয়া থাকে।

(তৃতীয় আঘারাজ্যাগ্নেয়াদীনামঙ্গাঙ্গিভাবাধিকরণে সূত্রাণি।

প্রকরণং তু পৌর্ণমাস্যাং রূপাবচনাৎ ॥৩॥ বিশেষদর্শনাচ্চ সর্বেষাং সমেষু হ্যপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥৪॥ গুণস্তু শ্রুতিসংযোগাৎ ॥৫॥ চোদনা বা গুণানাং যুগপচ্ছাস্ত্রাচ্চোদিতে হি তদর্থত্বাত্তস্য তস্যোপদিশ্যেত ॥৬॥ ব্যপদেশশ্চ তদ্বৎ ॥৭॥ লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥৮॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীমমাবাস্যামিতীরিতম্।
কর্মান্যদুত পূর্বোক্তসমুদায়ানুবাদকম্ ॥৬॥
কর্মান্তরং স্যাদভ্যাসাদ্ ধ্রৌবং দ্রব্যং হি দেবতা।
বাত্র্ঘ্নীত্যাদিতো লভ্যানুবাদস্তু ন যুজ্যতে ॥৭॥
বাত্র্ঘ্নীত্যাজ্যভাগাঙ্গব্যবস্থোক্তের্ন দেবতা।
পৌর্ণেত্যনূদ্যতে পৌর্ণমাসীযুক্তং ত্রিকং তথা ॥৮॥

অমেত্যপি সমূহস্য দ্বিত্বসিদ্ধিঃ প্রয়োজনম্।
সহস্থিতিঃ পৌর্ণমাস্যামিত্যুক্তিভ্যাং ত্রিকে ত্রিকে ॥৯॥
বিদ্বদ্বাক্যবিধৌ বিধ্যাবৃত্তিরাগ্নেয়কাদিনা।
বিহিতস্য ফলিত্বেন প্রাধান্যমিতরে গুণাঃ ॥১০॥

ইদমাম্নায়তে—'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে' 'য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে' ইতি। অত্র যজতিনা কর্মান্তরং বিধীয়তে, ন তু প্রকৃতা আগ্নেয়াদয়ঃ ষড়্যাগা অনূদ্যন্তে। আগ্নেয়াদয়শ্চ কালসংযুক্তাস্তস্মিন্ প্রকরণ এবমাম্নায়ন্তে—'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽ—মাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি' ইতি, তাবব্রূতামগ্নীষোমাবাজ্যস্যৈব নাবুপাংশু[1] পৌর্ণমাস্যাং যজন্' ইতি, 'তাভ্যামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পূর্ণমাসে[2] প্রাযচ্ছৎ' ইতি, 'ঐন্দ্রং দধ্যমাবাস্যায়াম্' ইতি, 'ঐন্দ্রং পয়োঽমাবাস্যায়াম্' ইতি। এতেভ্যঃ প্রকৃতেভ্যঃ ষড়্ভ্য আগ্নেয়াদিভ্যো বিদ্বদ্বাক্যবিহিতস্য কর্মণোঽন্যত্বে সতি পূর্বাধিকরণন্যায়েন বিধ্যভ্যাস উপপদ্যতে। ন চ কর্মান্তরে দ্রব্যদেবতয়োরভাবঃ, ধ্রৌবাজ্যসদ্ভাবাৎ। অত এবোক্তম্—'ধ্রৌবং সাধারণং দ্রব্যং দেবতা মান্ত্রবর্ণিকী। রূপবন্তৌ ততো যাগৌ বিধীয়েতে পৃথক্তয়া' ইতি। 'সর্বস্মৈ বা এতদ্ যজ্ঞায় গৃহ্যতে যদ্-ধ্রুবায়ামাজ্যম্' ইতি ধ্রৌবস্য সাধারণত্বং শ্রুতম্। দেবতায়া মান্ত্রবর্ণিকত্বমিত্থমুন্নেতব্যম্—তস্মাদ্ বার্ত্রঘ্নী পৌর্ণমাস্যামনূচ্যেতে, বৃধন্বতী অমাবাস্যায়াম্' ইতি বার্ত্রঘ্ন্যৌ বৃধন্বত্যৌ চর্চৌ ক্রমেণ কালদ্বয়োপেতে কর্মণি বিধীয়েতে। তত্র—'অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ' ইত্যেকো বার্ত্রঘ্নো মন্ত্রঃ। ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা' ইত্যপরঃ। তয়োরুক্তা-বগ্নীষোমৌ পৌর্ণমাসদেবতে। এবমনন্তরাম্নাতয়োর্বৃধিধাতুযুক্তয়োর্মন্ত্রয়োরুক্তাবগ্নী-ষোমাবমাবাস্যাদেবতে। আভ্যাং দ্রব্যদেবতাভ্যাং রূপবত্ত্বাদ্ যাগান্তরমত্র বিধীয়তে। ষড়্যাগানুবাদত্বে তদনুবাদেন বিধেয়ান্তরস্য কস্যচিদদর্শনাদ্ বিদ্বদ্বাক্যমনর্থকং স্যাৎ। ন কেবলং তদানর্থক্যম্, কিন্তু 'পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত' 'অমাবাস্যায়ামমাবাস্যয়া যজেত' ইত্যেতদপি ব্যর্থং স্যাৎ। ন চৈতৎ কালবিধায়কম্, 'যদাগ্নেয়ঃ' ইত্যাদ্যুৎ-পত্তিবাক্যৈরেব তদ্বিধানাৎ। কর্মান্তরত্বে তু কালং বিধাস্যতি। তস্মাৎ—কর্মান্তরবিধিঃ ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—আস্তাং তাবদ্ দ্রব্যম্। দেবতা তু বিবিৎসিতস্য কর্মান্তরস্য সর্বথা ন লভ্যতে। বার্ত্রঘ্ন্যোর্বৃধন্বত্যোশ্চাজ্যভাগদেবতাপ্রতিপাদকত্বাৎ। হৌত্রে মন্ত্রকাণ্ডে সামিধেনীরাবাহননিগদং প্রযাজমন্ত্রাংশ্চাম্নায় প্রযাজানন্তরভাবিনোরাজ্যভাগয়োঃ ক্রমে[3]

---

১ তাবুপাংশু—গ
২ পৌর্ণমাসে—গ
৩ ক্রমেণ—খ

বার্ত্রঘ্ন্যৌ বৃধন্বত্যৌ চাম্নাতে। লিঙ্গং চাগ্নিবিষয়ং সোমবিষয়ঞ্চ তত্রোপলভ্যতে। ততো লিঙ্গক্রমাভ্যামাজ্যভাগবিষয়ত্বমবগম্যতে। যত্তু 'বার্ত্রঘ্নী পৌর্ণমাস্যাম্' ইত্যাদি বাক্যম্, তল্লিঙ্গক্রমকৢপ্তয়োরাজ্যভাগাঙ্গয়োর্মন্ত্রযুগলয়োঃ কালদ্বয়ে ব্যবস্থামাচষ্টে। ন তু নূতন-কর্মাঙ্গতামনয়োর্বিদধাতি[1]। অতো রূপরাহিত্যাদ্বিদ্বদ্বাক্যং কর্মান্তরবিধায়কং ন ভবতি, কিং তর্হি পূর্বপ্রকৃতেষ্বাগ্নেয়াদিষু ষট্সু ত্রিকরূপৌ দ্বৌ সমুদায়াবনুবদতি। ন চ কালবাচিভ্যাং পৌর্ণমাস্যমাবাস্যাশব্দাভ্যাং যাগানুবাদানুপপত্তিঃ, তত্তৎকালবিহিতয়ো-র্যাগত্রিকয়োরুপলক্ষিতত্বাৎ। ন চানুবাদো ব্যর্থঃ, সমুদায়দ্বিত্বসিদ্ধেস্তৎপ্রয়োজনত্বাৎ। তৎসিদ্ধৌ চ 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' ইত্যস্মিন্ ফলবাক্যে ষড়্যাগবিবক্ষয়া দ্বিবচননির্দেশ উপপদ্যতে। যদপ্যুক্তম্—অনুবাদপক্ষে 'পৌর্ণমাস্যাম্' ইত্যাদিবাক্যবৈয়র্থ্যম্ ইতি। তদযুক্তম্—কালবিধানাসম্ভবেঽপ্যেকস্য[2] ত্রিকস্য সহপ্রয়োগবিধানাৎ। আগ্নেয়ো-পাংশুযাজাগ্নীষোমীয়াণাং ত্রয়াণাং পৌর্ণমাসীকালবিহিতানাং সহপ্রয়োগঃ 'পৌর্ণমাস্যা' ইত্যনেন তৃতীয়ৈকবচনান্তেন বিধীয়তে। এবমিতরত্রাপি। ননু—বিদ্বদ্বাক্যস্য কর্মান্তরবিধায়কত্বাভাবেঽপি নানুবাদকত্বম্, তস্য যাগবিধায়কত্বাভ্যুপগমাৎ। 'আগ্নেয়োঽ-ষ্টাকপালঃ' ইত্যাদি-বাক্যানি তু বিহিতযাগানুবাদেন দ্রব্যদেবতালক্ষণগুণবিধায়কানি ইতি চেৎ—ন, তথা সত্যেকেন বাক্যেনানেকগুণবিধ্যসম্ভবাৎ। প্রতিগুণং পৃথগ্‌বিধৌ বিধ্যাবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত। আগ্নেয়াদিবাক্যানাং বিধায়কত্বে তু বিশিষ্টবিধিত্বান্নাস্তি বিধ্যাবৃত্তি-দোষঃ। তস্মাদাগ্নেয়াদিবাক্যবিহিতানাং বিদ্বদ্বাক্যমনুবাদকম্। কিঞ্চা-নুবাদত্বমনভ্যুপগম্য কর্মান্তরবিধিং বদতঃ প্রযাজাদীনামাগ্নেয়াদীনাঞ্চ গুণপ্রধানভাবো ন সিধ্যেৎ। তথাহি—'সমিধো যজতি' 'আঘারমাঘারয়তি' ইত্যাদয়ঃ কালযোগ-রহিতাঃ কেচিদ্ বিধয় আম্নাতাঃ। 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াঞ্চ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ' ইত্যাদয়ঃ কালযুক্তা অপরে। তেষামুভয়েষাং প্রকৃতত্বাৎ 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' ইতি বাক্যে[3] সর্বেষাং ফলসম্বন্ধো বোধনীয়ঃ। 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ ইতি দ্বিবচনং[4] বহুবচনত্বেন পরিণেতব্যম্। বিদ্বদ্-বাক্যবিহিতে দ্বে কর্মান্তরে প্রযাজাদয় আগ্নেয়াদয়শ্চেতি। এতেষু দ্বিত্বাসম্ভবাৎ। সর্বেষাং চ ফলসম্বন্ধে রাজসূয়গতেষ্টি-পশুসোমবৎসমপ্রাধান্যাৎ প্রযাজাদীনাং গুণভাবো ন স্যাৎ। তদভাবে চানঙ্গত্বাৎ সৌর্যাদি-বিকৃতিষ্বাগ্নেয়াদীনামিবাতিদেশো ন স্যাৎ। অনুবাদপক্ষে তু ত্রিকয়োঃ কালযোগেন দর্শপূর্ণমাসশব্দার্হত্বাৎ, সমুদায়দ্বিত্বেন দ্বিবচনার্হত্বাচ্চাগ্নেয়াদীনামেব ফলসম্বন্ধেন

---

১ ০ঙ্গতাং তয়োর্বি০—খ

২ ০সম্ভবেঽপ্যৈকৈকস্য—খ

৩ বাক্যেন—খ

৪ দ্বিবচনমত্র—খ

প্রাধান্যম্। প্রযাজাদীনান্তু গুণভাব ইতি ন কোঽপি দোষঃ। তস্মাৎ বিদ্বদ্‌বাক্যমনুবাদকম ॥

... ...

টিপ্পনী

শব্দান্তরেণ অভ্যাসেন চ কর্ম্মণো ভেদ ইত্যুক্তম্, কুত্র পুনঃ কর্ম্মান্তরং ন বিধীয়ত ইতীদানীং প্রদর্শ্যতে। পূর্ব্বাধিকরণস্যাপবাদোঽয়ম্। বিদ্বদ্‌বাক্যবিহিতস্যেতি। 'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে' ইত্যাদি-বাক্য-বিহিতস্যেত্যর্থঃ। ধ্রৌবং হোমসাধনপাত্রবিশেষস্থমাজ্যাদি। ধ্রুবা বিকঙ্কতকাষ্ঠনির্ম্মিতো যজ্ঞপাত্রবিশেষঃ। অষ্টাকপাল ইতি বাক্যবিহিতস্য অষ্টসু কপালেষু সংস্কৃতস্য পুরোডাশরূপদ্রব্যস্য প্রাপ্তিঃ। 'যদাগ্নেয়ঃ' ইত্যাদিশ্রুতৌ অগ্ন্যাত্মকদেবতায়া অপি প্রাপ্তির্ভবে-দিতি পূর্ব্বপক্ষবাদিনঃ।

... ...

অনুবাদ (২।২।৩)

১. ক্রিয়াপদের আবৃত্তিতে (পুনঃ পুনঃ পঠনে) কর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে—এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অধিকরণে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে' 'য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিচার্য্য।

৩. দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাঞ্চাচ্যুতো ভবতি' ইত্যাদি বাক্যে আগ্নেয়, উপাংশুযাজ, অগ্নীষোমীয়, আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি এবং ঐন্দ্রপয়ঃ এই ছয়টি যাগের বিধান করিয়া পুনরায় শ্রুত হইয়াছে—'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে, য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে' (যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসী যাগ করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অমাবস্যা যাগ করেন)। এই স্থলে সংশয় হইতেছে—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় এই শ্রুতিতেও দুইটি 'যজতে' পদ থাকায় কি বিভিন্ন কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, না 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি দুইটি বাক্যের দ্বারা 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত ছয়টি যাগেরই অনুবাদ করা হইয়াছে।

৪. পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে 'যজতে' পদের অভ্যাসবশতঃ কর্ম্মের ভেদই বুঝিতে হইবে। 'কর্ম্ম ভিন্ন হইলে দ্রব্য এবং দেবতার অভাব হইতেছে'—ইহাও বলিতে পার না। কারণ সকল যজ্ঞেই বিশেষ কোন বচন না থাকিলে (হোমসাধন পাত্রবিশেষে গৃহীত) ঘৃতকে দ্রব্য-রূপে গ্রহণ করিবার বিধান আছে। আর এই স্থলে

দুইটি যাগ স্বীকার করিলেও মন্ত্র হইতেই দেবতার প্রাপ্তি ঘটিতেছে। বার্ত্রঘ্ন এবং বৃধন্বত মন্ত্রে অগ্নীষোম ও পৌর্ণমাস দেবতা এবং অগ্নীষোম ও অমাবস্যা দেবতার কথা জানা যায়। এই দ্রব্য ও দেবতার দ্বারাই যাগের স্বরূপ সিদ্ধ হয় বলিয়া দুইটি যাগকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি দুইটি বাক্যকে অনুবাদ-রূপে স্বীকার করিলে অনুবাদের দ্বারা অপর কোনও বিধেয়কে পাওয়া যায় না বলিয়া 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। শুধু যে সেই বাক্যই নিরর্থক হয় তাহা নহে, পরন্তু 'পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত' ইত্যাদি বাক্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি বল—'পৌর্ণমাস্যাং' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাগের কাল বিহিত হইতেছে। অতএব এই দুইটি বাক্য ব্যর্থ নহে। তবে বলিব—ইহাও ঠিক সমাধান হইল না। কারণ 'যদাগ্নেয়ঃ' ইত্যাদি উৎপত্তিবিধিবাক্য হইতেই যাগের কাল জানা যাইতেছে। আর যদি 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্যকে কর্ম্মান্তরের বিধায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত কর, তবে 'পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত' ইত্যাদি শ্রুতি সেই কর্ম্মের কালের বিধায়ক হইতে পারে। সুতরাং 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি শ্রুতি কর্ম্মান্তরেরই বিধান করিতেছে।

৫. 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি শ্রুতিকে কর্ম্মান্তরের বিধায়ক বলিয়া স্বীকার করিলে সেই কর্ম্মে দেবতার প্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। বার্ত্রঘ্ন মন্ত্র এবং বৃধন্বত মন্ত্র হইতে আজ্যভাগের দেবতার বিষয় জানা যাইতেছে। সেই মন্ত্রে অগ্নি ও সোম-বিষয়ক লিঙ্গ (রূঢ় শব্দ) পাওয়া যাইতেছে। তাহাতেই লিঙ্গ এবং ক্রমের দ্বারা মন্ত্রটি আজ্যভাগ-বিষয়ক, ইহাই জানা যাইতেছে।

অতএব দেবতার প্রাপ্তি না থাকায় 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্য কর্ম্মান্তরের বিধায়ক হইল না। পরন্তু পূর্ব্বপঠিত আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম তিনটির (আগ্নেয়, উপাংশুযাজ, অগ্নীষোমীয়) সমষ্টিকেই পৌর্ণমাসী শব্দ বুঝাইতেছে এবং শেষের তিনটি (আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি এবং ঐন্দ্রপয়ঃ) যাগের সমষ্টিকেই অমাবস্যা-শব্দ প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ' ইত্যাদি বাক্য হইতেই দ্রব্য এবং দেবতা-রূপ গুণের বিধান পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্য অনুবাদক হইবে না, পরন্তু যাগেরই বিধায়ক। পূর্ব্বপক্ষীর এই অভিমতের খণ্ডন করিতে যাইয়া সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, 'যদাগ্নেয়ঃ' ইত্যাদি বাক্য আগ্নেয় প্রভৃতি যাগের বিধান করিতেছে। অতএব ইহা অপূর্ব্ববিধি, গুণবিধি নহে। এই বাক্যকে গুণবিধি বলিলে একই বাক্যের দ্বারা একাধিক গুণের বিধান করা হয়। কিন্তু নিয়ম

আছে যে, শাস্ত্রান্তরের দ্বারা বিহিত কর্ম্মে অন্য বচনের দ্বারা একাধিক গুণের বিধান করা চলিবে না। কারণ তাহাতে বিধির আবৃত্তি অর্থাৎ 'বাক্যভেদ' দোষ ঘটিয়া থাকে। যে-স্থলে অপ্রাপ্ত কর্ম্ম বচনের দ্বারা বিহিত হয়, সেই স্থলে একাধিক গুণবিশিষ্ট একটি ভাবনাই বিহিত হইয়া থাকে বলিয়া বাক্যভেদ হয় না। কারণ সেখানে গুণ-রূপ বিশেষণগুলি একাধিক হইলেও একই প্রযত্নে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেখানে প্রত্যেক গুণের বিধানের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্-ভাবে বাক্যের আবৃত্তি করিতে হয় না। এই কারণে অপ্রাপ্ত কর্ম্মে একাধিক গুণের বিধান দোষের নহে। 'আগ্নেয়াদি' বাক্যকে যদি অপূর্ব্ববিধি বলা হয়, তবেই গুণবিশিষ্ট অপূর্ব্ববিধি বলিয়া 'বিধ্যাবৃত্তি' দোষ হইবে না। অতএব বলিতে হইবে 'যদাগ্নেয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অগ্নি-রূপ দেবতা এবং অষ্টাকপাল পুরোডাশ-রূপ দ্রব্যবিশিষ্ট যাগেরই বিধান করা হইতেছে এবং 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্য সেই যাগেরই অনুবাদক। 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্যকে অনুবাদক না বলিয়া যদি কর্ম্মান্তরের বিধায়ক-রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে প্রযাজাদির গুণত্ব বা অঙ্গত্ব এবং আগ্নেয়াদির প্রধানত্ব বা অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হইবে না। এই অসিদ্ধি প্রদর্শিত হইতেছে—'সমিধো যজতি' 'আঘারমাঘারয়তি' ইত্যাদি কতকগুলি বিধি আছে, যেগুলিতে কোন কালের উল্লেখ করা হয় নাই। আবার কতকগুলি বিধি আছে, যেগুলিতে কালেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—'যদাগ্নেয়োঽষ্টাক-পালোঽমাবস্যায়াঞ্চ' ইত্যাদি। এই দুইজাতীয় বিধি-বাক্যই দর্শ-পূর্ণমাসের প্রকরণস্থ বলিয়া 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' এই বাক্য সকল বিধিরই ফলের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছে। 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং' এই দ্বিবচনটিকে বহুবচনে (দর্শপূর্ণমাসৈঃ) পরিণত করিতে হইবে। 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্যকেও বিধায়ক বলিয়া স্বীকার করিলে প্রযাজাদি এবং আগ্নেয়াদি এই দুইটি কর্ম্মই বিধেয় হইয়া থাকে। পরন্তু এই কর্ম্মগুলিও মাত্র দুইটি নহে। সকল কর্ম্মেরই যদি ফলের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তবে রাজসূয়-যজ্ঞের অন্তর্গত ইষ্টি, পশু ও সোম-যাগের ন্যায় সকল কর্ম্মেরই সমান-ভাবে প্রাধান্য ঘটে। তাহা হইলে প্রযাজাদি-যাগ আগ্নেয়াদির অঙ্গ হইতে পারে না। অঙ্গ এবং প্রধান সবগুলিই যদি সমান হয়, তবে ইতিকর্ত্তব্যতা নয় বলিয়া অতিদেশ হইতে পারে না। অথচ 'প্রযাজে প্রযাজে কৃষ্ণলং জুহোতি' এই বচনের দ্বারা সৌর্য্যাদি বিকৃতি স্থলে প্রযাজের অতিদেশ করা হইয়াছে। পরন্তু প্রধানের অতিদেশ হইতে পারে না। কারণ প্রধানের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না। বিকৃতি-স্থলে কথম্ভাবের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। এইহেতু ইতিকর্ত্তব্যতারই অতিদেশ হয়। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মূল যাগের সন্নিধিপঠিত প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি প্রধান

নহে। এই স্থলেও 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্য প্রধান নহে, পরন্তু অনুবাদক। আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগের মধ্যে উল্লিখিত দুইটি ভাগে তিনটি তিনটি করিয়া পড়ে। সেই এক একটি ভাগই দর্শ এবং পূর্ণমাস শব্দের অর্থ। আর তিনটি তিনটি করিয়া সকল যাগগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করায় 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং' এই দ্বিবচনও সঙ্গত হইতেছে। ইহাতে শুধু আগ্নেয়াদি প্রধান যাগেরই স্বর্গ-রূপ ফলের সহিত সম্বন্ধ বোধিত হওয়ায় সেইগুলিরই প্রাধান্য জানা যাইতেছে। প্রযাজাদি যাগের অঙ্গত্বও বোঝা যাইতেছে। অতএব বিহিতানুবাদ-পক্ষ গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হয় না বলিয়া 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্য অনুবাদই হইবে।

(চতুর্থ উপাংশুযাজাপূর্বতাধিকরণে সূত্রাণি)

পৌর্ণমাসীবদুপাংশুযাজঃ স্যাৎ ॥ ৯॥ চোদনা বাপ্রকৃতত্বাৎ ॥ ১০॥ গুণোপবন্ধাৎ ॥১১॥ প্রায়ে[১] বচনাচ্চ ॥১২॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—

উপাংশুযাজমিত্যেযোঽনুবাদোঽত্রাথবা বিধিঃ।
বিষ্ণ্বাদিবাক্যে বিস্পষ্টবিধেরস্যানুবাদতা ॥১১॥
জামিত্বোক্তেরন্তরাল উপাংশুগুণকে বিধৌ।
সত্যর্থবাদো বিষ্ণ্বাদিস্তদ্রূপং ধ্রৌবমন্ত্রতঃ ॥১২॥

ইদমাম্নায়তে—'জামি বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে। যদন্বঞ্চৌ পুরোডাশাবুপাংশুযাজমন্তরা যজতি। বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যোঽজামিত্বায়। প্রজাপতিরুপাংশু যষ্টব্যোঽজামিত্বায়। অগ্নীষোমাবুপাংশু যষ্টব্যাবজামিত্বায়' ইতি। তত্র বিষ্ণ্বাদিবাক্যেষু বিহিতস্য যাগত্রয়-সমুদায়স্যানুবাদঃ, ইতি চেৎ—নৈবম্। আগ্নেয়াগ্নীষোমীয়পুরোডাশদ্বয়নৈরন্তর্যকৃতস্য জামিত্বদোষস্য বাক্যোপক্রম উপন্যাসাৎ পুরোডাশয়োরন্তরালে কিঞ্চিদ্ বিধিৎসিতম্। ন হ্যন্তরালগুণবিশিষ্টং বিধেয়ং বিষ্ণ্বাদিবাক্যেষু প্রতীয়তে। পূর্ববাক্যে তু তৎপ্রতীয়ত ইতি বিধায়কং তদ্ বাক্যম্। ন চাত্র 'যজতি' ইতি বর্তমানাপদেশঃ শঙ্কনীয়ঃ, পঞ্চমলকার-স্যাশ্রয়ণাৎ। অন্তরালকালবদুপাংশুত্বগুণস্যাপি বিশেষণত্বাত্তদ্বিশিষ্টকর্মণ উপাংশু-যাজনামকত্বম্। সত্যেবং গুণদ্বয়বিশিষ্টকর্মণ্যাদ্যেন বাক্যেন বিহিতে বিষ্ণ্বাদিবাক্য-মর্থবাদঃ স্যাৎ। ন চাত্র বিহিতযাগানুবাদেন দেবতাবিধিঃ শঙ্কনীয়ঃ, সমাধাতব্যেন জামিত্বদোষেণোপক্রমাৎ, অজামিত্বেন সমাধানেনোপসংহারাচ্চ 'জামি বৈ ইত্যাদেঃ

---

১ প্রায়বচনাচ্চ—খ

অজামিত্বায়' ইত্যন্তস্য সর্বস্য মহাবাক্যস্যৈকত্ব-প্রতীতেঃ। ন খল্বেকস্মিন্ বাক্যে বিধেয়বাহুল্যং সম্ভবতি। ন চাত্র বিধিৎসিতস্যোপাংশুযাজস্য দ্রব্যাভাবঃ, ধ্রৌবস্য তদ্দ্রব্যত্বাৎ। নাপি দেবতায়া অভাবঃ, নানাশাখাসূপাংশুযাজক্রমে পঠিতৈর্বৈষ্ণব-প্রাজাপত্যাগ্নীষোমীয়মন্ত্রৈর্বিকল্পেন দেবতাত্রয়স্য প্রতীয়মানত্বাৎ। তস্মাৎ যজতীত্যেতদ্ বিধায়কম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

উপাংশুযাগবাক্যে যজতীত্যস্মাৎ পদাৎ বিধানমেব স্যান্নতু অনুবাদমাত্রম্। জামিবেতি। আলস্যজনক-মিত্যর্থঃ। পুরোডাশৌ পুরোডাশসাধাকর্ম্মণী। উপাংশু তূষ্ণীমিতার্থঃ। পঞ্চমলকারস্য লেট ইতি। লিঙঃ সমানার্থকস্য। উপাংশুযাজনামকত্বমিতি। 'উপাংশু পৌর্ণমাস্যাং যজন্' ইতি বাক্যে উপাংশুরূপগুণস্য বিহিতত্বাৎ তৎপ্রখ্যন্যায়েন উপাংশুযাজস্য নামধেয়ত্বমিত্যপি বোধ্যম্।

... ...

অনুবাদ (২।২।৪)

১. যেখানে কর্ম্মান্তরই হইয়া থাকে, পুনরায় সেইজাতীয় বাক্যের বিচার করা হইতেছে।

২. 'জামি বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে'—ইত্যাদি বাক্য বিচারবিষয়। অর্থ এই যে, ইহা যজ্ঞে জামি অর্থাৎ আলস্যকর হইয়া থাকে। যেহেতু পর-পর দুইটি পুরোডাশ নির্ম্মাণ করা হয়। অতএব মাঝখানে উপাংশুযাজ করিবে। যাহাতে আলস্য না জন্মে সেই নিমিত্ত নিঃশব্দে বিষ্ণুর যাগ করিতে হয়। আলস্য না জন্মিবার নিমিত্ত নিঃশব্দে প্রজাপতির যাগ করিতে হয়। আলস্য না জন্মিবার নিমিত্ত অগ্নীষোম দেবতার যাগ করিতে হয়।

৩. এই উদাহরণে 'যজতি'র দ্বারা একবার এবং 'যষ্টব্য' পদের দ্বারা তিন বার, মোট চারিবার ধাত্বর্থের আবৃত্তি হইয়াছে। সংশয় এই যে, 'উপাংশুযাজমন্তরা যজতি' এই বাক্যবিহিত উপাংশুযাজ নামক কর্ম্মটি পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় অনুবাদ হইবে, না কর্ম্মান্তরের বোধক হইবে।

৪ 'বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ'—ইত্যাদি তিনটি বাক্যে যে যাগত্রয়ের সমুদায় বিহিত হইয়াছে, সেই যাগসমুদায়ের অনুবাদক হইতেছে—'উপাংশুযাজমন্তরা যজতি' এই বাক্য। পূর্ব্বাধিকরণের নিয়মই এই স্থলে অনুসরণ করিতে হইবে।

৫. 'য এবং বিদ্বান্' ইত্যাদি বাক্যস্থ পৌর্ণমাসী শব্দের ন্যায় 'উপাংশু-যাজমন্তরা যজতি' এই বাক্যের 'উপাংশুযাজ' অনুবাদ নহে, পরন্তু ইহা অপ্রাপ্ত কর্ম্মবিশেষ। সুতরাং এই বাক্যটি অপূর্ব্ব-বিধি। এই স্থলে পূর্ব্বে বচনান্তরের দ্বারা এমন কোনও কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই, এই বচনটি যাহার অনুবাদ হইতে পারে। 'বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বাক্য বিধি নহে। কারণ আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত) এবং অগ্নিষোমীয় (অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত) দুইটি পুরোডাশই যদি পর-পর অবিচ্ছিন্নভাবে করা হয়, তবে অবিচ্ছিন্নভাবে একই কাজ করা হয় বলিয়া জামিত্ব-দোষ (আলস্য বা একঘেয়েমি) হইতে পারে। এই কথাই 'জামি বা এতৎ' এই বাক্যাংশে বলা হইয়াছে। এই জামিত্ব-দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত দুইটি পুরোডাশ নির্ম্মাণের মধ্য সময়ের একটা কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মধ্য সময়ে আর কিছু করা হইলে জামিত্ব-দোষ ঘটিবে না। উপাংশুযাজটিই সেই মধ্য সময়ে অনুষ্ঠেয় বলিয়া সেই কর্ম্মটি অন্তরাল-কালীন গুণবিশিষ্ট কর্ম্ম। অতএব সেই বাক্যই বিধায়ক হইবে। 'বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বাক্য অন্তরাল-গুণবিশিষ্ট নহে। এইহেতু সেই বাক্য অন্য কর্ম্মের বিধায়ক হইতে পারে না।

'যজতি' এই পদের আখ্যাত-প্রত্যয়টি বিধিবাচক না হওয়ায় তদ্ঘটিত বাক্যটি কিরূপে বিধায়ক হইবে—এই আপত্তিও টিকিতে পারে না। কারণ এই আখ্যাতটি 'লট্'-লকার নহে, কিন্তু 'লেট্'-নামক পঞ্চম লকার। ইহা বিধিলিঙেরই সমানার্থক। অন্তরাল কাল যেরূপ যাগের বিশেষণ হইতেছে, সেইরূপ উপাংশুত্ব গুণও যাগেরই বিশেষণ হইতেছে। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে, অন্তরালত্ব এবং উপাংশুত্ব-বিশিষ্ট একটি অপূর্ব্ব কর্ম্মের বিধায়ক হইতেছে—'উপাংশুযাজমন্তরা যজতি' এই বাক্যটি। যাগটির নাম হইতেছে—উপাংশু। এই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইলে 'বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ' প্রভৃতি বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। যদি বল, 'বিষ্ণুরুপাংশু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-রূপ গুণের বিধান করা হইতেছে, সুতরাং এইসকল বাক্যের অর্থবাদত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না—তবে বলিব, 'জামি বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'অগ্নীষোমাবুপাংশু যষ্টব্যাব-জামিত্বায়'—এই পর্য্যন্ত একটি মহাবাক্য। কারণ অবিচ্ছিন্নভাবে দুইটি পুরোডাশের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিলে যে জামিত্ব-দোষ (একঘেয়েমি) ঘটে, সেই দোষের প্রতীকারের কথা বলিতে গিয়াই এই বাক্যের আরম্ভ, আর অন্ত্য বাক্য পর্য্যন্ত সেই জামিত্ব-দোষের বিষয়ই বলা হইয়াছে। এইহেতু সমগ্র অংশটিকে একটি মহাবাক্য বলা যাইতে পারে। সমগ্র অংশের মধ্যে একবাক্যতা থাকার জন্যই অনেকগুলি বিধেয় এই বাক্যে

থাকিতে পারে না। একাধিক বিধেয় থাকিলে বাক্যভেদ-দোষ ঘটে। 'বিষ্ণুরুপাংশু' ইত্যাদি বাক্যকে অর্থবাদ বলিলে উপাংশু-যাগে দ্রব্যের প্রাপ্তি হইবে কিরূপে—এই আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে হোমপাত্রস্থ হবিঃ দ্রব্য-রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে—ইহাই বিধান। দেবতার প্রাপ্তি নাই—এই আপত্তিও অচল। কারণ উপাংশু-যাজে শাখাভেদে বিষ্ণু, প্রজাপতি অথবা অগ্নীষোম এই তিনের মধ্যে যে-কোন একজনকে দেবতা-রূপে গ্রহণ করা চলিবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, 'উপাংশুযাজমন্তরা যজতি' এই বাক্যটিই বিধি-বাক্য। অন্য বাক্যগুলি অর্থবাদ-মাত্র। অর্থবাদের দ্বারা উপাংশু-যাজের প্রশংসা করা হইতেছে। যাগটি এরূপ প্রশস্ত যে, ইহাতে বিষ্ণু, প্রজাপতি অথবা অগ্নীষোম দেবতার পূজা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য আছে। 'উপাংশু পৌর্ণমাস্যাং যজন্' এই শ্রুতিতে উপাংশুত্ব গুণের নির্দ্দেশ থাকায় 'তৎপ্রখ্যন্যায়ে' 'উপাংশু' শব্দটি কর্ম্মের নামধেয় হইয়াছে। উপাংশুযাজ যে প্রধান একটি কর্ম্ম, তাহার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও পাওয়া যায়। 'তস্য বা এতস্য আগ্নেয় এব শিরঃ হৃদয়মুপাংশুযাজঃ পাদাবগ্নীষোমীয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যে উপাংশুযাজও আগ্নেয় এবং অগ্নীষোমীয় প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মের সহিত পঠিত হইয়াছে। অতএব উপাংশুযাজও প্রধান কর্ম্ম।

এই অধিকরণের প্রয়োজন—পূর্ব্বপক্ষীর মতে বিষ্ণু, প্রজাপতি এবং অগ্নীষোম—এই তিন দেবতার উদ্দেশে তিনটি যাগেরই সমুচ্চয়ে (মিলিতভাবে) অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে যে-কোন একজন দেবতার উদ্দেশে একটি-মাত্র যাগ করিলেই উপাংশুযাজ সিদ্ধ হইবে। দেবতা বিষয়ে বিকল্প-বিধান শাখাভেদে ব্যবস্থেয়।

(পঞ্চম আঘারাগ্নপূর্বতাধিকরণে সূত্রাণি)

আঘারাগ্নিহোত্রমরূপত্বাৎ ॥১৩॥ সংজ্ঞোপবন্ধাৎ ॥১৪॥ অপ্রকৃতত্বাচ্চ ॥১৫॥ চোদনা বা শব্দার্থস্য প্রয়োগভূতত্বাৎ, তৎসন্নিধেগুর্ণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ ॥১৬॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

অগ্নিহোত্রাঘারবাক্যমনুবাদোঽথবা বিধিঃ।
অরূপত্বাত্তু দধ্যূর্দ্ধ্ববাক্যেনোক্তমনূদ্যতে ॥১৩॥
গুণ্যসিদ্ধৌ ন দধ্যাদিগুর্ণো দুষ্টা বিশিষ্টতা।
রূপং দধ্যাদিমন্ত্রাভ্যামতোঽসৌ গুণিনো বিধিঃ ॥১৪॥

ইদমাম্নায়তে—‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’ ‘দধ্না জুহোতি’ ‘পয়সা জুহোতি’ ইতি চ। ইদমপরমাম্নায়তে—‘আঘারমাঘারয়তি’ ‘ঊর্ধ্বমাঘারয়তি’ ‘ঋজুমাঘারয়তি’ ইতি চ। তত্রাগ্নিহোত্রবাক্যং দধ্যাদিবাক্যবিহিতস্য কর্মসমুদায়স্যানুবাদঃ, আঘারবাক্যং চোর্ধ্বাদিবাক্যবিহিতস্য। ন ত্বেতদ্ বাক্যদ্বয়ং কর্মবিধায়কম্। কুতঃ—দ্রব্যদেবতালক্ষণস্য যাগরূপস্যাভাবাৎ—ইতি চেৎ, তত্র বক্তব্যম্—কিং দধ্যাদিবাক্যেন গুণমাত্রং বিধীয়তে, কিং বা গুণবিশিষ্টকর্ম[১]। নাদ্যঃ, অগ্নিহোত্রাদি-বাক্যস্য ত্বন্মতে কর্মবিধায়কত্বাভাবেন গুণিনঃ কস্যচিদসিদ্ধৌ গুণ্যনুবাদপুরঃসরস্য গুণমাত্রবিধানস্যাসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে বিধিগৌরবং স্যাৎ। তচ্চ সত্যাং গতাবযুক্তম্। অতোঽগ্নিহোত্রাদিবাক্যং কর্মবিধায়কম্। তত্র দ্রব্যং দধ্যাদির্বাক্যৈর্লভ্যতে। দেবতা তু মান্ত্রবর্ণিকী। আঘারেঽপ্যেবং দ্রব্যদেবতে উন্নেতব্যে ॥

... ...

টিপ্পনী

আঘারবাক্যস্যাগ্নিহোত্রবাক্যস্য চ বিধিত্বং নিরূপয়তি। যাগরূপস্যাভাবাদিত্যাদি। যাগস্য চ দ্বে রূপে—দ্রবং দেবতা চ। গুণানুবাদেত্যাদি। গুণিনোঽপ্রতিষ্ঠিতত্বে গুণস্য নিতরামপ্রতিষ্ঠেতি বিধিগৌরবং স্যাদিতি। গুণবিশিষ্টস্য কর্ম্মণো বিধানে বিশিষ্টবিধৌ গৌরবং স্যাৎ। কেবলপক্ষাদ্ বিশিষ্টপক্ষো গুরুরিতি। দধ্যাদিবাক্যৈরিত্যাদি। অগ্নিহোত্রবাক্যবিহিতেন হোমেন সহ দধ্যাদিরূপদ্রব্যস্য আঘারবাক্যবিহিতেনাঘারেণ চ সহ ঊর্দ্ধ্বত্বাদিরূপো গুণঃ সম্বধ্যতে। মান্ত্রবর্ণিকীতি। মন্ত্রবর্ণতো লভ্যত ইত্যর্থঃ। অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেত্যাদি মন্ত্রতোঽগ্নিহোত্র-হোমস্য দেবতা লভ্যতে।

... ...

অনুবাদ (২।২।৫)

১. কর্ম্মান্তরবিধির অপর একটি বিচার করা হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে—‘আঘারমাঘারয়তি’। এই শ্রুতির নিকটেই আরও শ্রুতি আছে—‘ঊর্দ্ধমাঘারয়তি,’ ‘ঋজুমাঘারয়তি’ ইত্যাদি। অন্যত্র শ্রুতি আছে—‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’। তৎসমীপে শ্রুত হইয়াছে—‘দধ্না জুহোতি,’ ‘পয়সা জুহোতি’। এই বাক্যগুলিই বিচার্য্য।

৩. এই স্থলে সন্দেহ হইতেছে—‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’ এবং ‘আঘারমাঘারয়তি’ এই দুইটি বাক্য কি বিধি, না অনুবাদ।

---

১ ০বিশিষ্টং কর্ম্ম—গ

৪. 'দধ্না জুহোতি' 'পয়সা জুহোতি' ইত্যাদি বাক্যই বিধি। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যটি সেই বিধির অনুবাদ। 'আঘারমাঘারয়তি' এই বাক্যটিও 'উৰ্দ্ধমাঘারয়তি' ইত্যাদি সমগ্র অংশের অনুবাদ। এইগুলি কোনও কর্ম্মের বিধায়ক নহে। কারণ এই দুই বাক্যে (অগ্নিহোত্রং জুহোতি এবং আঘারমাঘারয়তি) যাগের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা, তাহার প্রাপ্তি নাই।

৫. 'দধ্না জুহোতি' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'উৰ্দ্ধমাঘারয়তি' ইত্যাদি শ্রুতিকে উৎপত্তি-বিধি বলা চলে না। যেহেতু এইসকল শ্রুতি হোম বা আঘারের বিধান করে নাই। এখানে বিচার করা প্রয়োজন—পূর্ব্বপক্ষীর মতে 'দধ্না জুহোতি' ইত্যাদি বাক্য কি গুণমাত্রের বিধান করিতেছে, অথবা গুণবিশিষ্ট কর্ম্মের বিধান করিতেছে। গুণমাত্রের বিধান বলা যায় না। পূর্ব্বপক্ষীর মতে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদি বাক্যকে কর্ম্মের বিধায়ক স্বীকার করা হয় নাই, সুতরাং বিধায়ক কোন বাক্য না থাকায় কোন্ বাক্যের অনুবাদ করিয়া গুণমাত্রের বিধান করা হইবে। যদি বল, গুণবিশিষ্ট কর্ম্মের বিধান করিতেছে, তবে 'বিধিগৌরব' দোষ হইবে। এই পক্ষ স্বীকার করিলে বিশিষ্টের বিধিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যদি উপায়ান্তর থাকে, তবে বিশিষ্ট-বিধি স্বীকার করা অনুচিত। আমরা বলিব—অগ্নিহোত্র-বাক্য এবং আঘার-বাক্যকে বিধায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে দধ্যাদি-বাক্যে বিশিষ্ট বিধি স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং বিধিগৌরব দোষও হয় না। এইকারণে অগ্নিহোত্র-বাক্য এবং আঘার-বাক্যকেই উৎপত্তি-বিধি বলা উচিত। দধ্যাদি-বাক্য সেইসকল বিধিতে দ্রব্যাদির বিধান করিতেছে। অতএব গুণবিধি। অগ্নিহোত্র হোমের দেবতার প্রাপ্তি হইতেছে 'অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে। আঘার-বাক্যেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আঘার-রূপ কর্ম্মে উৰ্দ্ধত্ব, ঋজুত্ব প্রভৃতি গুণই বিহিত হইতেছে। উৰ্দ্ধাদি-শ্রুতি-গুণ-বিধি মাত্র।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতে দধ্যাদিবিশিষ্ট কর্ম্মের সমুচ্চয়ে (একই যোগে) অনুষ্ঠান হইবে, কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে এইগুলি গুণ বলিয়া বিকল্পে এই গুলির অনুষ্ঠান হইবে।

(ষষ্ঠে পশুসোমাপূর্বতাধিকরণে সূত্রাণি)

দ্রব্যচোদনা পশুসোময়োঃ প্রকরণে হ্যনর্থকো দ্রব্যসংযোগো ন হি তস্য গুণার্থেন ॥১৭॥ অচোদকাশ্চ সংস্কারাঃ ॥১৮॥ তদ্ভেদাৎ কর্মণোঽভ্যাসো দ্রব্যপৃথক্ত্বাদনর্থকং হি স্যাদ্ভেদো দ্রব্যগুণীভাবাৎ ॥১৯॥ সংস্কারস্তু ন ভিদ্যেত পরার্থত্বাদ্ দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাৎ ॥২০॥

ষষ্ঠাধিকরণমারচয়তি—

যজত্যালভতীত্যেতাবনুবাদৌ বিধী উত ।
গৃহ্লাত্যবদ্যতীত্যাভ্যাং বিহিতেঽর্থেঽনুবাদিনৌ ॥১৫॥
নানুবাদোঽপুরোবাদে যজ্যালভ্যোরতো বিধিঃ ।
গ্রহণে সোমসংস্কারোঽবদানে পশুসংস্ক্রিয়া ॥১৬॥

'সোমেন যজেত' ইতি শ্রূয়তে। তত্র 'ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতি' 'মৈত্রাবরুণং গৃহ্লাতি' ইত্যাদীন্যপি শ্রুতানি। এবম্ 'অগ্নীষোমীয়ম্ পশুমালভেত' ইতি শ্রূয়তে। তত্র 'হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যতি। অথ জিহ্বায়াঃ। অথ বক্ষসঃ' ইত্যাদীন্যপি শ্রুতানি। তত্রৈন্দ্রবায়্বাদি-বাক্যৈর্যাগা[১] বিধীয়ন্তে। ইন্দ্রবায়্বাদিপ্রাতিপদিকৈর্দেবতানাং, তদ্ধিতেন সোমরসদ্রব্যস্য চ প্রতীয়মানত্বাৎ। এতেষাং গ্রহণবাক্যবিহিতানাং যাগানাং সমুদায়ঃ 'সোমেন যজেত' ইত্যনেনানূদ্যতে। তথাবদানবাক্যেষু হৃদয়াদিদ্রব্যং শ্রুতম্। ততো দ্রব্যবিশিষ্টা যাগা-স্তত্র বিধীয়ন্তে। তদনুবাদেন পশ্বালম্ভবাক্যেঽগ্নীষোমরূপা দেবতা বিধীয়ন্তে[২]। তস্মাৎ অবদানবাক্যবিহিতানাং যাগানাং সমুদায়ঃ 'পশুমালভেত' ইত্যনেনানূদ্যতে—ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—সতি হি পুরোবাদেঽনুবাদো ভবতি। ন চাত্র পুরোবাদোঽস্তি, 'সোমেন যজেত' ইত্যনেন প্রতীতস্যার্থস্য গ্রহণবাক্যেষ্বপ্রতীতেঃ। ন হি গ্রহণং যজনং ভবতি। নাপি তদ্ধিতপ্রত্যয়োক্তো রসঃ সোমলতা। ন চ তদ্ধিতপ্রত্যয়ঃ সর্বনামার্থে বিহিতঃ প্রকৃতং ব্রূতে, ন তু রসম্ ইতি শঙ্কনীয়ম্। 'ধারয়া গৃহ্লাতি' ইতি রসস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। তথা 'পশুমালভেত' ইত্যনেন প্রতীতোঽর্থো[৩] নাবদানবাক্যেষু প্রতীয়তে। ততঃ পুরোবাদাভাবেনানুবাদাসম্ভবাদ্[৪] যজত্যালভতিভ্যাং কর্মণী বিধীয়েতে। গ্রহণবাক্যৈস্তু দেবতাবিশিষ্টঃ সোমসংস্কারো বিধীয়তে। অবদানবাক্যৈশ্চ পশুসংস্কারঃ ॥

... ...

---

১ তত্রৈন্দ্রবায়বাদি০—খ
২ বিধীয়তে—গ
৩ ০প্রকৃতোঽর্থো—খ
৪ পুরোবাদাভাবেঽনুবাদা০—খ

টিপ্পনী

উক্তস্যৈব ন্যায়স্যোদাহরণান্তরং প্রদর্শ্যতে। পুরোবাদ ইতি। পুরঃ প্রথমতঃ, বাদঃ কথনং—উৎপত্তিবিধিরিত্যর্থঃ। গ্রহণবাক্যৈস্ত্বিত্যাদি। 'সোমেন যজেত' ইত্যনেন যাগস্য বিধানম্। ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতীত্যাদি-গ্রহণবাক্যেন তত্র দেবতা-রূপো গুণো বিধীয়তে। এবমগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি উৎপত্তি-বিধিরেব। হৃদয়স্যেত্যাদি-বাক্যবিহিতস্য অবদানাদেঃ সংস্কারত্বমাত্রম্। এভিরবদানাদিভিঃ পশুঃ সংস্ক্রিয়তে। গ্রহণেন সোমরসস্যাপি সংস্কারো ভবতি।

... ...

অনুবাদ (২।২।৬)

১. কর্ম্মান্তর বিধির আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে—'সোমেন যজেত'। এই শ্রুতির সন্নিধানে অপর শ্রুতি আছে—'ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতি' (ইন্দ্র-বায়ুদেবতার উদ্দেশে সোম গ্রহণ করিবে), 'মৈত্রাবরুণং গৃহ্লাতি' (মিত্রাবরুণ দেবতার উদ্দেশে সোম গ্রহণ করিবে)। জ্যোতিষ্টোম-যাগের প্রকরণে শ্রুতি আছে—'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' (অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে পশুযাগ করিবে)। এই বাক্যের নিকটেই শ্রুত হইয়াছে—'হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যতি, অথ জিহ্বায়াঃ, অথ বক্ষসঃ' (প্রথমে পশুর হৃদয়ের মাংস টুক্‌রা করিবে, পরে জিহ্বার অংশ এবং তৎপরে বুকের অংশ) ইত্যাদি। এই বাক্যগুলি বিচার্য্য বিষয়।

৩. 'সোমেন যজেত' এবং 'অগ্নীষোমীয়ম্ পশুমালভেত' এই দুইটি বাক্য বিধি, না 'ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতি' ইত্যাদি এবং 'হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যতি' ইত্যাদি বাক্যে যাগের বিধান করা হইয়াছে এবং 'সোমেন যজেত' প্রভৃতি তাহারই অনুবাদ—এই সংশয়।

৪. 'ঐন্দ্রবায়বং' ইত্যাদি বাক্যই কতকগুলি যাগের বিধান করিতেছে। কারণ ইন্দ্র,বায়ু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা দেবতার প্রতীতি হয় এবং শব্দের উত্তর বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে সোমরস-রূপ দ্রব্যের প্রতীতি হইতেছে। 'সোমেন যজেত' এই বাক্যে উক্ত যাগগুলিরই অনুবাদ করা হইতেছে। এইরূপে 'হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যতি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা হৃদয়াদি দ্রব্যবিশিষ্ট কতিপয় যাগের বিধান করা হইতেছে, আর 'অগ্নীষোমীয়ম্ পশুমালভেত' এই বাক্য সেই যাগগুলিরই অনুবাদ করিয়া শুধু 'অগ্নীষোম' নামক দেবতার বিধান করিতেছে।

৫. কোন কিছু বিহিত থাকিলেই তাহার অনুবাদ হইতে পারে। 'সোমেন যজেত' এবং 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' এই দুইটি বাক্যকে অনুবাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রথমতঃ বিধান থাকা চাই। 'ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতি' ইত্যাদি বাক্যে

গ্রহণের বিষয় বলা হইয়াছে। গ্রহণ আর যাগ এক কথা নহে। 'ঐন্দ্রবায়বং' এবং 'মৈত্রাবরুণং' এই দুইটি পদে স্থিত তদ্ধিত-প্রত্যয় হইতেও সোমলতার প্রতীতি হইতে পারে না। ঐন্দ্রবায়বাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত যাগে যে সোমলতা-রূপ গুণের বিধান হইবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ 'অংশ্যা ধারয়া গৃহ্লাতি' ইত্যাদি বাক্যে যে রসের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে 'ঐন্দ্রবায়ব' এই পদের তদ্ধিত-প্রত্যয়ের দ্বারা সেই রসেরই প্রাপ্তি হইবে। রসকে বাদ দিয়া সোমলতার প্রাপ্তি হইতে পারে না। এইরূপ পশু-পদ হৃদয়াদির বাচক না হওয়ায় 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' এই শ্রুতি 'হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যতি' ইত্যাদি শ্রুতির অনুবাদক হইতে পারে না। যেহেতু হৃদয়াদিই পশু নহে, পরন্তু হৃদয়াদি পশুর অবয়ব মাত্র। অতএব সোম-পদ এবং পশু-পদ রস এবং হৃদয়াদির বাচক হয় না বলিয়া এই দুইটি শ্রুতি অনর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে 'সোমেন যজেত' এবং 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' এই দুইটি বাক্য অনুবাদ নহে, কিন্তু বিধি। 'ঐন্দ্রবায়বং গৃহ্লাতি' ইত্যাদি শ্রুতি দেবতা এবং সোমের গ্রহণরূপ সংস্কার-বিশেষকে বুঝাইতেছে, আর 'হৃদয়স্যাগ্রেঽবদ্যতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে পশু-যাগে পশুর অবয়বগুলির গ্রহণে ক্রমের বিধান করা হইয়াছে।

(সপ্তমে সংখ্যাকৃতকর্মভেদাধিকরণে সূত্রম্)

পৃথক্ত্বনিবেশাৎ সংখ্যয়া কর্মভেদঃ স্যাৎ ॥২১॥

সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—

আহুতীস্তিস্র ইত্যত্র কর্মৈক্যমুত ভিন্নতা।
একত্বং সকৃদাখ্যাতাৎ সংখ্যাবৃত্ত্যা প্রযাজবৎ ॥১৭॥
আখ্যাতমাত্রং নো মানং সংখ্যয়া বহুকর্মতা।
আবৃত্ত্যৈকাদশত্বং তু প্রযাজে গত্যভাবতঃ ॥১৮॥
পশূন্ সপ্তদশ প্রাজাপত্যানিত্যত্র ভাষ্যকৃৎ।
বিচারমাহ পূর্বত্র ক্রিয়াত্রিত্বস্ফুটত্বতঃ ॥১৯॥
বহুত্বোপেতপশুভির্দেবযোগাদভিন্নতা।
রূপস্য তেন কর্মৈক্যং সংখ্যা নাত্র ক্রিয়াগতা ॥২০॥
দেবতাসংগতস্যৈব তদ্ধিতার্থস্য পশ্চিমঃ।
বহুত্বসঙ্গমো রূপসংখ্যয়া তৎক্রিয়াভিদা ॥২১॥

'তিস্র আহুতীর্জুহোতি' ইতি শ্রূয়তে। তত্র 'জুহোতি' ইত্যেতদাখ্যাতং 'সমিধো যজতি' ইত্যাদিবন্নাভ্যস্তম্, কিন্তু সকৃদেবাম্নাতম্। তত একমিদং কর্ম। ত্রিত্বসংখ্যা তু তস্যৈব কর্মণ আবৃত্ত্যা নেতব্যা। যথা প্রযাজেম্বেকাদশত্বসংখ্যা পঞ্চানামেব প্রযাজানামাবৃত্ত্যা নীতা তদ্বৎ—ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—কিমিদমাখ্যাতং পদান্তর-নিরপেক্ষমেব কর্মৈক্যে প্রমাণম্, উত পদান্তরান্বিতম্। নাদ্যঃ, বাক্যাংশস্য পদমাত্রস্য প্রমিতিজনকত্বাভাবাৎ। দ্বিতীয়ে ত্রিত্বসংখ্যয়া বিশেষিতেনাখ্যাতেন কর্মবহুত্বং গম্যতে। প্রযাজানান্তু পূর্বমেব পঞ্চসংখ্যাবরুদ্ধত্বাদাবৃত্তিমন্তরেণৈকাদশত্বং দুঃসম্পাদম্। ইহ ত্বেতদ্বিধিতঃ পূর্বং কর্মণ একত্বসংখ্যাবরোধো নাস্তীতি বৈষম্যম্॥

তদেতদ্বৃত্তিকারোদাহরণং ভাষ্যকারো নানুমন্যতে। কর্মবাচিন আহুতিশব্দস্য বিশেষণেন ত্রিশব্দেন কর্মবহুত্বস্য স্ফুটতয়া পূর্বপক্ষানুত্থানাৎ। ইদং ত্বত্রোদাহরণম্—'সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূনালভেত' ইতি। অত্র 'প্রজাপতির্দেবতা যেষাং পশূনাং তে প্রাজা-পত্যাঃ' ইতি তদ্ধিতব্যুৎপত্তৌ বহুত্বোপেতাঃ পশব একং দ্রব্যম্। ততো দ্রব্যৈক্যাদ্দেব-তৈক্যাচ্চ যাগস্য রূপমভিন্নমিত্যেকমিদং কর্ম। যা তু 'সপ্তদশ' ইতি সংখ্যা, সা পশুদ্রব্যগতা, ন তু পূর্বোদাহৃতত্রিত্বসংখ্যেব ক্রিয়াগতা। তস্মাৎ—'ন কর্মভেদমাপা-দয়তি' ইতি প্রাপ্তে—ব্রূমঃ, অত্র 'প্রজাপতির্দেবতা যস্য পশোঃ স প্রাজাপত্যঃ' ইতি তদ্ধিতান্তং প্রাতিপদিকং ব্যুৎপাদ্য পশ্চাত্তদ্ধিতান্তপ্রাতিপদিকার্থস্য প্রজাপতিদেবতা-বিশিষ্টপশোঃ কর্মত্ববহুত্ববিবক্ষায়ামুৎপন্নে ইমে দ্বিতীয়াবিভক্তিবহুবচনে। তত্র প্রথম-ভাবিন্যা দ্বিতীয়াবিভক্তেরেব তদ্ধিতোৎপত্তিবেলায়ামন্বয়ো নাস্তি, কুতঃ পশ্চাদ্ভাবিনো বহুবচনস্যান্বয়ঃ। এবং সতি 'প্রাজাপত্য' ইত্যনেন তদ্ধিতান্তপ্রাতিপদিকেনৈক-পশুদ্রব্যমেকদেবতোপেতং যাগস্য রূপং সমর্প্যতে। তাদৃশানাং রূপাণাং বহুত্বায় বহুবচনম্। বহুত্ববিশেষশ্চ 'সপ্তদশ' ইতি নির্দিশ্যতে। তস্মাৎ—অত্র সংখ্যয়া কর্মভেদঃ। এবঞ্চ সতি, অষ্টমে বক্ষ্যমাণং সপ্তদশপশূনামৈকাদশিনপশুগণবিকৃতিত্বমু-পপদ্যতে॥

... ...

অনুবাদ (২।২।৭)

১. শব্দান্তরের প্রয়োগে এবং পুনঃ পুনঃ কথনে কর্ম্মভেদ হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। সংখ্যানিবন্ধন যে কর্ম্মভেদ হয়, তাহা ইদানীং প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূনালভেত, (প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে সতরটি পশু বধ করিয়া তদ্দ্বারা যাগ করিবে।)—এই বাক্যটি বিচার্য্য।

৩. এই শ্রুতি দ্বারা যে যাগ বিহিত হইতেছে, সেই যাগ একটি অথবা সতরটি—ইহাই সংশয়।

৪. এই স্থলে ধাত্বর্থের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি নাই। সুতরাং আখ্যাতের ভেদ-নিবন্ধন কর্ম্মভেদ সম্ভবপর নহে। 'যে পশুগুলির দেবতা প্রজাপতি' অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে যে পশুগুলিকে আলম্ভন করিতে হয়—এই অর্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় বিহিত হইয়া 'প্রাজাপত্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে বহুত্বযুক্ত পশু-রূপ দ্রব্য একই। প্রজাপতি দেবতাও এক অর্থাৎ অভিন্ন। এইহেতু (দ্রব্য এবং দেবতার সর্ব্বত্র এক-রূপতা-নিবন্ধন) যাগের রূপভেদ হইল না। সুতরাং সতরটি পশুর দ্বারা একই যাগ নিষ্পন্ন হইবে। সপ্তদশ সংখ্যাটি পশুদ্রব্য-গত। যদি 'তিস্র আহুতীর্জুহোতি' এই বাক্যবিহিত কর্ম্মের মত এই স্থলে সংখ্যাটি ক্রিয়াগত হইত, তবে সংখ্যার ভেদনিবন্ধন ক্রিয়ারও ভেদ হইতে পারিত। কিন্তু এই স্থলে সংখ্যাটি দ্রব্যগত বলিয়া কর্ম্মের ভেদ হইল না। অতএব যাগটি সতরটি পশুর দ্বারা সাধ্য একটি-মাত্র কর্ম্ম।

৫. এই স্থলে সংখ্যা অনুসারে কর্ম্মের ভেদ অবশ্যই হইবে। কারণ 'প্রজাপতি দেবতা যাহার' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রাজাপত্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাজাপত্য শব্দের সহিতই পশু-পদের অন্বয় হইতেছে, তাহার পরে কর্ম্ম-কারক এবং তাহার পরে সপ্তদশ সংখ্যার সহিত অন্বয় হইতেছে। তদ্ধিতের যখন অন্বয় হয়, তখন দ্বিতীয়া বিভক্তিরই উপস্থিতি নাই, সুতরাং তাহারও পরে অন্বিত বহুবচনের অন্বয় তখন কিরূপে সম্ভবপর ? অতএব 'প্রাজাপত্য পশু' বলিলে 'প্রজাপতি-রূপ দেবতার উদ্দেশে একটি পশুর দ্বারা সাধ্য যাগকে বুঝায়। পরে সপ্তদশ সংখ্যার সহিত অন্বয় হইলে সেইরূপ সতরটি যাগকে বুঝাইয়া থাকে। এইহেতু আলোচ্য শ্রুতির দ্বারা বিহিত যাগ একটি নহে, পরন্তু সংখ্যার ভেদে যাগেরও ভেদ হইতেছে।

অধিকরণটির প্রয়োজন—(পূর্ব্বপক্ষীর মতে) পশুসমূহের উপাকরণাদি যে-সকল সংস্কার করা হয়, সেইগুলির এক-একটি সংস্কার সতরটি পশুতেই ক্রমে করিতে হইবে। যদি সংস্কারারম্ভের পর একটি পশু হারাইয়া যায় অথবা মারা যায়, তবে তাহার স্থানে অন্য পশু আনিয়া আবার প্রথম হইতেই সবগুলি পশুর সংস্কার আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তবাদীর মতে প্রত্যেকটি পশুতে স্বতন্ত্রভাবে সবগুলি সংস্কার করিতে হয়। এই কারণে যে পশুটি হারাইয়া যাইবে বা মরিয়া যাইবে, তৎস্থলে অন্য পশু আনিয়া কেবল সেই পশুরই সংস্কার করিতে হইবে। অন্য পশুর নহে।

প্রথমতঃ বৃত্তিকারের অভিপ্রায় অনুসারে এই অধিকরণ রচনা করা হইয়াছে। বৃত্তিকারের মতে 'তিস্র আহুতীর্জুহোতি' এই শ্রুতিই বিচার্য্য বিষয়।

সংশয় এইযে, 'জুহোতি' এই স্থলে আখ্যাত-প্রত্যয়টি একবার-মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। আখ্যাতের পুনঃ পুনঃ কথন হয় নাই। এই অবস্থায় কর্ম্মটি এক হইবে, না বহু হইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে কর্ম্মটি একই। কারণ 'সমিধো যজতি' ইত্যাদি উদাহরণের মত এখানে আখ্যাতের অভ্যাস হয় নাই। ত্রিত্ব-সংখ্যা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, সেই কর্ম্মটিরই তিনবার আবৃত্তি হইবে। এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। প্রযাজের একাদশত্ব-সংখ্যা পাঁচটি প্রযাজের আবৃত্তি করিয়াই পূরণ করা হয়। এইস্থলেও সেইরূপই হইবে।

এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে বলা হইতেছে যে, 'জুহোতি' এই প্রয়োগের আখ্যাতটি কি অন্য পদের অপেক্ষা না করিয়াই একটি-মাত্র কর্ম্মের বোধক হইতেছে, না অপর পদের সহিত অন্বিত হইয়াই বোধক হইতেছে। পদান্তরের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া শুধু 'জুহোতি' পদটিই একটি কর্ম্মের বোধক হইতেছে—এই কথা বলা চলে না। কারণ একটি পদ তো বাক্যের অংশমাত্র। বাক্যাংশ কোনও সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষটি গ্রহণ করা হয়—তবে বলিব, ত্রিত্ব-সংখ্যার দ্বারা বিশেষিত যে আখ্যাত, সেই আখ্যাতের দ্বারা কর্ম্মের বহুত্বই জানা যাইতেছে। প্রযাজের উদাহরণ এই স্থলে খাটিবে না। তাহার সহিত এই প্রয়োগের বৈষম্য আছে। পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব-সংখ্যার সহিত প্রযাজের অন্বয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং একই কর্ম্মের আবৃত্তি ব্যতীত প্রযাজের একাদশত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব সংখ্যার দ্বারাও কর্ম্মের ভেদ জানিতে পারা যায়।

বৃত্তিকারের এই উদাহরণ ভাষ্যকার অনুমোদন করেন নাই। অনুমোদন না করিবার কারণ এই যে, কর্ম্মবাচক আহুতি শব্দের বিশেষণ হইতেছে 'ত্রি' শব্দ। এই 'ত্রি' শব্দের দ্বারাই পরিষ্কার-রূপে কর্ম্মের বহুত্ব জানা যাইতেছে। সুতরাং এরূপ পরিষ্কার সিদ্ধান্তের উপরে পূর্ব্বপক্ষের কোন সম্ভাবনাই নাই। সন্দিগ্ধ স্থল হইলেই বিচারে একাধিক পক্ষ থাকিতে পারে।

(অষ্টমে সংজ্ঞাকৃতকর্মভেদাধিকরণে সূত্রম্)

সংজ্ঞা চোৎপত্তিসংযোগাৎ ॥২২॥

অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

অথৈষ জ্যোতিরিত্যত্র গুণো বা কর্ম বা পৃথক্।
গুণঃ সহস্রদানাত্মা জ্যোতিষ্টোমে হ্যনূদিতে ॥২২॥

অথেতি প্রকৃতে ছিন্ন এতচ্ছব্দোঽগ্রগং বদেৎ।
সংখ্যয়েবান্যকর্মত্বমিহ নূতনসংজ্ঞয়া ॥২৩॥

'অথৈষ জ্যোতিঃ, অথৈষ বিশ্বজ্যোতিঃ, অথৈষ সর্বজ্যোতিঃ, অনেন সহস্র-দক্ষিণেন যজেত' ইতি শ্রূয়তে। অত্র প্রকৃতং জ্যোতিষ্টোমম্ 'এষ জ্যোতিঃ' ইত্যনূদ্য তস্মিন্ সহস্রদানলক্ষণো গুণো বিধীয়তে—ইতি চেৎ, ন। প্রকৃতস্য জ্যোতিষ্টোমস্য 'অথ' ইত্যনেন বিচ্ছিন্নত্বাৎ। ন চৈবং সতি 'অথৈষ জ্যোতিঃ' ইত্যুক্ত এতচ্ছব্দোঽনুপপন্নঃ, ইতি বাচ্যম্। সন্নিহিতবাচিনৈতচ্ছব্দেনাতীতসন্নিহিতস্যেবাগামিসন্নিহিতস্যাপি পরামর্শ-সম্ভবাৎ। আগামিসন্নিহিতশ্চ জ্যোতিঃশব্দার্থঃ। স চ জ্যোতিঃশব্দোঽতীতমপরামৃশন্ন-পূর্বসংজ্ঞারূপত্বান্নূতনং[১] কিঞ্চিৎ কর্মাভিধত্তে। ততো যথা পূর্বত্র সংখ্যয়া কর্মভেদঃ, তথা অত্রাপি সংজ্ঞয়া কর্ম ভিদ্যতে। বিশ্বজ্যোতিঃ-সর্বজ্যোতিঃশব্দয়োরপ্যয়ং ন্যায়ো দ্রষ্টব্যঃ॥

... ...

টিপ্পনী

সংজ্ঞাকৃতঃ কর্ম্মভেদোঽধুনা প্রদর্শ্যতে। সহস্রদানলক্ষণঃ সহস্রদক্ষিণত্বরূপঃ। অথেত্যনেনেত্যাদি। প্রকরণারম্ভকস্যাথ-শব্দস্য পূর্ব্বপ্রকরণবিচ্ছেদকত্বমিতি। বিশ্বজ্যোতিরিত্যাদি। জ্যোতিঃ-বিশ্বজ্যোতিঃ-সর্ব্বজ্যোতিরিতি তিসৃভিঃ সংজ্ঞাভির্মিথো ভিন্নান্যেব ত্রীণি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্ত ইত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ (২।২।৮)

১. সংখ্যার দ্বারা যেরূপ কর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে, সংজ্ঞা (নাম) দ্বারাও সেইরূপ কর্ম্মের ভেদ হয়—ইহাই এই অধিকরণে আলোচিত হইতেছে।

২. 'অথৈষ জ্যোতিঃ। অথৈষ বিশ্বজ্যোতিঃ। অথৈষ সর্ব্বজ্যোতিঃ। এতেন সহস্রদক্ষিণেন যজেত'—এই বাক্যটি বিচার্য্য।

৩. জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে এই শ্রুতিটি পাওয়া যায়। সন্দেহ এই যে, এই স্থলে 'জ্যোতিঃ' 'বিশ্বজ্যোতিঃ' ও 'সর্ব্বজ্যোতিঃ' এই তিনটি শব্দের দ্বারা কি পূর্ব্বকথিত জ্যোতিষ্টোমেরই অনুবাদ করিয়া তাহাতে সহস্র দক্ষিণ-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে, অথবা জ্যোতিঃ প্রভৃতি-নামক পৃথক্ কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে।

---

১ ০সংজ্ঞারূপত্বান্ন০—গ

৪. জ্যোতিঃ, বিশ্বজ্যোতিঃ প্রভৃতি জ্যোতিষ্টোমেরই সংজ্ঞান্তর। 'এষঃ' এই পদের এতৎশব্দ দ্বারা সান্নিহিত বিষয়েরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং জ্যোতিঃ প্রভৃতি শব্দ জ্যোতিষ্টোমেরই অনুবাদ করিয়া তাহাতে সহস্রদক্ষিণা-রূপ গুণের বিধান করিতেছে।

৫. শ্রুতিগুলিতে 'অথ' শব্দ থাকায় জ্যোতিঃ প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বপঠিত জ্যোতিষ্টোম হইতে যে পৃথক, তাহা বোঝা যাইতেছে। এই স্থলে এতৎ' শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া সন্নিহিত জ্যোতিষ্টোমকেই যে বুঝাইবে তাহাও বলা যায় না। কারণ এতৎ-শব্দ যেমন অতীত-কালীন সন্নিহিত বস্তুকে বুঝায়, সেইরূপ ভবিষ্যৎকালীন সন্নিহিত বস্তুকেও বুঝাইয়া থাকে। এই স্থলে ভবিষ্যৎকালীন সন্নিহিত পদার্থ—জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃশব্দ অতীতের সহিত কোন যোগ না রাখিয়া 'জ্যোতিঃ' এই অপূর্ব্ব সংজ্ঞার বলেই নূতন একটি কর্ম্মকে বুঝাইবে। এইভাবে অপূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান স্বীকার করায়ও 'এতৎ' শব্দ প্রয়োগের কোন অসঙ্গতি ঘটে না। সংখ্যার ভেদে যেরূপ কর্ম্মভেদ স্বীকার করা হইয়াছে, সংজ্ঞার বা নামের ভেদেও সেইরূপ কর্ম্মভেদ স্বীকার করা হইল। বিশ্বজ্যোতিঃ এবং সর্ব্বজ্যোতিঃ শব্দেও এই ন্যায়ানুসারে বিভিন্ন কর্ম্মেরই বিধান পাওয়া যাইতেছে।

(নবমে দেবতাভেদকৃত-কর্মভেদাধিকরণে সূত্রম্)

গুণশ্চাপূর্বসংযোগে বাক্যয়োঃ সমত্বাৎ ॥২৩॥

নবমাধিকরণমারচয়তি—

গুণঃ কর্মান্তরং বা স্যাদ্ বাজিভ্যো বাজিনং ত্বিতি।
গুণো দেবাননূদ্যোক্তসমুচ্চয়-বিকল্পতঃ[১] ॥২৪॥
আমিক্ষোৎপত্তিশিষ্টত্বাৎ প্রবলা তত্র বাজিনম্।
গুণোঽপ্রবিশ্য কর্মান্যৎ কল্পয়েদ্ বাজিদেবকম্ ॥২৫॥

'তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি, সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা, বাজিভ্যো বাজিনম্' ইতি শ্রূয়তে। ঘনীভূতঃ পয়ঃপিণ্ড আমিক্ষা, জলং বাজিনম্। তত্র আমিক্ষাদ্রব্যভাজো যে বিশ্বেদেবা[২] উক্তাঃ তে 'বাজিভ্যঃ' ইত্যনেনানূদ্যন্তে। 'বাজোঽন্নমামিক্ষারূপমেষামস্তি' ইতি তন্নিষ্পত্তেঃ। তাননূদ্য বাজিনদ্রব্যরূপো গুণো বিধীয়তে। তচ্চ দ্রব্যমামিক্ষাদ্রব্যেণ

---

১ দেবাননূদ্যোক্তঃ সমু০—খ ২ বিশ্বদেবা—খ

সহ সমুচ্চীয়তাং বিকল্প্যতাং বা ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—উৎপত্তিশিষ্টেনামিক্ষাদ্রব্যেণাবরুদ্ধে বৈশ্বদেবযাগে বাজিনদ্রব্যস্যোৎপন্নশিষ্টস্য প্রবেশাভাবাদ্ বাজিনং বাজিশব্দার্থস্য দেবতান্তরমাপাদয়তি। ততো দ্রব্যদেবতালক্ষণস্য রূপস্য ভিন্নত্বাৎ কর্মান্তরম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

দেবতাভেদেনেহ কর্ম্মভেদং প্রদর্শয়তি। বাজিভ্যো বাজিনমিতি দ্বিতীয়বাক্যেন কিং যাগান্তরং বিধীয়তে, উত পূর্ব্ববাক্যবিহিতং কর্ম্ম উদ্দিশ্য কিঞ্চিদ্ গুণান্তরং বিধীয়তে ইতি সংশয়ঃ। আমিক্ষা 'ছানা' ইতি বঙ্গ-ভাষায়াম্। বাজোঽন্নমিত্যাদি ব্যুৎপত্তেঃ বাজীতিশব্দস্য বিশ্বদেববিশেষণতা। তাননূদ্যেতি। :পূর্ব্ববাক্যেন বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ আমিক্ষাদ্রব্যস্যার্পণং বিহিতম্। বাজিভ্যো বাজিনমিতি বাক্যেন চ তদেব বৈশ্বদেবতাকং যাগমনূদ্য বাজিনরূপং দ্রব্যান্তরং বিধীয়তে আমিক্ষয়া সহ সমুচ্চয়ার্থং বিকল্পার্থং বা। ইত্যেব পূর্ব্বপক্ষস্যাশয়ঃ। অবরুদ্ধ ইতি। আকাঙ্ক্ষাবিরতিরিত্যর্থঃ। ন হি সমুচ্চয়ঃ একার্থত্বাৎ। ন চ বিকল্পঃ অতুল্যবলত্বাদিত্যর্থঃ।

... ...

অনুবাদ (২।২।৯)

১. দেবতার বিভিন্নতাপ্রযুক্তও কর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে। এই অধিকরণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

২. 'তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্' (তপ্ত দুগ্ধে দধি দিবে, তাহাতে যে আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা হইবে তাহা বিশ্বদেব-নামক দেবতার। বাজিন অর্থাৎ ছানার জল বাজী-দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিবে।) এই শ্রুতি-বাক্যটি বিচার্য্য।

৩. শ্রুতিতে 'বাজিভ্যো বাজিনম্' এই দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা কি কর্ম্মান্তরের বিধান করা হইতেছে, না আমিক্ষাগুণযুক্ত যাগেই কিঞ্চিৎ গুণান্তরের বিধান করা হইতেছে।

৪. আলোচ্য শ্রুতিতে বিশ্বদেব-নামক দেবতা এবং বাজী-নামক দেবতা ভিন্ন নহেন। এই কারণে আমিক্ষা-যাগে বাজিন-রূপ গুণের বিধান করা হইয়াছে। বাজিন-রূপ গুণটি আমিক্ষা দ্রব্যের সহিত সমুচ্চয়েই (একযোগে) হউক, আর বিকল্পেই হউক, বিহিত হইবে।

'বাজ'শব্দের অর্থ অন্ন, তাহা যাঁহার আছে--সেই দেবতাকে বলা হয়—'বাজী'। আলোচ্য স্থলে বিশ্বদেব-নামক দেবতার উদ্দেশে আমিক্ষা-রূপ বাজ অর্থাৎ অন্ন নিবেদন করা হয় বলিয়া বাজী-শব্দ 'বিশ্বদেব' দেবতাকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং একই দেবতার

উদ্দেশে বাজিন-রূপ গুণান্তরের বিধান করা হইতেছে বলিয়া এই স্থলে কর্ম্মভেদ হইতে পারে না।

৫. শ্রুতিতে পৃথক্‌ভাবে অপর দেবতার নির্দ্দেশ থাকিলে সেই দেবতার সহিত সম্বন্ধ গুণও কর্ম্মভেদের হেতু হইয়া থাকে। আমিক্ষাদ্রব্য-রূপ গুণটি উৎপত্তি বিধিতে পঠিত বলিয়া তাহা হইতেছে—উৎপত্তিশিষ্ট। বাক্যান্তরে বাজিনগুণের বিধান হইতেছে বলিয়া বাজিনদ্রব্য-রূপ গুণটি উৎপন্নশিষ্ট। উৎপত্তিশিষ্ট গুণ উৎপন্নশিষ্ট গুণ অপেক্ষা প্রবল। (এই কারণেই উভয়ের মধ্যে বিকল্পের বিধানও বলা যায় না এবং এই কারণে উহাদের সমুচ্চয়ও সম্ভবপর নহে।) অতএব বাজিন-রূপ বস্তুটি, পৃথক্ দেবতা-রূপে স্থিরীকৃত বাজীর উদ্দেশে কৃত যাগে ব্যবহৃত হইবে। এইভাবে স্থির হইল যে, আমিক্ষা-যাগের দেবতা বিশ্বদেব এবং দ্রব্য আমিক্ষা, আর বাজিন-যাগের দেবতা বাজী এবং দ্রব্য বাজিন। দ্রব্য এবং দেবতার ভেদে কর্ম্মেরও ভেদ হইতেছে। বাজিন-রূপ দ্রব্য উৎপন্নশিষ্ট বলিয়া বৈশ্বদেব-যাগে তাহার প্রবেশই সম্ভবপর নহে। কারণ সেই যাগ আমিক্ষা-রূপ উৎপত্তিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে। এই কারণে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বদেব-নামক দেবতা হইতে বাজী-নামক দেবতা পৃথক্, উভয় অভিন্ন নহেন। এই বাজী-রূপ দেবতাই এই স্থলে কর্ম্মভেদের হেতু।

(দশমে দ্রব্যবিশেষানুক্তিকৃতকর্মৈক্যাধিকরণে সূত্রম্)

অগুণে তু কর্মশব্দে গুণস্তত্র প্রতীয়তে ॥২৪॥

দশমাধিকরণমারচয়তি—

দধিহোমেঽন্যকর্মত্বং গুণো বান্যত্তু পূর্ববৎ।
নির্গুণত্বাদগ্নিহোত্রে যুক্তো দধ্যাদিকো গুণঃ ॥২৬॥

'দধ্না জুহোতি' ইতি শ্রূয়তে। তত্র 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যেতস্মাৎ প্রকৃতাৎ কর্মণোঽন্যদ্দধিহোমরূপং কর্ম—ইতি পূর্বন্যায়েনাবগম্যতে। যথা পূর্বত্র বাজিনদ্রব্যেণ কর্ম ভিদ্যতে, তথা দধিদ্রব্যেণেতি চেৎ—ন। বৈষম্যাৎ। যথা বৈশ্বদেবো যাগ আমিক্ষাগুণাবরুদ্ধঃ, তথাঽগ্নিহোত্রং ন গুণান্তরাবরুদ্ধম্। প্রত্যুত নির্গুণত্বাদ্-গুণমাকাঙ্ক্ষতি। তস্মাদয়ং গুণবিধিঃ। এবং 'পয়সা জুহোতি' ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্। পয়োদধ্যাদীনাং সর্বেষামুৎপন্নশিষ্টতয়া সমবলত্বাদেকৈকেন দ্রব্যেণাগ্নিহোত্রনিষ্পত্তেশ্চ ব্রীহিযববদ্ বিকল্পঃ ॥

…　　…　　…

অনুবাদ (২।২।১০)

১. পূর্ব্ব-ন্যায়ের অপবাদ-রূপে (ব্যতিক্রম) এই অধিকরণ আলোচিত হইতেছে।

২. 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'দধ্না জুহোতি' প্রভৃতি বিষয় বাক্য।

৩. অগ্নিহোত্র-প্রকরণে শ্রুতি আছে—'দধ্না জুহোতি' 'পয়সা জুহোতি' ইত্যাদি। সংশয় এই যে, 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই উৎপত্তিবিধি দ্বারা যে যাগের বিধান পাওয়া যাইতেছে, 'দধ্না জুহোতি' ইত্যাদি বিধি দ্বারা প্রাপ্ত দধ্যাদি দ্রব্য কি সেই যাগেই গুণের বিধান করিতেছে, অথবা দধি-যাগ পৃথক কর্ম্মবিশেষ।

৪. পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে জানা যাইতেছে—অগ্নিহোত্র-যাগ এবং দধি-যাগ পৃথক্ কর্ম্ম। সেখানে যেরূপ 'বাজিন' দ্রব্যের দ্বারা কর্ম্মের ভেদ হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ দধি-দ্রব্যের দ্বারা সাধ্য যাগটি অগ্নিহোত্র-যাগ হইতে পৃথক্।

৫. পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম এই স্থলে খাটিবে না। কারণ উভয় অধিকরণের মধ্যে বৈষম্য আছে। আমিক্ষা-রূপ দ্রব্যের দ্বারা বৈশ্বদেব-যাগের দ্রব্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে সেই স্থলে পুনরায় বাজিন-দ্রব্যের প্রাপ্তির কোন প্রসঙ্গই নাই। পরন্তু এই স্থলে অগ্নিহোত্র-যাগে বিনিযোজ্য কোন দ্রব্যের কথা জানা যাইতেছে না বলিয়া দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যাইতেছে। এইহেতু 'দধ্না জুহোতি' 'পয়সা জুহোতি' ইত্যাদি বিধি-বাক্য দ্বারা দ্রব্যাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে। দধি, পয়ঃ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি উৎপন্নশিষ্ট। সুতরাং তুল্যবলত্ব-প্রযুক্ত পরস্পরের মধ্যে বিকল্প বিধান হইবে। অর্থাৎ দধি দ্বারা অথবা পয়ঃ (দুধ) দ্বারা অগ্নিহোত্র-যাগ সম্পন্ন করিতে হইবে। দধি এবং পয়ঃ এই উভয়ের সমুচ্চয়ে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ একটি দ্রব্যের দ্বারাই অগ্নিহোত্র-যাগ সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া দ্রব্যাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ যাগ-বিষয়ক গুণাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেইহেতু অপর গুণটি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অতএব ব্রীহি এবং যবের বিকল্পের ন্যায় অগ্নিহোত্র-যাগে দ্রব্য-রূপে দধি ও দুগ্ধের বিকল্প হইবে।

(একাদশে দধ্যাদিদ্রব্যসফলত্বাধিকরণে সূত্রে)

ফলশ্রুতেস্তু কর্ম স্যাৎ ফলস্য কর্মযোগিত্বাৎ ॥২৫॥ অতুল্যত্বাত্তু বাক্যয়োর্গুণে তস্য প্রতীয়তে ॥২৬॥

একাদশাধিকরণমারচয়তি—

যদ্দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াদিতি তৎ পৃথক্।
গুণো বা ভিদ্যতে কর্ম ধাত্বর্থস্য ফলিত্বতঃ ॥২৭॥

মন্ত্বর্থগৌরবাদিভ্যো নান্যৎ কর্ম ফলায় তু।
গুণে বিধেয়ে[১], ধাত্বর্থো বিহিতত্বাদনূদ্যতে ॥২৮॥

'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' ইতি শ্রূয়তে। তদিদং প্রকৃতাদগ্নিহোত্রাদন্যৎ কর্ম, ন ত্বত্র বিধিঃ[২]। কুতঃ—'ইন্দ্রিয়কামস্য' ইত্যুক্তস্য ফলস্য ধাত্বর্থমন্তরেণ দ্রব্যমাত্রাদনিস্পত্তেঃ—ইতি চেৎ, মৈবম্। কর্মান্তরবিধৌ 'দধিমতা হোমেনেন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ' ইতি মত্বর্থলক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ। গুণবিশিষ্টক্রিয়াবিধৌ, গৌরবাৎ। প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাচ্চ। গুণমাত্রং তু ফলায় বিধীয়তে। যদ্যপি 'দধ্না জুহোতি' ইতি[৩] প্রাপ্তম্, তথাপি ফলসম্বন্ধো ন প্রাপ্তঃ। ধাত্বর্থাভাবে ফলাসম্ভব ইতি চেৎ—ন। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি বিহিতস্য ধাত্বর্থস্যানূদ্যমানত্বাৎ ॥

টিপ্পনী

অয়মপ্যন্যঃ কর্ম্মভেদাপবাদঃ। দধ্নেন্দ্রিয়কামস্যেত্যাদি-শ্রুতৌ ঋত্বিগিত্যূহম্। প্রকৃতহানেত্যাদি। অগ্নিহোত্রস্য কর্ত্তব্যকালে সায়ংপ্রাতঃস্বরূপে অকৃত্বাপি হোমং অন্যদা যদা কদাচিৎ কর্ত্তব্যতাপত্তেঃ। ধাত্বর্থস্যানূদ্যমানত্বাদিতি। ইদং বাক্যং প্রকৃতমেবাগ্নিহোত্রমুদ্দিশ্য ইন্দ্রিয়রূপফলায় দধিরূপং গুণং বিদধাতীতি নিষ্কর্ষঃ।

... ...

অনুবাদ (২।২।১১)

১. আরও একটি কর্ম্মভেদের ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' (যে যজমান ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব কামনা করেন, সেই যজমানের ঋত্বিক্ দধি দ্বারা হোম করিবেন।) এই শ্রুতি-বাক্যটি বিচার্য্য।

৩. শ্রুতিটি অগ্নিহোত্র-প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে। সংশয় এই যে, ইহা কি অপূর্ব্ব-বিধি, অথবা অগ্নিহোত্র-যাগেই গুণ-বিধি।

৪. এই শ্রুতিটি অগ্নিহোত্র-যাগ হইতে পৃথক্ একটি যাগের বিধান করিতেছে বলিয়া অপূর্ব্ব-বিধিই হইবে। এই স্থলে ইন্দ্রিয়-রূপ ফল শ্রুত হইয়াছে বলিয়া গুণবিধি হইতে পারে না। কারণ কেবল দ্রব্যাত্মক গুণ হইতে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান হইতেই ফলের উৎপত্তি হয়। অতএব এই বাক্যটি অগ্নিহোত্র ব্যতীত কর্ম্মান্তরের বিধান করিতেছে বলিয়া অবশ্যই অপূর্ব্ব-বিধি হইবে।

৫. আলোচ্য শ্রুতিকে অপূর্ব্ব-বিধি বলিলে মত্বর্থলক্ষণা-দোষ হয়। যেহেতু তাহাতে বাক্য দাঁড়াইবে—'দধিমতা হোমেন ইন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ' (দধিবিশিষ্ট হোমের দ্বারা ইন্দ্রিয়

---

১ বিধেয়ো—খ
২ গুণবিধিঃ—খ
৩ ইতি দধি—খ

উৎপন্ন করিবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব বৃদ্ধি করিবে।) যদি বল, 'সোমেন যজেত' এই বিধির ন্যায় আলোচ্য শ্রুতিটিকে দধি-রূপ গুণবিশিষ্ট কর্ম্মের বিধি বলা যাইবে—তাহা হইলে বলিব—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিলে গৌরব-দোষ হয়। যে-স্থলে উপায়ান্তর নাই, সেই স্থলে অগত্যা গৌরব-দোষ স্বীকার করিতে হয়। এখানে অন্যবিধ সিদ্ধান্ত করিবার পথ রহিয়াছে। প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তে শুধু যে গৌরব দোষই হয় তাহা নহে, পরন্তু ফলের উদ্দেশ্যে গুণের বিধান-রূপ প্রকৃতের হানি ঘটে এবং পৃথক্ কর্ম্ম-রূপ অপ্রকৃতের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। সকল গুণই ফলের উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়া থাকে। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি স্বর্গকামঃ' এই অপূর্ব্ব-বিধির দ্রব্যরূপ গুণের আকাঙ্ক্ষায় যদিও 'দধ্না জুহোতি,' 'পয়সা জুহোতি, প্রভৃতি শ্রুতিকে পাওয়া যায়, তথাপি ইন্দ্রিয়-রূপ ফলের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা সেইসকল শ্রুতি হইতে পাওয়া যাইতেছে না। কারণ ক্রিয়ার প্রাধান্য না থাকিলে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' ইত্যাদি শ্রুতিকে কেন অপূর্ব্ব-বিধি বলা হইবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' ইত্যাদি বাক্যস্থ ধাত্বর্থ 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যস্থ ধাত্বর্থের অনুবাদ মাত্র। ফল কথা এই যে, 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি স্বর্গকামঃ' এবং 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' এই উভয় বাক্যেই ফলশ্রুতি রহিয়াছে, অথচ দুইটি বাক্য সমান নহে। কারণ অগ্নিহোত্র-বাক্যের আলোচনায় জানা যায়, শুধু কর্ম্ম হইতেই ফল লাভ হইয়া থাকে, আর 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' ইত্যাদি বাক্যের আলোচনায় জানা যায় যে, গুণ হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। অতএব 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' এই বাক্য গুণফলবিধি। অর্থাৎ এই স্থলে ইন্দ্রিয়-রূপ ফলের উদ্দেশ্যে দধি-রূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। যদি বল, গুণ তো কর্ম্ম নহে, তবে গুণ হইতে কিরূপে ফল উৎপন্ন হইতে পারে—তাহা হইলে বলিব—হোম-রূপ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া দধিদ্রব্য-রূপ গুণও ইন্দ্রিয়-রূপ ফলের জনক হইবে। যদিও 'দধ্না জুহোতি' এই বাক্য হইতেই গুণের বিধান পাওয়া যায়, তথাপি দধি-রূপ গুণ যে ইন্দ্রিয়-রূপ ফলের উৎপাদক, তাহা এই শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে।

এই অধিকরণ রচনার প্রয়োজন এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতে যে-কোনও সময়ে এই হোম করা চলিবে, কারণ ইহা ইন্দ্রিয়-রূপ ফলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে অগ্নিহোত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকাল বা সায়ংকালে নিত্য হোমেই ইন্দ্রিয়-রূপ ফলের কামনায় দধি-রূপ দ্রব্যের বিধান করিতে হইবে।

(দ্বাদশে বারবন্তীয়াদীনাং কর্মান্তরতাধিকরণে সূত্রম্)

সমেষু কর্ম্মযুক্তং স্যাৎ ॥২৭॥

দ্বাদশাধিকরণমারচয়তি—

উক্ত্বাগ্নিষ্টুতমেতস্য বারবন্তীয়সাম হি।
রেবতীষ্বৃক্ষু কৃত্বেতি শ্রুতং পশুফলাপ্তয়ে ॥২৯॥
রেবত্যাদিগুর্ণঃ কর্ম পৃথগ্ বা পূর্ববদ্ গুণঃ।
রেবতীবারবন্তীয়সম্বন্ধাখ্যঃ পশুপ্রদঃ ॥৩০॥
সাম্নোঽত্র ফলকর্মভ্যাং সম্বন্ধে বাক্যভিন্নতা।
তেনোক্তগুণসংযুক্তমন্যৎ[1] কর্মোচ্যতে ফলে ॥৩১॥

'ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদগ্নিষ্টোমস্তস্য বায়ব্যাস্বৃক্ষ্বেকবিংশমগ্নিষ্টোমসাম কৃত্বা ব্রহ্মবর্চসকামো যজেত' ইত্যস্য সন্নিধৌ শ্রূয়তে—'এতস্যৈব রেবতীষু বারবন্তীয়মগ্নিষ্টোমসাম কৃত্বা পশুকামো হ্যেতেন যজেত' ইতি। অস্যায়মর্থঃ—'অগ্নিষ্টোমস্য বিকৃতিরূপঃ কশ্চিদেকাহোঽগ্নিষ্টুন্নামকঃ। স চ পৃষ্টস্তোত্রে ত্রিবৃৎস্তোমযুক্ততয়া 'ত্রিবৃৎ' ইত্যুচ্যতে। অগ্নিষ্টোমোক্থাদীনাং[2] সপ্তানাং সোমসংস্থানাং মধ্যেঽগ্নিষ্টোমসংস্থারূপত্বাৎ 'অগ্নিষ্টোমঃ' ইত্যপ্যুচ্যতে[3]। প্রকৃতৌ তৃতীয়সবন আর্ভবপবমানস্তোপরি যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং সাম গীয়তে। তেন চ সাম্নাগ্নিষ্টোমযাগস্য সমাপ্যমানত্বাৎ 'অগ্নিষ্টোমসাম' ইত্যুচ্যতে[4]। তচ্চ প্রকৃতৌ 'যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ঃ' ইত্যাদ্যাগ্নেয়ীষ্বৃক্ষু গীয়তে। অস্মিংস্ত্বগ্নিষ্টুতি ব্রহ্মবর্চসকামেন বায়ব্যাস্বৃক্ষু তৎসাম গাতব্যম্। তচ্চ প্রকৃতাবিবৈকবিংশস্তোমযুক্তম্। পশুকামস্য তু 'রেবতীর্নঃ সধমাদঃ'—ইত্যাদিষু রেবতীষ্বৃক্ষু বারবন্তীয়ং সাম গায়েৎ'—ইতি। তত্র রেবতীনামৃচাং বারবন্তীয়নামকেন সাম্না যঃ সম্বন্ধঃ, সোঽয়ং পশুফলায়াগ্নিষ্টুতি বিধীয়তে, 'এতস্যৈব' ইতি প্রকৃতপরামর্শকেনৈতচ্ছব্দেন, অন্যব্যাবর্তকেনৈবকারেণ চাগ্নিষ্টুতঃ সমর্প্যমাণত্বাৎ[5]। যথা পূর্বাধিকরণ ইন্দ্রিয়ফলায় প্রকৃতেঽগ্নিহোত্রে দধিগুণো বিহিতঃ, তদ্বৎ। ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—বিষমো দৃষ্টান্তঃ, দধ্নো হোমজনকত্বং ন শাস্ত্রেণ বোধনীয়ম্, তস্য লোকতোঽবগন্তুং শক্যত্বাৎ। ফলসম্বন্ধ এক এব শাস্ত্রবোধ্য ইতি ন তত্র বাক্যভেদঃ। ইহ তু রেবত্যৃগাধারকবারবন্তীয়সাম্নোঽগ্নিষ্টুৎকর্মসাধনত্বং ফলসাধনত্বং চ

---

১ ॰গুণসম্বন্ধ॰—গ
২ ॰মোক্থ্যাদীনাং—খ
৩ ইত্যুচ্যতে—খ, গ
৪ ইত্যপুচ্যতে—গ
৫ সমাপ্যমানত্বাৎ—গ

ইত্যুভয়স্য শাস্ত্রৈকবোধ্যত্বাদ্দুর্বারো বাক্যভেদঃ। তেন পশুফলকং যথোক্তগুণবিশিষ্টং কর্মান্তরমত্র বিধীয়তে। এতচ্ছব্দ এবকারশ্চ বিধীয়মানকর্মান্তরবিষয়তয়া যোজনীয়ৌ ॥

... ...

টিপ্পনী

ইদঞ্চাপরং কর্ম্মভেদোদাহরণম্। 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি-বাক্যেন কিমগ্নিষ্টুদ্‌যাগ এব পশু-রূপফল-প্রাপ্তয়ে রেবতীনামৃচাং বারবন্তীয়সাম্না সম্বন্ধঃ ক্রিয়তে, উত তৎসামগুণকং পশুফলকং কর্ম্মান্তরং বিধীয়তে ইতি সন্দেহঃ।

... ...

অনুবাদ (২।২।১২)

১. কর্ম্মভেদের আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে 'ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমস্তস্য বায়ব্যাস্বৃক্ষ্বেকবিংশমগ্নিষ্টোম সাম কৃত্বা ব্রহ্মবর্চ্চসকামো যজেত'। ইহারই সমীপে অপর শ্রুতি আছে 'এতস্যৈব রেবতীষু বারবন্তীয়মগ্নিষ্টোম সাম কৃত্বা পশুকামো হ্যেতেন যজেত'। অর্থ এই যে, 'ত্রিবৃৎ' ইত্যাদি বাক্যে যে 'অগ্নিষ্টুৎ' শব্দটি আছে, তাহা 'অগ্নিষ্টোম'-নামক যাগের বিকৃতিভূত এবং একাহসাধ্য একটি যাগের নাম। সেই যাগটিই ত্রিবৃৎস্তোম—(সামবিশেষ)-যুক্ত বলিয়া 'ত্রিবৃৎ'নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই যাগেরই গৌণ নাম—'অগ্নিষ্টোম'। বিকৃতিভূত 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগের প্রকৃতিভূত যে 'অগ্নিষ্টোম' যাগ, তাহাতে যে সাম গীত হয়, তাহাকেই 'অগ্নিষ্টোম'-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সেই সামটিই 'যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ঃ' ইত্যাদি আগ্নেয় ঋকে একবিংশস্তোম-যুক্ত হইয়া গীত হইয়া থাকে। 'তস্য বায়ব্যাসু' ইত্যাদি শ্রুত্যংশে পাওয়া যাইতেছে যে, এই 'অগ্নিষ্টুৎ' যজ্ঞে যদি যজমান ব্রহ্মবর্চ্চস্ (ব্রহ্মতেজঃ) কামনা করেন, তবে অগ্নিষ্টোম-নামক সাম-মন্ত্রকে আগ্নেয়ী ঋক্‌সমূহে গান না করিয়া 'উপত্বা জাময়ো গিরঃ' ইত্যাদি বায়ুদেবতাসম্বন্ধী ঋক্‌সমূহে একবিংশ-স্তোমযুক্ত করিয়া গান করিতে হইবে। এই বাক্যের নিকটে পঠিত 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, যজমান যদি পশু-রূপ ফলের কামনা করেন, তবে 'রেবতী'-নামক ঋক্‌সমূহে ('রেবতীর্নঃ সধমাদঃ' ইত্যাদি রেবতী শব্দ-যুক্ত ঋক্‌সমূহে) 'বারবন্তীয়'-নামক সাম গান করিবেন। সেই গানের দ্বারাই অগ্নিষ্টোম সামের গানের কাজও চলিবে। এই বাক্যই আলোচ্য অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

৩. 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি বাক্যে পশু-রূপ ফলের নিমিত্ত রেবতী-নামক ঋক্‌সমূহে যে বারবন্তীয়-নামক সামের বিধান করা হইয়াছে, তাহা কি 'অগ্নিষ্টুৎ'যাগে গুণফলবিধি, অথবা পৃথক্ অপূর্ব্ব-বিধি—ইহাই সংশয়।

৪. পূর্ব্বাধিকরণে 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' ইত্যাদি শ্রুতিকে যেরূপ গুণফলবিধি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই অধিকরণেও সেইরূপ 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি শ্রুতিকে গুণফলবিধিই বলিতে হইবে। 'এতস্যৈব' (এতস্য+এব) এই দুইটি পদের মধ্যে 'এতৎ' শব্দটি প্রকৃতপরামর্শী, অর্থাৎ যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহারই বিষয় উপস্থাপিত করিতেছে। আর 'এব' শব্দটি অন্যব্যাবর্ত্তক (অন্যযোগব্যবচ্ছেদক) বলিয়া 'এব' শব্দের দ্বারা অন্যের সম্বন্ধ নিবারিত হইতেছে।

৫. পূর্ব্বাধিকরণের আলোচ্য স্থলের সহিত এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়ের বৈষম্য আছে। পূর্ব্বাধিকরণে দেখা যাইতেছে, হোমে দধির যে বিনিয়োগ, তাহা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, সেখানে শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে শুধু দধি ও ফলের (ইন্দ্রিয়) সম্বন্ধ প্রকাশ করাই শাস্ত্রের কাজ। এই কারণে সেখানে বাক্যভেদ হয় না। বাক্যভেদ হয় না বলিয়া 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' ইত্যাদি বাক্যকে গুণফলবিধি বলা যায়। কিন্তু এইস্থলে গুণবিধি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ-দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেহেতু এই স্থলে একই বাক্য দ্বারা 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে রেবতী-ঋক্‌সমূহে বারবন্তীয় সামগানের সম্বন্ধ এবং তাহা হইতে পশু-রূপ ফলের সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় না বলিয়া বাক্যভেদ স্বীকার করিতে হয়। যদি এই স্থলেও 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে রেবতীঋকের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত থাকিত, তবে 'এতস্যৈব' ইত্যাদি বাক্য হইতে শুধু রেবতী-ঋকের সহিত বারবন্তীয় সামের সম্বন্ধ বোঝা যাইত। পরন্তু 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে পূর্ব্ব হইতেই রেবতীঋকের সম্বন্ধ প্রাপ্ত না থাকায় এই বিধি হইতে গুণফল বিহিত হইতে পারে না। এই কারণে বাক্যটিকে গুণফলবিধি না বলিয়া পশুফলক গুণবিশিষ্ট অপূর্ব্ব কর্ম্মেরই বিধি-রূপে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শ্রুতিস্থ 'এতৎ' শব্দ এবং 'এব' শব্দ—এই দুইটিকে প্রকৃতপরামর্শী না বলিয়া বিধীয়মান কর্ম্মান্তর-বিষয়ক বলিয়াও স্থির করা চলে।

ত্রয়োদশে সৌভরনিধনয়োঃ কামৈক্যাধিকরণে সূত্রে)

সৌভরে পুরুষশ্রুতের্নিধনং কামসংযোগঃ ॥২৮॥ সর্বস্য বোক্তকামত্বাত্তস্মিন্ কামশ্রুতিঃ স্যাৎ, নিধনার্থা পুনঃশ্রুতিঃ ॥২৯॥

ত্রয়োদশাধিকরণমারচয়তি—

বৃষ্ট্যন্নস্বর্গকামানাং সৌভরং স্তোত্রমীরিতম্।
নিধনান্যপি হীষ্, ঊর্ক্ ইতি বৃষ্ট্যাদিকামিনাম্ ॥৩২॥

ফলান্তরং কিং বৃষ্ট্যাদি হীষাদীনামুতোদিতে।
সৌভরে ফলসংভিন্নে নিধনং বিনিযম্যতে ॥৩৩॥
ফলান্তরং চতুর্থ্যোক্তং বৃষ্টিকামায় হীষিতি।
সৌভরস্য ফলং বৃষ্টির্হীষিত্যুক্ত্যা বিবর্ধতে ॥৩৪॥
নোক্তবৃষ্ট্যন্নকামানামন্যত্বং প্রত্যভিজ্ঞয়া।
নিয়মেঽপি চতুর্থ্যেষা তাদর্থ্যাদুপপদ্যতে ॥৩৫॥

'যো বৃষ্টিকামো যোঽন্নাদ্যকামো যঃ স্বর্গকামঃ স সৌভরেণ স্তবীত, সর্বে বৈ কামাঃ সৌভরে' ইতি সমাম্নায় পুনঃ সমাম্নাতম্—'হীষিতি বৃষ্টিকামায় নিধনং কুর্যাৎ, উর্গিত্যন্নাদ্যকামায়, ঊ ইতি স্বর্গকামায়' ইতি। সৌভরং নাম সামবিশেষঃ। নিধনং নাম পঞ্চভিঃ সপ্তভির্বা ভাগৈরুপেতস্য সাম্নোঽন্তিমো ভাগঃ। তস্মিন্নিধনে হীষাদয়ো বিশেষাঃ সৌভরসামসাধ্যস্তোত্রফলেভ্যো বৃষ্ট্যাদিভ্যোঽন্যানি বৃষ্ট্যাদিফলানি জনয়িতুং বিধীয়ন্তে। কুতঃ—হীষাদিবিধিবাক্যে 'বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদিনা চতুর্থীশ্রবণাৎ। তাদর্থ্যং ব্রুবতী (চতুর্থী) হীষাদীনাং বৃষ্ট্যাদিকামপুরুষশেষত্বং গময়তি। তচ্ছেষত্বঞ্চ পুরুষাভিলষিতফলসাধনত্বে সত্যুপপদ্যতে। ততঃ সৌভরস্য হীষিতিনিধনবিশেষস্য চ ফলভূতে দ্বে বৃষ্টী ভবতঃ। তদুভয়মেলনান্মহতী বৃষ্টিঃ ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—সৌভরবিধৌ যো বৃষ্ট্যাদিকামঃ স এব হীষাদিবিধৌ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। ততঃ সৌভরস্য ফলভূতা যে বৃষ্ট্যাদয়ঃ, ত এব হীষাদিবাক্যেষ্বনূদ্যন্তে—ইতি ন ফলান্তরম্। অথোচ্যেত—নূতনফলান্তরাভাবাৎ, হীষাদীনাঞ্চ নানাশাখাধ্যয়নাদেব সৌভরে প্রাপ্তত্বাদনর্থকোঽয়ং বিধিঃ ইতি। তন্ন। ফলত্রয়কামানাং ত্রয়াণামনিয়মেনৈব হীষাদিষু মধ্যে যস্য কস্যচিন্নিধনস্য প্রাপ্তৌ বিধের্নিয়মার্থত্বাৎ। তাদর্থ্যন্তু ফলান্তরাভাবেঽপি সৌভরবাক্যোক্ত-বৃষ্ট্যাদিফলসাধনে সৌভরে হীষাদীনাং নিয়ম্যমানত্বাদুপপদ্যতে। তস্মাৎ অয়ং নিধনবিশেষনিয়মনবিধিঃ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥

... ...

টিপ্পনী

কর্ম্মভেদাপবাদমিহ প্রদর্শয়তি। বিধের্নিয়মার্থত্বাদিতি। বৃষ্টিরূপফলমুদ্দিশ্য হীষিত্যেবং নিধনং কর্ত্তব্যং, নেতরৎ। এবং অন্নাদ্যরূপফলমুদ্দিশ্য উর্গিতি কর্ত্তব্যং স্বর্গমুদ্দিশ্য 'ঊ' ইতি—নিয়মঃ। সৌভর এব হীষাদিনিধনবিশেষনিয়মনং বিধেঃ ফলম্।

... ...

১ নিধনবিশেষ নিয়মঃ। ন বিধিঃ—খ

অনুবাদ (২।২।১৩)

১. কর্ম্মভেদের ব্যতিক্রম-রূপে একটি অধিকরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'যো বৃষ্টিকামো যোঽন্নাদ্যকামো যঃ স্বর্গকামঃ স সৌভরেণ স্তবীত সর্ব্বে বৈ কামাঃ সৌভরে' (যে ব্যক্তি বৃষ্টিকামী, যে অন্নাদ্যভিলাষী এবং যে স্বর্গলিপ্সু সে সৌভরের অর্থাৎ সামবিশেষের দ্বারা স্তব করিবে।) এইরূপ একটি বিধিবাক্য দেখা যায়। এই শ্রুতির পরেই অপর একটি শ্রুতি আছে—'হীষিতি বৃষ্টিকামায় নিধনং কুর্য্যাৎ। ঊর্গিত্যন্নাদ্যকামায়, ঊ ইতি স্বর্গকামায়' (বৃষ্টিকামনায় 'হীষ্' এই 'নিধন' অর্থাৎ সামাংশবিশেষ গান করিবে, অন্নাদির কামনায় 'ঊর্ক' এই নিধন করিবে এবং স্বর্গকামনায় 'ঊ' এই নিধন করিবে।) সাম দ্বিবিধ—পাঁচটি ভাগযুক্ত এবং সাতটি ভাগযুক্ত। প্রত্যেক ভাগের বিশেষ বিশেষ নাম আছে—প্রস্তাব, উদ্গীথ ইত্যাদি। সামের অন্তিম অংশের নাম নিধন। 'যো বৃষ্টিকামঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে সৌভর-নামক সামের দ্বারা স্তব করার উপদেশ পাওয়া যায়। বৃষ্টি, অন্নাদি এবং স্বর্গ তাহার ফল বলিয়া শ্রুত হইয়াছে। 'হীষিতি' ইত্যাদি শ্রুতিতেও 'হীষ্' 'ঊর্ক' ও 'ঊ' এই তিনটি নিধনের বিষয় বলা হইয়াছে এবং এইগুলিরও ফলরূপে বৃষ্টি, অন্নাদি এবং স্বর্গেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বাক্যদ্বয়ই আলোচ্য অধিকরণের বিষয় বাক্য।

৩. 'হীষ্' ইত্যাদি নিধনে যে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলের বিষয় জানা যায়, সেইগুলি সৌভরবাক্যোপদিষ্ট বৃষ্ট্যাদি ফল হইতে পৃথক্, না 'হীষ্' ইত্যাদি বাক্যে সৌভর-বাক্যোপদিষ্ট বৃষ্ট্যাদি ফলেরই অনুবাদ করিয়া 'হীষ্' ইত্যাদি নিধনের বিধান—ইহাই সংশয়।

৪. সৌভর-সামযুক্ত স্তোত্রের দ্বারা যে বৃষ্ট্যাদি ফল পাওয়া যায়, 'হীষ্' প্রভৃতি নিধনের ফল-রূপে লভ্য বৃষ্টি প্রভৃতি সেই বৃষ্টি প্রভৃতি ফল হইতে পৃথক্। কারণ এই যে, 'হীষ্' ইত্যাদি বাক্যে 'বৃষ্টিকামায়' এই পদে চতুর্থী বিভক্তি শ্রুত হওয়ায় বোঝা যাইতেছে, 'হীষিতি বৃষ্টিকামায় কুর্য্যাৎ' এইপ্রকার অন্বয় করিতে হইবে। 'বৃষ্টিকামায়' প্রভৃতি পদে 'তাদর্থ্যে' চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কারণে 'হীষ্' প্রভৃতি নিধন বৃষ্ট্যাদিকাম পুরুষের কামনার অঙ্গ হইতেছে। 'হীষ্' প্রভৃতি নিধন পুরুষের অভিলষিত বৃষ্টি প্রভৃতি ফলের সাধক হইলেই কামনাবান্ পুরুষের অঙ্গ হইতে পারে। সুতরাং 'হীষ্' ইত্যাদি বাক্যবিহিত বৃষ্ট্যাদি ফলকে সৌভরবাক্যবিহিত বৃষ্ট্যাদি ফল হইতে পৃথক্রূপেই জানিতে হইবে। সৌভরের ফলও বৃষ্টি প্রভৃতি এবং হীষাদি

নিধনের ফলও তাহাই। অতএব সৌভর ও নিধনের যোগে প্রচুর বৃষ্টি প্রভৃতি ফল পাওয়া যাইবে—ইহাই স্থির হইল।

৫. সৌভর-বাক্যে বৃষ্টি প্রভৃতি যে-পুরুষের অভিলষিত, 'হীষ্' ইত্যাদি বাক্যেও সেই পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞাবলে ('সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদির ন্যায়) ইহা জানা যাইতেছে। স্নতরাং সৌভরের ফল-রূপে যে বৃষ্ট্যাদির বিষয় জানা যাইতেছে সেই বৃষ্ট্যাদিকেই হীষাদি বাক্যে অনুবাদ করা হইয়াছে, পৃথক্ ফলের কথা বলা হয় নাই। যদি আপত্তি কর যে, হীষাদি বাক্যে যদি নূতন ফলান্তরের বিধান না হইবে, তবে হীষাদি নানা শাখায় পঠিত হয় বলিয়া সৌভরে আপনা হইতেই উহাদের প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, কেন পুনরায় 'হীষ্' ইত্যাদি বিধান করা হইল? উত্তরে বলিব—হীষ্, উর্ক্, এবং 'উ' এই তিনটি নিধনের কোন্ নিধনটি কোন্ ফলের নিমিত্ত বিহিত হইবে তাহা জানিবার অপর কোন উপায় নাই বলিয়া এই শ্রুতি-বাক্যই সেই বিষয়ের নিয়ামক হইবে। 'তাদর্থ্যে' চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বৃষ্ট্যাদি কামনার সহিতই যে অন্বয় হইবে, এই কথা ঠিক নহে। সৌভরবাক্য-বিহিত বৃষ্ট্যাদি ফলের সাধন যে সৌভর, সেই সৌভরেই হীষ্ প্রভৃতির বিধান করা হইতেছে বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। স্নতরাং 'হীষিতি বৃষ্টিকামায়' ইহার অর্থ এই যে, নিধন-স্থানীয় হীষ্ এই স্তোভের দ্বারাই বৃষ্টি-রূপ ফল উৎপাদন করিবে। 'উর্ক্' এবং 'উ' এই দুইটি স্তোভেরও এই ভাবেই অন্বয় করিতে হইবে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়ঃ পাদঃ

(প্রথমে গ্রহাগ্রতায়া জ্যোতিষ্টোমাঙ্গতাধিকরণে সূত্রে)

গুণস্তু ক্রতুসংযোগাৎ কর্মান্তরং প্রযোজয়েৎ সংযোগস্যাশেষভূতত্বাৎ ॥১॥
একস্য তু লিঙ্গভেদাৎ প্রয়োজনার্থমুচ্যেতৈকত্বং গুণবাক্যত্বাৎ ॥২॥

তৃতীয়পাদস্য প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

রথন্তরং সাম সোমে ভবেত্তদ্বদ্বৃহজ্জগৎ।
ঐন্দ্রবায়বশুক্রাগ্রয়ণাগ্রাশ্চ গ্রহাঃ শ্রুতাঃ ॥১॥
রথন্তরাদিসংযুক্তমন্যৎ কর্মাথবা গুণঃ।
গায়ত্রাদিযুতাৎ পূর্বাদন্যদ্ ব্যাবৃত্তিতো গুণৈঃ ॥২॥
সোমশব্দপ্রকরণে জ্যোতিষ্টোমসমর্পকে।
গ্রহাগ্রত্বং গুণস্তত্র ব্যাবৃত্তিস্তু পরস্পরম্ ॥৩॥

জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে শ্রূয়তে—'যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাদৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্ণীয়াৎ। যদি বৃহৎসামা শুক্রাগ্রান্। যদি জগৎসামাগ্রয়ণাগ্রান্' ইতি। তত্র সোম-শব্দেন সোমলতাসাধনকো যাগোঽভিধীয়তে[১]। তস্মিংশ্চ যাগে মাধ্যন্দিনে সবনে পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তরবৃহজ্জগন্নামকানি সামানি বিকল্পেন বিহিতানি। 'অভি ত্বা শূর'—ইত্যেতস্যাং যোনাবুৎপন্নং রথন্তরম্। 'ত্বামিদ্ধি হবামহে'—ইত্যেতস্যামুৎপন্নং বৃহৎ। জগতীছন্দস্কায়ামৃচ্যুৎপন্নং জগৎ। ঐন্দ্রবায়বঃ, মৈত্রাবরুণঃ, আশ্বিনঃ, শুক্রঃ, মন্থ্যাগ্রয়ণঃ,[২] উক্থ্যঃ, ধ্রুবঃ ইত্যাদি-নামকা গ্রহাঃ প্রাতঃসবনে গৃহ্যন্তে। দারুপাত্রেষু সোমরসস্য গ্রহণাদ্ গ্রহা ভবন্তি। সোমযাগস্য রথন্তরসামোপেতত্বপক্ষ এতেষু গ্রহেষ্বৈন্দ্রবায়বঃ প্রথমং গ্রহীতব্যঃ। বৃহৎসামোপেতত্বপক্ষে শুক্রঃ। জগৎসামোপেতত্ব-পক্ষ আগ্রয়ণঃ প্রাথমিকঃ—ইতি বিষয়বাক্যার্থঃ। তত্র প্রকৃতো জ্যোতিষ্টোমো গায়ত্রাদি-সামোপেতঃ, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমিহ রথন্তরাদয়ো গুণাঃ কীর্ত্যন্তে। তস্মাৎ ঐন্দ্রবায়বাদি-গুণোপেতানি[৩] কর্মান্তরাণ্যত্র বিধীয়ন্তে, ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—'যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাৎ' ইত্যুক্তো যঃ সোমশব্দঃ, তেন প্রকরণেন চাত্র জ্যোতিষ্টোমঃ সমর্প্যতে। সমর্পিতে তস্মিন্ যথোক্তগ্রহাগ্রত্বং গুণো বিধীয়তে। ন চ রথন্তরাদিগুণানুবাদেন জ্যোতিষ্টোমস্য ব্যাবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তস্য প্রাতঃসবনাদৌ গায়ত্রাদিসামোপেতত্বেঽপি পৃষ্ঠস্তোত্রে

১ বিধীয়তে—খ
২ মথ্যাগ্রয়ণঃ—গ
৩ ঐন্দ্রবায়বাগ্রত্বাদিগুণো০—খ

৩০

রথন্তরাদিযোগস্যাপি সদ্ভাবাৎ। কিং তর্হি ব্যাবর্ত্যত ইতি চেৎ, রথন্তরবৃহজ্জগতাং পরস্পরব্যাবৃত্তিরিতি[১]বদামঃ। রথন্তরাদয়ঃ পৃষ্ঠস্তোত্রে বিকল্পিতাঃ। তত্র রথন্তরানুবাদেনেতরৌ পক্ষৌ ব্যাবর্ত্যেতে। এবমিতরত্রাপি। তস্মাৎ গুণবিধিঃ। ননু যঃ প্রকৃতো জ্যোতিষ্টোমঃ সোঽন্যেষাং সোম-যাগানাং প্রকৃতিঃ। ন হি প্রকৃতৌ জগত্যামুৎপন্নং সাম বিহিতমস্তি। অতএব দশমাধ্যায়ে পঞ্চমপাদস্য পঞ্চদশাধিকরণে প্রথমবর্ণকে 'যদি জগৎসামা' ইতি বাক্যোক্তমাগ্রয়ণাগ্রত্বং বিকৃতৌ বিষুবন্নামকে মুখ্যেঽহনি ব্যবস্থাপিতম্। বাঢ়ম্। তথাপি নাত্র কশ্চিদ্ বিরোধঃ। আগ্রয়ণাগ্রত্ববাক্যং ন কর্মান্তরবিধায়কম্, কিন্তু 'অন্যেন বিহিতে সোমযাগে যত্র জগৎসাম সম্ভবতি তত্র গুণবিধায়কম্'—ইত্যেতাবন্মাত্রস্যাত্র প্রতিপাদ্যত্বাৎ॥

... ...

টিপ্পনী

কর্ম্মভেদঃ প্রদর্শিতঃ পূর্ব্বপাদে। ইহ তস্যাপবাদঃ প্রদর্শ্যতে। যত্র যত্র কর্ম্মভেদস্য অপ্রাপ্তিস্তৎতৎ স্থলমিহ প্রদর্শ্যতে। অত্র যো গ্রহাগ্রতাবিশেষো বিহিতঃ স কিং জ্যোতিষ্টোমস্যৈব উত রথন্তরসামাদিনাম্নঃ কর্ম্মান্তরস্যেতি সন্দেহঃ। পৃষ্ঠস্তোত্র ইতি। মাধ্যন্দিনসবনে সামবিশেষেণ গীয়মানং সূক্তচতুষ্টয়ং পৃষ্ঠস্তোত্রমিত্যুচ্যতে। সমর্প্যতে গৃহ্যত ইতি। সমর্পিতে তস্মিন্নিতি তদ্বিষয়ে ইতি যোজ্যম্। পরস্পরব্যাবৃত্তিরিত্যাদি। রথন্তর-সাম্নঃ গেয়ত্বে বৃহৎসাম্নঃ জগৎসাম্নশ্চ ন গেয়ত্বমিতি। এবমন্যত্র।

... ...

অনুবাদ (২।৩।১)

১. দ্বিতীয় পাদে কর্ম্মের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পাদে প্রধানতঃ তাহার ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইবে। কোন্ কোন্ স্থলে কর্ম্মের ভেদ হয় না, তাহাই এই পাদে বিশেষতঃ বক্তব্য।

২. 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' এই শ্রুতি জ্যোতিষ্টোম-যাগের অপূর্ব্ব বিধি। সেই জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে শ্রুতি আছে—'যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাৎ, ঐন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্নীয়াৎ। যদি বৃহৎসামা শুক্রাগ্রান্। যদি জগৎসামা আগ্রয়ণাগ্রান্'। (সোমলতাসাধ্য যাগে যদি রথন্তর-নামক সাম গেয় হইয়া থাকে, তবে 'ঐন্দ্রবায়ব'—নামক গ্রহকে (সোমপাত্র) প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য গ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি 'বৃহৎ'-নামক সাম গেয় হইয়া থাকে, তবে 'শুক্র'-নামক গ্রহকে অগ্রে স্থান দিতে হইবে। যদি 'জগৎ'-নামক সাম গেয় হইয়া থাকে, তবে 'আগ্রয়ণ'-

১ পরস্পরং ব্যাবৃত্তি•—খ

নামক গ্রহকে প্রথমে স্থান দিতে হইবে)। সোমলতাসাধ্য যাগকেই এই স্থলে 'সোম' বলা হইয়াছে। সেই যাগে মাধ্যন্দিন-সবনে পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর, বৃহৎ এবং জগৎ এই তিনটি সাম বিকল্পে গেয়-রূপে বিহিত হইয়াছে। সোমযাগে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন কালে তিনবার যাগ করা যায়। এক-একবারের যাগকে এক একটি 'সবন' বলে। এই তিনটি সবন মিলিতভাবেই একটি কর্ম্ম অর্থাৎ সোমযাগ। মধ্যাহ্নকালীন সবনে গীয়মান সূক্তকে পৃষ্ঠস্তোত্র বলে। যে দারুনির্ম্মিত পাত্রে সোম-রস গ্রহণ করা হয়, তাহারই নাম গ্রহ। ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, শুক্র, মন্থি, আগ্রয়ণ, উক্থ্য, ধ্রুব ইত্যাদি গ্রহের সংজ্ঞা। 'যদি রথন্তরসামা' ইত্যাদি শ্রুতিই এই অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

৩. উল্লিখিত শ্রুতিতে রথন্তরাদি সামযুক্ত (জ্যোতিষ্টোমাতিরিক্ত) অপর কোন অপূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান করা হইতেছে, না প্রকরণপ্রাপ্ত জ্যোতিষ্টোম-যাগেই গ্রহবিশেষের অগ্রগ্রহণ-রূপ গুণবিশেষের বিধান করা হইতেছে—ইহাই সংশয়।

৪. জ্যোতিষ্টোমে শুধু রথন্তরাদিই সাম নহে, 'গায়ত্র' প্রভৃতি অন্যান্য সামও জ্যোতিষ্টোমে গীত হয়। সেই গায়ত্রাদি সামকে ব্যাবৃত্ত করিবার নিমিত্ত রথন্তরাদি গুণের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহের অগ্রত্ববিশিষ্ট কর্ম্মান্তরেরই বিধান করা হইতেছে। সুতরাং রথন্তরাদি-বাক্য গুণবিধি নহে, পরন্তু অপূর্ব্ব-বিধি।

৫. যদি 'রথন্তরসামা সোমঃ স্যাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ সোমশব্দ, প্রকরণবশতঃ জ্যোতিষ্টোমকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং এখানে জ্যোতিষ্টোম-যাগ বিষয়ে গ্রহাগ্রত্বরূপ গুণের বিধান করা হইতেছে। রথন্তরাদি গুণ আছে বলিয়াই তদ্বিশিষ্ট যাগ যে জ্যোতিষ্টোম হইতে পৃথক্ হইবে, তাহা নহে। কারণ জ্যোতিষ্টোম-যাগের প্রাতঃ-কালীন কৃত্যে গায়ত্রাদি সামের বিধান থাকিলেও পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তরাদি সামেরও যোগ রহিয়াছে। 'যদি ইহাই হয়, তবে রথন্তরাদি বিশেষণের দ্বারা কিসের ব্যাবৃত্তি হইতেছে'—এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে বলিব—মাধ্যন্দিন-সবনের পৃষ্ঠস্তোত্রে 'রথন্তর', 'বৃহৎ' এবং 'জগৎ'—এই তিনপ্রকার সাম বিকল্পে বিহিত হইতেছে। সুতরাং রথন্তরাদি বিশেষণ উহাদের পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক হইবে। যখন 'রথন্তর'-সাম গেয় হইবে, তখন 'বৃহৎ এবং 'জগৎ'-নামক সাম গেয় হইবে না। যখন 'বৃহৎ' সাম গেয় হইবে, তখন 'রথন্তর' ও 'জগৎ' সাম গেয় হইবে না এবং যখন 'জগৎ' সাম গেয় হইবে, তখন 'রথন্তর' ও 'বৃহৎ' গেয় হইবে না। অতএব রথন্তরাদি শ্রুতিকে গুণবিধি বলা যাইবে।

(দ্বিতীয়েঽবেষ্টেঃ ক্রত্বন্তরতাধিকারতাধিকরণে সূত্রম্)

অবেষ্টৌ যজ্ঞসংযোগাৎ ক্রতুপ্রধানমুচ্যতে ॥৩॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

রাজসূয়ং প্রকৃত্যেষ্টিরবেষ্ট্যাখ্যা শ্রুতাত্র তু ।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিড্ ভেদাদ্ধবিষাং ব্যত্যয়ঃ ক্রমে ॥৪॥
বিপ্রাদেরনুবাদঃ স্যাৎ প্রাপণং বানুবাদগীঃ ।
ব্যত্যয়ায় ত্রয়াণাঞ্চ রাজত্বাপ্রাপ্তিরস্তি হি ॥৫॥
ন রাজ্যযোগাদ্ রাজত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং তু তত্ত্বতঃ ।
অপ্রাপ্তপ্রাপণং তস্মান্ন রথন্তরতুল্যতা ॥৬॥

রাজসূয়প্রকরণে কাচিদিষ্টিরবেষ্টিনামিকা[1] শ্রূয়তে—'আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেৎ,[2] হিরণ্যং দক্ষিণা। ঐন্দ্রমেকাদশকপালং, ঋষভো দক্ষিণা। বৈশ্বদেবং চরুম্, পিশঙ্গী প্রষ্ঠৌহী দক্ষিণা। মৈত্রাবরুণীমামিক্ষাম্, বশা দক্ষিণা। বার্হস্পত্যং চরুম্, শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণা' ইতি। তস্যামেবেষ্টৌ হবিষাং ক্রমব্যত্যয়ঃ শ্রূয়তে—'যদি ব্রাহ্মণো যজেত, বার্হস্পত্যং মধ্যে নিধায়াহুতিং হুত্বা তমভিঘারয়েৎ। যদি রাজন্য ঐন্দ্রম্। যদি বৈশ্যো বৈশ্বদেবম্' ইতি। তত্র যথা পূর্বাধিকরণে—ঐন্দ্রবায়বাগ্রত্বং ব্যবস্থাপয়িতুং যদি-শব্দযুক্তেন বাক্যেন রথন্তরং নিমিত্তত্বেনানূদিতম্। এবমত্রাপি পঞ্চমস্থানে শ্রূয়মাণং বার্হস্পত্যং চরুং মধ্যে তৃতীয়স্থানে স্থাপয়িতুং 'যদি ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি নিমিত্তত্বেনানূদ্যতে[3]। দ্বিতীয়স্থানে শ্রুতস্যৈন্দ্রস্য তৃতীয়স্থানেঽবস্থাপয়িতুং 'যদি রাজন্যঃ' ইত্যনুবাদঃ। বৈশ্বদেবস্য তু স্বত এব তৃতীয়স্থানে শ্রবণাত্তত্র মধ্যে নিধানবিধির্নিত্যানুবাদঃ। ননু রাজকর্তৃকে রাজসূয়ে ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োঃ প্রাপ্ত্যভাবান্নানুবাদো যুক্তঃ ইতি চেৎ—ন। তয়োরপি রাজ্যযোগহেতুরাজশব্দার্থত্বাৎ, ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—রাজশব্দঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ রূঢ়ঃ, ন তু রাজ্যযোগস্তস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। প্রত্যুত রাজ্যশব্দস্য রাজযোগঃ প্রবৃত্তি-নিমিত্তম্, 'রাজ্ঞঃ কর্ম' ইতি বিগৃহ্য রাজপ্রাতিপদিকস্যোপরি প্রত্যয়বিশেষবিধানাৎ। ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োঃ প্রজাপালনেন রাজ্যশব্দ[4] উপচরিতঃ[5]। তস্মাৎ অবেষ্টৌ ব্রাহ্মণবৈশ্যৌ পূর্বমপ্রাপ্তাবনেন বচনেন প্রাপ্যেতে। ননু রাজসূয়স্য রাজকর্তৃকত্বাত্তদন্তর্গতায়া অবেষ্টেরপি তথাত্বাৎ তস্যাং ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োঃ প্রাপণময়ুক্তম্[6]—ইতি চেৎ, মৈবম্।

---

১ ০নামকা—খ
২ নির্বপতি—খ
৩ ইত্যেতন্নিমিত্তত্বে০—খ
৪ রাজশব্দঃ—গ
৫ উপচারিতঃ—খ
৬ প্রাপণমিতি—গ

অন্তরবেষ্টৌ তদসম্ভবেঽপি রাজসূয়াদ্ বহিঃ প্রযুজ্যমানায়ামবেষ্টৌ তৎসম্ভবাৎ। তস্মাৎ অত্র ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকং যথোক্তগুণবিশিষ্টং কর্মান্তরং বিধীয়ত ইতি ন রথন্তরাদিতুল্যত্বম্। যদিশব্দস্তু নিপাতত্বাদনর্থকোঽর্থান্তরবাচী বেত্যুন্নেয়ম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণস্যাপবাদোঽয়ং সন্দর্ভঃ। রাজশব্দঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ রূঢ় ইতি। রূঢ়িশ্চ যোগাদ্ বলীয়সী। উপচরিতো লাক্ষণিক ইত্যর্থঃ। যত্র ক্বচিদ্ ব্রাহ্মণাদৌ রাজশব্দস্য প্রয়োগঃ তত্র রক্ষণাদিকার্য্যসাদৃশ্যেন গৌণ ইতি ভাবঃ। রাজসূয়ান্তর্গতায়াং অবেষ্টৌ ব্রাহ্মণ-বৈশ্যয়োরনধিকারেঽপি তদ্বহিঃ প্রযুজ্যমানায়ামবেষ্টৌ অধিকার ইতি তস্যাঃ কর্ম্মান্তরত্বমেব।

... ...

অনুবাদ (২।৩।২)

১. পূর্ব্বাধিকরণের ব্যতিক্রম উদাহরণ প্রদর্শনার্থ এই অধিকরণের বিচার।

২. শ্রুতি আছে—'রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত' (রাজা ইন্দ্রত্ব-পদের অভিলাষী হইলে রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন।) এই রাজসূয়-প্রকরণেই অবেষ্টি-নামক একটি যাগের বিধান পাওয়া যায়। শ্রুতি আছে—"আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ, হিরণ্যং দক্ষিণা। ঐন্দ্রমেকাদশকপালং, ঋষভো দক্ষিণা। বৈশ্বদেবং চরুং, পিশঙ্গী প্রষ্ঠৌহী দক্ষিণা। মৈত্রাবরুণীমামিক্ষাং, বশা দক্ষিণা। বার্হস্পত্যং চরুং, শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণা।" পিশঙ্গী-শব্দে পিঙ্গল বর্ণা গবীকে বুঝাইতেছে। প্রষ্ঠৌহী শব্দের অর্থ প্রথম গর্ভবতী গবী। বশা শব্দের অর্থ বন্ধ্যা গবী। শুভ্রপৃষ্ঠ বৃষ শিতিপৃষ্ঠ শব্দের বাচ্য।

অবেষ্টি-যজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রুতি আছে 'যদি ব্রাহ্মণো যজেত বার্হস্পত্যং মধ্যে নিধায় আহুতিং হুত্বা তমভিঘারয়েৎ। যদি, রাজন্য ঐন্দ্রং। যদি বৈশ্যো বৈশ্বদেবম্। (যদি যজমান ব্রাহ্মণ হন, তবে বৃহস্পতি-দেবতার উদ্দেশে কৃত চরুকে 'আগ্নেয়মষ্টাকপালং' ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত পাঁচপ্রকার হবির মধ্যস্থানে স্থাপন করিয়া আহুতি দিয়া তাহাকে অভিঘারণ করিবেন। যজমান ক্ষত্রিয় হইলে ঐন্দ্র হবিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আহুতি দিয়া অভিঘারণ করিবেন। যজমান যদি বৈশ্য হন, তবে বৈশ্বদেব হবিকে মধ্যে স্থান দিয়া আহুতির পর অভিঘারণ করিবেন।) এই শ্রুতিই বিষয়-বাক্য।

৩. যদি ব্রাহ্মণো যজেত' ইত্যাদি দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা কিসের বিধান করা

হইয়াছে—এই সন্দেহ হয়। এই শ্রুতি দ্বারা কি ব্রাহ্মণাদির পক্ষে কোনও পৃথক্ যাগের বিধান করা হইয়াছে, না রাজসূয়-কর্ম্মেই যজমানের বর্ণভেদ-নিবন্ধন হবির্দ্রব্যের ক্রমভেদ বিহিত হইয়াছে। এই সন্দেহের মূলে আরও একটি সন্দেহ আছে। তাহা এই যে, 'রাজসূয় শব্দস্থ 'রাজ'-শব্দ কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণেরই বাচক, অথবা শুধু ক্ষত্রিয়েরই বাচক। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানা দরকার, রাজ্যপরিচালকত্ব-রূপ ধর্ম্ম যাঁহাতে থাকে, তিনিই কি রাজা, অথবা শুধু ক্ষত্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম থাকিলেই তাহাকে 'রাজা' বলা চলে।

৪. রাজ্যকর্ত্তৃত্ব বা রাজ্যপরিচালকত্ব-রূপ গুণ যে পুরুষে থাকিবে, তিনি (ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণেরই হউন না কেন, তাঁহাকে 'রাজা' বলা যায়। যিনি রাজা হইবেন, তিনিই 'রাজসূয়' যজ্ঞ করিতে পারিবেন। তিন বর্ণের লোকই যদি রাজসূয়ে অধিকারী হইতে পারেন, তবে অবেষ্টি-নামক যজ্ঞেও উহাদের অধিকার জানা যাইতেছে। সুতরাং এই বিষয়ে আর বিধান করার প্রয়োজন নাই। অবেষ্টি-যজ্ঞও পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞেরই অঙ্গ। 'যদি ব্রাহ্মণো যজেত' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কর্ম্মান্তরের বিধান করা হয় নাই, কিন্তু অবেষ্টি-যাগে ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণের যজমানের করণীয় ক্রমে শুধু কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যের বিধান করা হইয়াছে।

৫. রাজ-শব্দ ক্ষত্রিয় বর্ণকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়। এই অর্থে শব্দটি রূঢ়, অর্থাৎ চিরপ্রসিদ্ধ। রাজ্যকর্ত্তৃত্ব থাকিলেই রাজা বলা হয় না। পরন্তু 'রাজ' শব্দ হইতেই রাজ্য-শব্দের উৎপত্তি। 'রাজার কর্ম্ম' এইরূপ অর্থে 'রাজন্' শব্দের উত্তর 'যক্' প্রত্যয় যোগ করিয়া 'রাজ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য রাজ্য শাসন করেন, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মের সদৃশ কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহাকেও রাজা বলা হয়। পরন্তু ইহা গৌণ প্রয়োগ, অর্থাৎ লাক্ষণিক। সুতরাং অবেষ্টি-যাগে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের অধিকারের প্রাপ্তি নাই, কিন্তু 'যদি ব্রাহ্মণো যজেত' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যেরও অধিকার বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ রাজসূয়ে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের অধিকার না থাকিলেও রাজসূয়-প্রকরণে কীর্ত্তিত অবেষ্টি-নামক ইষ্টিতে (চরু-সাধ্য যাগ) বিশেষ কামনাবান্ ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যও অধিকারী হইবেন। রাজসূয় যজ্ঞ না করিয়াও তাঁহারা শুধু অবেষ্টি-যাগের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। সেই অনুষ্ঠানের ক্রমে বর্ণভেদে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই 'যদি ব্রাহ্মণো যজেত' ইত্যাদি বচনে বিহিত হইয়াছে। রাজসূয়ের অন্তর্গত অবেষ্টি-যাগে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের অধিকার না থাকিলেও রাজসূয়ের বাহিরে প্রযুজ্যমান অবেষ্টিতে অধিকার আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের সম্পাদ্য অবেষ্টি পৃথক কর্ম্ম-বিশেষ। 'এতয়া অন্নাদ্যকামং যাজয়েৎ' এই শ্রুতি হইতে বহিঃক্রতু

অবেষ্টির ফল জানা যায়। অতএব ইহা কর্ম্মান্তরেরই বিধি। পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় গুণবিধি নহে।

(তৃতীয় আধানস্য বিধেয়ত্বাধিকরণে সূত্রম্)

আধানে সর্বশেষত্বাৎ ॥৪॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

বসন্তে বিপ্র আদধ্যাত্তত্রৈবোপনয়ীত তম্।
অনুবাদঃ প্রাপণং বাঽনুবাদঃ কালসিদ্ধয়ে ॥৭॥
অন্তরেণাগ্নিবিদ্যাভ্যাং কর্মানুষ্ঠিত্যসম্ভবাৎ।
কৢপ্তে আধানোপনীতী প্রাপ্তা বিপ্রাদয়স্ততঃ ॥৮॥
লৌকিকাগ্নেঃ পুস্তকাচ্চ তৎসিদ্ধের্নাস্তি কল্পনম্।
কালবিপ্রাদিসংযুক্তমতোঽপ্রাপ্তং বিধীয়তে ॥৯॥

'বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত। গ্রীষ্মে রাজন্যঃ। শরদি বৈশ্যঃ' ইতি শ্রূয়তে। বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনীয়ত। গ্রীষ্মে রাজন্যম্। শরদি বৈশ্যম্' ইতি চ। তত্র বসন্তাদিকাল-বিশেষং বিধাতুং ব্রাহ্মণাদয়োঽনূদ্যন্তে। ন চ তেষাং প্রাপ্ত্যভাবঃ, ক্রত্বনুষ্ঠানান্যথা-নুপপত্ত্যা কৢপ্তত্বাৎ। ন হ্যাহুত্যাধারভূতমগ্নিম্, অনুষ্ঠানপ্রকারজ্ঞাপিকাং বিদ্যাং চ বিনা কর্মানুষ্ঠানং সম্ভবতি। অগ্নিশ্চ নাধানমন্তরেণাস্তীতি ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকমাধানং কল্পয়তি, বিদ্যা চোপনয়নপূর্বকাধ্যয়নমন্তরেণাসম্ভবন্তী ব্রাহ্মণাদ্যুপনয়নং কল্পয়তি—ইতি তত্র প্রাপ্তিঃ, ইতি চেৎ, মৈবম্। লৌকিকাগ্নৌ হোতুং পুস্তকপাঠেনাধিগন্তুং চ শক্যত্বেনাধানো-পনয়নয়োরকল্পনে ব্রাহ্মণাদীনামপ্রাপ্তেঃ। তস্মাৎ বসন্তাদিকালবিশিষ্টে ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকে আধানোপনয়নে অত্র বিধীয়েতে ॥

... ...

টিপ্পনী

সর্ব্বকর্ম্মশেষভূতমগ্ন্যাধানমেকং কর্ম্ম ন প্রতিকর্ম্ম ভিন্নমিতি বিচার্য্যতে। তেষামগ্নিবিদ্যাদীনাম্। ক্রত্বনুষ্ঠানান্যথানুপপত্ত্যেতি। ক্রতোরনুষ্ঠানোপপত্তয়ে অর্থাপত্তিপ্রমাণবলেন তেষাং প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অন্যতঃ প্রাপ্তং যদাধানং তদ্ যদি ব্রাহ্মণঃ কুর্য্যাৎ তদা বসন্তে কুর্য্যাদিত্যাত্তেব পূর্ব্বপক্ষস্য আশয়ঃ। 'অগ্নীনাদধীত' ইত্যাধানস্য সাক্ষাদ্ বিধিং পরিহৃত্য যাগসামান্যবিধিবলেন বিধান্তরকল্পনস্যান্যায্যত্বমিতি সিদ্ধান্তঃ।

... ...

অনুবাদ (২।৩।৩)

১. সকল শ্রৌতাগ্নি-সাধ্য কর্ম্মের নিমিত্তই অগ্ন্যাধান করিতে হয়। একবার-মাত্র অগ্ন্যাধান করিলেই চলে, প্রত্যেক কর্ম্মে বার-বার অগ্ন্যাধান করিতে হয় না—এই বিষয়েই সম্প্রতি বিচার করা হইতেছে।

২. 'বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত গ্রীষ্মে রাজন্যঃ শরদি বৈশ্যঃ' (ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নি আধান করিবেন, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য শরৎকালে।) এবং 'বসন্তে ব্রাহ্মণ-মুপনয়ীত' গ্রীষ্মে রাজন্যং, 'শরদি বৈশ্যং' (বসন্তে ব্রাহ্মণের উপনয়ন করিবে, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের এবং শরৎকালে বৈশ্যের।) ইহাই এই অধিকরণের বিষয় বাক্য।

৩. এই বাক্যে যে আধান কর্ম্মের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি বাক্যান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত এবং সেই আধানকেই উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে কি বসন্তাদি-কালীন আধানের নিমিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, অথবা এই বাক্য দ্বারাই অগ্ন্যাধান কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে—ইহাই সংশয়। উপনয়ন-বাক্যের সংশয়ও এইপ্রকার।

৪. ব্রাহ্মণাদির অগ্ন্যাধান পূর্ব্বপ্রাপ্ত বলিয়া ব্রাহ্মণাদিকে আধান সম্পর্কিত বসন্তাদি কালের নিমিত্ত বলিতে হইবে। বসন্তাদি কালেরই শুধু বিধান হইতেছে, ব্রাহ্মণাদির আধান এই স্থলে অনুবাদ। আধান যে পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে—ইহা বলা চলে না। কারণ অর্থাপত্তি-প্রমাণের বলেই ব্রাহ্মণাদির আধানের প্রাপ্তি ঘটে। 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' প্রভৃতি শ্রুতিতে যে স্বর্গাদির কামনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহারই নিমিত্ত 'অগ্নিহোত্র' প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে। অগ্ন্যাধান ব্যতীত সেইসকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া অর্থপত্তি-প্রমাণের বলে সেইসকল কর্ম্মে অগ্ন্যাধানের প্রাপ্তি ঘটে। আহুতির আধার অগ্নি না থাকিলে অগ্নিসাধ্য আহুতি নিষ্পন্ন হয় না এবং বেদাধ্যয়ন না করিলে যাগাদি কর্ম্ম কিভাবে করিতে হইবে তাহা জানা যায় না বলিয়া যজমানের বেদাধ্যয়নও অর্থাপত্তি-প্রমাণের বলেই পাওয়া যাইতেছে। উপনয়ন-শ্রুতিতেও উপনয়ন-বিষয়ক বসন্তাদি কালের নিমিত্ত-রূপে ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই দাঁড়াইতেছে যে, অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত যে আধান কর্ম্ম এবং উপনয়ন, ব্রাহ্মণের বেলা তাহা বসন্তকালে করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্যের শরৎকালে। অর্থাৎ বসন্তাদি কালের নিমিত্ত-রূপেই ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫. লৌকিক অগ্নিতে হোম করিলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে এবং নিজে নিজে বেদ পড়িয়াও কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মত শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং

অন্যপ্রকারেও এইগুলির সামঞ্জস্য হওয়ায় অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা আধান এবং উপনয়নের প্রাপ্তি হয় না। অর্থাৎ অর্থাপত্তি-প্রমাণের এই স্থলে কোন প্রসক্তিই নাই। আর অর্থাপত্তি-বলে আধান ও উপনয়নের প্রাপ্তি না হইলে উহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদিরও সম্বন্ধ হইতে পারে না। সাক্ষাৎ কীর্ত্তিত আধানের এবং উপনয়নের বিধিকে ত্যাগ করিয়া যাগসামান্যবিধি হইতে অর্থাপত্তি-বলে বিধ্যন্তর কল্পনা করাও অসঙ্গত। অতএব আলোচ্য শ্রুতি হইতে বসন্তাদিকাল-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক আধানেরই বিধান পাওয়া যাইতেছে। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপ্রসঙ্গে আরও জ্ঞাতব্য—যদি বলা যায়, অর্থাপত্তি-বলেই আধানের প্রাপ্তি হইতেছে, তবে বলিতে হইবে, অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহিত অগ্নিতে কর্ম্ম করিলেও সেই কর্ম্ম সফল হইবে। কিন্তু 'অগ্নীন্ আদধীত' এই শ্রুতিকে আধানের বিধি-রূপে স্বীকার করিলে আর উক্ত আপত্তি উঠিতে পারে না। কারণ 'আদধীত' এই পদে আত্মনেপদের প্রত্যয় থাকায় জানা যাইতেছে, প্রত্যেক যজমান যদি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে অগ্ন্যাধান করেন, তবে সেই অগ্নিই তদীয় কর্ম্মে প্রযুক্ত হইতে পারিবে। অতএব যিনি আধান করিবেন, তিনিই সেই আহিত অগ্নিতে প্রদত্ত হোমের ফল লাভ করিবেন। বেদবিদ্যার সম্বন্ধেও জানিতে হইবে—অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা বৈদিক কর্ম্মানুকূল বেদবিদ্যার প্রাপ্তিও হইতে পারে না। কারণ সেরূপ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রেরও উপনয়নের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

(চতুর্থে দাক্ষায়ণাদীনাং গুণতাধিকরণে সূত্রাণি)

অয়নেষু চোদনান্তরং সংজ্ঞোপবন্ধাৎ ॥৫॥ অগুণাচ্চ কর্ম্মচোদনা ॥৬॥ সমাপ্তঞ্চ ফলে বাক্যম্ ॥৭॥ বিকারো বা প্রকরণাৎ ॥৮॥ লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥৯॥ গুণাৎ সংজ্ঞোপবন্ধঃ ॥১০॥ সমাপ্তিরবিশিষ্টা ॥১১॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—

যদ্দাক্ষায়ণযজ্ঞেন স্বর্গকামো যজেত তৎ।
কর্ম্মান্তরং গুণো বোক্তদর্শাদৌ ফলসিদ্ধয়ে ॥১০॥
গুণস্যাস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মভেদোঽত্র সংজ্ঞয়া।
গুণব্যুৎপত্তিশেষাভ্যামাবৃত্ত্যাখ্যো ন নাম তৎ ॥১১॥

দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে শ্রূয়তে—'দাক্ষায়ণ-যজ্ঞেন স্বর্গকামো যজেত' ইতি। তত্র দাক্ষায়ণশব্দবাচ্যস্য কস্যচিদ্ গুণস্য লোকে প্রসিদ্ধ্যভাবাদুদ্ভিদাদিবদ্ যজিসামানা-

ধিকরণ্যেন কর্ম্মনামত্বাৎ 'অথৈষ জ্যোতিঃ' ইত্যাদিবদপূর্বসংজ্ঞায়াং কর্ম্মান্তরবিধিঃ ইতি চেৎ, ন। দাক্ষায়ণশব্দস্যাবৃত্তিবাচকত্বাৎ। তচ্চ শব্দনির্বচনাদ্ বাক্যশেষাদ্ বাবগম্যতে। তথাহি 'অয়নম্' ইত্যাবৃত্তিরুচ্যতে। 'দক্ষস্যেমে দাক্ষাঃ, তেষাময়নম্' ইতি তন্নির্বচনম্। দক্ষ উৎসাহী, পুনঃ পুনরাবৃত্তাবনলস ইত্যর্থঃ। তদীয়ানাং প্রয়োগানামাবৃত্তির্দাক্ষায়ণ-শব্দার্থঃ। তথা চাবৃত্ত্যা যুক্তঃ প্রকৃতো দর্শপূর্ণমাসাত্মকো যজ্ঞো দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ। আবৃত্তিপ্রকারস্তু 'দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ যজেত। দ্বে অমাবাস্যে' ইত্যাদি-বাক্যশেষাদবগম্যতে। ততো দধ্যাদিবৎ প্রসিদ্ধার্থত্বাদ্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রকৃতয়োরয়ং স্বর্গফলসিদ্ধ্যর্থমাবৃত্ত্যাখ্য-গুণবিধিঃ। ন তূদ্ভিদাদিবৎ কর্ম্মনামধেয়ম্।

এবং 'সাকংপ্রস্থাপ্যেন[1] যজেত পশুকামঃ' ইত্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। অমাবাস্যা-যাগে দ্বৌ দ্বৌ দোহৌ সম্পাদ্য চতসৃণাং দধিপয়সোঃ কুম্ভীনাং সহ প্রস্থাপনং সাকংপ্রস্থাপ্যঃ[2]। তদ্যুক্তো যাগঃ[3] সাকংপ্রস্থাপ্যঃ[4]। তথা সতি প্রকৃতে দর্শযাগে পশু-ফলায় সাকংপ্রস্থা-প্যাখ্যো[5] গুণো বিধীয়তে॥

... ...

টিপ্পনী

অধুনা আবৃত্ত্যাখ্যগুণবিধিং প্রদর্শ্য কর্ম্মান্তরত্বং নিবারয়তি। দক্ষস্যেমে ইতি। দক্ষস্য যজমানস্য ঋত্বিজ ইত্যর্থঃ। দোহৌ দোহনে ইতি। কুম্ভীনাং কলসানাম্।

... ...

অনুবাদ (২।৩।৪)

১. কর্ম্মবিশেষের ভেদাভেদ বিচারিত হইতেছে।

২. দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে শ্রুতি আছে—'দাক্ষায়ণ-যজ্ঞেন যজেত প্রজাকামঃ'—ইহাই বিষয় বাক্য।

৩. সংশয় হয় যে, এই শ্রুতিস্থ 'দাক্ষায়ণ'শব্দ কি স্বতন্ত্র যজ্ঞের নাম, (যদি তাহাই হয়, তবে এই বাক্যটিকে অপূর্ব্ব-বিধি বলিতে হইবে) অথবা এই বিধির দ্বারা দর্শপূর্ণমাস-যাগের মধ্যেই ফলবিশেষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দাক্ষায়ণ-নামক গুণবিশেষের বিধান করা হইতেছে। (এরূপ হইলে বিধিটিকে গুণফলবিধি বলিতে হয়।)

---

১ ০প্রস্থায়ীয়েন—খ, গ
২ ০প্রস্থায়ঃ—গ
৩ দর্শযাগঃ—খ
৪ ০প্রস্থায়ীয়ঃ—খ
৫ ০প্রস্থায়াখ্যো—খ, গ

৪. 'দাক্ষায়ণ-নামক কোনও গুণের প্রসিদ্ধি নাই। সুতরাং দর্শপূর্ণমাস-যাগকে উদ্দেশ করিয়া তাহাতে বিহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উদ্ভিদাদির নামধেয়ত্বের ন্যায় যাগের বিশেষণ-রূপে অন্বয় করিয়া বলিতে হইবে—'দাক্ষায়ণ-নামক যাগের দ্বারা প্রজা-রূপ ফল উৎপাদন করিবে' ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। অর্থাৎ 'দাক্ষায়ণ' একটি যাগের নাম এবং এই বিধিটি অপূর্ব্ববিধি। অভিনব সংজ্ঞা-প্রযুক্ত 'অথৈষ জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিকে যেরূপ কর্ম্মান্তরের বিধায়ক বলা হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রুতিও কর্ম্মান্তরেরই বিধায়ক হইবে।

৫. দর্শপূর্ণমাস-যাগকে উদ্দেশ করিয়াই প্রজা-রূপ ফলের নিমিত্ত 'দাক্ষায়ণ'নামক গুণবিশেষের বিধান করা হইয়াছে। প্রকরণ অনুসারে জানা যায়, 'দাক্ষায়ণ' প্রভৃতি 'দর্শপূর্ণমাসেরই বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তর। দাক্ষায়ণ শব্দের অর্থ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ করা। শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই তাহা জানা যায়। দক্ষ (উৎসাহী) যে যজমান, তাঁহার প্রয়োগের যে অয়ন অর্থাৎ আবৃত্তি—এই অর্থে 'দাক্ষায়ণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রকরণপ্রাপ্ত দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞ আবৃত্তি-বিশিষ্ট হইলে তাহাকেই দাক্ষায়ণ-যজ্ঞ বলা যায়। 'দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ যজেত, দ্বে অমাবস্যে' ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতেই আবৃত্তির বিষয় জানিতে পারা যায়। সুতরাং এই দাঁড়াইতেছে যে, 'দাক্ষায়ণ-যজ্ঞেন' ইত্যাদি—দাক্ষায়ণ গুণও দধি প্রভৃতির ন্যায় প্রসিদ্ধ বলিয়া প্রকরণপ্রাপ্ত দর্শপূর্ণমাস-যাগে প্রজা-রূপ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবৃত্তি-রূপ গুণবিধি, কর্ম্মান্তর-বিধি নহে। 'সাকং-প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকামঃ' এই শ্রুতির অর্থও এইভাবেই বুঝিতে হইবে। 'সহ-প্রস্থান যাহাতে' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে সহপ্রস্থান-রূপ গুণের সম্বন্ধে 'সাকংপ্রস্থায়ীয়' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাসীয় অমাবস্যা যাগে দোহনের পর দুইটি দুইটি করিয়া দধি ও দুগ্ধের কলস লইয়া যাইতে হয়। দুইটি দুইটি কলসের সহগমন হয় বলিয়া এই কর্ম্মকে 'সাকংপ্রস্থায়ীয়' বলে। উক্ত শ্রুতি দর্শ-যাগে পশু-রূপ ফলের কামনায় 'সাকংপ্রস্থায়ীয়' গুণের বিধান করিতেছে।

(পঞ্চমে দ্রব্যদেবতাযুক্তানাং যাগান্তরতাধিকরণে সূত্রাণি)

সংস্কারশ্চাপ্রকরণেঽকর্ম্মশব্দত্বাৎ ॥১২॥ যাবদুক্তং বা কর্ম্মণঃ শ্রুতিমূলত্বাৎ ॥১৩॥ যজতিস্তু দ্রব্যফলভোক্তৃসংযোগাদেতেষাং কর্মসম্বন্ধাৎ ॥১৪॥ লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥১৫॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

বায়ব্যঃ শ্বেত আলভ্যো ভূত্যৈ সৌর্যং চরুং তথা।
নির্বপেদ্ ব্রহ্মতেজোঽর্থমীষামুষ্টিনিরুপ্তয়োঃ ॥১২॥
গুণৌ শ্বেতং চরুং কিংবা যাবৎকথিতকর্মণী।
ফলার্থে অথবা যাগে'[1] বিশিষ্টৌ বিহিতাবিহ ॥১৩॥
শ্বৈত্যং বায়ুস্পৃগীষায়ামাগ্নেয়ে চ রবিপ্রভে।
চতুর্গুণশ্চরুঃ[2] স্থালী নির্বাপস্ত তদাশ্রিতঃ ॥১৪॥
ফলহানের্ন তৎ কিংতু যাবচ্চোদিতকর্ম তৎ।
দ্রব্যাদিরূপসম্পত্তেরবার্যা যাগতার্থিকী ॥১৫॥

অনারভ্যেদমাম্নায়তে—'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ' ইতি, 'সৌর্যং চরুং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চসকামঃ' ইতি চ। তথা—দর্শপূর্ণমাসয়োরিদমাম্নায়তে—'ঈষামালভেত' ইতি, 'চতুরো মুষ্টীন্নির্বপতি' ইতি চ। ঈষা শকটগতো লাঙ্গলদণ্ডবদ্দীর্ঘঃ কাষ্ঠবিশেষঃ। তস্যা আলম্ভঃ স্পর্শঃ। তমেতং দর্শপূর্ণমাসগতমীষালম্ভমনূদ্য[3] তস্যামালভ্যায়ামীষায়াং শ্বেতত্বগুণো[4] বিধীয়তে। তস্য চ শ্বেতকাষ্ঠস্য বায়ুনা স্পৃশ্যমানত্বাদ্ বায়ব্যতা সম্ভবতি। তথা—চতুর্মুষ্টিনির্বপণমনূদ্য চরুগুর্ণত্বেন বিধীয়তে। চরুঃ স্থালী। সা চ নির্বাপস্যাশ্রয়ঃ। নিরুপ্তস্য হবিষ আগ্নেয়তয়া সূর্যবৎ প্রভাসম্বন্ধাৎ সৌর্যত্বম্। ভূতিব্রহ্মবর্চসে ফলে চ সর্বকামিকয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পূর্বসিদ্ধে এবানূদ্যেতে। তস্মাৎ গুণবিধী—ইত্যেকঃ পূর্বপক্ষঃ।

ন হি ফলপদয়োর্নিত্যবচ্ছ্রুতয়োঃ সম্ভবৎপ্রয়োজনয়োশ্চ পাক্ষিকানুবাদত্বম্, আনর্থক্যং বা যুক্তম্। তস্মাৎ গুণফলবিশিষ্টে কর্মান্তরে বিধীয়েতে। তদাপি যাগস্যাশ্রবণাদালম্ভনির্বাপয়োরেব শ্রবণাদ্ যাবদুক্তকর্মবিধিঃ ইতি দ্বিতীয়ঃ পূর্বপক্ষঃ।

শ্বেতপশুচরুদ্রব্যয়োঃ, বায়ুসূর্যদেবতয়োশ্চ স্পষ্টং প্রতীয়মানতয়া রূপবতোর্যাগয়োরার্থিকয়োর্বারয়িতুমশক্যত্বাদ্ দ্রব্যদেবতাবিশিষ্টয়োর্যাগয়োর্বিধিরভ্যুপগন্তব্যঃ। 'ভূতিকামো বায়ব্যেন শ্বেতেন পশুনা যজেত' 'ব্রহ্মবর্চসকামঃ সৌর্যেণ চরুণা যজেত' ইত্যেবংবিধোঽর্থসিদ্ধো বিধিঃ। দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধকল্পিতস্য যাগস্য লিঙ্প্রত্যয়েন কর্তব্যতাবিধাবালম্ভনির্বাপয়োর্ধাত্বর্থয়োঃ কা গতিঃ ইতি চেৎ, 'অনুবাদঃ' ইতি ব্রূমঃ। তৎপ্রাপ্তিস্ত্বার্থিকী, নির্বাপালম্ভাবন্তরেণ তত্তদ্যাগাসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ যাগবিধিঃ—ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥

... ...

---

১ যাগৌ—খ
২ চরুর্গুণশ্চরুঃ—গ
৩ পূর্ণমাসগত০—খ
৪ শ্বেতত্বং গুণো—খ

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণস্যাপবাদোঽয়ম্। অনারভ্যেতি। ন কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ প্রকরণে পঠিতমিতি। দর্শপূর্ণমাস-যাগে কস্যচিচ্ছকটস্য উপযোগো বিদ্যতে। তস্য শকটস্য ঈষায়া আলম্ভনমিতি। অস্মিন্নধিকরণে পূর্ব্ব পক্ষদ্বয়ং বিদ্যস্য সিদ্ধান্তয়তি। রূপবতোরিত্যাদি। যাগস্য চ দ্বে রূপে—দ্রব্যং দেবতা চ আর্থিকয়োরিতি। শব্দতোঽপ্রাপ্তয়োরপি অর্থাপত্ত্যা লব্ধয়োঃ।

... ...

অনুবাদ (২।৩।৫)

১. পূর্ব্বাধিকরণের বিপরীত উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ', 'সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ'—এই দুইটি শ্রুতি আছে, কিন্তু এই শ্রুতিদ্বয় কোনও কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত হয় নাই। আবার দর্শপূর্ণমাস মধ্যে শ্রুত হইয়াছে—'ঈষামালভেত', ('ঈষা স্পর্শ করিবে।' দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞে একটি শকট থাকে। সেই শকটে কাষ্ঠনির্ম্মিত যে দীর্ঘ দণ্ড থাকে, তাহারই নাম 'ঈষা'।) 'চতুরো মুষ্টীন্নির্ব্বপতি' (চারি-মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিবে)। এই বাক্যগুলিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. 'বায়ব্যং' ইত্যাদি বাক্য কি আলম্ভনের অনুবাদ করিয়া ঈষার শ্বেতত্ব গুণের বিধান করিতেছে? এবং 'সৌর্য্যং' ইত্যাদি বাক্য কি মুষ্টিনির্ব্বাপের অনুবাদ করিয়া তাহাতে চরু-রূপ গুণের বিধান করিতেছে, অথবা বায়ব্য ও সৌর্য্য শ্রুতি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের বিধান করিতেছে—ইহাই প্রথমতঃ সংশয়। দ্বিতীয়তঃ সংশয় এই যে, যদি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের বিধানই করিয়া থাকে, তবে সেইসকল কর্ম্ম কি ঈষালম্ভন হইতে ভিন্ন আলম্ভনাত্মক এবং মুষ্টিনির্ব্বাপ হইতে ভিন্ন নির্ব্বাপাত্মক, অথবা আলম্ভনযুক্ত এবং নির্ব্বাপযুক্ত যাগাত্মক কর্ম্ম।

৪. (ক) 'বায়ব্যং' ইত্যাদি এবং 'সৌর্য্যং' ইত্যাদি বাক্যে যথাক্রমে দর্শপূর্ণমাসের আলম্ভ এবং নির্ব্বাপ এই দুইটি কর্ম্মেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। যেহেতু প্রাপ্ত বিষয়ে বিধি অনাবশ্যক, অপ্রাপ্ত বিষয়েরই বিধি হইয়া থাকে। ঈষালম্ভন এবং তণ্ডুলের নির্ব্বাপের কথা 'ঈষামালভেত' ইত্যাদি দর্শপূর্ণমাসীয় বচনান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া বায়ব্য ও সৌর্য্য বাক্যে কীর্ত্তিত আলম্ভ ও নির্ব্বাপ অনুবাদই হইবে। বায়ব্য-বাক্যটি আলভ্য ঈষাতে শ্বেতত্ব গুণের বিধান করিতেছে। বায়ু সেই শ্বেত কাষ্ঠটিকে স্পর্শ করিতেছে বলিয়া তাহাকে 'বায়ব্য'ও বলা চলে। এইরূপ চতুর্মুষ্টি নির্ব্বপণকে

অনুবাদ করিয়া তাহাতেই গুণ-রূপে চরুর (চরুপাকের পাত্র) বিধান করা হইতেছে। লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা চরু-শব্দটি স্থালী অর্থাৎ পাকপাত্রের বোধক। আর 'সৌর্য্যং চরুং' ইত্যাদি বাক্যে চরু শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া-বিভক্তির অর্থ সপ্তমীবৎ। তাহাতে 'চরুং নির্ব্বপেৎ'—স্থলে 'চরৌ নির্ব্বপেৎ' (অর্থাৎ স্থালীতে চারি-মুষ্টি তণ্ডুলের গ্রহণ করিবে।) এইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে সেই চারি-মুষ্টি গ্রহণ করিতে হয়। গৃহীত সেই হবিঃ আগ্নেয় বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। সুতরাং প্রভার সম্বন্ধবশতঃ সেই তণ্ডুলাদি হবিঃকে 'সৌর্য্য' বলাও চলে।

'ভূতি' এবং 'ব্রহ্মবর্চ্চস্'—এই দুইটি ফলের অন্বয় সম্বন্ধে বিচার করিলেও বলা যায়—সকলপ্রকার কামনায় দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞ করা যায় বলিয়া শ্রুতি আছে। সুতরাং ভূতি (ঐশ্বর্য্য) ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ (ব্রহ্মতেজঃ) এই দুইটি ফলও সর্ব্বকামনার মধ্যে অন্যতম বলিয়া তাহাও পূর্ব্বসিদ্ধ ফলেরই অনুবাদ-মাত্র। অতএব 'বায়ব্য' বাক্য ও 'সৌর্য্য'-বাক্য গুণবিধিই হইবে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ—যদি স্বতন্ত্র কর্ম্মেরই বিধান করে, তবে শুধু আলম্ভ ও নির্ব্বাপেরই বিধান করিবে, যাগের নহে। এইগুলিকে গুণবিধি বলিলে বায়ব্য-বাক্যে এবং সৌর্য্য-বাক্যে যে ফলের কথা বলা হইয়াছে, সেই ফলের বিকল্পে প্রাপ্তি ঘটে এবং ফল উদ্দেশ্যভূত বলিয়া অনুবাদ হইয়া পড়ে।

৫. এই দুইটি শ্রুতি দর্শপূর্ণমাসের আলম্ভ এবং নির্ব্বাপের গুণবিধি নহে, কিন্তু এই স্থলে স্বতন্ত্র আলম্ভ এবং নির্ব্বাপও বিহিত হয় নাই। যেহেতু আলম্ভ ও নির্ব্বাপ স্বয়ং যাগ নহে। দ্রব্য ও দেবতাই যাগের রূপ। এই স্থলে শ্বেত পশু এবং চরু-দ্রব্য আর বায়ু এবং সূর্য্য-দেবতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এইকারণে এই স্থলে যাগদ্বয়ের বিধিই স্বীকার করিতে হইবে। 'ভূতিকাম পুরুষ বায়ু-দেবতার উদ্দেশে শ্বেত পশু দ্বারা যজ্ঞ করিবেন' এবং ব্রহ্মতেজস্কাম পুরুষ সূর্য্য-দেবতার উদ্দেশে চরু দ্বারা যাগ করিবেন'—এইপ্রকার দুইটি বিধি পাওয়া যায়। এইভাবে অন্বয় করিলে আলম্ভ এবং নির্ব্বাপ এই দুইটি ধাত্বর্থ আখ্যাতের সহিত অন্বিত হইতে পারে না। এইগুলি অনুবাদ-রূপে গৃহীত হইবে। আলম্ভ এবং নির্ব্বাপ অর্থাপত্তি-প্রমাণের বলেই লভ্য হইবে। কারণ আলম্ভ এবং মির্ব্বাপ ব্যতীত সেই সেই যাগ সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এই বাক্যগুলি স্বতন্ত্র যাগেরই বিধায়ক হইবে। বাক্যোক্ত ভূতি এবং ব্রহ্মবর্চ্চস্ই ইহাদের ফল।

(ষষ্ঠে বৎসালম্ভাদীনাং সংস্কারতাধিকরণে সূত্রে)

বিশয়ে প্রায়দর্শনাৎ ॥১৬॥ অর্থবাদোপপত্তেশ্চ ॥১৭॥

ষষ্ঠাধিকরণমারচয়তি—

বৎসালম্ভো যজিঃ স্পর্শো বা বায়ব্যাদিবদ্ যজিঃ।
স্পর্শঃ স্যাদ্দেবরাহিত্যাৎ সংস্কারঃ প্রায়পাঠতঃ ॥১৬॥

অগ্নিহোত্রদোহাধিকারে[১] শ্রূয়তে—'বৎসমালভেত' ইতি। তত্র 'বিমতো বাৎসালম্ভো যজিঃ স্যাৎ, প্রাণিদ্রব্যকালম্ভত্বাৎ বায়ব্যালম্ভবৎ' ইতি চেৎ, ন। দেবতা-রাহিত্যেন তদ্বৈষম্যাৎ। কিঞ্চ—'অয়ং বৎসালম্ভোঽগ্নিহোত্রাঙ্গসংস্কারঃ, তৎপ্রায়ে পঠিতত্বাৎ, ইতরসংস্কারবৎ'। তস্মাৎ—অয়ং স্পর্শমাত্রবিধিঃ ॥

...　　...　　...

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণস্য প্রত্যুদাহরণমিহ প্রদর্শয়তি। দেবতারহিতত্বেন যাগাবিধায়কত্বমত্র প্রতিপাদ্যতে তৎপ্রায়ে পঠিতত্বাদিতি। যতোঽগ্নিহোত্রাঙ্গসংস্কারকর্ম্ম-প্রকরণে বৎসালম্ভনং পঠিতমতঃ অগ্নিহোত্রাঙ্গসংস্কার-ত্বমস্য। বস্তুতস্তু যাগাদিনিরূপণং নানুমানগম্যং, পরন্তু শাস্ত্রৈকসমধিগম্যমেব। তাদৃশানুমানস্য প্রায়শঃ অনৈকান্তিকত্বাৎ।

...　　...　　...

অনুবাদ (২।৩।৬)

১. পূর্ব্বাধিকরণের ব্যতিক্রমের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. অগ্নিহোত্র-প্রকরণের গোদোহনাধিকারে শ্রুতি আছে 'বৎসমালভেত' (বৎসের আলম্ভ করিবে)—ইহাই বিষয়-বাক্য।

৩. এই শ্রুতি কি শুধু আলম্ভ অর্থাৎ স্পর্শেরই বিধান করিতেছে, অথবা স্বতন্ত্র যাগেরই বিধান করিতেছে—ইহা সংশয়।

৪. পূর্ব্বাধিকরণের নিয়ম অনুসারে বলা যায়—এই শ্রুতিটি যাগান্তরের বিধায়ক।

৫. পূর্ব্বাধিকরণের বিষয়-বাক্যের সহিত এই অধিকরণের বিষয়-বাক্যের বৈষম্য আছে। কারণ পূর্ব্বাধিকরণের শ্রুতিতে দেবতার উল্লেখ আছে, এই শ্রুতিতে তাহা

---

১ অগ্নিহোত্রাধিকারে—গ

নাই। সুতরাং শ্রুতিতে যেরূপ আছে সেইরূপ অর্থই বিধেয় হইবে, অর্থাৎ শুধু বৎসের আলম্ভই (স্পর্শ) বিহিত হইবে। আরও বলা যায় যে, এই স্পর্শ অগ্নিহোত্রের অঙ্গ—সংস্কার-বিশেষ। কারণ গোদোহনাদি সংস্কার কর্ম্মের মধ্যেই আলম্ভও পঠিত হইয়াছে।

(সপ্তমে নৈবারচরোরাধানার্থতাধিকরণে সূত্রম্)

সংযুক্তস্ত্বর্থশব্দেন তদর্থঃ শ্রুতিসংযোগাৎ ॥১৮॥

সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—

চরুর্ভবতি নৈবার উপধত্তে চরুং ত্বিতি।
যাগঃ স্যাদুপধানং বা যাগঃ শেষোক্তদৈবতঃ ॥১৭॥
যাগত্বানিশ্চয়ে শেষো নাপেক্ষ্যোঽতো যজিঃ কুতঃ।
কিংতূপধানমাত্রত্বং যাবদুক্তং চরৌ স্থিতম্ ॥১৮॥

অগ্নৌ শ্রূয়তে—'নৈবারশ্চরুর্ভবতি' ইতি, 'চরুমুপদধাতি' ইতি চ। তত্র নীবার-চরুদ্রব্যকো যাগো বিধীয়তে। ন চাত্র দেবতায়া অভাবঃ 'বৃহস্পতের্বা এতদন্নং যন্নীবারাঃ' ইতি বাক্যশেষেণ দেবতাসিদ্ধেঃ; উপধানং তু যাগোপযুক্তস্য প্রতিপত্তিঃ স্বিষ্টকৃদাদিবৎ—ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—যাগবিধৌ নিশ্চিতে সতি পশ্চাদ্দেবতায়ামপেক্ষিতায়াং বাক্য-শেষবলাদ্দেবতাকৢপ্তিঃ, ইহ তু দেবতাকল্পনেন যাগবিধিত্বনিশ্চয়ঃ—ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ঃ। তস্মাৎ ইহোপধানমাত্রং বিধীয়তে ॥

... ...

টিপ্পনী

পঞ্চমাধিকরণস্যাপবাদান্তরমিহ প্রদর্শয়তি। অগ্নৌ অগ্নিচয়ন-প্রকরণে। 'বৃহস্পতের্ব্বা' ইত্যত্র এবার্থে বা-শব্দঃ। ইতরব্যবচ্ছেদকত্বমর্থঃ। বাক্যশেষেণ অর্থবাদেনেতি। প্রতিপত্তিঃ উপযুক্তসংস্কাররূপং প্রতি-পত্তি-কর্ম্মেত্যর্থঃ। উপধানমাত্রমিতি। বাক্যবিহিতেনাখ্যাতেন উপধানস্য সম্বন্ধঃ প্রত্যক্ষঃ, যাগস্য তু বৃহস্পতের্ব্বেত্যাদ্যর্থবাদ-বলেনানুমেয় এবেতি ন যাগবিধিরিত্যপি ধ্যেয়ম্।

... ...

অনুবাদ (২।৩।৭)

১. পঞ্চম অধিকরণের আরও একটি ব্যতিক্রমের স্থল প্রদর্শিত হইতেছে।

২. অগ্নিচয়ন-প্রকরণে শ্রুতি আছে—'নৈবারশ্চরুর্ভবতি' (নীবার ধান্যের চরু

হইবে)। এই শ্রুতির পরে অপর শ্রুতি আছে—'চরুং উপদধাতি' (চরুর উপধান অর্থাৎ স্থাপন করিবে)। এই শ্রুতিদ্বয়ই বিষয়-বাক্য।

৩. সংশয় এই যে, উল্লিখিত স্থলে কি শুধু যাগেরই বিধান করা হইতেছে, না উপধানের (বিশেষভাবে স্থাপনের) বিধান করা হইতেছে।

৪. যাগেরই বিধান করা হইতেছে। কারণ যাগই চরুসাধ্য কর্ম্ম, পরন্তু স্থাপন চরুর কার্য্য নহে। নীবার হইতে উৎপন্ন চরু-রূপ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং 'বৃহস্পতের্ব্বা এতদন্নং যন্নীবারাঃ' (এই নীবার ধান্য বৃহস্পতির অন্ন) এই বাক্য-শেষের দ্বারা দেবতাও জানা যাইতেছে। অতএব ইহা যাগেরই বিধি। চরুর উপধানের যে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, ইহা উপযুক্ত-সংস্কাররূপ প্রতিপত্তি-কর্ম্ম। অর্থাৎ চরুর দ্বারা যাগ করিয়া অবশিষ্ট চরু স্থাপন করিয়া রাখিতে হইবে। অতএব দ্রব্য ও দেবতার প্রাপ্তি থাকায় 'নৈবারঃ' ইত্যাদি শ্রুতি স্বতন্ত্র যাগেরই বিধি।

৫. উপধানের সহিতই চরুর অত্যন্ত নৈকট্য আছে বলিয়া উপধানের সহিত চরুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ জানা যাইতেছে। পরন্তু বৃহস্পতি-দেবতার কথা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। কারণ তদ্ধিত-প্রত্যয়, চতুর্থী-বিভক্তি, কিংবা মন্ত্রের দ্বারা যদি দেবতার কথা জানা যায়, তবে তাহাই হয়—প্রত্যক্ষভাবে, অর্থাৎ মুখ্যভাবে জানা। আলোচ্য স্থলে তদ্ধিতাদির একটিও নাই। এইহেতু 'বৃহস্পতের্ব্বৈ' ইত্যাদি বচন হইতে চরুর দেবতা-সম্বন্ধ অনুমান করিতে হয়। 'নৈবারঃ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাগের বিধি জানা যাইতেছে—এই সিদ্ধান্ত যদি স্থির হয়, তবেই সেই যাগের দেবতা কে—ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখন বাক্যশেষ হইতে দেবতার কথা জানা যায়। পক্ষান্তরে দেবতার কল্পনার পরেই 'নৈবারঃ' ইত্যাদি শ্রুতি যে যাগবিধায়ক, তাহা জানা যায়। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটে বলিয়া ইহা যাগ-বিধি নহে। এস্থলে শুধু চরুর স্থাপনই বিহিত হইয়াছে।

(অষ্টমে পাত্নীবতস্য পর্য্যগ্নিকরণগুণককত্বাধিকরণে সূত্রম্)

পাত্নীবতে তু পূর্ব্বত্বাদবচ্ছেদঃ ॥১৯॥

অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

পর্য্যগ্নিকৃতঃ পাত্নীবত উৎসৃজ্যত ইত্যসৌ।
যাগো গুণো বা যাগঃ স্যাদন্বয়াব্যবধানতঃ ॥১৯॥

প্রত্যভিজ্ঞাতমালভ্যমনূদ্যোৎসর্গশব্দতঃ।
গুণং পর্যগ্নিকৃত্যাখ্যং বক্ত্যুত্তর-নিবৃত্তয়ে ॥২০॥
ন দুষ্টা পরিসংখ্যাত্র চোদকাৎ প্রাগ্ বিধৌ সতি।
পর্যগ্নিকরণান্তাঙ্গরীতিঃ কৢপ্তোপকারতঃ ॥২১॥

'ত্বাষ্ট্রং পাত্নীবতমালভেত' ইতি প্রকৃত্যোদমাম্নাতম্—'পর্যগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজন্তি' ইতি। তত্র পর্যগ্নিকৃতশব্দেন সংস্কৃতপশুদ্রব্যস্য পাত্নীবত-শব্দেন পত্নীবন্নামকদেবতাসম্বন্ধস্য চ প্রতীয়মানত্বাদয়ং যাগবিধিঃ। এবং সতি পর্যগ্নিকৃত-পাত্নীবত-শব্দয়োরব্যবহিতান্বয়ো লভ্যতে। সিদ্ধান্তে তু 'পর্যগ্নিকৃতমুৎসৃজন্তি' ইত্যন্বয়ং বাঞ্ছন্তি। তদা ব্যবহিতান্বয়ো দুর্বারঃ। তস্মাৎ বায়ব্যপশুবদ্ যাগবিধিঃ ইতি প্রাপ্তে, ব্রুমঃ—অনারভ্যাধীতত্বান্নাস্তি বায়ব্যে প্রকৃতপ্রত্যভিজ্ঞা। ইহ ত্বালভ্যত্বেন প্রকৃতঃ পশুঃ পাত্নীবত-শব্দেন প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তমনূদ্য পর্যগ্নিকৃতশব্দান্বিতেন 'উৎসৃজন্তি'[১] ইত্যাখ্যাতেন পর্যগ্নি-করণাখ্যো গুণো বিধীয়তে। ন চ প্রকৃতিগতস্য পর্যগ্নিকরণস্য বিকৃতৌ চোদকেন প্রাপ্তত্বাদনর্থকোঽয়ং বিধিরিতি বাচ্যম্। উপরিতনাঙ্গাননুবৃত্তের্বিধিপ্রয়োজনত্বাৎ। নন্বেবং সতি পরিসংখ্যা স্যাৎ। সা চ দোষত্রয়দুষ্টা। স্বার্থত্যাগঃ, অন্যার্থস্বীকারঃ, প্রাপ্তবাধশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ। পর্যগ্নিকরণবাক্যে স্বার্থো বিধিস্ত্যজ্যেত, অন্যার্থো নিষেধঃ স্বীক্রিয়েত, চোদকাপ্রাপ্তান্যুপরিতনাঙ্গানি বাধ্যেরন্। মৈবম্। 'পর্যগ্নিকরণো-ত্তরভাবীন্যঙ্গানি নানুষ্ঠেয়ানি' ইত্যেতস্যাঃ পরিসংখ্যায়া অনঙ্গীকারাৎ। কথং তর্হি তন্নিবৃত্তিঃ—'আর্থিকী' ইতি ব্রুমঃ। চোদকপ্রবৃত্তেঃ প্রাগেবায়ং বিধিঃ প্রবর্ততে, প্রত্যক্ষোপদেশস্য শীঘ্রবুদ্ধিজনকতয়া কল্প্যাতিদেশাৎ প্রবলত্বাৎ। তথা সত্যুপদিষ্টৈরে-বাঙ্গৈর্নিরাকাঙ্ক্ষায়াং বিকৃতৌ চোদকস্যাপ্রবৃত্ত্যৈবোপরিতনান্যঙ্গানি ন প্রাপ্যন্তে। ন চানেন ন্যায়েন পর্যগ্নিকরণাৎ প্রাচীনানামপ্যপ্রাপ্তিরিতি বাচ্যম্। বিধীয়মানস্য পর্যগ্নিকরণস্য নূতনত্বে সত্যুপকারকল্পনাপত্ত্যা প্রকৃতৌ যৎকৢপ্তোপকারং পর্যগ্নিকরণং, তদবস্থাপন্নস্যৈবাত্র বিধেয়ত্বাৎ। প্রকৃতৌ চ প্রাচীনাঙ্গানন্তরভাবিন এবোপকারঃ কৢপ্ত ইত্যত্রাপি তাদৃশস্যৈব বিধানাৎ পর্যগ্নিকরণান্তাঙ্গরীতিঃ সিধ্যতি। এবং চ সতি 'উৎসৃজন্তি'[২] ইত্যাখ্যাতেন যথোক্তপর্যগ্নিকরণবিধাবর্থসিদ্ধ উপরিতনাঙ্গোৎসর্গো ধাতুনানূদ্যতে। তদেবমত্র গুণবিধিঃ ॥

... ...

---

১ উৎসৃজতি—খ

২ উৎসৃজতি—খ

টিপ্পনী

ইদমপ্যপবাদান্তরং পঞ্চমাধিকরণস্য। সাগ্নিকাষ্ঠখণ্ডেন পরিবেষ্টনরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ পর্য্যগ্নিকরণম্। ব্যবহিতান্বয় ইতি। পাত্নীবতমিতি শ্রুতিমধ্যস্থপদেন ব্যবহিতমিত্যর্থঃ। বায়ব্য ইতি। পঞ্চমাধিকরণে 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেতেত্যাদি'শ্রুতৌ। চোদকেন অতিদেশেন। পরিসংখ্যেতি। 'অন্যার্থশ্রূয়মানা চ যান্যার্থপ্রতিষেধিকা। পরিসংখ্যেতি সা জ্ঞেয়া যথা প্রোক্ষিতভোজন'মিতি পরিসংখ্যাস্বরূপম্। পর্য্যগ্নিকৃতমিত্যাদি-বাক্যে পরিসংখ্যেতি আপত্তিঃ। আপত্তিং পরিহরতি নৈবমিতি। প্রাচীনানাং পূর্ব্বতনানামিতি। প্রাচীনাস্থানান্তরভাবিন ইতি। পর্য্যগ্নিকরণস্যেতি পূরণীয়ম্। গুণবিধিরিতি। ত্বাষ্ট্রং পাত্নীবতমুদ্দিশ্য পর্য্যগ্নিসংস্কারস্বরূপো গুণোঽত্র বিধেয় ইতি।

... ...

অনুবাদ (২।৩।৮)

১. পঞ্চম অধিকরণের আরও একটি ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে—'ত্বাষ্ট্রং পাত্নীবতমালভেত' (ত্বষ্টা দেবতা এবং পত্নীবৎ দেবতার উদ্দেশে পশু আলম্ভ করিবে)। এই প্রকরণেই অপর শ্রুতি আছে 'পর্য্যগ্নিকৃতং পাত্নীবতমুৎসৃজন্তি' (পত্নীবৎ দেবতা সম্পর্কিত পশুকে উৎসর্গ করিবে)। এই শ্রুতিদ্বয়ই বিষয়-বাক্য।

৩. ইহা দ্বারা কি উৎসর্গবিশিষ্ট পৃথক্ একটি যাগের বিধান করা হইয়াছে, অথবা ইহা ত্বাষ্ট্র-পাত্নীবত-যাগের উদ্দেশে পর্য্যগ্নিকরণ-রূপ গুণমাত্রের বিধান করিয়া গুণবিধি হইতেছে।

৪. উৎসর্গ-বিশিষ্ট স্বতন্ত্র যাগেরই বিধান করা হইয়াছে। কারণ 'পর্য্যগ্নিকৃত' শব্দটি সংস্কৃত পশু-রূপ দ্রব্যকে বুঝাইতেছে এবং 'পাত্নীবত' শব্দটি পত্নীবৎ-নামক দেবতার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। দ্রব্য এবং দেবতার বিধান থাকায় শ্রুতিটি স্বতন্ত্র যাগেরই বিধান করিতেছে। শ্রুত্যর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, 'পত্নীবৎদেবতার উদ্দেশে পর্য্যগ্নিসংস্কৃত পশুকে উৎসর্গ করিবে'। এরূপ অর্থ করিলেই পর্য্যগ্নিকৃত এবং পাত্নীবৎ-শব্দের অব্যবহিত অন্বয় সম্ভবপর হয়। 'পর্য্যগ্নিকৃতমুৎসৃজন্তি' এইপ্রকার বলিলে 'উৎসৃজন্তি' এই পদের সহিত 'পর্য্যগ্নিকৃতং' পদের অন্বয় স্বীকার করায় ব্যবহিতান্বয় অর্থাৎ দূরান্বয়-দোষ ঘটে। অতএব 'পর্য্যগ্নিকৃতং' এই অংশ দ্রব্যের এবং 'পাত্নীবতম্' এই অংশ দেবতার বোধক হইতেছে বলিয়া 'উৎসৃজন্তি' এই পদের দ্বারা উৎসর্গবিশিষ্ট যাগেরই বিধি পাওয়া যাইতেছে। বায়ব্য-পশুযাগের ন্যায় এই স্থলেও জানিতে হইবে।

৫. বায়ব্য পশু-যাগের উদাহরণ এই ক্ষেত্রে চলিবে না। কারণ বায়ব্য-যাগের বিষয় অপর কোন প্রকরণে পঠিত নহে। এই স্থলে ত্বাষ্ট্র-পাত্নীবৎ-প্রকরণের মধ্যেই পর্য্যগ্নিকৃত পাত্নীবতের বিষয় জানা যাইতেছে। 'পাত্নীবত' শব্দের দ্বারা পূর্ব্ববিহিত পশুরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। এই কারণে ফলতঃ ইহা দ্বারা পূর্ব্ববিহিত যাগের কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং ইহা যাগান্তরের বিধি নহে। ত্বাষ্ট্রপাত্নীবৎ-প্রকরণস্থ পাত্নীবত পশুকে অনুবাদ করিয়াই দ্বিতীয় বাক্যে পর্য্যগ্নিকরণ-রূপ সংস্কার বিহিত হইয়াছে। 'পাত্নীবত' পদে এক দেবতাকে জানা যাইতেছে, কিন্তু ঐ পদটি ত্বষ্টৃ-দেবতারও উপলক্ষণ। সুতরাং 'উৎসৃজন্তি' এই পদের সহিত 'পর্য্যগ্নিকৃত' পদের অন্বয় হইলেও দূরান্বয় হয় না। কারণ 'পত্নীবৎ' এবং 'ত্বষ্টা' এই দুই দেবতারই এই স্থলে প্রাপ্তি ঘটিতেছে। অতএব শুধু উৎসর্গ-রূপ সংস্কারই এই-স্থলে বিহিত। 'পশু-যাগেই পশুর পর্য্যগ্নিকরণের (প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা পরিবেষ্টন-রূপ সংস্কার-বিশেষ) বিধান আছে। সুতরাং পশু-যাগের বিকৃতি-রূপ পাত্নীবৎ-যাগে তাহা অতিদেশ-বলেই পাওয়া যাইবে, কেন এই বিষয়ে পৃথক বিধান করা হয়? বিধান তো ব্যর্থ'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—পশুটির মারণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কর্ম্মের নিবৃত্তির নিমিত্ত এই বিধান। অর্থাৎ পশুটিকে শুধু উৎসর্গ করা (ছাড়িয়া দেওয়া) হইবে। "বিধিটির এরূপ অর্থ করিলে ইহা পরিসংখ্যা-বিধি হইবে। ইতর-ব্যাবৃত্তিই পরিসংখ্যা-বিধির ফল। যেখানে পরিসংখ্যা হয়, সেখানেই তিনটি দোষ থাকে—শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পনা এবং প্রাপ্তের বাধ। পর্য্যগ্নিকরণ বাক্যটি বিধি হইতেছে না—ইহাই শ্রুতার্থ বা স্বার্থের পরিত্যাগ। পর্য্যগ্নিকরণের পরবর্ত্তী কর্ম্মগুলি করা হইবে না—এইপ্রকার নিষেধ সূচিত হওয়ায় অশ্রুতার্থের কল্পনা করিতে হয়। আর অতিদেশ-বলে প্রাপ্ত পরবর্ত্তী অঙ্গ-কর্ম্মগুলি বাধিত হয় বলিয়া প্রাপ্তের বাধ স্বীকার করিতে হয়।" এই আপত্তির উত্তরে বলিব, পরিসংখ্যা-বিধি এখানে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্থলে পরবর্ত্তী কর্ম্মগুলির নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ, অর্থাৎ পর্য্যগ্নিকরণ-বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতে লভ্য। অতিদেশের জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই এই বিধ্যর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র কল্প্য অতিদেশ অপেক্ষা শীঘ্রই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এই কারণে অতিদেশ অপেক্ষা এই বিধি বলবান্। উপদেশ-বিধিবোধিত অঙ্গের দ্বারাই বিকৃতি-যাগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং অতিদেশের বিষয়ই থাকিবে না বলিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটিবে না। এরূপ স্থির হইলে পর্য্যগ্নিকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মগুলির বিধান কিরূপে পাওয়া যায়—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, প্রকৃতি-যাগে যেরূপ পর্য্যগ্নিকরণ বিহিত হইয়াছে, এই স্থলেও সেইরূপ

পর্য্যগ্নিকরণেরই বিধান। তাহাতেই পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মগুলির সহিত পর্য্যগ্নিকরণকে পাওয়া যাইবে। অতএব এই স্থলে প্রাগুক্ত গুণবিধিই স্বীকার করিতে হইবে।

(নবমে অদাভ্যাদীনাং গ্রহনামতাধিকরণে সূত্রম্)

অদ্রব্যত্বাৎ কেবলে কর্মশেষঃ স্যাৎ ॥২০॥

নবমাধিকরণমারচয়তি।

যদদাভ্যং গৃহীত্বেতি গৃহ্ণাত্যংশুমিতি দ্বয়ম্।
তদ্‌যাগো বা গুণো যাগঃ স্যাদদাভ্যাংশুনামতঃ ॥২২॥
গ্রহয়োরেব নাম স্যাদানন্তর্য্যাদ্ বিধিস্তয়োঃ।
গুণোঽতস্তস্য বাক্যেন জ্যোতিষ্টোমাভিগামিনা ॥২৩॥

অনারভ্য শ্রূয়তে—'এষ বৈ হবিষা হবির্যজতে'[1] যোঽদাভ্যং গৃহীত্বা সোমায় যজতে' ইতি, 'পরা বা এতস্যায়ুঃ প্রাণ এতি, যোঽংশুং গৃহ্লাতি' ইতি চ। তত্র অদাভ্যশব্দস্য জ্যোতিরাদিবদপূর্বনামত্বাত্তন্নামকো যাগো 'যজতে' ইত্যাখ্যাতেন বিধীয়তে। 'অংশুম্' ইত্যত্র যজতেরশ্রবণেঽপি নামবিশেষবলাদেবাপূর্বযাগবিধিঃ। ন চাত্র দ্রব্যদেবতয়োরভাবঃ, গ্রহণলিঙ্গেন জ্যোতিষ্টোমবিকৃতিত্বাবগতৌ তদীয়বিধ্যন্তাতিদেশেন তৎসিদ্ধেঃ, ইতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—ভবত্বদাভ্যাংশুশব্দয়োর্নামত্বম্। তে চ নামনী গ্রহয়োরেব স্যাতাম্, ন তু যাগয়োঃ। 'গৃহীত্বা' ইতি শব্দস্যানন্তরমেব পাঠাৎ। যজতিস্তু ব্যবহিতঃ। তাদৃশোঽপি যজিরংশুবাক্যে নাস্তি। তস্মাদ্ গ্রহয়োরেবাত্র বিধিঃ। গ্রহণং চ জ্যোতিষ্টোমগতস্য সোমরসস্য সংস্কাররূপো গুণঃ, ঐন্দ্রবায়বাদিগ্রহণসমানত্বাৎ। যদ্যপ্যত্র ন প্রকৃতো জ্যোতিষ্টোমঃ, তথাপি তৎসম্বন্ধিগ্রহণদ্বারা বাক্যস্য[2] জ্যোতিষ্টোমগামিত্বম্। অতএব 'সোমাযাদাভ্যং গৃহীত্বা' ইতি নির্দিশ্যতে। অথবা—তৈত্তিরীয়াণাং ষষ্ঠকাণ্ডে ষষ্ঠে প্রপাঠকে প্রাকরণিকং বিনিযোজকং বাক্যং দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ জ্যোতিষ্টোমে গুণবিধিঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

ইদমপ্যপবাদান্তরম্। অদাভ্যাংশুনামকগ্রহয়োর্জ্যোতিষ্টোমাঙ্গত্বম্ প্রতিপাদয়তি। জ্যোতিরাদিবদিতি। 'অথৈষ জ্যোতিরিত্যাদি'-শ্রুতেজ্যোতিঃপ্রভৃতিশব্দবদিত্যর্থঃ। অপূর্ব্বনামত্বাৎ লোকপ্রসিদ্ধগুণসংজ্ঞক-

---

১ যজতি—খ ২ বাক্যাৎ—খ

ত্বাভাবাৎ। গ্রহয়োরেবেতি। জ্যোতিষ্টোমস্যাঙ্গীভূতয়োঃ যাগপাত্রবিশেষয়োঃ। তাদৃশোঽপি ব্যবহিতোঽপি। গ্রহয়োরেবাত্র বিধিরিতি। অদাভ্যাংশুনামকয়োর্যজ্ঞপাত্রবিশেষয়োর্গ্রহণমেবাত্র গুণবিধিরিত্যর্থঃ। এতচ্চ গ্রহণং জ্যোতিষ্টোমীয়-সোমস্য সংস্কারকমিতি।

... ...

অনুবাদ (২।৩।৯)

১. পঞ্চমাধিকরণের আরও একটি বিপরীত উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. 'এষ বৈ হবিষা হবির্যজতে, যোঽদাভ্যং গৃহীত্বা সোমায় যজতে' এবং 'পরা বা এতস্যায়ুঃ প্রাণ এতি, যোঽংশুং গৃহ্ণাতি, এই দুইটি শ্রুতি কোনও কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত নহে, পৃথগ্‌ভাবেই পঠিত। ইহাই বিষয়-বাক্য।

৩. এই শ্রুতি কি 'অদাভ্য' এবং 'অংশু'-নামক যাগান্তরের বিধান করিতেছে, অথবা জ্যোতিষ্টোম-যাগে গ্রহের বিধান করিতেছে। গ্রহের বিধান করিলে বিধিগুলি গুণবিধিই হইবে।

৪. 'অদাভ্য' এবং 'অংশু' নামে লোকপ্রসিদ্ধ কোন গুণ নাই। এইহেতু 'অথৈষ জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় নামধেয়। নামধেয় বলিয়া ইহাদিগকে যাগই বলিতে হয়, অন্যথা অন্বয় সম্ভবপর নহে। অতএব অপূর্ব্ব-বিধি। এইখানে দ্রব্য ও দেবতার বিষয় জানা যাইতেছে না বলিয়া কিরূপে যাগের বিধান হইবে—এই আপত্তিও টিকিতে পারে না। কারণ 'অদাভ্য' এবং 'অংশুর' যাগত্ব রক্ষার নিমিত্ত এই যাগের প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমের দ্রব্য এবং দেবতারই এই স্থলে প্রাপ্তি হইবে। যেহেতু বিকৃতিতে প্রকৃতির ধর্ম্মের অতিদেশ হয়। সুতরাং অগত্যা দ্রব্য এবং দেবতারও অতিদেশ হইল। অতএব ইহা যাগান্তরেরই বিধি।

৫. 'অদাভ্য' এবং 'অংশু' এই দুইটি শব্দ নামধেয় হইলেও যাগের নাম নহে। এই কারণে এই শ্রুতিগুলি যাগান্তরের বিধান করিতেছে—ইহা বলা যায় না। এই দুইটিই গ্রহের নাম, যাগের নহে। যেহেতু অব্যবহিত পরেই 'গৃহীত্বা' ও 'গৃহ্ণাতি' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'যজ্‌' ধাতুর সহিত 'অদাভ্য' শব্দের দূরান্বয় হইতেছে এবং 'অংশু'-বাক্যে দূরান্বয়ী যজ্‌ধাতুও নাই। সুতরাং বাক্যগুলির দ্বারা গ্রহণেরই বিধান পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রহণ জ্যোতিষ্টোম-যাগীয় সোমরসের সংস্কার-রূপ গুণ। যদিও ইহা জ্যোতিষ্টোমের প্রকরণ নহে, তথাপি 'অদাভ্য' এবং 'অংশু' এই দুইটি শব্দ জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গীভূত গ্রহবিশেষের নাম বলিয়া এই স্থলে তাহাদের গ্রহণ-রূপ গুণবিধিই শ্রুতির অর্থ।

(দশমে অগ্নিচয়নস্য সংস্কারতাধিকরণে সূত্রাণি)

অগ্নিস্তু লিঙ্গদর্শনাৎ ক্রতুশব্দঃ প্রতীয়েত ॥২১॥ দ্রব্যং বা স্যাচ্চোদনায়াস্ত-দর্থত্বাৎ ॥২২॥ তৎসংযোগাৎ ক্রতুস্তদাখ্যঃ স্যাত্তেন ধর্মবিধানানি ॥২৩॥

দশমাধিকরণমারচয়তি—

অগ্নিং চিনুত ইত্যত্র যাগো বা সংস্কৃতির্যজিঃ ।
লিঙ্গেন যাগনামত্বাদ্ যজিনা চানুবাদতঃ ॥২৪॥
রূঢ্যা দ্রব্যস্য নামৈতদ্ বহ্নেরাধানবচ্চিতিঃ ।
সংস্কারঃ[১] সংস্কৃতে বহ্নাবগ্নিষ্টোমো বিধীয়তে ॥২৫॥

'য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুতে' ইত্যেবং বিধায় শ্রূয়তে—'অথাতোঽগ্নিমগ্নিষ্টোমেনানু-যজতি, তমুক্থ্যেন, তং ষোড়শিনা, তমতিরাত্রেণ' ইত্যাদি। অত্র অগ্নিশব্দো যাগবাচী, স্তোত্রশস্ত্রাদেঃ ক্রতুলিঙ্গস্য শ্রূয়মাণত্বাৎ। তচ্চ লিঙ্গমেবং শ্রূয়তে—'অগ্নেঃ স্তোত্রম্, অগ্নেঃ শস্ত্রম্' ইতি, 'ষড়ুপসদোঽগ্নেশ্চিত্যস্য ভবন্তি' ইতি চ। যদি লিঙ্গং প্রাপকাপেক্ষং তর্হি যজিনা তদনুবাদঃ প্রাপকোঽস্তু। 'অগ্নিমগ্নিষ্টোমেনানুযজতি' ইত্যেতস্মিন্ বাক্যে 'অগ্নিং যজতি' ইতি যজিসামানাধিকরণ্যাৎ 'উপাংশু যজতি' ইতিবদ্ যাগনামত্বম্। অথোচ্যেত—অনুশব্দস্যাগ্নিশব্দেনান্বয়াদ্ যজ্যন্বয়োঽগ্নিষ্টোমস্য ইতি। তথাপ্যগ্নেঃ পুরোযজনে সত্যগ্নিষ্টোমস্যানুযজনং সম্ভবতি। দেবদত্তমনুগচ্ছতি যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যত্র দেবদত্তে পুরোগমনদর্শনাৎ। তস্মাৎ 'অগ্নিং চিনুতে' ইত্যত্রাগ্নিনামকো যাগ আখ্যাতেন বিধীয়তে। চিনোতিস্তু 'ইষ্টকাভিরগ্নিং চিনুতে' ইতি বাক্যপ্রাপ্তস্য চয়নস্য সোমযাগবিকৃতিত্বেন[২] প্রাপ্তস্য গ্রহসমুদায়স্যেবানুবাদঃ ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—

অগ্নিশব্দো রূঢ্যা বহ্নিদ্রব্যমাচষ্টে। রূঢ়িশ্চ কৢপ্ততয়া লিঙ্গাদিকল্প্যাদ্ যাগবাচিত্বাদ্ বলীয়সীতি ন যাগনামত্বম্। ন চাত্র যাগরূপমস্তি। দ্রব্যদেবতয়োরসিদ্ধেঃ।

অতঃ 'অগ্নিমাদধীত' ইত্যুক্তাধানবৎ 'অগ্নিং চিনুতে' ইত্যুক্তং চয়নমগ্নিদ্রব্যসংস্কারঃ। ন চ সংস্কৃতস্য বিনিয়োগাভাবঃ, 'অগ্নিমগ্নিষ্টোমেন যজতে' ইত্যাদি-বাক্যৈরগ্নিষ্টোমাদৌ বিনিয়োগাৎ। তস্মাৎ—সংস্কারবিধিঃ ॥

…　　…　　…

---

১ সংস্কৃতিঃ—খ　　২ ॰বিকৃতিত্বং—খ

অনুবাদ (২।৩।১০)

১. আরও একটি অপবাদ (ব্যতিক্রম) প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে—'য এবং বিদ্বানগ্নিং চিনুতে'। অতঃপর আরও শ্রুতি আছে—'অথাতোঽগ্নিমগ্নিষ্টোমেনানুযজতি, তমুক্থ্যেন, তমতিরাত্রেণ, তং ষোড়শিনা, ইত্যাদি। ইহাই বিষয়-বাক্য।

৩. 'অগ্নিং চিনুতে' এই বাক্যের অগ্নি-শব্দটি যাগবিশেষের নাম বলিয়া এই শ্রুতির দ্বারা কি যাগান্তরের বিধান করা হইয়াছে, অথবা অগ্নি-শব্দটি দ্রব্যবিশেষের বাচক বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদিতে তাহার চয়ন-রূপ সংস্কারের (গুণের) বিধান করা হইয়াছে—ইহাই সংশয়।

৪. অগ্নি-শব্দটি যাগেরই নাম। 'অগ্নির স্তোত্র', 'অগ্নির শস্ত্র' ইত্যাদি জ্ঞাপক বাক্য হইতে জানা যায় যে, উহা যাগেরই নাম। যেহেতু অগ্নি যদি যাগবিশেষ না হয়, তবে তাহার স্তোত্র বা শস্ত্র থাকিতে পারে না। কারণ স্তোত্র ও শস্ত্র শুধু যাগেই পাঠ্য। 'অথাতোঽগ্নিং' ইত্যাদি বাক্যে অগ্নি এবং যজ্‌ধাতুর সামানাধিকরণ্য থাকায় বোঝা যাইতেছে—অগ্নি-শব্দ যাগেরই নাম। যদি বল—অগ্নি-শব্দের সহিত 'অনু'শব্দের অন্বয় হয় বলিয়া যজ্‌ধাতুর সহিত অগ্নিষ্টোম-শব্দের অন্বয় হইতেছে, তথাপি বলিব—অগ্নি-যাগ প্রথমতঃ সম্পন্ন হইলে পরে অগ্নিষ্টোম-যাগ হইতে পারে। সুতরাং 'অগ্নিং চিনুতে' এই শ্রুতিতে আখ্যাতের দ্বারা অগ্নি-নামক যাগের বিধান করা হইয়াছে। 'চিনুতে' প্রয়োগের 'চি'ধাতুটি অনুবাদ-মাত্র।

৫. রূঢ়িশক্তিবশতঃ অগ্নি শব্দটি লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নি-দ্রব্যেরই বাচক। রূঢ়িশক্তি অতিপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বজন-গৃহীত (কৢপ্ত) বলিয়া স্তোত্র-শস্ত্রাদি কল্পিত জ্ঞাপক অপেক্ষা বলবতী। দ্রব্য এবং দেবতার বাচক কোন শব্দ এখানে না থাকায় যাগের স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। অগ্নির আধানের (গ্রহণ) ন্যায় অগ্নির চয়নও অগ্নি-রূপ দ্রব্যের সংস্কার-বিশেষ। কোথায় সংস্কৃত অগ্নির বিনিয়োগ হইবে, অর্থাৎ চয়ন-সংস্কৃত অগ্নি কোন্ কাজে লাগিবে—এইপ্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলিব—'অগ্নিমগ্নিষ্টোমেন' ইত্যাদি বাক্যবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মে সেই সংস্কৃতাগ্নির বিনিয়োগ হইবে। সুতরাং এই শ্রুতিটি অগ্নিসংস্কার-বিধায়ক বলিয়া গুণবিধি।

(একাদশে মাসাগ্নিহোত্রাদীনাং ক্রত্বন্তরতাধিকরণে সূত্রম্)

প্রকরণান্তরে প্রয়োজনান্যত্বম্ ॥২৪॥

একাদশাধিকরণমারচয়তি—

মাসং জুহোত্যগ্নিহোত্রং গুণোঽন্যৎ কর্ম বা গুণঃ।
অনূদ্য প্রাপ্তকর্মাত্র মাসোঽপ্রাপ্তো বিধীয়তে ॥২৬॥
উপসদ্ভিশ্চরিত্বেতি নিত্যে তাসামসম্ভবাৎ।
অনেকস্যাবিধেশ্চান্যৎ কর্ম প্রকরণান্তরাৎ ॥২৭॥

কুণ্ডপায়িনাময়নে শ্রূয়তে—'উপসদ্ভিশ্চরিত্বা মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি' মাসং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইতি। অত্র প্রাপ্তং নিত্যাগ্নিহোত্রমনূদ্য মাসলক্ষণো গুণোঽপ্রাপ্তত্বাদ্বিধীয়তে ইতি চেৎ, মৈবম্। কিং মাস এব বিধীয়তে, উত, 'উপসদ্ভিশ্চরিত্বা' ইত্যুক্তোপসদোঽপি। নাদ্যঃ, উপসদামপি নিত্যাগ্নিহোত্রপ্রাপ্তিরহিতানাং ত্বন্মতে বিধাতব্যত্বাৎ ন দ্বিতীয়ঃ, প্রাপ্তে কর্মণ্যনেকগুণবিধৌ বাক্যভেদাপত্তেঃ। ননু মা ভূত্তর্হি গুণবিধিঃ। কর্মান্তরত্বে কিং প্রমাণম্ ইতি চেৎ, 'প্রকরণান্তরম্' ইতি ব্রূমঃ। ন হ্যেতন্নিত্যাগ্নিহোত্রস্য প্রকরণম্, অসন্নিহিতত্বাৎ। অয়নস্য হ্যেতৎ প্রকরণম্, অয়নমারভ্যাধীতত্বাৎ। কা তর্হি নিত্যাগ্নিহোত্রে গুণবিধিশঙ্কা—ইতি চেৎ, প্রকরণস্যাসমর্পকত্বেঽপ্যগ্নিহোত্র-শব্দেনৈতৎসমর্পণাদেষা শঙ্কা ভবতি। সা চ বাক্যভেদাপত্ত্যা নিরাকৃতা। তথা সতি স্বতঃসিদ্ধং প্রকরণভেদং নিরাকৃত্য প্রকরণৈক্যাপাদনেন গুণং বিধাপয়িতুং প্রবৃত্তস্যাগ্নিহোত্রশব্দস্য শক্তৌ নিরুদ্ধায়াং তদবস্থঃ প্রকরণভেদো নিত্যাগ্নিহোত্রাদিদং কর্ম ভিনত্তি। অগ্নিহোত্রশব্দো ধর্মাতিদেশার্থ ইতি সপ্তমে বক্ষ্যতে। ননূপসন্মাসাভ্যাং বিশিষ্টমিদং কর্ম বিধীয়তে। ততো বাজিন-ন্যায়েন গুণভেদাৎ কর্মভেদঃ, ন প্রকরণভেদাদিতি চেৎ, ন। বৈষম্যাৎ। 'উপাদেয়তয়া বিধেয়ো গুণো বাজিনম্। মাসস্ত্বনুপাদেয়ঃ' ইত্যেকং বৈষম্যম্। 'দ্রব্যত্বেন রূপান্তর্গতং বাজিনম্, মাসো ন তথা' ইত্যপরং বৈষম্যম্। পরমার্থতস্ত্বত্র প্রথমতরপ্রতীতেন প্রকরণভেদেন সিদ্ধং কর্মভেদং গুণভেদ উপোদ্বলয়তি। ততঃ প্রকরণান্তরমেবাত্র ভেদহেতুঃ ॥

... ...

টিপ্পনী

গুণভেদমূলকঃ কর্ম্মভেদো নিরূপিতঃ। ইদানীং প্রকরণভেদমূলকো নিরূপ্যতে। কুণ্ডপায়িনাময়নে তন্নামক-যজ্ঞবিশেষস্য প্রকরণে। উপসদ্ভিরিত্যাদি। উপসদাখ্যো যাগবিশেষো দ্বাদশাহসাধ্যঃ। উপসদ্ভিরিতি

বহুবচনং কপিঞ্জল-ন্যায়েন ত্রিত্বপর্য্যবসিতম্। তথাচ উপসত্ত্রয়ং কৃত্বা মাসং ব্যাপ্যাগ্নিহোত্রপদনির্দ্দেশ্যং যাগবিশেষং কুর্য্যাৎ। প্রাপ্তে কর্ম্মণীত্যাদি। নিত্যাগ্নিহোত্ররূপে কর্ম্মণীত্যর্থঃ। বাক্যভেদাপত্তেরিতি। বিধেয়ভেদেন বাক্যভেদ ইতি ভাবঃ। অনুপাদেয়ঃ সম্পাদয়িতুমশক্য ইতি। মাসস্য কালরূপতয়া নোপাদেয়ত্বম্। রূপান্তর্গতমিতি। দ্রব্যং হি যাগস্য একতরং রূপম্, দেবতা চ অন্যতরম্।

.. ..

অনুবাদ (২।৩।১১)

১. গুণভেদ-মূলক কর্ম্মভেদের আলোচনা করা হইয়াছে। ইদানীং প্রকরণভেদ-মূলক কর্ম্মভেদের বিষয় আলোচিত হইবে।

২. 'কুণ্ডপায়িনাময়ন'-নামক যজ্ঞের প্রকরণে শ্রুতি আছে—'মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি,' 'মাসং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইত্যাদি। এই শ্রুতিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. শ্রুত্যন্তর-প্রাপ্ত অগ্নিহোত্র-যাগেই মাস-রূপ গুণের বিধান করা হইতেছে, অথবা এক মাস কাল-সাধ্য মাসাগ্নিহোত্র-রূপ পৃথক্ কর্ম্মের বিধান করা হইতেছে—ইহাই সংশয়।

৪. এইসকল শ্রুতির দ্বারা নিত্যাগ্নিহোত্র কর্ম্মে মাস-রূপ কালের বিধান করা হইতেছে। অতএব ইহা গুণ-বিধি।

৫. 'উপসদ্ভিশ্চরিত্বা মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি' এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় শুধু মাস-রূপ গুণের বিধান হইতে পারে না, পরন্তু মাস এবং উপসৎ (হোম-বিশেষ) এই দুইটি গুণেরই বিধান করতে হয়। বচনান্তরের দ্বারা বিহিত কর্ম্মে যুগপৎ একাধিক গুণের বিধান করিতে গেলে বাক্যভেদ-দোষ হইয়া থাকে। এইহেতু ইহাকে গুণবিধি বলা চলে না। 'গুণবিধি না হইলেই যে পৃথক্ কর্ম্ম হইবে, তাহার কি প্রমাণ'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, ভিন্ন প্রকরণে পঠিত হওয়াই কর্ম্মভেদের হেতু। কারণ, ইহা নিত্যাগ্নিহোত্রের প্রকরণ নহে, কিন্তু অয়নেরই (যজ্ঞবিশেষের) প্রকরণ। যে-স্থলে অয়ন সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা আছে, এই শ্রুতিও সেই স্থলেই পঠিত। 'যদি তাহাই হয়, তবে নিত্যাগ্নিহোত্রে গুণবিধির আশঙ্কা করা হয় কেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, এই শ্রুতিতেও 'অগ্নিহোত্র' শব্দ থাকায়ই আশঙ্কা হইতেছে। বাক্যভেদ হইবে বলিয়া সেই আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। অতএব প্রকরণের ভেদবশতঃ নিত্যাগ্নিহোত্র কর্ম্ম হইতে এই কর্ম্মটি পৃথক্ই হইবে। 'অগ্নিহোত্র' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে—এই মাস-সাধ্য যাগেও 'অগ্নিহোত্র-যাগের ধর্ম্মের অতিদেশ হইবে। যদি আপত্তি করা হয় যে,

'উপসৎ' এবং মাসবিশিষ্ট কর্ম্মের বিধান হইতেছে বলিয়া এই স্থলে 'বাজিন'-ন্যায়ানুসারে (২।২।৯) গুণভেদেই কর্ম্ম-ভেদ হইবে, প্রকরণভেদে নহে—তবে বলিব, 'বাজিন'ন্যায়ের সহিত এই উদাহরণের সমতা নাই। 'বাজিন' দ্রব্যটি উপাদেয় বলিয়া বিধেয় এবং গুণ, পরন্তু মাস কালস্বরূপ বলিয়া অনুপাদেয়। 'বাজিন' যাগনিষ্পাদক দ্রব্য বলিয়া যাগরূপের অন্তর্গত, (দ্রব্য ও দেবতাই যাগের রূপ) পরন্তু 'মাস' কাল-স্বরূপ বলিয়া তাহা নহে। এই দুইটি বৈষম্য পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আসল কথা এই যে, এখানে প্রথমতঃ প্রকরণভেদের দ্বারাই কর্ম্মভেদের সিদ্ধি হইতেছে। তারপর গুণভেদ সেই কর্ম্মভেদকে আরও দৃঢ় করিতেছে। সুতরাং প্রকরণান্তরত্বই কর্ম্মভেদের হেতু।

অধিকরণটির প্রয়োজন এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতে অগ্নিহোত্রে যাবজ্জীবাদি কালের সহিত মাসাদি কালের বিকল্প হইবে, আর 'কুণ্ডপায়িনাময়ন' নামক কর্ম্মে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। সিদ্ধান্তীর মতে বিকল্পও হইবে না এবং অনুষ্ঠানও করিতে হইবে।

(দ্বাদশে আগ্নেয়াদিকাম্যেষ্ট্যধিকরণে সূত্রম্)

ফলং চাকর্মসন্নিধৌ ॥২৫॥

দ্বাদশাধিকরণমারচয়তি—

অষ্টাকপালমাগ্নেয়ং রুক্‌কামঃ প্রাকৃতে ফলম্।
কর্মান্যদ্বা ফলং ভানাৎ পূর্বন্যায়াপ্রবেশনাৎ ॥২৮॥
মা ভূদ্ভিন্নং প্রকরণং কর্মান্তরমসন্নিধেঃ।
অনারভ্যাধীতমেতদ্ রূপং ত্বন্যনমীক্ষতে ॥২৯॥

অনারভ্য শ্রূয়তে—'আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেদ্ রুক্‌কামঃ' ইতি। রুক্‌কামস্তেজস্কামঃ। অত্র ইষ্টীনাং প্রকৃতিভূতদর্শ-পূর্ণমাসগতমাগ্নেয়যাগমনূদ্য তত্র তেজস্কামরূপং ফলং বিধীয়তে। কুতঃ—বাক্যেনাগ্নেয়ফলসম্বন্ধস্য ভাসমানত্বাৎ। ন চ পূর্বোক্তমাসাগ্নিহোত্র-ন্যায়েন কর্মান্তরত্বম্, বৈষম্যাৎ। তত্রায়নমারভ্যাধীতত্বাদস্তি প্রকরণান্তরত্বম্। ইহ ত্বনারভ্যাধীতত্বেন প্রকরণমেব তাবন্নাস্তি, কুতোঽত্র প্রকরণান্তরত্বম্। কিঞ্চ মাসোঽনুপাদেয়ঃ, অগ্নিহোত্রানুসারেণ সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ। ফলং তূপাদেয়ম্, দার্শপৌর্ণমাসিকাগ্নেয়ানুসারেণ তেজসঃ কাময়িতুং শক্যত্বাৎ। তস্মাৎ ফলবিধিঃ—ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—প্রকরণান্তরত্বাভাবেঽপ্যনারভ্যাধীতত্বাদসন্নিধিরস্ত্যেব। স এবাত্র কর্ম

ভিনত্তি। ন চাত্র বাজিন-ন্যায়েন কর্ম্মভেদঃ। অষ্টাকপালদ্রব্যাগ্নিদেবতাত্মনো রূপস্যো-ভয়ত্রৈকবিধত্বাৎ। যদি প্রকরণান্তরত্বমপ্যসন্নিধিকৃতমিত্যসন্নিধিরেব মাসাগ্নিহোত্রকর্ম-ভেদহেতুঃ,[১] তর্হি তস্যৈবায়ং প্রপঞ্চোঽস্তু। ফলঞ্চ মাসবদনুপাদেয়ম্। অন্যথা সাধনবদফলত্বপ্রসঙ্গাৎ। কামনা চ বিষয়সৌন্দর্য্যজ্ঞানাৎ স্বত এবোৎপদ্যতে, ন তু বিধিশ্রবণাৎ সম্পদ্যতে। যদ্যধিকরণয়োর্ন্যায়ভেদঃ, যদি বা ন্যায়ৈক্যম্। সর্বথা তেজ-স্কামেষ্টিঃ কর্মান্তরম্। কাম্যেষ্টিকাণ্ডপঠিতেষু 'ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্বপেৎ প্রজা-কামঃ' ইত্যাদিষ্বয়মেব ন্যায়ো দ্রষ্টব্যঃ॥

... ...

টিপ্পনী

প্রকরণবশাৎ কর্ম্মভেদস্য প্রকারান্তরত্বং নিরূপ্যতে। প্রকরণান্তরত্বাভাবেঽপীত্যাদি। কর্ম্মণঃ প্রকরণেন সম্বন্ধাভাবাৎ দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণাপেক্ষয়া অসন্নিধিরস্ত্যেব। স এবেতি। অসন্নিধিরেব। কামনা চেত্যাদি। উপভোগ্যবস্তুনঃ সৌন্দর্য্যাদিজ্ঞানমেব কামনাবত্ত্বং পুরুষস্যাকর্ষয়তি। ন তত্র বিধিশ্রবণস্যাপেক্ষা।

... ...

অনুবাদ (২।৩।১২)

১. প্রকরণভেদে কর্ম্মভেদের অপর উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২. শ্রুতি আছে—'আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্ রুক্‌কামঃ' (তেজস্কাম ব্যক্তি আগ্নেয় অষ্টাকপাল গ্রহণ করিবেন)। এই শ্রুতিটিও কোন প্রকরণের মধ্যে পঠিত নহে। এই শ্রুতিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. এই শ্রুতি কি প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাস-যাগের অন্তর্গত আগ্নেয়াদি যাগে ফলের বিধান করিতেছে, না কর্ম্মান্তরের বিধান করিতেছে—এই সংশয়।

৪. আগ্নেয়াদি কর্ম্ম দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে প্রাপ্ত। এইহেতু সেই কর্ম্মেই তেজোরূপ ফলের বিধান করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের বৈষম্য আছে। 'কুণ্ডপায়িনাময়ন-'প্রকরণে পূর্ব্বাধিকরণের শ্রুতিটি পঠিত। সুতরাং সেখানে ভিন্ন প্রকরণত্ব-প্রযুক্ত কর্ম্মান্তরের বিধান হইতে পারে, কিন্তু এই স্থলে বিচার্য্য শ্রুতিটি কোন বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই। সুতরাং সেই নিয়ম এখানে চলিবে না। বিশেষতঃ সেখানে মাস কালবিশেষ বলিয়া অনুপাদেয়, অর্থাৎ বিধেয় হইতে পারে না। সুতরাং মাসের বিধান সম্ভবপর হয় না বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণে গুণবিধিও স্বীকার করা

---

১ মাসাগ্নিহোত্রে কর্ম°—খ

যায় না। কিন্তু ফল যেহেতু উপাদেয়, অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, সেইহেতু এই স্থলে ফলেরই বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের অন্তর্গত আগ্নেয়-যাগকে অনুবাদ করিয়া তেজোরূপ ফল বিহিত হইয়াছে।

৫. ভিন্ন প্রকরণত্ব-প্রযুক্ত কর্ম্মভেদ হইতেছে না—সত্য, কিন্তু বিশেষ কোন প্রকরণের ভিতরে এই শ্রুতিটি পঠিত নহে বলিয়া এই স্থলে দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মের সান্নিধ্যও বর্ত্তমান নাই। সেই অসন্নিধিই এই স্থলে কর্ম্মভেদের হেতু। 'বাজিন'-ন্যায়ে (২।২।৯) এই স্থলে কর্ম্মভেদ হইতে পারে—তাহাও বলা যায় না। যেহেতু উভয়ত্র দ্রব্য এবং দেবতা একই (অষ্টাকপাল-রূপ দ্রব্য এবং অগ্নি-রূপ দেবতা)। 'যেখানে ভিন্ন প্রকরণ-প্রযুক্ত কর্ম্মান্তরের বিধান হয়, সেখানেও অসন্নিধি থাকেই। সুতরাং পূর্ব্বাধিকরণেও অসন্নিধি-প্রযুক্তই কর্ম্মান্তরের বিধান হইয়াছে—ইহা বলা যায়'—এইরূপ আপত্তি করিলে বলিব, তবে আলোচ্য অধিকরণকে পূর্ব্বাধিকরণের বিশদ আলোচনা-রূপে গ্রহণ করিতেও কোন বাধা নাই। মাসাদি কালের ন্যায় তেজোরূপ ফলও উপাদেয় (বিধেয়) হইতে পারে না। কারণ ফলের সাধন (উপায়) যাগাদি বিধেয় বলিয়া যেমন স্বয়ং ফল নহে, যাগের ন্যায় ফলকে বিধেয়রূপে স্বীকার করিলে ফলও সেইরূপ অফল হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার কামনা উৎপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রে ফলের বিধান থাকার কোন প্রয়োজন নাই। যেহেতু স্বভাবতঃই মানুষ ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। কামনা উৎপাদনের নিমিত্তও ফলকে বিধেয় বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব পূর্ব্বাধি-করণের সহিত এই অধিকরণের একত্বই হউক, আর ভেদই থাকুক, তেজস্কাম যজমানের এই আগ্নেয়-যাগ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মান্তরই হইবে। কাম্য যাগকাণ্ডে পঠিত 'ঐন্দ্রাগ্ন-মেকাদশকপালং' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ বিচারের বেলাও এই নিয়মেরই অনুসরণ করিতে হইবে।

(ত্রয়োদশে অবেষ্টেরন্নাদ্যফলকত্বাধিকরণে সূত্রম্)

সন্নিধৌ ত্ববিভাগাৎ ফলার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ ॥২৬॥

ত্রয়োদশাধিকরণমারচয়তি—

যজেৎ সমে পৌর্ণমাস্যাং যাবজ্জীবং তথৈতয়া।
অন্নাদ্যকাম ইত্যাদৌ কর্মভেদোঽথবা গুণঃ ॥৩০॥
বিধ্যুপাদানয়োরৈক্যাদ্দেশাদেরনুপত্তিতঃ[১]।
আবশ্যকে কর্ম বিধৌ তদ্ভেদঃ পুনরুক্তিতঃ ॥৩১॥

১ ০রনুপাদিতঃ—গ

দেশাদিযোগস্যাপ্রাপ্তের্বিধির্ন হ্যেকতা তয়োঃ।
পুংশব্দয়োর্ব্যাপৃতিত্বাৎ পুনরুক্ত্যা ত্বনূদ্যতে ॥৩২॥

দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে দেশকালনিমিত্তান্যাম্নায়ন্তে—'সমে যজেত' 'পৌর্ণমাস্যাং যজেত' 'যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইতি। অবেষ্টিপ্রকরণে ফলমাম্নাতম্—'এতয়ান্নাদ্য-কামং যাজয়েৎ' ইতি। আদিশব্দেন সংস্কারো গৃহীতঃ। স চ দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে সমাম্নাতঃ—'শেষং স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতি' ইতি। তত্র দেশকালনিমিত্তফলসংস্কারা অননুষ্ঠেয়ত্বাদনুপাদেয়াঃ। অতএব ন বিধেয়াঃ। উপাদানবিধিশব্দয়োঃ পর্যায়ত্বাৎ। ততঃ কর্মবিধিঃ—ইত্যবশ্যমভ্যুপেয়ম্। তত্র প্রকরণিনো দর্শাদেঃ পূর্ববিহিতস্যৈ-বৈভির্বাক্যৈঃ পুনর্বিধানে 'সমিধো যজতি' ইত্যাদিবদভ্যাসাদেব কর্মভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—দেশাদীনামবিধেয়ত্বেঽপি বিহিতকর্মণা সহ তেষাং সম্বন্ধো বিধীয়তাম্। স চ কর্মবৎ পূর্বং ন বিহিত ইত্যপ্রাপ্তত্বাদ্ বিধিমর্হতি। যদুক্তম্—উপাদানবিধিশব্দৌ পর্যায়ৌ ইতি। তদসৎ। 'অপ্রবৃত্তপ্রবর্তনং বিধানম্, তচ্চ পুরুষবিষয়ঃ শব্দব্যাপারঃ। অননুষ্ঠিতস্যানুষ্ঠানমুপাদানম্, তচ্চ কর্ম্মাবিষয়ঃ পুরুষব্যাপারঃ' ইতি মহান্ ভেদঃ। যোঽপি দর্শাদীনাং পুনর্বিধিঃ সোঽপি দেশাদিসম্বন্ধং বিধাতুং কর্মানুবাদঃ ইতি ন কর্ম-ভেদমাবহতি। 'সমিধো যজতি' ইত্যাদৌ বিধেয়গুণান্তরাভাবেনানুবাদাসম্ভবাৎ পুনর্বিধানং ভেদহেতুঃ—ইতি বৈষম্যম্ ॥

... ...

টিপ্পনী

পূর্ব্বাধিকরণস্যাপবাদোঽয়ং গ্রন্থঃ। ফলাদীনাং কর্ম্মভেদকত্বং নাস্তীতীহ প্রতিপাদ্যতে। এতয়েত্যাদি। ঋত্বিগিতি পূরণীয়ম্। কর্ম্মবিধিরিতি। কর্ম্মান্তরবিধিরিত্যর্থঃ। অভ্যাসাদিতি। পুনঃপুনঃ কথনমভ্যাসঃ। বিহিতকর্ম্মণা দর্শপূর্ণমাসেন। স চ ইতি। সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ (২।৩।১৩)

১. পূর্ব্বাধিকরণের ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

২. দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে 'সমে যজেত' এই শ্রুতি দ্বারা যাগের স্থান নির্ণীত হইয়াছে। 'পৌর্ণমাস্যাং যজেত' এই শ্রুতি দ্বারা কালের বিষয় বলা হইয়াছে এবং 'যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' এই শ্রুতি দ্বারা যাগের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজসূয়-যজ্ঞের অঙ্গভূত অবেষ্টি-নামক একটি যজ্ঞ আছে, ইহা পূর্ব্বে অবেষ্ট্যধিকরণে (২।৩।২) আলোচিত হইয়াছে। সেই অবেষ্টি-প্রকরণে ফল পঠিত হইয়াছে—'এতয়া অন্নাদ্যকামং যাজয়েৎ'। এই বাক্যটিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. সংশয় এই যে, ইহা কি অপর একটি কর্ম্মের বিধি, অথবা ইহা দ্বারা পূর্ব্বপঠিত অবেষ্টি-যাগের অনুবাদ করিয়া তাহাতে ফলমাত্রের বিধান করা হইতেছে।

৪. 'অন্নাদ্যকামং' পদে ফলের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া অবেষ্টির নিকটে শ্রুত হইলেও পূর্ব্বাধিকরণের যুক্তি অনুসারে কর্ম্মান্তরেরই বিধান হইবে। বিষয়-বাক্যে প্রদর্শিত দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞের শ্রুতিতে 'যজেত' পদের অভ্যাস-(পুনরুল্লেখ) হেতু যেরূপ কর্ম্মভেদ হয়, এই স্থলেও সেইরূপই কর্ম্মভেদ হইবে।

৫. দেশ, কাল, নিমিত্ত, ফল, সংস্কার প্রভৃতি যদিও বিধেয় হয় না, তথাপি বিহিত কর্ম্মের সহিত এইগুলির সম্বন্ধ থাকে। সেই সম্বন্ধটি কর্ম্মের ন্যায় পূর্ব্বে বিহিত ছিল না। অতএব পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত বলিয়া এক্ষণে বিধি হইতে পারে। 'উপাদান' এবং 'বিধি' শব্দ একার্থক নহে। অপ্রবৃত্ত বিষয়ের প্রবর্ত্তনের নাম বিধান। বিধান মানুষকেই প্রবর্ত্তিত করে এবং ইহা শব্দনিষ্ঠ ব্যাপার-বিশেষ। পরন্তু অননুষ্ঠিত বিষয়ের অনুষ্ঠানকে 'উপাদান' বলে। উপাদান কর্ম্ম-বিষয়ক এবং অনুষ্ঠাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ ব্যাপার-বিশেষ। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ অতি স্পষ্ট। 'সমে যজেত' ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধিসমূহের দ্বারা কর্ম্মের ভেদ হইবে না, কিন্তু এই শ্রুতিসমূহের দ্বারা পূর্ব্ব-বিহিত কর্ম্মের সহিত দেশ, কাল এবং নিমিত্তের সম্বন্ধ বিহিত হইতেছে। অবেষ্টি-বিষয়ক শ্রুতিতেও 'এতয়া' এই সর্ব্বনাম-শব্দ থাকায় পূর্ব্ববিহিত কর্ম্মের সহিত এই কর্ম্মটির অভেদ জানা যাইতেছে। যেহেতু 'এতদ্'-শব্দ সন্নিকৃষ্টেরই বাচক। সুতরাং পূর্ব্ববিহিত অবেষ্টি-যাগের অনুবাদ করিয়া তাহাতে 'অন্নাদ্য' ফলের বিধান করা হইয়াছে। ফলের বিষয় পূর্ব্বে প্রাপ্তি ছিল না, এই শ্রুতি দ্বারাই জানা যাইতেছে।

(চতুর্দ্দশে আগ্নেয়দ্বিরুক্তেঃ স্তুত্যর্থতাধিকরণে সূত্রাণি)

আগ্নেয়স্তূক্তহেতুত্বাদভ্যাসেন প্রতীয়তে ॥২৭॥ অবিভাগাত্তু কর্ম্মণা দ্বিরুক্তের্ন বিধীয়তে ॥২৮॥ অন্যার্থা বা পুনঃশ্রুতিঃ ॥২৯॥

চতুর্দ্দশাধিকরণমারচয়তি—

দর্শপূর্ণমাসপ্রোক্ত আগ্নেয়ঃ কেবলোঽপ্যসৌ।
দর্শে যদিতি বাক্যাভ্যাং কর্ম্মান্যদ্বানুবাদগীঃ ॥৩৩॥

অভ্যাসাদন্যকর্ম্মত্বং দর্শেষ্টৌ দ্বিঃ প্রযুজ্যতাম্ ।
একত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাদনূক্ত্যৈন্দ্রাগ্নসংস্তুতিঃ ॥৩৪॥

'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি' ইতি কালদ্বয়ে বিহিতম্ । 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবতি' ইত্যেকস্মিন্ কালে পুনর্বিহিতম্ । তত্র অবিশেষপুনঃশ্রুতিলক্ষণেনাভ্যাসেন প্রযাজানামিব ভেদঃ । তথা সত্যাগ্নেয়যাগস্য দর্শকালে দ্বিঃপ্রয়োগঃ—ইতি চেৎ, ন । প্রত্যভিজ্ঞানাদাগ্নেয়স্যৈকত্বে সত্যেককাল-বাক্যস্যানুবাদকত্বাৎ । ন চানুবাদো ব্যর্থঃ, বিধেয়ৈন্দ্রাগ্নস্তুত্যর্থত্বাৎ । যদ্যপ্যাগ্নেয়োঽ-ষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবতি, তথাপি ন কেবলেনাগ্নিনা সাধুর্ভবতি । ইন্দ্রসহিতোঽগ্নিঃ সমীচীনতরঃ । তস্মাৎ 'ঐন্দ্রাগ্নঃ কর্তব্যঃ' ইতি বিধেয়স্তুতিঃ । প্রযাজবৈষম্যং তূক্তমেবানুসন্ধেয়ম্ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়ন্যায়মালা-বিস্তরে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥:॥

... ...

টিপ্পনী

অভ্যাসস্য স্তুত্যর্থতাপি স্যাদিতীহ প্রদর্শ্যতে । দর্শকালে দ্বিঃপ্রয়োগ ইতি । অভ্যাসেন কর্ম্মণী ভিন্নে স্যাতামিতি প্রাগুক্তম্ । অমাবস্যাকালে আগ্নেয়স্য দ্বিঃপ্রয়োগঃ । একঃ পূর্ব্ববাক্যোক্তঃ, অপরশ্চ দ্বিতীয়-বাক্যোক্তঃ । তথাচ দর্শপূর্ণমাস-যাগে ত্রিঃপ্রয়োগঃ । পূর্ব্ববাক্যোক্তোঽমাবস্যায়াম্, পূর্ব্ববাক্যোক্তঃ পৌর্ণমাস্যাম্, উত্তরবাক্যোক্তোঽমাবস্যায়ামিতি । এককালবাক্যস্যেত্যাদি । অমাবস্যামাত্রবাচকস্য বাক্যস্য পূর্ব্ববাক্যোক্ত-কর্ম্মণঃ অনুবাদকত্বমেব । ঐন্দ্রাগ্নস্তুত্যর্থত্বাৎ । ঐন্দ্রাগ্নযাগস্য স্তুত্যর্থত্বাদিতি । প্রযাজবৈষম্যমিতি । অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞাসত্ত্বাদিতি পূরণীয়ম্ ।

... ...

অনুবাদ (২।৩।১৪)

১. পূর্ব্বাধিকরণের ব্যতিক্রম-রূপে এই অধিকরণের বিন্যাস ।

২. দর্শপূর্ণমাস-প্রকরণে শ্রুতি আছে—'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং পৌর্ণ-মাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি' । 'এই শ্রুতির পরেই অপর শ্রুতি আছে—'যদাগ্নেয়োঽষ্টাক-পালোঽমাবাস্যায়াং ভবতি' ।

৩. সংশয় এই যে, অমাবস্যায় কি একটি আগ্নেয় যাগই করিতে হইবে, না ভিন্ন ভিন্ন আগ্নেয় যাগ করিতে হইবে ।

৪. ধাত্বর্থের অভ্যাস (পুনরুল্লেখ) হইলে যাগান্তরেরই বিধান হয়—পূর্ব্বে ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। (২।২।২) সেই নিয়ম অনুসারে এই স্থলেও কর্ম্মভেদ হইবে, অর্থাৎ অমাবস্যা কালের মধ্যে দুইবার আগ্নেয়-যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় দর্শপূর্ণমাস-যাগে তিনবার আগ্নেয়-যাগ অনুষ্ঠিত হইবে। প্রথম শ্রুতিতে অমাবস্যায় একবার এবং পূর্ণিমায় একবার আগ্নেয় যাগ বিহিত হইয়াছে, দ্বিতীয় শ্রুতিতে অমাবস্যায় পুনরায় বিহিত হইয়াছে।

৫. আলোচ্য স্থলে একই আগ্নেয় যাগের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। দুইবার 'ক' উচ্চারণ করিলে যেরূপ 'ক'-কার দুইটি হইয়া যায় না, সেইরূপ অভেদপ্রত্যভিজ্ঞা-বলে দুইবার উচ্চরিত আগ্নেয় যাগও দুইটি হয় না। দ্বিতীয় বাক্যটিকে অনুবাদ বলিতে হইবে। এই অনুবাদেরও প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে—অনুবাদটি 'ঐন্দ্রাগ্ন'-যাগের প্রশংসার্থক। যদি কোন যজমান আগ্নেয় যাগ করার পরে 'ঐন্দ্রাগ্ন'যাগ না করেন, তবে তাহার যাগটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না—ইহা প্রতিপাদন করাই 'আগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ অমাবস্যায়াং ভবতি' এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং শুধু 'আগ্নেয়'যাগ না করিয়া 'ঐন্দ্রাগ্ন'যাগ করিতে হইবে, ইহাই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য। অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় প্রযাজাদির সহিতও তুলনা হইবে না। এইহেতু 'অভ্যাস'-ন্যায়ানুসারে উভয় আগ্নেয়কে পৃথক্ পৃথক কর্ম্ম-রূপে সিদ্ধান্ত করা চলিবে না।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

অথ চতুর্থঃ পাদঃ

(প্রথমে যাবজ্জীবিকাগ্নিহোত্রাধিকরণে সূত্রাণি)

যাবজ্জীবিকোঽভ্যাসঃ কর্মধর্মঃ প্রকরণাৎ ॥১॥ কর্তুর্বা শ্রুতিসংযোগাৎ ॥২॥ লিঙ্গদর্শনাচ্চ কর্মধর্মে হি প্রক্রমেণ নিয়ম্যেত, তত্রানর্থকমন্যৎ স্যাৎ ॥৩॥ অপবর্গঞ্চ দর্শয়তি, কালশ্চেৎ কর্মভেদঃ স্যাৎ ॥৪॥ অনিত্যত্বাত্তু নৈবং স্যাৎ ॥৫॥ বিরোধশ্চাপি পূর্ববৎ ॥৬॥ কর্তুস্তু নিয়মাৎ কালশাস্ত্রং নিমিত্তং স্যাৎ ॥৭॥

চতুর্থপাদস্য প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

যাবজ্জীবং জুহোতীতি ধর্মঃ কর্মণি পুংসি বা ।
কালত্বাৎ কর্মধর্মোঽতঃ কাম্য একঃ প্রযুজ্যতাম্ ॥১॥
ন কালো জীবনং তেন নিমিত্তপ্রবিভাগতঃ ।
কাম্যপ্রয়োগো ভিন্নঃ স্যাদ্ যাবজ্জীবপ্রয়োগতঃ ॥২॥

বহ্বৃচব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি। তত্র যাবজ্জীবশব্দো মরণাবধিকালপরঃ। তৎকালসম্বন্ধশ্চ প্রকৃতে কাম্যাগ্নিহোত্রে পূর্বমপ্রাপ্তত্বাৎ 'জুহোতি' ইত্যনূদিতে কর্মণি বিধীয়তে। তথা সত্যস্য বাক্যস্য নিত্যপ্রয়োগবিধায়কত্বাভাবেন বাক্যান্তরবিহিতঃ কাম্যপ্রয়োগ এক এবাগ্নিহোত্রস্য পর্যবস্যতি। স চ কাম্যপ্রয়োগোঽভ্যসিতব্যঃ, সকৃদনুষ্ঠানস্য 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' ইত্যনেনৈব সিদ্ধত্বাৎ। 'যাবজ্জীবং' ইত্যস্য কালবিধের্বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ—'অয়ং কাম্যকর্মণোঽভ্যাসসিদ্ধয়ে কালরূপধর্মবিধিঃ—ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—যাবজ্জীবশব্দো ন কালস্য বাচকঃ, কিন্তু লক্ষকঃ। বাচ্যার্থস্তু কৃৎস্নজীবনম্। ন চ জীবনং কর্মধর্মত্বেন বিধাতুং শক্যম্, তস্য পুরুষধর্মত্বাৎ। তচ্চ পুরুষধর্মং নিমিত্তীকৃত্যাগ্নিহোত্রপ্রয়োগো বিধীয়তে। ন চ—অত্র কর্মভেদঃ, তদ্ধেতূনাং শব্দান্তরাদীনামভাবাৎ। ন চ অভ্যাসস্তদ্ধেতুঃ, নিমিত্তবিশেষসদ্ভাবেনাবিশেষপুনঃশ্রুতেরভাবাৎ। অতঃ প্রয়োগভেদঃ পর্যবস্যতি, জীবনস্যাত্র নিমিত্তত্বাৎ। সতি নিমিত্তে নৈমিত্তিকস্য ত্যাগাযোগান্নিত্যত্বমর্থসিদ্ধম্। ন চ জীবননিমিত্তনৈরন্তর্যেণ[১] প্রয়োগনৈরন্তর্যাপত্তিঃ, সায়ংপ্রাতঃকালয়োর্বিহিতত্বাৎ। তস্মাৎ জীবনস্য পুরুষধর্মত্বান্নিত্যকাম্যপ্রয়োগৌ ভিন্নৌ ॥

... ...

১ জীবননৈরন্তর্যেণ—খ

টিপ্পনী

নিরূপিতঃ কর্ম্মভেদঃ। ইদানীং তৎসম্বন্ধপ্রয়োগভেদো নিরূপ্যতে। তৎকালসম্বন্ধশ্চেত্যাদি। 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' ইতি শ্রুতৌ যৎ কাম্যমগ্নিহোত্রং বিহিতম্ তদেব জুহোতীত্যনেনানূদ্য যাবজ্জীবপদেন তস্য মরণাবধিকালসম্বন্ধশ্চ বিধীয়ত ইতি। বাক্যান্তরবিহিত ইতি। অগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যাদি-কাম্যাগ্নিহোত্রস্য অপূর্ব্ববিধিবাক্যবিহিত ইত্যর্থঃ। বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদিতি। যাবজ্জীবমিত্যস্য কালপ্রতিপাদকস্য বিধেঃ সার্থক্যায় কাম্যপ্রয়োগস্য পুনঃপুনরনুষ্ঠানমিত্যর্থঃ। তথা চাস্য কাম্যানুষ্ঠানস্য মরণপর্য্যন্ততা সিধ্যতি। নিত্যকাম্যপ্রয়োগৌ সম্মিলিতৌ একমেবানুষ্ঠানং কর্ম্ম বা যাবজ্জীবব্যাপং সম্পাদয়ত ইতি। কিন্তু লক্ষক ইতি। শক্যার্থগ্রহণসম্ভবে লক্ষার্থগ্রহণস্যান্যায্যত্বাৎ। তদ্ধেতুঃ। কর্ম্মভেদস্য হেতুরিত্যর্থঃ। নিমিত্তবিশেষেত্যাদি। জীবনমেব নিত্যাগ্নিহোত্রস্য নিমিত্তম্। সতি নিমিত্তে নৈমিত্তিকস্যাপরিত্যাজ্যত্বাৎ প্রতিদিনং সায়ং-প্রাতঃকর্ত্তব্যানুষ্ঠানেন একৈকস্য প্রয়োগস্য সিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

...　　　...　　　...

অনুবাদ (২।৪।১)

১. কর্ম্মভেদের আলোচনা শেষ হইয়াছে। ইদানীং প্রয়োগভেদের বিচার করা হইতেছে। প্রয়োগভেদও কর্ম্মভেদের সহিত সম্বন্ধ।

২. শ্রুতি আছে—'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি'। ইহাই বিচার্য্য বাক্য।

৩. শ্রুতিতে যাবজ্জীবন (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অগ্নিহোত্র-হোম করিবার যে বিধান পাওয়া গেল, এই যাবজ্জীবিকতা কি কর্ম্মের ধর্ম্ম, না অনুষ্ঠাতার ধর্ম্ম—ইহাই সংশয়। যদি কর্ম্মের ধর্ম্ম হয়, তবে মরণ-কাল পর্য্যন্ত বহু অনুষ্ঠানের দ্বারা একটি-মাত্র কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, আর যদি অনুষ্ঠাতার ধর্ম্ম হয়, তবে এক-একবার অনুষ্ঠান করিলেই একটি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে এবং জীবনই কর্ম্মের নিমিত্ত বলিয়া মরণাবধি কর্ম্মের বহু প্রয়োগ হইবে।

৪. 'যাবজ্জীবং' ইত্যাদি বাক্যে 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ, ইত্যাদি বাক্যবিহিত কাম্য অগ্নিহোত্রের অনুবাদ করিয়া সেই কর্ম্মে মরণাবধি কালের সম্বন্ধ বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ এই যাবজ্জীবন-রূপ কালের সম্বন্ধ পূর্ব্বে জানা যায় নাই, এই শ্রুতির দ্বারা শুধু তাহাই বিহিত হইতেছে। সুতরাং কর্ম্মের প্রকরণে উপদিষ্ট বলিয়া সেই কর্ম্মে যাবজ্জীবন-রূপ কালের সম্বন্ধ বিহিত হইতেছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, মরণকাল পর্য্যন্ত কাম্যাগ্নিহোত্র চালাইয়া যাইতে হইবে। আরও জানা যাইতেছে যে, নিত্য এবং কাম্য অগ্নিহোত্রের প্রয়োগ সম্মিলিতভাবে মরণ-কাল পর্য্যন্ত একটি মাত্র অগ্নিহোত্র-কর্ম্মই সম্পাদন করিবে।

৫. 'যাবজ্জীব'শব্দ কালের বাচক হইতে পারে না। কারণ 'যাবৎ'শব্দ পূর্ব্বক 'জীব্' ধাতু 'ণমুল্' প্রত্যয় করিলে 'যাবজ্জীবং' পদটি সিদ্ধ হয়। সুতরাং শব্দটি সমগ্র জীবনের বাচক। জীবন কোনও কর্ম্মের ধর্ম্ম হইতে পারে না, পরন্তু প্রাণীরই ধর্ম্ম। অতএব অনুষ্ঠাতার ধর্ম্ম বলিলে শব্দটির মুখ্যার্থ রক্ষিত হয়, কিন্তু শব্দটিকে কালবাচক বলিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। অনুষ্ঠাতার ধর্ম্ম হয় বলিয়াই 'যাবজ্জীবং' শব্দকে অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কর্ম্মভেদের আশঙ্কা করা যায় না। কারণ কর্ম্মভেদের হেতুভূত শব্দান্তর প্রভৃতি এখানে নাই। অভ্যাসও (পুনরুল্লেখ) এই স্থলে কর্ম্মভেদের হেতু হইতে পারে না। কারণ যাবজ্জীবন-রূপ নিমিত্ত-বিশেষের উল্লেখ আছে। নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না বলিয়া সেই নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিত্যতাই তাৎপর্য্যবশতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিনই সায়ং-কালীন ও প্রাতঃ-কালীন অনুষ্ঠানে এক একটি প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইবে। এইরূপে প্রত্যহই চলিবে। জীবনের নিবৃত্তিতে অগ্নিহোত্র কর্ম্মেরও নিবৃত্তি ঘটিবে। যেহেতু অনুষ্ঠাতার জীবন একটানা চলিতেছে, কোথাও বিচ্ছেদ নাই, সেই-হেতু নৈমিত্তিক কর্ম্মটিও বিরামহীনভাবে একটানা চলুক—এইরূপ আপত্তি খাটে না। কারণ সায়ং ও প্রাতঃ অগ্নিহোত্রের কাল-রূপে নির্দ্দিষ্টই আছে। অতএব জীবন অনুষ্ঠাতার ধর্ম্ম বলিয়া নিত্য এবং কাম্য অগ্নিহোত্র এক নহে, পরন্তু ভিন্ন।

(দ্বিতীয়ে সর্বশাখাপ্রত্যয়ৈককর্মতাধিকরণে সূত্রাণি)

নামরূপধর্মবিশেষপুনরুক্তিনিন্দাশক্তিসমাপ্তিবচনপ্রায়শ্চিত্তান্যার্থদর্শনাচ্ছাখান্তরেষু কর্মভেদঃ স্যাৎ ॥৮॥ একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ ॥৯॥ ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধানত্বাৎ ॥১০॥ সর্বেষাং চৈককর্ম্যং স্যাৎ ॥১১॥ কৃতকং চাভিধানম্ ॥১২॥ একত্বেঽপি পরম্ ॥১৩॥ বিদ্যায়াং ধর্মশাস্ত্রম্ ॥১৪॥ আগ্নেয়বৎ পুনর্বচনম্ ॥১৫॥ অদ্বির্বচনং বা শ্রুতিসংযোগাবিশেষাৎ ॥১৬॥ অর্থাসন্নিধেশ্চ ॥১৭॥ ন চৈকং প্রতি শিষ্যতে ॥১৮॥ সমাপ্তিবচ্চ সংপ্রেক্ষা ॥১৯॥ একত্বেঽপি পরাণি নিন্দাশক্তিসমাপ্তিবচনানি ॥২০॥ প্রায়শ্চিত্তং নিমিত্তেন ॥২১॥ প্রক্রমাদ্ বা নিয়োগেন ॥২২॥ সমাপ্তিঃ পূর্ববত্ত্বাদ্ যথাজ্ঞাতে প্রতীয়েত ॥২৩॥ লিঙ্গমবিশিষ্টং সর্বশেষত্বান্ন হি তত্র কর্মচোদনা তস্মাদ্ দ্বাদশাহস্যাহারব্যপদেশঃ স্যাৎ ॥২৪॥ দ্রব্যে চাচোদিতত্বাদ্বিধীনাম-

ব্যবস্থা স্যান্নির্দেশাদ্ ব্যবতিষ্ঠেত তস্মান্নিত্যানুবাদঃ স্যাৎ ॥২৫॥ বিহিত-প্রতিষেধাৎ পক্ষেঽতিরেকঃ স্যাৎ ॥২৬॥ সারস্বতে বিপ্রতিষেধাদ্ যদেতি স্যাৎ ॥২৭॥ উপহব্যেঽপ্রতিপ্রসবঃ ॥২৮॥ গুণার্থা বা পুনঃশ্রুতিঃ ॥২৯॥ প্রত্যয়ং চাপি দর্শয়তি ॥৩০॥ অপি বা ক্রমসংযোগাদ্ বিধিপৃথক্ত্বমেকস্যাং ব্যবতিষ্ঠেত ॥৩১॥ বিরোধিনা ত্বসংযোগাদৈককর্ম্যেঽতৎসংযোগাদ্ বিধীনাং সর্বকর্মপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ ॥৩২॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

শাখাভেদাৎ কর্মভেদো ন বা কর্মাত্র ভিদ্যতে।
দৃষ্টং কাঠকনামাদি বহু ভেদস্য কারণম্ ॥৩॥
গ্রন্থদ্বারাদিনা হ্যেতে যুজ্যন্তে ভেদহেতবঃ।
রূপাদিপ্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নং কর্ম গম্যতে ॥৪॥

কাঠক-কাণ্ব-মাধ্যন্দিন-তৈত্তিরীয়াদিশাখাসু দর্শপূর্ণমাসাখ্যং কর্মাম্নাতম্। তত্র শাখাভেদাৎ কর্ম্ম ভিদ্যতে। কুতঃ—ভেদকারণানাং[১] নামভেদাদীনাং বহূনামুপলম্ভাৎ। কাঠককাণ্বাদিকো নামভেদঃ। কারীরীবাক্যান্যধীয়ানাঃ কেচিচ্ছাখিনো ভূমৌ ভোজন-মাচরন্তি, শাখান্তরাধ্যায়িনো নাচরন্তি ইতি ধর্মভেদঃ। একস্যাং শাখায়ামধীতাঃ 'ইষে ত্বা' ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ পলাশশাখাচ্ছেদাদয়ঃ ক্রিয়াশ্চ, শাখান্তরেঽপ্যধীয়ন্ত ইতি পুনরুক্তিঃ। এবমশক্ত্যাদয়ো ভেদহেতব উদাহার্যাঃ। ন হ্যল্পায়ুষা মনুষ্যেণ সর্বশাখাধ্যয়ন-পূর্বকং কর্মানুষ্ঠানং কর্তুং শক্যম্। তস্মাৎ শাখাভেদেন কর্মভেদঃ—ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—রূপাদ্যভেদাদেকং কর্ম। আগ্নেয়াষ্টাকপালাদিযাগরূপং যদেবৈকস্যাং শাখায়াং তদেবান্যত্রাপ্যুপলভ্যতে। 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইতি যাগরূপঃ পুরুষব্যাপারশ্চৈ-কবিধঃ। 'দর্শপূর্ণমাসৌ' ইতি কর্মনামাপ্যেকম্। 'স্বর্গকামঃ' ইতি ফলসম্বন্ধোঽ-প্যেকঃ। তস্মাদভিন্নং কর্ম। পূর্বপক্ষহেতবস্ত্বন্যথা সঙ্গচ্ছন্তে। কাঠকাদিকং জ্যোতিরাদিবন্ন কর্মনাম, 'কাঠকেন যজেত' ইত্যশ্রবণাৎ। 'কাঠকমধীতে' ইতি প্রয়োগাদ্ গ্রন্থনামেত্যবগন্তব্যম্। ভূভোজনাদিরধ্যয়নধর্মঃ। পুনরুক্তিরধ্যেতৃভেদান্ন দুষ্যতি। অল্পায়ুষাপি শাখান্তরস্থোপসংহারন্যায়েন কর্মানুষ্ঠানং শক্যতে। তস্মাৎ অনন্যথাসিদ্ধরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছাখাভেদেঽপি কর্ম ন ভিদ্যতে ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে জৈমিনীয়ন্যায়মালা-বিস্তরে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥৪॥

.. ..

---

১ ভেদকরণানাং—গ

টিপ্পনী

বেদস্থ শাখাভেদেন কর্ম্মভেদো নাস্তীতীহ বিচার্য্যতে। নামভেদাদীনামিতি। আদিশব্দেন ধর্ম্মদ্রব্যাদিভেদস্যাপি পরিগ্রহঃ। রূপান্যভেদাদিতি দ্রব্যদেবতাদীনামৈক্যাদিত্যর্থঃ তথাচ বার্ত্তিকে—সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ সংজ্ঞারূপগুণাদিভিঃ। এককর্ম্মত্ববিজ্ঞানং ন শাখাস্বপগচ্ছতি। উপসংহারন্যায়েনেতি। সমুচ্চয়েনেত্যর্থঃ। পরশাখাগতং কর্ম্ম যদি স্বশাখাবিরুদ্ধং ন স্যাত্তর্হি স্বশাখোক্তকর্ম্মণি পরশাখোক্তকর্ম্মণো গুণানাং সমুচ্চয়ো ভবিতুমর্হতি। তথাচ স্মৃতিঃ—'যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ। বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ' ইতি।

... ...

অনুবাদ (২।৪।২)

১. কর্ম্মভেদের যে-সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর কোনও হেতু আছে কি না—বিচার করা যাইতেছে।

২. এক এক বেদের কাঠক, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শাখায় 'দর্শপূর্ণমাস' যাগের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া যায়। সেইসকল শ্রুতিই বিচার্য্য বিষয়।

৩. প্রত্যেক শাখায় শ্রুত দর্শপূর্ণমাস ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম, না অভিন্ন। শাখাগত ভেদ আছে বলিয়া এই সংশয় উপস্থিত হয়।

৪. শাখাভেদে কর্ম্মগুলি ভিন্নই হইবে। কর্ম্মভেদের হেতু-রূপে নামভেদ, রূপভেদ প্রভৃতি বহু কারণ বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক শাখার নাম অনুসারে কর্ম্মগুলিও কাঠক, কাণ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অতএব নামভেদ-হেতু কর্ম্মের ভেদ হইবে। বিভিন্ন শাখা গ্রহণের বেলায় বিশেষ বিশেষ আচরণের ব্যবস্থা আছে। যেমন, তৈত্তিরীয়-শাখিগণ কারীরী-যজ্ঞবিষয়ক বেদভাগ অধ্যয়নের সময় মাটিতে ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য শাখার বিদ্যার্থীরা সেই বেদভাগ অধ্যয়নের সময় তাহা করেন না। ইহাতে ধর্ম্ম বা আচরণের ভেদ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শাখার কারীরী প্রভৃতি কর্ম্মের আচারগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। পুনরুক্তি আছে বলিয়াও শাখাভেদে কর্ম্মভেদ স্বীকার করিতে হয়। এক শাখায় অধীত 'ইষে ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র এবং পলাশশাখাচ্ছেদন প্রভৃতি ক্রিয়া অপর শাখায়ও অধীত হয়। ইহাতে পুনরুক্তি ঘটে। কারণ একই বাক্য বা কর্ম্ম বিভিন্ন শাখায় স্থান পাইলে একটিকে বিধি এবং অপরটিকে অনুবাদ বলিতে হয়। কোন্‌টিকে বিধি বলিব, আর কোন্‌টিকে অনুবাদ বলিব, ইহার কোন নিয়ম নাই। বিশেষতঃ একটিকে

বিধি বলিলেই যখন কাজ চলে, তখন অপরটি অবশ্যই পুনরুক্ত হইবে। অশক্তি অর্থাৎ অনুষ্ঠানের অসামর্থ্য-প্রযুক্তও কর্ম্মভেদ স্বীকার করিতে হয়। সকল শাখা অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যেক শাখার বৈশিষ্ট্য সহ সেইসকল শাখার কর্ম্ম যথাযথ-রূপে আচরণ করা অল্পায়ুঃ মানুষের সাধ্যের বাহিরে। পরন্তু প্রত্যেক শাখার কর্ম্মকে পৃথক্ বলিয়া স্থির করিলে যে-কোন একটি শাখার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। এইরূপে নিন্দা, সমাপ্তিবচন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কর্ম্মভেদের হেতু হইতে পারে।

কোন শাখায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে 'অগ্নিহোত্র' হোম করার নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে, আবার কোন শাখায় উদয়ের পরে হোমের নিন্দা করা হইয়াছে। যদি বিভিন্ন শাখার অগ্নিহোত্র একই কর্ম্ম হইত, তবে এক শাখায় সেই কর্ম্মের প্রশংসা এবং অপর শাখায় সেই কর্ম্মের নিন্দা থাকিতে পারে না। অতএব নিন্দাবচনও শাখাভেদে কর্ম্মভেদের হেতু।

কোন শাখায় দেখা যায়—'এইখানেই কর্ম্মটি সমাপ্ত হইবে,' অপর শাখায় অন্যত্র সমাপ্তির নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। যদি সকল শাখার কর্ম্ম অভিন্নই হয়, তবে বিভিন্ন স্থানে তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব সমাপ্তি বচনের বিভিন্নতা-হেতু শাখাভেদে কর্ম্মভেদ সিদ্ধান্ত করা উচিত।

কোন কোন শাখায় দেখা যায়, অনুদিত হোমের ব্যতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, আবার কোন কোন শাখায় উদিত হোমের ব্যতিক্রমে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেখা যায়। ইহাতে বোঝা যায়, কর্ম্মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব অভিন্ন হইতে পারে না।

৫. শাখাভেদ-নিবন্ধন কর্ম্মের ভেদ হইতেছে না। কারণ সকল শাখাতেই রূপ (দ্রব্য ও দেবতা) প্রভৃতির অভিন্নতা আছে। সর্ব্বত্রই দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মের সাধন-দ্রব্য, দেবতা এবং নাম অভিন্ন। একই প্রকার প্রযত্ন দ্বারা কর্ম্মটি নিষ্পন্ন হয় এবং একই ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মটি এক।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যে-সকল আপত্তি করিয়াছেন, অন্যপ্রকারেও সেইগুলির সমাধান করা যায়। কাঠক, কাণ্ব প্রভৃতি কর্ম্মের নাম নহে, পরন্তু গ্রন্থের নাম। কাঠকাদি নামগুলি কর্ম্ম-বিধায়ক বাক্যে বোধিত হয় নাই। এইকারণে এই নাম কর্ম্মভেদের হেতু হইবে না। যেহেতু কর্ম্মের অপূর্ব্ব-বিধিতে যে সংজ্ঞাভেদ থাকে, সেই সংজ্ঞাভেদই কর্ম্মভেদের হেতু।

শাখাভেদে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের অধ্যয়ন-কালে ভূমিতে ভোজন প্রভৃতি যে-সকল আচারের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইসকল আচার বা নিয়ম অধ্যয়নেরই অঙ্গ,

কর্ম্মের অঙ্গ নহে। এইহেতু আচারের ভেদ-নিবন্ধন কর্ম্মের ভেদ হইতে পারে না। বিভিন্ন শাখার শ্রুতিগুলি বিভিন্ন শাখিগণ-কর্তৃক পঠিত হয় বলিয়া পুনরুক্তি হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় একই কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলে তাহাকে পুনরুল্লেখও বলা যায় না।

রূপভেদ-হেতু কর্ম্মের ভেদ হইতেছে না। যদিও বিভিন্ন শাখায় একই কর্ম্মের বিধান পাওয়া যাইতেছে, তথাপি কোথাও হয়ত কোন গুণের উল্লেখ করা হয় নাই, কোথাও বা অন্যপ্রকার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সকলের প্রতিই সেইগুলির বিধান করা হইয়াছে, শুধু সেই শাখাধ্যায়ীর প্রয়োজনেই কীর্ত্তিত হয় নাই। অন্য শাখায় যে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি স্বশাখাবিহিত কর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয় এবং স্বশাখায় উল্লিখিতও না হয়, তবে স্বশাখোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বেলা সেইগুলিরও অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেইগুলি স্বশাখার বিরুদ্ধ হইলে, সেইরূপ স্থলে বিকল্পে বিহিত হইবে। অতএব রূপভেদেও কর্ম্মের ভেদ হইবে না।

অশক্তিবশতঃ কর্ম্মভেদ হইবে—পূর্ব্বপক্ষীর এই মতও যুক্তি-সিদ্ধ নহে। কারণ অল্পায়ুঃ পুরুষও অপর শাখায় উপদিষ্ট গুণ প্রভৃতিকে স্বশাখীয় অনুষ্ঠানের বেলা কাজে লাগাইতে পারেন। সকল শাখার বৈশিষ্ট্য সহ সমস্ত অনুষ্ঠানই করিতে হইবে—এরূপ কোন কথা নাই।

'ইহা সেই কর্ম্ম,' 'এই কর্ম্মেরও একই ফল', 'সেই একই রূপ' ইত্যাদি অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞার অন্য কোনপ্রকার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর নহে বলিয়া শাখাভেদ হইলেও দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের ভেদ হইবে না।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

উদ্ধৃতির আকরসূচী

(সাঙ্কেতিক শব্দ)

আপ০ গৃ০	...	আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র
আপ০ শ্রৌ	...	আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র
ঋ০ সং	...	ঋগ্বেদ-সংহিতা
ঐ০ ব্রা০	...	ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ
কা০ সং	...	কাঠক-সংহিতা
গো০ গৃ০	...	গোভিল-গৃহ্যসূত্র
ত০ বা০	...	তন্ত্রবার্তিক
তা০ ব্রা০	...	তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ
তু...	...	তুলনীয়
তৈ০ আ০	...	তৈত্তিরীয়ারণ্যক
তৈ০ ব্রা০	...	তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ
তৈ০ সং	...	তৈত্তিরীয়-সংহিতা
প০ ভা০	...	পরাশর-ভাষ্য
পা০ ভা০	...	পাণিনীয় মহাভাষ্য
ম০ স্মৃ০	...	মনুস্মৃতি
মু০ উ০	...	মুণ্ডকোপনিষৎ
মৈ০ সং	...	মৈত্রায়ণী সংহিতা
যা০ স্মৃ০	...	যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি
বা০ সং	...	বাজসনেয়ি-সংহিতা
বি০ পু০	...	বিষ্ণুপুরাণ
বৌ০ গৃ০	...	বৌধায়ন-গৃহ্যসূত্র
বৌ০ ধ০	...	বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্র
শ০ ব্রা০	...	শতপথ-ব্রাহ্মণ
শা০ দী০	...	শাস্ত্রদীপিকা
শা০ ভা০	...	শাবর-ভাষ্য
শা০ স্মৃ০	...	শাতাতপ-স্মৃতি
ষ০ ব্রা০	...	ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণ
সা০ স০ উ	...	সামবেদ-সংহিতা (উত্তরার্চিক)

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
विषय संख्या
आगत पंजिका संख्या
तिथि
संख्या
तिथि
संख्या
पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।